ডাক দিয়ে যাই তোমায়

হে মুসলিম তরুণ

উসতাজ হাসসান শামসি পাশা

অনুবাদকের কথা

তারুণ্যের সময়টা জীবনের সবচেয়ে দামি সময়। কারণ, এ সময়টা নিজেকে গড়ার সময়; জীবনের লক্ষ্য বুঝে সামনে অগ্রসর হওয়ার সময়। ভবিষ্যতের পাথেয় সংগ্রহের সর্বোকৃষ্ট মৌসুম এটা। এ সময়টাতে যে সঠিক দিকনির্দেশনা পায়, আল্লাহর তাওফিকে সে সঠিক পথে এগিয়ে যায়। দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানের সাফল্য লাভের প্রয়াসে যাবতীয় কল্যাণকর ও নেক কাজে মশগুল থাকে সে।

পক্ষান্তরে যে এ সময় নফসের কামনাবাসনার জালে বন্দী হয়ে পড়ে কিংবা জিন শয়তান, মানব শয়তানদের পাল্লায় পড়ে, সে হারিয়ে যায় ভ্রষ্টতার ঘোর অমানিশায়। পার্থিব ভোগবিলাস আর সাময়িক ফুর্তির তালাশেই সে মেতে রয়। তার কাছে জীবন মানে অবাধ যৌনাচার, খেলতামাশা আর নেশা-উন্মাদনায় মত্ত থাকা। পাশ্চাত্যের নিকৃষ্ট জীবনাচার তার কাছে মনে হয় সর্বসেরা। দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ আমাদের মুসলিম সমাজের তরুণ-যুবাদের মাঝেও এ ভয়ানক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

প্রিয় মুসলিম ভাই, তুমি নিশ্চয় পরকালে বিশ্বাস করো। তুমি জানো, এ জীবনই শেষ নয়। তোমার সামনে আছে অনন্ত-অসীম এক মহাকাল। সে অসীম মহাকালের, সে চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় তোমাকে এ দুনিয়াতেই জোগাড় করে যেতে হবে। এবার তুমিই বলো... তোমার জন্য কি উচিত হবে অবাধ যৌনাচার আর মাদকের নেশায় ডুবে থাকা?! সঠিক আদর্শ ভুলে পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণে মত্ত থাকা?! নিশ্চয় না। তাহলে কী করতে হবে? তোমাকে চলতে হবে সোনালি যুগের আলোকিত মানুষের পথে। নিজের জীবনকে সাজাতে হবে প্রিয় নবিজির আদর্শ অনুসরণে। তাঁর সুন্নাহর অনুসরণে এবং ইসলামের প্রতিটি শিক্ষায় তুমি নিজেকে শোভিত করবে।

হ্যাঁ, তোমাকে সেই সুন্দর পথের দিকে আহ্বান করেই আরবের খ্যাতিমান লেখক ও দায়ি উসতাজ হাসসান শামসি পাশা রচনা করেছেন (همسة في أذن شاب) 'ডাক দিয়ে যাই তোমায় হে মুসলিম তরুণ' গ্রন্থটি। চমৎকার এ গ্রন্থে তিনি তোমাকে শেখাবেন কৈশোর ও যৌবনের উর্বর দিনগুলোতে কীভাবে কল্যাণ ও সাফল্যের সোনা ফলাতে হয়। এতে তুমি পাবে কৈশোর ও যৌবনের প্রতিটি সংশয় ও প্রশ্নের চমৎকার জবাব।

দুআ করি, আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটিকে আমাদের তরুণ সমাজসহ সত্যান্বেষী সকলের জন্য হিদায়াতের দিশা লাভের অসিলা হিসেবে কবুল করুন (আমিন)।

- আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ

সূচিপত্র

ভূমিকা

একটি শিশু যখন কৈশোরে পদার্পণ করে, তখন শান্তশিষ্ট, মা-বাবা ও শিক্ষকদের অনুগত শিশু সত্তার স্থলে একটি দীর্ঘদেহী, মেধাবী, আবেগপ্রবণ, নিজের ওপর মাতাপিতা ও স্কুলসহ সব পক্ষের কর্তৃত্ববিদ্রোহী একটি যুবক সত্তা জায়গা করে নিতে খুব বেশি সময় নেয় না।

অতঃপর তার মাঝে জন্ম নেয় যৌনশক্তি, যা চিন্তা ও অনুভূতির পরিধিকে আরও সম্প্রসারিত করে তোলে। ঠিক এ সময়েই তার মাঝে ধর্মীয় প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, একটি মানবমানসে ১০-২৫ বছরের মধ্যে ধর্মীয় প্রবৃত্তি জেগে ওঠে।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী স্টারবাক বলেন, 'যদি ব্যক্তির মাঝে বিশ বছরের পূর্বে ধর্মীয় প্রবৃত্তি না জাগে, এর পরে জাগার সম্ভাবনা কম।'

স্ট্যানলি হল চল্লিশ হাজার মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, অধিকাংশের মাঝে ধর্মীয় প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়েছে ১৬ বছরের মধ্যে।

সুতরাং এ সময়টি তারুণ্যের সবচেয়ে স্পর্শকাতর সময়। কারণ, এ বয়সেই তার ধর্মীয় চিন্তা ও জীবনদর্শন গড়ে ওঠে।

কথা এখানেই শেষ নয়, বিভিন্ন মাধ্যম দ্বারা সমাজে প্রসার লাভ করা ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়েও তরুণরা বয়সের এই সময়ে আক্রান্ত হয়। ফলে এ সময়ে তরুণরা ধর্ম ও জীবনদর্শন সম্পর্কে সঠিক ধারণা না পেলে ধর্ম সম্পর্কে বিরাট ভুল ধারণা নিয়ে তারা বড় হয়ে উঠবে।

সুতরাং আমাদের যুবসমাজের কী গতি হবে,

যদি তাদের অভিভাবকরা সন্তানদের সুষ্ঠু তারবিয়াত থেকে গাফিল হয়ে থাকে?

যদি বাবা-মা শুধু সন্তানদের থাকা-খাওয়ার চিন্তায় মাশগুল থাকে এবং সন্তানদের আকিদা-বিশ্বাস বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা না রাখে?

যদি অভিভাবকরা সন্তানদের বিশ্বাস নির্মাণের জন্য তাদের হাতে শুধু কয়েকটি বই ও লেকচার তুলে দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করে?

যদি আলিমগণ জাতির তরুণদের মানসিকতা গড়নে সিরিয়াস না হয়ে শুধু মাঠে-ময়দানের ওয়াজ ও সাপ্তাহিক আলোচনাকেই যথেষ্ট মনে করে বসে থাকেন?

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের যুবসমাজ কীভাবে সঠিক পথের দিশা পাবে,

যখন তাদের সামনে বাতিলের প্রতি প্রলুব্ধকারী একাধিক বস্তু তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে?

টিভি, সিনেমা, ইন্টারনেট, নাট্যশালা, অশ্লীল গল্প ও উপন্যাস যখন তাদেরকে নিষিদ্ধ জগতের দিকে ডাকে, তখন আমাদের যুবকরা সে ডাকে সাড়া না দিয়ে কীভাবে থাকবে?

বাতিলের অনবরত দাওয়াত এবং অভিভাবকদের অবহেলায় প্রত্যাশিতভাবেই আমাদের যুবসমাজ বাতিল মত ও পথকেই বেছে নেয়। নাটক-সিনেমা-সিরিয়াল-গল্প-উপন্যাসে যে রকম জীবনদর্শন দেখানো হয়, সেভাবেই তারা জীবনকে দেখে, সেভাবেই গড়ে ওঠে তাদের মানসিকতা, চিন্তাধারা।

যুবক নতুন শহরে আগমনকারী মুসাফিরের মতো। তার সামনে থাকে একাধিক পথ। কোনটি দিয়ে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে, তা জানার জন্য অভিজ্ঞ কাউকে তাকে পথ দেখিয়ে দিতে হয়। তেমনই যৌবনে পদার্পণ করার পর যুবকের সামনেও দৃশ্যমান হয় একাধিক পথ, তখন অভিভাবকদের কর্তব্য হলো, তাকে সঠিক পথটি দেখিয়ে দেওয়া।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করা এতটা কঠিন ছিল না। কারণ, তখন সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। যুবকরা আশপাশের পরিবেশ থেকেই ইসলামি চিন্তাধারা ধারণ করে নিত অনায়াসে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সমাজ এমন হয়ে গেছে যে, নতুন প্রজন্ম এখান থেকে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতে পারে না। তাই আমরা যারা

আমাদের সন্তানদের ইসলামি মানসিকতায় গড়ে তুলতে চাই, তাদের উচিত সন্তানদের সর্বদা কল্যাণের পথে দাওয়াত দেওয়া এবং সিরাতে মুসতাকিমে অটল থাকায় উদ্বুদ্ধ করা।

এ দায়িত্বটি সহজ নয়। কারণ, আমরা যখন তাদের ভালো পথের দিকে ডাকব, তখন হাজারো মন্দ পথের দায়ি তাদেরকে মন্দ পথের দিকে ডাকবে। মন্দ পথের দায়িরা যেদিকে ডাকে, প্রবৃত্তি সেদিকে যেতে চায় বলে তাদের তেমন কষ্ট হয় না। কিন্তু ভালো পথের দায়িরা যেদিকে মানুষদের ডাকে, সেদিকে প্রবৃত্তি যেতে চায় না। তাই ভালো পথের দায়িদের একটু বেশিই কষ্ট হয়। সে বেশি কষ্টের পথটিই আমাদের বেছে নিতে হবে।

আমি তা-ই করার চেষ্টা করেছি। ভালো পথের দিকে আহ্বান করার জন্য মুসলিম যুবসমাজের উদ্দেশে বক্ষ্যমাণ বইটি লিখার প্রয়াস পেয়েছি।

প্রিয় যুবক ভাই, বইয়ের মূলপাঠে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ জেনে রাখো :

- আল্লাহর অদ্ভুত এক হিকমাহ হলো, ভালো আমল করতে তিনি তার জন্য সাওয়াবের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য ও কর্মোদ্দীপনা দান করেন। অনুরূপভাবে মন্দ আমল করলে গুনাহের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের অবনতি ও অসুস্থতা দেন। এ জন্যই অনেক মন্দ আমলকারী ৩০ বছরের যুবককে ৬০ বছরের বৃদ্ধের মতো লাগে। আবার ভালো আমলকারী ৬০ বছরের বৃদ্ধকে ৩০ বছরের যুবকের মতো লাগে।

- এত দিন যত গুনাহ করেছ, সব থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করো। অতঃপর যখনই সে গুনাহ আবার সংঘটিত হবে, সাথে সাথে আবার ভালোভাবে তাওবার সকল শর্ত অনুযায়ী তাওবা করবে। তাওবা করাকে হালকাভাবে নেবে না। কোনো গুনাহ করে ফেললে সাথে সাথে নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে। কেননা রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذَلِكَ الذَّنْبِ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ

'কোনো মুসলিম যদি গুনাহ করে ফেলে, অতঃপর সে অজু করে দুই রাকআত নামাজ পড়ার পর আল্লাহর কাছে ওই গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।'[১]

- প্রিয় ভাই, আল্লাহর কাছেই ফিরে আসো, তিনি শুধু ভালো মানুষদের প্রভু নন, পাপীদেরও প্রভু। হতাশ হয়ো না। কারণ, তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়েও আল্লাহর কাছে যাও, আর আল্লাহর সাথে কখনো শিরক না করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। সুতরাং সব সময় আল্লাহর সাহায্য চাও, তাঁর কাছেই আশ্রয় নাও; যেন তিনি তোমার সামনে হিদায়াতের পথ স্পষ্ট করে দেন এবং তার ওপর পরিচালিত করেন।

- তুমি দ্বীন থেকে যতই দূরে সড়ে পড়ো, শেষমেষ তোমার জন্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। হাসপাতালগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, তোমারই মতো কত যুবক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, সুতরাং তোমার সুস্থতা দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কবরস্থানের দিকে তাকাও, কত যুবক সড়ক দুর্ঘটনা কিংবা হঠাৎ মৃত্যুর কারণে সেখানে পড়ে আছে, মৃত্যুর জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিল না!

- কক্ষনো মনে কোরো না যে, যদি তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, তাহলে চেষ্টা-মেহনত ও অধ্যয়ন ছাড়া এমনিতেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে যাবে; উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং বড় অঙ্কের টাকার মালিক হয়ে যাবে।

  যেহেতু তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, তাই তোমাকে এর বিনিময় দেওয়া আল্লাহর ওপর আবশ্যিক—এমন মনোভাব যেন কক্ষনো তোমার না হয় প্রিয় ভাই। নিজের আমল নিয়ে এভাবে আত্মপ্রবঞ্চিত হোয়ো না কোনোদিন। এতে তোমার আমল-ইবাদত সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন মনোভাব আসলে রাসুল ﷺ-এর এই হাদিসটি স্মরণ করবে :

  وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ

---

১. মুসনাদু আহমাদ : ৪৭।

'আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসেন না—উভয়কে দুনিয়ার ধনসম্পদ দান করেন, তবে তিনি দ্বীন দান করেন একমাত্র তাকেই, যাকে তিনি ভালোবাসেন।'[২]

- প্রিয় ভাই, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই উন্নতি করো, যদি ইমান না থাকে, তাহলে সে জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের জন্য মোটেই উপকারী নয়। কক্ষনো মনে কোরো না যে, ধনসম্পদ থাকলে আর তাকওয়া-আল্লাহভীতির প্রয়োজন নেই। এই বোধ অনেক মানুষকে দুনিয়ার মোহে ফেলে আখিরাত থেকে উদাসীন করে রেখেছে। টাকাপয়সার পেছনে ছুটিয়ে দিয়ে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

- তাকওয়া, ইবাদত বা অন্য কোনো দিক দিয়ে নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। প্রকৃত অর্থে যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা পাপী লোকদের নিজের চেয়ে তুচ্ছ মনে করে না। তারা সব সময় পাপীদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করে এবং হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

  রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

  بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

  'ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে কোনো মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে।'[৩]

- নিজের নেক আমল নিয়ে কক্ষনো প্রবঞ্চিত হোয়ো না। কোনো আমল করলে আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান দাবি করবে না। কেননা, তুমি যতই আমল করো, তোমাকে প্রতিদান দেওয়া আল্লাহর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে তিনি দয়া করে আমাদের আমলের ওপর সাওয়াব দিয়ে থাকেন, সে সাওয়াবের আশা রাখতে কোনো অসুবিধা নেই।

- সবার সাথে ভালো আচরণ ও স্বচ্ছ লেনদেন করবে। কারণ, অপরাধীর পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেও অনেক মানুষ তার সাথে মন্দ আচরণকারীকে ক্ষমা করে না। কেউ তোমার সাথে খারাপ আচরণ করলেও তুমি তার

---

২. মুসনাদু আহমাদ : ৩৬৭২।

৩. সহিহ্ মুসলিম : ২৫৬৪।

সাথে ভালো আচরণ করবে। সবচেয়ে ভালো আচরণ করবে স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের লোকদের সাথে। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ

'তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।'[৪]

- যেখানে দৃষ্টিপাত করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, সেখানে দৃষ্টিপাত করবে না। হাদিসে কুদসিতে এসেছে, 'আল্লাহ বলেন :

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ

"দৃষ্টি শয়তানের একটি বিষাক্ত তির। যে আমার ভয়ে নিষিদ্ধ স্থানে দৃষ্টিপাত করা থেকে বিরত থাকবে, বিনিময়ে আমি তার হৃদয়ে ইমানের স্বাদ আস্বাদন করাব।"'[৫]

- গানবাজনা, নাটক-সিনেমা-সিরিয়াল দেখা এবং অশ্লীল গল্প-উপন্যাস পড়া থেকে বেঁচে থাকবে। জনৈক খ্রিষ্টান মিশনারি বলেন, 'মদের গ্লাস আর গানবাজনা—এ দুই বস্তু মুহাম্মাদের উম্মাহর বিরুদ্ধে যে বিজয় অর্জন করেছে, তা হাজার হাজার তোপ-কামানও করতে পারেনি। সুতরাং এ জাতিকে পরাজয়ের শিকলে আবদ্ধ রাখতে চাইলে তাদেরকে বস্তুবাদ ও যৌনতার ভালোবাসায় নিমজ্জিত রাখো।'

- ফায়দাহীন কাজে নিজের সময় নষ্ট করবে না। জেনে রাখো, যারা ইন্টারনেটে অহেতুক ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করে, ফিল্ম দেখে, গান শুনে সময় বরবাদ করে, কিয়ামতের দিন তার জন্য আফসোস করতে হবে।

---

৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫।

৫. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ১০৩৬২।

রাসুল ﷺ বলেন :

مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

'মানুষের কোনো দল যদি কোথাও বসে, আর সেখানে আল্লাহর জিকির না করে এবং রাসুল ﷺ-এর প্রতি দরুদ পাঠ না করে, তবে এই বৈঠক কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।'[৬]

- যখন তুমি বিয়ে করতে আগ্রহী হবে, তখন রাসুল ﷺ-এর এই হাদিস অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করবে :

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا ذُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ، أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهَا، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ

'যে ব্যক্তি কোনো মহিলার মানসম্মান দেখে তাকে বিয়ে করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য লাঞ্ছনাই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে তার সম্পদের জন্য বিয়ে করে, আল্লাহ তার দারিদ্র্যই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বংশগৌরব দেখে বিয়ে করে, আল্লাহ তাআলা তার হীনতাই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টি সংযত রাখার জন্য, যৌনাঙ্গ পবিত্র রাখার জন্য অথবা আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার জন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করে, আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর মধ্যে তার জন্য বরকত এবং তার মাঝে স্ত্রীর জন্য বরকত দান করেন।'[৭]

---

৬. মুসনাদু আহমাদ : ৯৯৬৫।

৭. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি : ২৩৪২।

- তোমাকে নিয়ে শয়তানকে খুশি হতে দিয়ো না। রিয়া ও সুনামের ফাঁদে ফেলে শয়তান তোমাকে যেন আমলের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে।

  তুমি কি জানো না, একজন ব্যক্তি সদাকা করা সত্ত্বেও জাহান্নামে যাবে, কিতাল করেও জাহান্নামি হবে? কারণ প্রথমজন সদাকা করেছিল তাকে বিশিষ্ট দানবীর বলার জন্য। দ্বিতীয়জন জিহাদ করেছিল তাকে বাহাদুর বলার জন্য। তারা যা চেয়েছিল, তা তারা পেয়ে গেছে। সুতরাং আখিরাতে তাদের আর কোনো প্রতিদান থাকবে না।

- অন্যদের মানসম্মান ও সময় নিয়ে খেলা কোরো না। কিছু যুবক মোবাইল ফোন নিয়ে সারা দিন পড়ে থাকে। একে ওকে কল দিয়ে তাদের সময় নষ্ট করে। বিরক্তিকর কথা বলে ওপারের লোককে গালি দিতে বাধ্য করে। আর সে গালি শুনে তারা মজা নেয়। কক্ষনো এমন জঘন্য আচরণ করবে না।

- কিছু যুবক আছে, যারা রাস্তার মধ্যে গাড়ি নিয়ে যথেচ্ছা খেলা করে বেড়ায়। অস্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালিয়ে ওভারটেক করতে থাকে একের পর এক গাড়ি। কেউ কেউ বন্ধুর সাথে শহরের ব্যস্ত সড়কে রেসিং করে। এমন করে সে মনে করে, দর্শনার্থীরা তাদের দেখে আনন্দ পাচ্ছে, মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু না আল্লাহর কসম, তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখে তারা বরং বিরক্ত হয়। তোমাদের এই কাজ পুরুষত্বের পরিচায়ক নয়। যারা আল্লাহকে ভয় করে, কক্ষনো তারা এমন কাজ করতে পারে না।

- ইন্টারনেটে অহেতুক সময় ব্যয় করবে না। মোবাইলে, পিসিতে ভিডিওগেমস খেলে সময় নষ্ট করবে না।

- ভালো লোকদের সাথে বন্ধুত্ব ও ওঠাবসা রাখবে। খারাপ বন্ধুদের এড়িয়ে চলবে। তাদের সাথে ওঠাবসা করবে না।

- ইফরাত (সীমালঙ্ঘন) ও তাফরিত (শিথিলতা) থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহর কাছে সর্বোত্তম কাজ সেটাই, যা তাঁর শরিয়া অনুযায়ী হয়। আল্লাহর কাছে নিয়মিত পালনীয় আমল উত্তম, যদিও তা কম হোক।

- মায়ের খোঁজখবর রাখবে, তার যত্ন নেবে। মাঝেমধ্যে তার হাতে চুম্বন করবে। বুকে জড়িয়ে ধরবে। ভালোবাসাপূর্ণ কথা বলবে। এতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন। কারণ, (رِضَا اللهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ) 'মাতাপিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত।'[৮]

- কিছু যুবক যেদিন থেকে কঠোরভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে শুরু করে, সেদিন মাতাপিতার সাথে মন্দ ব্যবহার করে, পরিবারের সাথে রূঢ় আচরণ করে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এতে মানুষজন বলতে সুযোগ পায় যে, ছেলেটি ধার্মিক হওয়ার আগে ভদ্র ছিল!

  প্রিয় ভাই, মানুষজন যে এমন কথা বলে, তার জন্য তুমিই সবচেয়ে বেশি দায়ী। কেননা, তুমি এমন অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করনি। আল্লাহ বলেন :

  وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

  'আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করাতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।'[৯]

- আচার-আচরণের মাধ্যমে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, আল্লাহর দ্বীন মেনে চলার কারণে তোমার মাঝে প্রশান্তি ও শৃঙ্খলা এসেছে। দ্বীন তোমাকে নৈতিক ও ভদ্র করে তুলেছে। ইতিপূর্বে রূঢ়তা ও অবাধ্যতা যদি তোমার স্বভাব হয়ে থাকে, ইসলাম অনুশীলন করার পর থেকে তুমি হয়ে যাবে শান্তশিষ্ট ও অনুগত সন্তান। যখন পিতা অনির্দিষ্টভাবে কাউকে ডাকবেন, তুমিই প্রথম তার ডাকে সাড়া দেবে। মা যদি কোনো কিছু চায়, তুমিই প্রথমে তার চাওয়া পূরণ করতে ছুটে আসবে। পরিবারের কেউ যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, সর্বপ্রথম তুমিই তার পাশে দাঁড়াবে।

---

৮. শুআবুল ঈমান : ৭৪৪৬।
৯. সুরা লুকমান, ৩১ : ১৫।

এভাবে কর্মের মাধ্যমে তাদেরকে ইমানের মিষ্টতার প্রতি দাওয়াত দেবে এবং নিজেকে ও পরিবারের সবাইকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।'[১০]

পরিবারের যে সদস্যটি তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করো। তার সাথে ঝগড়া কোরো না। তার সামনে বড় আওয়াজে কথা বোলো না। ঝগড়া-বিবাদ ছাড়া হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাকে আল্লাহর দ্বীনের পথে দাওয়াত দাও।

আর যে সদস্যটি তোমাকে পছন্দ করে এবং তোমার মতো হতে চায়, সে যদি বয়সে তোমার বড় হয়, দ্বীনের পরিসীমার মধ্যে থেকে তার সকল আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। বয়সে ছোট হলে তাকে স্নেহ-ভালোবাসায় আগলে রাখবে। যথাসম্ভব তার যত্ন নেবে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখবে। অকৃপণচিত্তে তার জন্য টাকা-পয়সা খরচ করবে। তার বন্ধুদের সাথে পরিচিত হবে, তাদের সাথে কঠোর কথা বলবে না। তার সাথে যখন বন্ধুরা দেখা করতে তোমার বাড়িতে আসবে, তুমি নিজেই তাদের আদর-আপ্যায়ন করবে।

এমনই ছিল রাসুল ﷺ-এর দাওয়াতি পদ্ধতি। তাঁর ওপর যখন সর্বপ্রথম ওহি নাজিল হলো, তিনি সবার আগে খাদিজা رضي الله عنها-এর কাছে গেলেন। তাঁকে তাঁর অবস্থার কথা বোঝালেন। এতে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং ইমান আনয়ন করলেন। অতঃপর এই দাওয়াত নিয়ে গেলেন তাঁর সাথে একই ঘরে থাকা চাচাতো ভাই আলি বিন আবু তালিবের নিকট। অতঃপর ইসলামের পরিধিকে আরও সম্প্রসারণ করার জন্য প্রিয় বন্ধু আবু বকরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন।

---

১০. সুরা আত-তাহরিম, ৬৬ : ৬।

- পরিবারের মেয়েদের সাথে ভালো আচরণ করবে। সবদিক দিয়ে তাদের উপকার করার চেষ্টা করবে। তারা যদি ইসলামি অনুশাসনের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে তাদের নামাজ ও পর্দার গুরুত্ব বুঝিয়ে দাওয়াত দেবে। তাদের সাথে বসে কথাবার্তা বলবে। রাসুল ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ, মহিলা সাহাবিগণসহ অন্যান্য পুণ্যবতী রমণীদের জীবনী আলোচনা করবে। এদের মধ্য থেকে মাত্র একজনকেই যদি সঠিক পথে আনতে পারো, তাহলে পুরো একটি পরিবারকেই যেন সঠিক পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হলে। কারণ, তোমার এই বোন ভবিষ্যৎ মা। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে উঠবে একটি আদর্শ প্রজন্ম।

- কিছু যুবক—তাদের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই—এমন আছে যে, তারা ইসলামের সামান্যতম জ্ঞান অর্জন করতে না করতে এক হাতে তাকফিরের সিলমোহর, অপর হাতে জান্নাতের চাবি নিয়ে বসে যায়। অতঃপর দাওয়াতের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্য না বুঝে লোকদের দাওয়াত দিতে শুরু করে। যে-ই তার দাওয়াত গ্রহণ করবে না, তাকে দ্বীন থেকে খারিজ করে দিয়ে তাকফিরের সিলমোহর মেরে দেয়।

  অতঃপর জান্নাতের চাবির মালিকের মতো কসম করে ঘোষণা দেয়, তারা কক্ষনো জান্নাতে যাবে না। তারপর তাদের ছেড়ে দিয়ে অন্যদের দাওয়াত দেওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করে। এভাবে প্রায় সকল মানুষকে সে কাফির আখ্যা দিয়ে শান্তির ঘুম ঘুমায় আর মনে করে, তার প্রতি আল্লাহ ও দ্বীনের পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব ছিল, তা আদায় হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একাকী জীবনযাপন করে।

- আর কিছু যুবক একটিমাত্র হাদিস বা কুরআনের একটি আয়াতের তাফসির পড়ার পর মনে করে, ইসলামি জ্ঞানের বিশাল সম্ভার তার হাতে ধরা দিয়েছে। ফলে সে দৃষ্টিভঙ্গিকে সবখানে সবার মাঝে প্রচার করতে থাকে। এমনকি ধার্মিক লোকদেরও ভুল ধরতে শুরু করে সে। নিজের স্বল্প জ্ঞানকে পরিপূর্ণ মনে করে নিজের মতের ওপর অটল থাকে। ফলে তার কারণে যুবকদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। উম্মাহ বিভক্ত হয়ে পড়ে।

- তোমার অন্তরে কখনো দুনিয়ার ভালোবাসাকে জায়গা দেবে না। যত কাজ করবে, সব ইসলামের উন্নতির স্বার্থে করবে। ধনসম্পদ, পদ-পদবি অর্জনের জন্য করবে না। মনে রাখবে, দুনিয়া মুসলিমদের হাতে শোভা পায়, অন্তরে নয়।

- অনেকে মনে করে, দুনিয়াবিমুখতা মানে বঞ্চনা ও দরিদ্রতাকে বরণ করা এবং দুনিয়া থেকে একদম দূরে থাকা। এমন ধারণা চরম পর্যায়ের ভুল। দুনিয়াবিমুখতার প্রকৃত অর্থ হলো অন্তরকে দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে মুক্ত রাখা। যে 'মিসকিন' বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন, ইবনুল কাইয়িমের ভাষ্য অনুযায়ী তার অর্থ সহায়সম্বলহীন লোক নয়; বরং তার অর্থ হলো, যার হৃদয় আল্লাহর প্রতি বিনম্র ও নত। এ অর্থ অনুযায়ী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিও আল্লাহর প্রিয় 'মিসকিন' হতে পারে। তার জন্য গরিব ও নিঃস্ব হওয়া শর্ত নয়।

- কিছু মুসলিম যুবক মনে করে, দ্বীনদার হওয়া মানে দুনিয়া থেকে একদম বিমুখ হয়ে যাওয়া। ফলে তাদের কেউ কেউ দ্বীনদার হতে গিয়ে নিজের শরীর, পোশাক-আশাক ও বেশভূষার এমন দৈন্য হাল করে বসে, যা দেখে অনেক লোক দ্বীনদারিকে ভয়ের চোখে দেখতে শুরু করে। অথচ মুসলিমকে পুরো মানবজাতির সৌন্দর্যতিলক হতে হবে। সবদিক দিয়ে তাকে মানবসমাজের আদর্শ হতে হবে। তার কাপড় হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দেহ থেকে ছড়াবে সুন্দর সুঘ্রাণ, চেহারা হবে সদা হাস্যোজ্জ্বল।

- দুনিয়াকে আমরা সম্পূর্ণরূপে কাফিরদের হাতে ছেড়ে দেবো না। দুনিয়া থেকে শুধু তারাই উপকৃত হবে, দুনিয়ার কীর্তিমান ও সফল লোকগুলো শুধু তাদের মধ্য থেকেই হবে, ইসলাম কক্ষনো এটা চায় না।

  সুতরাং যদি তুমি একজন ছাত্র হও, তাহলে আমাদের একজন কীর্তিমান মুসলিম ছাত্রের প্রয়োজন। যদি তুমি একজন ডাক্তার হও, তাহলে আমরা একজন সুদক্ষ মুসলিম ডাক্তারের অপেক্ষায় আছি। অনুরূপভাবে আমরা চাই আমাদেরই মুসলিমদের থেকে গুণী অধ্যাপক, নামকরা ব্যবসায়ী, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, প্রকৌশলী প্রভৃতি সৃষ্টি হোক।

- পাশাপাশি আমাদের প্রয়োজন এমন আধ্যাত্মিক নেতাদের, যারা ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে আমাদের অন্তরের ময়লা দূর করবেন। কারণ, জান্নাতে যেতে হলে আমাদের এমন অন্তর প্রয়োজন, যাতে থাকবে না পাপাচারের কদর্যতা এবং যে অন্তর হবে আল্লাহর ভয়ে ভীত।

***

যুবকদের নিয়ে কথা বলেছে, এমন বই মার্কেটে প্রচুর আছে, তবে সরাসরি যুবকদের সম্বোধন করা হয়েছে এমন বই খুব একটা নেই।

একদিন আমি হিমস নগরীর নামকরা লাইব্রেরি 'মাকতাবাতু উলওয়ান'-এ গেলাম। সেখানে অনেক যুবকদের দেখলাম, তারা লাইব্রেরিতে এমন বইয়ের সন্ধান করছে, যেখানে যুবসমাজের সমস্যাবলির সমাধান দেওয়া আছে।

তখন লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী প্রিয় ভাই বাসসাম—মরহুম আহমাদ উলওয়ানের বংশধর—আমাকে বললেন, 'আপনি "আসয়িদ নাফসাকা ওয়া আসয়িদিল আখারিন" এবং "কাইফা তুরাব্বি আবনাআকা ফি হাজাজ জামান"-এর মতো যুবসমাজকে সম্বোধন করে নতুন কোনো বই লিখছেন না কেন?'

বইয়ের দোকানে যুবকদের এমন বই খুঁজে বেড়ানো এবং ভাই বাসসামের অনুরোধ আমাকে বক্ষ্যমাণ বইটি লিখতে প্রেরণা জুগিয়েছে। হৃদয়ের সবটুকু ইখলাসকে পুঁজি করে, যুবসমাজের প্রতি বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে, হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ঢেলে দিয়ে বইটির প্রতিটি অক্ষর লেখার চেষ্টা করেছি। আশা করি, বইটি যুবসমাজকে হিদায়াত ও সফলতার পথ চিনিয়ে দিতে প্রদীপের ভূমিকা পালন করবে।

তবে প্রিয় ভাই, সম্ভবত বইটিতে একটু বেশিই উপদেশ দিয়ে ফেলেছি তোমাকে। কিন্তু কী করব বলো? আল্লাহ এবং রাসুল ﷺ-ও যে মুমিনদের কল্যাণে তাদের উপদেশ দিতে একটুও কার্পণ্য করেননি। আমি তাঁদের উপদেশের নির্যাস তোমার সামনে তুলে ধরেছি মাত্র। এর পেছনে তোমার কল্যাণ কামনা ব্যতীত আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়।

তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা বক্ষ্যমাণ বইয়ের উপদেশসমূহ মানা না মানার ব্যাপারে। তবে জেনে রাখো, আল্লাহ ও রাসুল ﷺ-এর যে উপদেশগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে, যদি সে অনুযায়ী তুমি আমল করতে পারো, তাহলে দুনিয়া-আখিরাত উভয় জাহানে তুমি সুখী ও সফল হবে। আর যদি বিমুখতা প্রদর্শন করো, তাহলে উভয় জাহানে তোমার দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া আর কিছুই নেই।

হে আল্লাহ, বইটিকে পাঠক, লেখক, প্রকাশক সবার জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। কিয়ামতের দিন বইটিকে আমার আমলনামায় সাওয়াব হিসেবে যুক্ত করুন।

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে রহমত ভিক্ষা চাই। এর দ্বারা আপনি আমার মনকে হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করুন, আমার সকল কাজ গুছিয়ে দিন, আমার অগোছালো অবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে দিন, আমার অজানাকে সংশোধন করে দিন, আমার জানাকে আরও উন্নত করুন, আমার কাজকর্ম পরিচ্ছন্ন করে দিন, সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি করে দিন এবং সব ধরনের অনিষ্ট থেকে আমাকে হিফাজত করুন।

উসতাজ হাসসান শামসি পাশা

১৪ জুমাদাল আখিরাহ, ১৪২২ হিজরি
২০ জুলাই, ২০০৫ ইসায়ি
হিমস

প্রথম অধ্যায়

কয়েকজন আদর্শ যুবকের কালজয়ী অবস্থান

মানব ইতিহাসের সূচনা থেকে অদ্যাবধি কতিপয় যুবকের অবস্থান যুগ যুগ ধরে পরবর্তী যুবসমাজের জন্য শিক্ষা বহন করে আসছে। কারও অবস্থান ছিল ইতিবাচক ও প্রশংসনীয়। আর কারও অবস্থান ছিল নেতিবাচক ও নিন্দনীয়। ইতিহাস খুব ভালোভাবে সেসব সংরক্ষণ করে রেখেছে। তন্মধ্য থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক কয়েকটি অবস্থান সম্পর্কে নিচে আলোচনা করেছি :

এক. আদমের সন্তানদ্বয়

আদমের সন্তানদ্বয়ের কাহিনি স্মরণ করো। তারা ছিল দুজন টগবগে যুবক। পৃথিবীর বুকে তারাই ছিল প্রথম মানব যুবক। তাদের একজন (হাবিল) বেছে নিয়েছিল বিশ্বাস, সন্তুষ্টি ও কল্যাণের পথ। অপরজন (কাবিল) বেছে নিয়েছিল লোভ-লালসা ও হিংসা-বিদ্বেষের পথ।

হাবিলের ভাই যখন তাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল, তখন হাবিল প্রত্যুত্তরে দারুণ কথা বলেছিল—আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তার সেই উত্তর তুলে ধরেছেন এভাবে :

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ - لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ
يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

'আল্লাহ তাকওয়াবানদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত করো, তবে আমি

তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি।'[১১]

দুই. আমাদের সাথে আরোহণ করো

এবার আরেক যুবকের ঘটনা স্মরণ করো, যে যুবক পিতার নিঃস্বার্থ উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। মহাপ্রলয় থেকে বাঁচতে মুমিনদের সাথে নৌকায় আরোহণ করতে প্রায় কাকুতি-মিনতি করেছিলেন বৃদ্ধ পিতা। কিন্তু সে যুবক পিতার ডাকে সাড়া দেয়নি। ফলে যা হওয়ার তা-ই হলো। ধ্বংসশীল কাফিরদের দলভুক্ত হয়ে সেও ধ্বংস হয়ে গেল। হ্যাঁ, আমি সাইয়িদুনা নুহ ﷺ-এর ছেলের কথাই বলছি। তাঁর ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ - قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ

'আর নুহ তাঁর পুত্রকে—যে অবস্থায় সে সরে রয়েছিল—ডাক দিয়ে বলল, "প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে আরোহণ করো এবং কাফিরদের সাথে থেকো না।" সে বলল, "আমি অচিরেই কোনো পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।" নুহ বলল, "আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোনো রক্ষাকারী নেই, একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন (সে ছাড়া)। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল; ফলে সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো।'[১২]

---

১১. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ২৭-২৮।
১২. সুরা হুদ, ১১ : ৪২-৪৩।

তিন. আপনাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা পালন করুন

এখানে আমি তুলে ধরব একজন নীতিবান যুবকের অবিশ্বাস্য অবস্থান, যার ছিল আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ইমান। তিনি আর কেউ নন, আমাদের নেতা ইসমাইল বিন ইবরাহিম ﷺ। আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য সবচেয়ে কঠিন যে পরীক্ষা হতে পারে, সে পরীক্ষায় তিনি সফলতা অর্জন করেছেন অনায়াসে। আল্লাহর নির্দেশিত বিধান এবং পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নির্দ্বিধায় তিনি শুয়ে পড়েছিলেন পিতার ধারালো ছুরির নিচে। তাঁর সেই ইমানজাগানিয়া অবস্থান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

'সে বলল, "পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা-ই করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন।"'[১৩]

চার. শক্তিশালী সচ্চরিত্র যুবক

এবার শোনাব একজন শক্তিশালী ও সচ্চরিত্র যুবক মুসা ﷺ-এর কাহিনি। সচ্চরিত্রা ও লজ্জাবতী তরুণীদের ব্যাপারে তাঁর আচরণ কেমন ছিল কুরআনের ভাষ্যতেই তা শোনো :

وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ - فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

'এবং তাদের পশ্চাতে দুজন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদের আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, "তোমাদের কী ব্যাপার?" তারা বলল, "আমরা আমাদের জন্তুদের পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদের নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ।" অতঃপর মুসা তাদের জন্তুদের পানি পান করালেন।

১৩. সুরা আস-সাফফাত, ৩৭ : ১০২।

অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, "হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাজিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী।'"[১৪]

মুসা ﷺ দেখতে পেলেন, দুজন তরুণী তাদের ছাগল নিয়ে কূপ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে কূপের ধারে পুরুষ রাখালরা নিজেরদের ছাগল নিয়ে ভিড় করে আছে। মুসা ﷺ বুঝতে পারলেন, পুরুষের ভিড় চিরে ছাগলদের পানি পান করাতে পারছে না তারা। তাই তিনি তাদের ছাগলদের পানি পান করিয়ে দিলেন। তারপর ছায়ায় বসে আল্লাহর কাছে রিজিক ও মুক্তি কামনা করে দুআ করতে লাগলেন।

লক্ষ করো, সে সময় মুসা ﷺ ছিলেন টগবগে যুবক। তদুপরি তখন তাঁর কোনো স্ত্রী ছিল না। কিন্তু যৌবনের তাড়নার বশবর্তী হয়ে তিনি সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে তরুণীদ্বয়ের সাথে প্রেমালাপে জড়িয়ে পড়েননি। তাঁর পবিত্র মন তাঁকে এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেনি। বরং চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ধরে রেখে নিঃস্বার্থভাবে তাদের জন্তুদের পানি পান করিয়েছেন। তাঁর এমন পবিত্রতা আল্লাহর খুব পছন্দ হলো। বিনিময়ে তাঁকে স্ত্রী হিসেবে দান করলেন একজন সতী-সাধ্বী নবিকন্যা। শুধু এতটুকুই নয়, তাঁর এমন সচ্চরিত্র অবস্থানের কল্যাণেই তিনি লাভ করেছিলেন নবি শুআইব ﷺ-এর আস্থা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতা—যা সে সময় তাঁর খুব প্রয়োজন ছিল।

পাঁচ. রাসুল ﷺ-এর যুবক সাহাবিগণ

তুমি কি মনে করো, প্রচুর ধন-ঐশ্বর্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতাই জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতির উপাদান? তাহলে শোনো :

- মুহাম্মাদ ﷺ-এর যুবক সাহাবিগণ পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানববসতি বিজয় করেছিলেন; অথচ তাঁদের কাছে গায়ে দেওয়ার মতো একটির বেশি কাপড় ছিল না। তাঁদের তূণীরে ছিল মাত্র কয়েকটি খেজুর।

---

১৪. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ২৩-২৪।

- সাহাবিগণের যে দলটি কিসরার রাজপ্রাসাদ দখল করে বিজয়ের বেশে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁদের কেউই জীবনে যবের রুটির স্বাদ পাননি।
- অপরদিকে আন্দালুসিয়ার একজন রাজা বিশাল সৈন্যবাহিনী দিয়ে গোটা আন্দালুসিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে ক্ষমতার মসনদে আসীন হলো। তার ছিল অঢেল সম্পদ। তাই সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করত না সে যুবক রাজা। গর্বভরে বলত, 'আমার হেরেমে চারজন স্ত্রী আর বাহাত্তর জন দাসী আছে।' তার সকাল-বিকাল অতিবাহিত হতো গানের আসরের মত্ততায়।

  কিন্তু তার পরিণতি কী হয়েছিল দেখো। ইউরোপীয়রা যখন আন্দালুসিয়ায় আক্রমণ করল, তখন সেই যুবক রাজাকে বন্দী করে জেলে ঢুকিয়ে দিল। একদিন তার মা তাকে দেখতে এলেন। মাকে দেখে সে কেঁদে দিল। তাকে কাঁদতে দেখে মা বললেন, 'কাঁদো, মেয়েদের মতো কাঁদো। যে রাজত্ব তুমি পেয়েছিলে, সেটাকে তো পুরুষের মতো আগলে রাখতে পারোনি!'
- যুবক সাহাবি জাফর তাইয়ার ﷺ সাত বছর পর হাবশা (আধুনিক ইথিওপিয়া) থেকে ফিরে এলেন। সাত বছরের দীর্ঘ হিজরতি জীবন কাটিয়ে যখন তিনি মদিনায় পৌঁছালেন, তখন রাসুল ﷺ তাঁকে কী পুরস্কার দিয়েছিলেন জানো? না, আল্লাহর পথে হিজরত করার পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে ধন-সম্পদ বা পদবি—কিছুই দেননি; বরং তাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে পাঠিয়ে দিলেন মুতার যুদ্ধে। সে যুদ্ধে প্রথমে তাঁর ডান হাত কর্তিত হলো। অতঃপর তিনি বাম হাতে পতাকা ধারণ করে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। বামহাতও কেটে গেলে পতাকাকে সিনার সাথে লাগিয়ে দৃঢ়পদে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। এভাবে যুদ্ধ করতে গিয়ে বল্লম ভেঙে তাঁর বক্ষ চিরে ঢুকে গেল। তিনি শহিদ হয়ে গেলেন।[১৫]

  তাঁর শাহাদাতের কিছুক্ষণ পর রাসুল ﷺ বললেন, 'আমি জাফর বিন আবু তালিবকে জান্নাতে দুটি পাখার সাহায্যে উড়তে দেখেছি।...'[১৬]

---

১৫. লিশ শাবাবি খাসসাহ, ড. আয়িজ আল-কারনি (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

১৬. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ১২১১২, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪৯৩৫।

ছয়. জিহাদে যাওয়ার প্রতিযোগিতা

কিশোর সাহাবিগণ রাসুল ﷺ-এর সামনে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে রাসুল ﷺ-কে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য দেখাতেন; যেন তাঁদের কিতালে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়। রাসুল ﷺ সাধারণত পনেরো বছর এবং তার চেয়ে বেশি বয়সের তরুণদের কিতালে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিতেন।

একটি যুদ্ধে রাসুল ﷺ সতেরো বছরের তরুণ সাহাবি উসামা বিন জাইদ رضي الله عنه-কে বড় বড় সাহাবিসংবলিত মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি বানিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে অনেকে প্রশ্নও তুলেছিলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ এই বলে সবাইকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, উসামা যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন, যেমনটি তাঁর পিতা জাইদের যোগ্যতা ছিল।

মুহাম্মাদ বিন কাসিম বাঘা বাঘা ভারতীয় যোদ্ধাদের হারিয়ে সিন্ধু বিজয় করেছিলেন তারুণ্যের প্রথম প্রহরে। যুদ্ধের ময়দানে যখন একের পর এক সৈন্যদলকে পরাজয়ের স্বাদ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার বয়স আঠারো পেরোয়নি। চেহারায় রয়ে গিয়েছিল শৈশবের ছাপ।

ইসলামের প্রতিটি বিজয়ে যুবক ও তরুণ সাহাবিগণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন উমর এবং রাসুলের কলিজার টুকরো দুই নাতি হাসান ও হুসাইন আজারবাইজান ও কিরগিজিস্তানের যুদ্ধে প্রথম সারিতে ছিলেন।

অনুরূপভাবে তরুণ সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, কুসুম বিন আব্বাস প্রমুখও তরুণ অবস্থায় বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উসমান বিন আফফান رضي الله عنه চব্বিশ বছর বয়সী যুবক আব্দুল্লাহ বিন আমির বিন কুরাইজকে বসরার শাসক বানিয়েছিলেন। তিনি বসরার দায়িত্ব নেওয়ার পর ইসলামি সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া ইরাকের সীমান্ত অঞ্চলসমূহ বিজয় করে উত্তর আফগানিস্তানও জয় করে নিয়েছিলেন। তাঁর বিজয়ের যাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল পূর্ব তুর্কমেনিস্তান তথা বর্তমান চীন অধ্যুষিত সিংকিয়াং-এর সীমান্ত পর্যন্ত।

ওই অঞ্চলে প্রায় দেড় হাজার সাহাবির কবর আছে, যারা উসমান ﷺ-এর খিলাফতের সময় সেখানে শহিদ হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোক এবং তাঁদেরও উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করে সন্তুষ্ট করুন।

পঁচিশ বছর অতিক্রম না করা এক যুবকের নেতৃত্বে এত বিস্তৃত অঞ্চল বিজয়! অভাবনীয়! অকল্পনীয়! কিন্তু বাস্তব!

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধে মদিনার আওস গোত্রের দুইজন তরুণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন আফরার দুই ছেলে মুআজ ও মুআওয়াজ। যুদ্ধ-চলাকালীন জনৈক মুহাজির সাহাবি (আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ)-কে বললেন, 'চাচাজান, আবু জাহেলকে আমাদের একটু দেখিয়ে দিন!' তিনি দেখিয়ে দেওয়ামাত্র দুজন ছুটে গেলেন আবু জাহেলের দিকে। তাঁরা পৌছানোর আগেই মুআজ বিন আমর বিন জামুহ আবু জাহেলের ওপর হামলা করে বসলেন; কিন্তু সে হামলায় তাকে ধরাশায়ী করা যায়নি। এরপর তাঁরা দুভাই মিলে আবু জাহেলকে একদম মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছিয়ে দিলেন। দেহে কিছুটা প্রাণের স্পন্দন থাকলেও উঠে দাঁড়ানোর মতো শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিলেন তাঁরা। (যুদ্ধের শেষপর্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ তার জীবনলীলা চূড়ান্তভাবে সাঙ্গ করেছিলেন) তখনই ইকরিমা বিন আবু জাহেল (মক্কা-বিজয়ের পর তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন) মুআওয়াজকে হত্যা করে দিলেন। ফলে তিনি বদরের সৌভাগ্যবান ১৪ জন শহিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন।

বাসর রাতে নতুন স্ত্রীর সাথে প্রেম নিবেদনে ব্যস্ত যুবক হানজালা ﷺ। তখনই কানে ভেসে আসলো জিহাদের আহ্বান। স্বপ্নময় বাসর রাতের মায়া ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন জিহাদের উদ্দেশ্যে। জীবন বাজি রেখে লড়াই করে পান করলেন শাহাদাতের অমীয় সুধা। তখন হঠাৎ রাসুল ﷺ খেয়াল করলেন, ফেরেশতারা হানজালাকে গোসল করাচ্ছেন![১৭] তখন তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, (إنَّ صاحِبكُم تُغَسِّله المَلائكَةُ -يَعني حَنظَلَةَ- فاسألوا أهلَه: ما

---

১৭. উল্লেখ্য, ইসলামি বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে শহিদদের গোসল করানো হয় না। সে হিসেবে রাসুল ﷺ হানজালা ﷺ-কে গোসল করানো থেকে বিরত ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে আসার সময় তাঁর গোসল ফরজ ছিল, সে জন্য ফেরেশতাগণ তাঁকে গোসল করালেন। —অনুবাদক

(شَأْنُهُ؟) 'তোমাদের ভাইকে (হানজালাকে) তো ফেরেশতারা গোসল করাচ্ছেন। তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে খবর দিয়ে দেখো তো, এর রহস্য কী?'

সাহাবিগণ তাঁর নববধূ স্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করলেন। স্ত্রী বললেন, 'জিহাদের আহ্বান শোনামাত্র তিনি দ্রুত বেরিয়ে গিয়েছিলেন; অথচ তখন তাঁর গোসল ফরজ হয়ে গিয়েছিল।'

তা শুনে রাসুল ﷺ বললেন, (لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ) 'এ জন্যই ফেরেশতারা তাঁকে গোসল করালেন।'[১৮]

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই মুমিন যুবক ছিলেন একজন কুখ্যাত খারাপ ব্যক্তি আবু আমির রাহিবের ছেলে, যে কিনা মসজিদে জিরার নির্মাণ করেছিল এবং নবি ﷺ ও সাহাবিদের অনেক কষ্ট দিত। হানজালা ইসলামের প্রতি এতটাই নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন যে, তিনি স্বীয় পিতাকে হত্যা করার মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ তাঁকে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলেন।

অনুরূপভাবে রাসুল ﷺ-এর কাছে ইসলামের জন্য পিতাকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলেন মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুলের ছেলে আব্দুল্লাহ ؓ।

তাঁরা দুজন পিতার সাথে অত্যন্ত সদাচারী ছিলেন। পিতার সাথে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কও অনেক ভালো ছিল। তা সত্ত্বেও কেবল ইসলামের জন্য নিজ পিতাকে হত্যা করতে উদ্যত ছিলেন এ দুজন যুবক সাহাবি। স্বীয় পিতাকে নিজের হাতে হত্যা করতে চাওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ ছিল। তা হলো, তাঁদের ধারণা ছিল, রাসুল ﷺ কোনো না কোনোদিন এই দুজন মুনাফিককে হত্যার নির্দেশ দেবেন আর কোনো মুসলিম এসে তাদের হত্যা করে ফেলবেন। এতে তাঁদের আশঙ্কা ছিল, পিতাহত্যার পর তাঁদের মাঝে আরবীয় গোত্রপ্রীতি জেগে উঠবে এবং প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কোনো মুসলিমকে হত্যা করে জাহান্নামি হয়ে যাবেন। এ জন্য নিজেরাই এই কাজ সম্পন্ন করার অনুমতি

---

১৮. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৭০২৫, আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি : ৬৮৯৬, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৪৯১৭।

চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ তাঁদের দুজনকে মাতাপিতার সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিলেন।

উহুদ যুদ্ধের দিন পনেরো বছরের কম বয়সী কয়েকজন কিশোর সাহাবি জিহাদে শরিক হওয়ার আগ্রহ নিয়ে রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন : আব্দুল্লাহ বিন উমর বিন খাত্তাব, জাইদ বিন সাবিত, উসামা বিন জাইদ, জাইদ বিন আরকাম, বারা বিন আজিব, আবু সাইদ খুদরি, রাফি বিন খাদিজ, সামুরা বিন জুনদুব رضي الله عنهم...প্রমুখ। কিন্তু রাসুল ﷺ রাফি বিন খাদিজ رضي الله عنه ব্যতীত বাকিদের ফিরিয়ে দিলেন। রাফি বিন খাদিজকে রেখে দেওয়ার কারণ হলো, তিনি একদম বাল্যকাল থেকেই দক্ষ তিরন্দাজ ছিলেন।

এদিকে সমবয়সী রাফি চান্স পাওয়ায় এবং নিজে বাদ পড়ায় বেজায় রেগে গেলেন কিশোর সামুরা বিন জুনদুব رضي الله عنه। রাগে গজগজ করে বলতে লাগলেন, 'রাসুল ﷺ কীভাবে আমাকে বাদ দিয়ে রাফিকে নিলেন; অথচ মোকাবিলায় আমিই তাকে হারিয়েছি?' এ খবর রাসুল ﷺ-এর কানে পৌছালে রাসুল ﷺ দুজনকে আবার কুস্তি লড়তে বললেন। এবারও সামুরা রাফিকে হারিয়ে দিলেন। এ দেখে রাসুল ﷺ সামুরাকে জিহাদের অনুমতি দিলেন!

সদ্য কৈশোরে উপনীত হওয়া তরুণ সাহাবি মুজাহিদ দলে সুযোগ পেয়ে খুশিতে বাগবাগ হয়ে মাকে সে খবর শোনাতে ছুটে গেলেন। খবরটি শুনে আনন্দ আর গর্বে ভরে গেল বীরজননীর বুক। কেন হবে না, তাঁর ছেলে যে সত্যিকার পুরুষ হয়ে উঠেছে এবং শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধাদের সাথে কিতাল করতে যাবে!?[১৯]

---

১৯. ড. মুহাম্মাদ আলি আল-বার, আল-মুখাদ্দারাত, আল-খাতরুদ দাহিম : পৃ. ৩২২-৩২৬ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

সাত. কতিপয় যুবকের দৃঢ়তার গল্প

এবার কতিপয় যুবকের ইমানি দৃঢ়তার গল্প শোনাব তোমাকে। ইমান তাঁদের হৃদয়ের মণিকোঠায় গেঁথে গিয়েছিল। ইমানের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করেননি তাঁরা। লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন; কিন্তু ইমান ত্যাগ করেননি।

আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাহ আস-সাহমি। রোমান-সম্রাটের প্রাসাদে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, মুমিনদের দেহ টুকরো টুকরো করে আগুনে ফোটানো হচ্ছে! সম্রাটের কথা না মানলে তাঁরও একই পরিণতি বরণ করতে হবে, এটা সুনিশ্চিত। সম্রাট তাঁকে বলল, 'নিজের ধর্ম ত্যাগ করো, আমার অর্ধেক রাজত্ব তোমাকে দিয়ে দেবো।' আব্দুল্লাহ কোনোকিছু না ভেবেই বলে দিলেন, 'সে মহান সত্তার কসম—যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, যদি তুমি আমাকে তোমার পুরো রাজত্ব এবং তোমার বাপ-দাদা চোদ্দো গোষ্ঠীর রাজত্বও দিয়ে দাও, তবুও নিজের দ্বীন থেকে এক চুল পরিমাণ সরব না।'

হাবিব বিন জাইদ। তাঁকে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার মুসাইলামার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। মুসাইলামা তাঁকে নিজের দ্বীন পরিত্যাগ করতে বলল। তিনি অস্বীকার করলেন। ফলে মুসাইলামা তাঁর শরীর থেকে একটি অংশ কেটে ফেলল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন; কিন্তু দ্বীন ত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আরেকটি অংশ কেটে নিল কুখ্যাত মুসাইলামা। তিনি বরাবরের মতো দ্বীনের ওপর অটল রইলেন। অতঃপর তৃতীয়বারে তাঁর পুরো শরীরটি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল।

খুবাইব বিন আদি ﵁। কঠিন বিপদের মুহূর্তে আবু সুফইয়ান তাঁকে বললেন, 'খুবাইব, তুমি কি চাও, এখানে তোমার জায়গায় মুহাম্মাদ থাকুক?' তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'না, সেই সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি পরিবার-পরিজন আর ধনসম্পদ নিয়ে নিরাপদে থাকব, আর মুহাম্মাদ ﷺ-এর গায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগবে এটা আমি মেনে নিতে পারি না।' সেই কঠিন বিপদের মুহূর্তে তিনি সুদৃঢ়কণ্ঠে একটি কবিতা উচ্চারণ করেছিলেন, যা ইতিহাসের পাতায় সাহসিকতা ও দৃঢ়তার নিদর্শন হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে

আছে :

'যদি ইমান থাকে রবের ওপর, মৃত্যুকে নেই পরোয়া মোর।
মরণ যখন আল্লাহর তরে, ভাবি না দেহটা কোন পাশে পড়ে।
হোক না দেহটা হাজার খণ্ড, সাওয়াব তাতে হবে না পণ্ড।
আল্লাহ চাহে তো প্রতিটি মাংসে, বরকত হবে সমান অংশে।'[২০]

২০. কাব্যানুবাদ শাইখ আব্দুল্লাহ আল-মুনির নামক এক ব্যক্তির ব্লগ থেকে সংগৃহীত। -অনুবাদক

দ্বিতীয় অধ্যায়

যুবকদের অহেতুক কর্মকাণ্ড

এক. মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকা

যুবকদের বড় একটি দল জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে হেলায় নষ্ট করে দেয়। নিজের সময় নষ্ট করার পাশাপাশি অন্য দশজনের সময়ও নষ্ট করে। অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। তাদের হৃদয়ে অহেতুক ভীতি ঢুকিয়ে দেয় অথবা তাদের অনুভূতি ও মান-ইজ্জতের সাথে খেলা করে।

এরা সব সময় মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে। বিনা প্রয়োজনে কোনো বন্ধুকে কল দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অহেতুক কথা বলে সময় নষ্ট করে। অথবা কোনো তরুণীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলানোর চেষ্টা করতে থাকে।

অনেকে মোবাইলে বানিয়ে বানিয়ে নম্বর ডায়াল করে যে কাউকে ফোন করে। এভাবে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলে অপরিচিত কোনো ছেলে বা মেয়ের সাথে। অথবা অপরিচিত ব্যক্তিদের শুধু শুধু বিরক্ত করে যায়।

এভাবে অনেক যুবক মোবাইলের মাধ্যমে ফ্লার্ট করে কিংবা হয়রানি করে নিজের ঘরে সুরক্ষিত থাকা কোনো মেয়েকে। এই কাজ করে সে মনে করে, এটা তো কেবল অন্যদের নিয়ে একটু মজা করা হচ্ছে। কিন্তু এভাবে যে তার সময় অহেতুক কাজে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং মানুষের অনুভূতির প্রতি অন্যায়ভাবে আঘাত দেওয়া হচ্ছে, সেটা তার মনের মধ্যে আসে না।

অনেক যুবক অহেতুক কোনো ব্যক্তিকে কল করে তাকে রাগিয়ে দেয়। তাকে গালাগাল ও খিস্তিখেউড় করতে বাধ্য করে। এভাবে গালি শুনে সে মজা পায়!

তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করি। প্রকৃত পুরুষের যৌবন এভাবে অতিবাহিত হতে পারে না। মুসলিম কখনো এভাবে নিজের সময় বিনষ্ট করতে পারে না। হে উম্মাহর যুবসমাজ, তোমরা যা করে সময় নষ্ট করছ, তার জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়নি। সুতরাং সময় থাকতে ফিরে আসো, হে প্রিয় যুবকদল, সালাফদের যৌবনকালীন লাইফস্টাইল অনুসরণে ব্রতী হও।

দুই. যুবসমাজ এবং গাড়ি

রাস্তায় যখন ট্রাফিক-সিগন্যালে লাল সংকেত দেওয়া হয়, তখন কিছু যুবক ডানে বামে তাকিয়ে সংকেত অমান্য করে পূর্ণ গতিতে গাড়ি ছেড়ে দেয়। এভাবে রেড সিগন্যাল এড়িয়ে যেতে পারাকে বিরাট বিজয় মনে করে আনন্দে মাথা ঝাঁকাতে থাকে। যেন সে বিজয়ীবেশে আল-আকসায় প্রবেশ করেছে!

অথচ যে এভাবে ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করে এগিয়ে যায়, মানুষ তার এই কাজের নিন্দা করে। সবার চক্ষুগুলো বিতৃষ্ণার দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে তাকায়। বরং অনেক মানুষ তার বিপদ কামনা করে বদদুআ করে!

কিছু যুবক আছে, যারা রাস্তার মধ্যে গাড়ি নিয়ে যথেচ্ছা খেলা করে বেড়ায়। অস্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালিয়ে ওভারটেক করতে থাকে একের পর এক গাড়ি। কেউ কেউ বন্ধুর সাথে শহরের ব্যস্ত সড়কে রেসিং করে। এমন করে সে মনে করে, দর্শনার্থীরা তাদের দেখে আনন্দ পাচ্ছে, মুগ্ধ হয়ে হাততালি দিচ্ছে। কিন্তু না আল্লাহর কসম, তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখে তারা বরং বিরক্ত হয়। তোমাদের এই কাজ পুরুষত্বের পরিচায়ক নয়। যারা আল্লাহকে মেনে চলে, কক্ষনো তারা এমন কাজ করতে পারে না। তদুপরি এমন কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। রাস্তায় নিজের ড্রাইভিং শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গিয়ে কত যুবকের ঠিকানা যে হাসপাতাল কিংবা কবর হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। অনেক যুবক রাস্তায় অহেতুক স্টান্টবাজি করতে গিয়ে চিরজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করে নিয়েছে।

তোমাদের কেউ নিশ্চয় চায় না যৌবনকালে দীর্ঘ সময় ধরে হাসপাতালে পড়ে থাকতে কিংবা পিতামাতাকে তাদের হৃদয়ের স্পন্দন সন্তান থেকে দুর্ঘটনার

কারণে বঞ্চিত করতে। তাহলে এমন কাজ কেন করো! সাবধান হয়ে যাও হে প্রিয় যুবকদল!

আর কতিপয় যুবক ট্রাফিকজ্যামের সময় একটি হাস্যকর কাজ করে। আশপাশের গাড়িতে উঁকি দিয়ে মেয়েদের দেখে!

কিছু যুবক রাস্তার মধ্যে আপাদমস্তক আবৃতা কোনো মুসলিম নারী হেঁটে গেলে চোখের আড়াল হওয়া পর্যন্ত তার দিকে একদৃষ্টিতে দেখতে থাকে। বেপর্দা মেয়ে হলে তো কথাই নেই!

অথচ তোমাদেরই মতো একজন যুবক হাসান ﷺ কী বলেন দেখো :

'কোথাও দৃষ্টি দেওয়ার পূর্বে, কোনো কথা বলার পূর্বে এবং কোনো গন্তব্যের উদ্দেশে পা ফেলানোর পূর্বে আমি চিন্তা করি, এটা কি পুণ্যের পথে যাচ্ছে না পাপের পথে! যদি পুণ্যের পথে যায়, তাহলে সামনে এগোই। আর পাপের পথে গেলে সেখানেই থেমে যাই।'

জনৈক সালাফ খেলারত কিশোরদলের পাশ দিয়ে গমন করার সময় দেখলেন, এক তরুণ তাদের দিকে চেয়ে অঝোর ধারায় ক্রন্দন করছে। তিনি মনে করলেন, তরুণটির অন্যদের মতো খেলার সামগ্রী না থাকার কারণেই বোধহয় সে কাঁদছে। তাই তাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে তাদের মতো খেলার সামগ্রী কিনে দেবো?' ক্রন্দনরত কিশোর তাকে অবাক করে দিয়ে উত্তর দিলেন, 'না, আমি সে জন্য কাঁদছি না। আমি এ জন্যই কাঁদছি যে, তারা এমন কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে, যার জন্য তাদের সৃষ্টি করা হয়নি। তারা কি কুরআনের এই আয়াতটি শোনেনি, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

"তারা কি মনে করেছে যে, আমি তাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করেছি এবং তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না?"'[২১]

---

২১. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১১৫।

তিন. যুবসমাজ এবং ইন্টারনেট

অনেক যুবক ইন্টারনেটে দীর্ঘক্ষণ ধরে চ্যাটিং করে সময় বরবাদ করে। তরুণীদের মন নিয়ে খেলা করে। একসাথে কয়েকজনের সাথে প্রেমের অভিনয় করে। মনভোলানো কথা বলে তাদের ধোঁকা দেয়। অথবা বন্ধুদের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সময় নষ্ট করে।

প্রিয় ভাই, যখন তুমি ল্যাপটপ খুলে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করতে বসো, তখন নিজেকে প্রশ্ন করো : এর মাধ্যমে কি কোনো উপকারী জ্ঞান অর্জিত হচ্ছে? ইন্টারনেট কি তোমাকে কোনো সঠিক চিন্তাধারার সন্ধান দিচ্ছে? ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুমি কি কোনো উপকারী প্রোগ্রাম পরিচালনা করছ? কোনো ভাইকে কিংবা সহপাঠীকে কল্যাণ, ইবাদত এবং ইমানের উপদেশ দিচ্ছ?

যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তাহলে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়ার উপযুক্ত। এই যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার করছ তুমি। ইনশাআল্লাহ, এই ডিভাইস তোমাকে সফলতার পথে পরিচালিত করবে।

কিছু যুবক অন্যের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে খুব অভিজ্ঞ হয়। তারা আড়িপেতে অন্যের ফোনালাপ অথবা চ্যাট-হিস্ট্রি জেনে নেয় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। এতে অনেকের উদ্দেশ্য থাকে শুধু হ্যাকিংয়ে নিজের দক্ষতা যাচাই করা। কিন্তু অনেকের উদ্দেশ্য হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। অন্যের গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে।

চার. যুবসমাজ এবং ইলেকট্রনিক গেইমস

যুবকদের বড় একটি দল বিভিন্ন ইলেকট্রনিক গেইমসে আসক্ত হয়ে পড়েছে। এসব গেইম খেলে তারা রাতের পর রাত দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। রাতে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে যেই গেইম খেলতে শুরু করে, কখন যে ফজরের আজান দিয়ে দেয় তা বুঝতেই পারে না। কার-রেসিং, ফাইটিং ইত্যাদি গেইমের পাশাপাশি ভয়ংকর প্রবণতা সৃষ্টিকারী অনেক গেইমও খেলে তারা। এসব গেইম যুবকদের মারামারি, শত্রুতা, অন্যকে কষ্ট দিয়ে এবং অন্যের ঘরবাড়ি ভেঙে উল্লাস করার মতো ভয়ানক মানসিকতা সৃষ্টি করে।

তারা রাতভর গেইম খেলে সকালবেলা ঘুমিয়ে পড়ে। দিনের পড়াশোনা এবং জরুরি কাজকর্ম বাদ দিয়ে বিকালে ঘুম থেকে ওঠে। ঘুম থেকেই উঠেই আবার গেইমে বুঁদ হয়ে যায়। এভাবেই কাটে তাদের দিন-রাত।

পাঁচ. যুবসমাজ এবং পর্নোসাইট

অনেক যুবক পর্নোসাইটগুলোতে ভিজিট করে অশ্লীল ছবি ও ভিডিও দেখে। ফলে তাদের যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর সে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য পাপাচার ও জিনা-ব্যভিচারের পথ বেছে নেয়। অথবা হস্তমৈথুন এমনকি সমকামিতার মতো জঘন্য কর্মের মাধ্যমে কামাগুন নির্বাপিত করে। এসব থেকে বেছে থাকো হে আমার ছেলে! আল্লাহ তাআলা কী বলছেন শোনো :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

'আর জিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।'[২২]

এসব অশ্লীল সাইটে যারা ভিজিট করে, ধীরে ধীরে তাদের মাঝে পর্নোআসক্তি সৃষ্টি হয় এবং ক্রমান্বয়ে তারা ধ্বংসের অতল গভীরে হারিয়ে যেতে থাকে। তাদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ, হতাশাগ্রস্ত। ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। সফলতা ও মুক্তির পথ থেকে দূরে সরে পড়ে।

প্রিয় সন্তান আমার, সময় থাকতেই ফিরে আসো এই নোংরা জগৎ থেকে। এই অশুভ স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনো। আল্লাহর কাছে তাওবা করো। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, ওদিকে আর বাড়াবে না। তোমার তাওবায় আর কেউ খুশি না হোক, তোমার প্রভু অনেক খুশি হবেন। তিনি তোমার মুখ থেকে এই কথাগুলো শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন :

প্রভু আমার, আমি আপনার কাছে ফিরে এসেছি। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে দয়া করুন, আমার তাওবা কবুল করুন। আমি আপনার

---

২২. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৩২।

আশ্রয় কামনা করছি। আমাকে জাহান্নামে ফেলে দেবেন না। আমি যা যা অন্যায় করেছি, সেগুলোর শাস্তি ক্ষমা করে দিন। হে আমার মালিক, আমার সকল গুনাহ মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি মহান দয়ালু।

ছয়. যুবসমাজ এবং সাইবার ক্যাফে

ইন্টারনেটের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি 'সাইবার ক্যাফে' নামে কিছু ক্যাফে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এসব ক্যাফে লোকদের—যাদের মধ্যে অধিকাংশই তরুণ-যুবক—সেখানে টেনে নিয়ে যায়। ইদানীং যুবকদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হয়ে উঠেছে সাইবার ক্যাফেগুলো। দিনের অধিকাংশ সময় তারা সেখানে বসবাস করে।

বাহ্যিকভাবে সাইবার ক্যাফেগুলো পুরোটাই ধ্বংসকর, এমনটা নয়। বরং এর বিভিন্ন উপকারিতা নিশ্চয় আছে। কিন্তু অনেক যুবক পরিবারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এসে ইন্টারনেটে মেয়েদের সাথে চ্যাটিং এবং সেক্সুয়াল সাইটগুলো ভিজিট করার অভয়ারণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারে এই ক্যাফেগুলোকে।

উসতাজ ইয়াসরি শাহিন বলেন, পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, সাইবার ক্যাফের অধিকাংশ গ্রাহক যুবক। একটি গাল্ফ ম্যাগাজিনের পরিসংখ্যানে বলা হয়, সাইবার ক্যাফেগুলোতে যারা যায়, তাদের আশি শতাংশের বয়স তিরিশের নিচে। একই সময় অন্য একটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, সাইবার ক্যাফেগুলোর নব্বই শতাংশ কাস্টমার উঠতি বয়সের তরুণ।

সাইবার ক্যাফেগুলোর প্রতি তরুণদের কেন এত আগ্রহ, কী করে তারা সেখানে সময় অতিবাহিত করে, সে বিষয়ে গবেষণা খুব বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ তরুণ সেখানে চ্যাটিং করতে অথবা সেক্সুয়াল সাইটগুলো ভিজিট করতে যায়। এ বিষয়টি যুবকদের জন্য কতটা মারাত্মক, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

সম্প্রতি সউদি আরবের একটি জার্নাল সাইবার ক্যাফের গ্রাহকদের নিয়ে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, সাইবার ক্যাফেগুলোতে ৬০% গ্রাহক চ্যাটিং সাইট এবং সেক্সুয়াল সাইটগুলোতে ভিজিট করে। ২০%-

এর আগ্রহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে। ১২% গ্রাহক চিকিৎসা, গোয়েন্দাগিরি, ব্যবসা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে। আর ৮% গ্রাহকের আগ্রহ রাজনীতি।

সকল সাইবার ক্যাফের মালিকগণ এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন যে, অধিকাংশ যুবক তাদের ক্যাফেতে এসে চ্যাটিং এবং সেক্সুয়াল সাইটগুলোতে ভিজিট করে।

সাত. সাইবার ক্যাফে জনপ্রিয় হওয়ার কারণসমূহ

যুবকদের সাইবার ক্যাফের প্রতি আগ্রহী হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো, যৌবনকালের দীর্ঘ অবসর এবং সিরিয়াস কাজকর্ম থেকে তাদের দূরে থাকা। বিশেষ করে, আমাদের আরব দেশসমূহে বেকারত্বের হার বেড়ে যাওয়ায় যুবকদের মাঝে সাইবার ক্যাফের প্রতি ঝোঁক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে। তন্মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. কম্পিউটারের মূল্য অনেক যুবকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে হওয়ার কারণে বাড়িতে কম্পিউটার আনতে না পারা।

২. ইন্টারনেট সংযোগ পাওয়া কষ্টকর হওয়া।

৩. পিতামাতা থেকে গোপনীয়তা লুকিয়ে রাখার জন্য এবং তাদের নজরদারি থেকে বাঁচার জন্য। যাদের পরিবার রক্ষণশীল, তারা বাড়ির কম্পিউটারে বসে চ্যাটিং ও পর্নোসাইটগুলোতে ভিজিট করতে পারে না। এ জন্য তারা সাইবার ক্যাফেমুখী হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো, অধিকাংশ যুবক এই কারণেই সাইবার ক্যাফেতে আসে। আরও দুঃখের বিষয় হলো, এসব ক্যাফের মালিকেরা যুবকদের এমন অনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাদের আর্থিক সুবিধার জন্য যুবকদের জন্য গোপন পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। মিউজিক বাজিয়ে ভেতরের পরিবেশটাকে রোমান্টিক করে রাখে; যাতে যুবকদের মনে যৌবনের তাড়না জেগে ওঠে। ক্যাফের পুরো পরিবেশটাকে তারা এমনভাবে গঠন করেছে যে, কে কী করছে, সে ব্যাপারে জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

৪. সাইবার ক্যাফেগুলোতে এমন দক্ষ লোক থাকে, যারা নিষিদ্ধ সাইটগুলোর ব্লক খুলতে পারে।

৫. ইন্টারনেটে নিজেদের কুকীর্তি ও লজ্জাজনক কাজ গোপন রাখার জন্য সাইবার ক্যাফে নিরাপদ। এই কারণটি প্রেমে পড়া এবং সেক্সুয়াল সাইটে ভিজিটকারী মেয়েদের ব্যাপারে অধিক প্রযোজ্য।

৬. মাতাপিতার অসতর্কতা এবং সন্তানের নজরদারি সম্পর্কে তাদের উদাসীনতা।

হে যুবক ভাই, এসব পর্নো ক্যাফের খপ্পর থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখো। সব সময় সতর্ক থাকবে, তোমার কোনো বন্ধু যেন তোমাকে এ ধরনের চ্যাটিং সাইট এবং অশ্লীলজগতে নিয়ে যেতে না পারে সে ব্যাপারে সচেতন থাকো। কেননা, এসব সাইট তোমাকে ধ্বংস করে ছাড়বে। অনুপকারী কাজে নিজের সময় নষ্ট কোরো না। নষ্টামি আর অশ্লীলতায় ডুবে যেয়ো না। মানুষের গোপনীয়তা অনুসন্ধানের জলাবদ্ধতায় পতিত হোয়ো না। এমন কোনো কাজ কোরো না, যা তোমার ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবনকে অসুখী করবে।

সারকথা : ইন্টারনেট, সাইবার ক্যাফে ইত্যাদি মিডিয়া সরঞ্জামসমূহ দুই ধারওয়ালা ছোরার মতো। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অনেক উপকারী। যেমন : দ্রুত ইমেইল পাঠানো এবং আধুনিক ইলমি গবেষণা সম্পর্কে সহজে জ্ঞান লাভ করা ইত্যাদি। কিন্তু একইসাথে তা মানুষের আত্মাকে নিমিষেই নষ্ট করে দিতে পারে। তাই ইন্টারনেট ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে খুব সাবধানেই তা ব্যবহার করতে হবে।[২৩]

---

২৩. ইয়াসরি শাহিন, মাকাহিল ইন্তারনেত তাখতাতিফুশ শাবাব।

তৃতীয় অধ্যায়

তোমার সময়কে হত্যা কোরো না

যদি তোমার বন্ধুরা তোমাকে বলে, তারা তাস খেলে নিজেদের সময়কে হত্যা করতে চায়, ইন্টারনেটে অহেতুক চ্যাটিং করে অথবা মানুষের মানসম্মান ও আবেগ-অনুভূতি আহত করে সময়কে মেরে ফেলতে চায়, তাহলে সে কথা কি তোমার কাছে আশ্চর্যজনক ঠেকাবে না?

সময় কি আমাদের শত্রু, যে তাকে হত্যা করতে হবে? কোনো তুচ্ছ বিষয়ের জন্য যদি আমরা নিজেদের সময় বিনষ্ট করি, তাহলে আমরা জীবনে সফল হব কীভাবে? আমাদের কি উচিত নয়, সময়কে হত্যা করার পরিবর্তে সময়ের সাথে বন্ধুত্ব পাতানো? যে বিষয়টির সাথে বন্ধুত্ব করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তার সাথে শত্রুতা করা কি চরম বোকামি নয়?

এক. সময় মহামূল্যবান নিয়ামত, তাকে ধ্বংস করে দিয়ো না

অবসর সময় অনেক বড় নিয়ামত, যার সদ্ব্যবহার করতে পারলে জীবনে অনেক উপকার লাভ করা যায়। অবসর সময় মানে জীবনকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর সুযোগ, তনুমন রিফ্রেশ করে নেওয়ার এবং আত্মবিশ্বাস শানিত করার সুবর্ণ সুযোগ।

রাসুল ﷺ আমাদের অবসর সময়কে হেলায় নষ্ট করে দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন :

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ

'দুটি নিয়ামত সম্পর্কে অনেক মানুষ প্রতারিত হয় : সুস্থতা এবং অবসর।'[২৪]

অর্থাৎ সুস্থতা ও অবসর এমন দুটি নিয়ামত, যে দুটিকে অধিকাংশ মানুষ খুব স্বল্পমূল্যে হাতছাড়া করে ফেলে।

হাসান বসরি ﷺ এই মহান নিয়ামতের সদ্ব্যবহার করা প্রসঙ্গে বলতেন :

'প্রতিদিন ফজর উদিত হওয়ার সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, "হে আদম-সন্তান, আমি একটি নতুন সৃষ্টি। তোমার সকল আমলের সাক্ষী হওয়ার জন্যই আমার সৃষ্টি। সুতরাং আমার সদ্ব্যবহার করে নেক আমলের পরিমাণ বাড়িয়ে নাও। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসব না।"'

আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে প্রতিদিন নেক আমলের পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করে?

দুই. খেলাধুলা ও নাচগান

অনেক যুবক তাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় করে বিভিন্ন কফিশপে এবং খেলাধুলায়। দিনের অধিকাংশ সময় তারা ব্যয় করে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে। আল্লাহর স্মরণ থেকে তারা গাফিল হয়ে থাকে। এমনকি তাদের আড্ডাগুলোতে থাকে অশ্লীল কথা এবং পরনিন্দা-পরচর্চার ছড়াছড়ি।

অনেকে অনর্থক ও অশ্লীল গান মুখস্থ করে গোপনে ও প্রকাশ্যে গেয়ে বেড়ায়। মুভি-সিনেমা-নাটক দেখে। অনেকে নায়ক-নায়িকাদের অনুসরণে তাদের মতো করে চুল কাটে। নির্দিষ্ট নায়ক-নায়িকা কিংবা গায়ক-গায়িকার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে। প্রিয় শিল্পীর ছবি লাগিয়ে রাখে বাড়ির দেয়ালে। কেউ কেউ তো প্রিয় নায়ক-নায়িকার ছবি গলার হার বানিয়ে ঝুলিয়ে রাখে অথবা তাদের ছবিসংবলিত ব্রেসলেট হাতে বাঁধে। নায়ক-নায়িকার ছবিযুক্ত টিশার্ট পরে।[২৫]

২৪. সহিহুল বুখারি : ৬৪১২।
২৫. যুবকদের উদ্দেশে বিশেষ নসিহত, ড. আয়িজ আল-কারনি (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

তাহলে কি তারা সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের মতো নোংরা জীবনযাপন করতে চায়? তারা কি নিজেদের সন্তানদের চরিত্রহীন নায়ক কিংবা বেশ্যা নায়িকা বানাতে পছন্দ করে? তারা কি নায়ক-নায়িকাদের মতো গেটআপ নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পছন্দ করে? এমন পাপের মুহূর্তে মৃত্যু এসে যাক, তা কি তারা চায়? না তারা জানে না যে, মৃত্যুর ফেরেশতার কাছে বৃদ্ধ-যুবক, ধনী-গরিব এবং রোগী-সুস্থের মাঝে কোনো তারতম্য নেই, যখন যার সময় আসে নিয়ে যান?

গান গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে এমন অনেক যুবকের ঘটনা আমরা শুনেছি, পত্রিকায় পড়েছি। তাদের শরীর আল্লাহর নিয়ামত দ্বারা ভরপুর ছিল, পকেটগুলো ছিল টাকাপয়সায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তারা বাড়িতে ফিরেছে লাশ হয়ে। কেউ মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করার সুযোগ পায়নি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

'অতঃপর সবাইকে সত্যিকার প্রভু আল্লাহর কাছে পৌঁছানো হবে। শুনে রাখো, ফয়সালা তাঁরই এবং তিনি সর্বাপেক্ষা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।'[২৬]

তারা বের হয়েছিল বিলাসবহুল গাড়িতে করে। শরীরে মনমাতানো পারফিউম মেখে। নজড়কাড়া পোশাক পরে। কিন্তু ফিরে এসেছে একটি ছোট গর্তের কাছে, যেখানে তাদের ওপর মাটিচাপা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে!

কুরআনের এই আয়াতটি দেখো, যেখানে এদের অবস্থার সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে :

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

২৬. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৬২।

'তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, যেভাবে আমি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদের যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবি ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবি উধাও হয়ে গেছে।'[২৭]

তিন. যে ক্ষণগুলোর জন্য আফসোস করতে হবে

জেনে রাখো প্রিয় ভাই, যে সময়গুলো তুমি তাস খেলায়, লুডু খেলায়, পরনিন্দায়-পরচর্চায় এবং নাটক-সিনেমা দেখায় ব্যয় করেছ, সেগুলোর জন্য একদিন অনেক আফসোস করতে হবে। রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، إِلَّا كَأَنَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً

'মানুষের কোনো দল এক জায়গায় একত্রিত হয়ে আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত অন্য কোনো (অহেতুক) কর্মে লিপ্ত হয়, যখন তারা মজলিশ থেকে উঠে, তখন তারা যেন মৃত গাধার গোশত ভক্ষণ করে ওঠে। এই মজলিশ একদিন তাদের আফসোসের কারণ হবে।'[২৮]

সুতরাং সর্বদা মনের মধ্যে আল্লাহর জিকির ও স্মরণ জাগ্রত রাখবে। কখনো আল্লাহর জিকির থেকে উদাসীন থেকো না। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ

---

২৭. সুরা আল-আনআম, ৬ : ৯৪।

২৮. মুসনাদু আহমাদ : ৯০৫২, মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৮০৮।

'যে তার রবের জিকির করে এবং যে তার রবের জিকির করে না, তারা দুজন জীবিত ও মৃত সদৃশ (যে জিকির করে সে জীবিত, যে জিকির করে না সে মৃত)।'[২৯]

তরুণদের অনেকেই দিনরাত খেলাধুলার খবর নিয়ে মেতে থাকে। এমনকি প্রিয় দলের জন্য নিজের প্রাণও দিয়ে দেয়। দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে চলতে থাকে বাকবিতণ্ডা, যা পর্যায়ক্রমে মারামারি-হানাহানিতে রূপ নেয়। স্টেডিয়ামে গিয়ে কিংবা টিভির সামনে বসে প্রিয় দলের সমর্থনে গলা ফাটায়। খেলায় প্রিয় দল বিজয়ী হলে এমনভাবে উল্লাস করে, যেন হারানো আন্দালুসিয়া কিংবা জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করে ফেলেছে!

প্রিয় ভাই, তোমার মূল্যবান সময়কে এভাবে বরবাদ কোরো না। সময়কে উত্তম কাজে ব্যবহার করো। কারণ, সময় হচ্ছে ধারালো তলোয়ারের মতো—যদি তুমি তাকে না কাটো, সে তোমাকে কেটে ফেলবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

'যারা অনুসন্ধানপ্রিয় এবং যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয়, তাদের জন্য তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে।'[৩০]

সুতরাং রাত এবং দিন কেবল তাদের জন্যই উপকারী, যারা সেগুলোকে ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করে অথবা উপকারী জ্ঞান-গবেষণার কাজে ব্যয় করে। আল্লাহ তাআলা উমর বিন খাত্তাব ﵁-কে দয়া করুন। কারণ তিনি দারুণ একটি কথা বলে আমাদের সতর্ক করেছেন :

'যখন আমি কোনো ব্যক্তিকে দেখি, সে না দুনিয়ার জন্য কাজ করছে, না আখিরাতের জন্য কোনো আমল করছে, তখন সে ব্যক্তি আমার দৃষ্টিতে মানহীন হয়ে পড়ে।'

---

২৯. সহিহুল বুখারি : ৬৪০৭।
৩০. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬২।

চার. তোমার প্রকৃত বয়স

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন :

'আমি সবচেয়ে বেশি লজ্জিত হই তখন, যখন এমন একটি দিন আমার থেকে অতিবাহিত হয়ে যায়, যে দিনে আমি আমলের পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে পারিনি।'

জনৈক কবিকে আল্লাহ রহম করুন। তার একটি কবিতা দ্বারা আমি আমার বারো বছর বয়স থেকে উপকৃত হয়ে আসছি। কবিতাটি হলো :

'যদি আমার থেকে এমন একটি দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, যে দিনে আমি হিদায়াতের নুর দ্বারা আলোকিত হতে পারিনি অথবা কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারিনি, সেই দিনটি আমার জীবনের অংশ নয়।'

সুতরাং জন্মের পর থেকে আজ অবধি যত বছর তুমি কাটিয়েছ, সেটা তোমার প্রকৃত বয়স নয়; বরং এ পুরো সময়ে যে ক্ষণগুলো তুমি জ্ঞান অর্জন এবং উত্তম আমলে অতিবাহিত করেছ, সেগুলোই তোমার প্রকৃত বয়স।

নিজের জন্য একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়ে সে লক্ষ্যের পেছনে ছুটে চলো। আর সর্বাবস্থায় ইখলাস ও নিষ্ঠা ধরে রাখবে। ইনশাআল্লাহ তোমার কর্মের ফলাফল দেখতে পাবে।

রাসুল (ﷺ) বলেন :

إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ

'যদি তুমি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে কাজ করে যাও, তাহলে তিনি তোমার আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিদান দেবেন।'[৩১]

---

৩১. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৬৫২৭, আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি : ৬৮১৭।

পাঁচ. হীনম্মন্যতায় ভোগো না

কখনো নিজেকে নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগো না। কখনো নিজেকে অকার্যকর মনে করবে না। কখনো বলবে না, অমুক উম্মাহর জন্য এই এই কাজ করছে, অমুক এভাবে কথা বলতে পারে, অমুক এটা করছে...কিন্তু আমার দ্বারা এসবের কোনোটাই সম্ভব নয়।

নিজের অভিধান থেকে 'অসম্ভব', 'আমি পারি না'...ইত্যাদি শব্দ মুছে ফেলো। আল্লাহ তাওফিক দিলে তুমিও পারবে। তুমিও জীবনে উন্নতি করতে পারবে। তুমিও হতে পারবে হাজার হাজার যুবকের আদর্শ। অসংখ্য যুবক তোমার মতোই নিজের দ্বারা কিছু হবে না মনে করত। কিন্তু পরে কঠোর চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে নিজেদের এতটা ওপরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে যে, মানুষ আস্থা ও মুগ্ধতা নিয়ে তাদের দিকে চেয়ে আছে।

যদি তুমি মনে করো, জীবনে উন্নতি করা তোমার পক্ষে অসম্ভব, তাহলে মোটিভেশনাল ও আত্মউন্নয়নমূলক বইপুস্তক পাঠ করো। বই তোমাকে জানিয়ে দেবে, কীভাবে জীবনে উন্নতি করতে হয়। অথবা বর্তমান সময়ে মানব উন্নয়ন নিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, সেখান থেকেও সেবা গ্রহণ করতে পারো।

ছয়. গড়িমসি করা থেকে দূরে থাকো

কখনো গড়িমসি কোরো না। আজকের কাজ আগামীকালের জন্য ফেলে রেখো না। যখনই কোনো ভালো কাজ করার ইচ্ছা করবে, সাথে সাথে তা করে ফেলো। সময় তো অনেক আছে, সামনে এই এই ভালো কাজ করব, এটা মুখস্থ করব, ওটা পাঠ করব, এই এই উপকারী লেকচার শুনব...এভাবে বললে কাজের কাজ কিচ্ছু হবে না। কেননা, সময় মেঘের মতো ফুরিয়ে যায়। বিশেষ করে, আমাদের বর্তমান যুগে সময় খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। রাসুল ﷺ একটি হাদিসে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। বলেছেন :

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ بِالنَّارِ

'জমানা পরস্পর নিকটবর্তী (সংকীর্ণ) না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তখন বছর হবে মাসের মতো। মাস হবে সপ্তাহের মতো। সপ্তাহ হবে দিনের মতো। দিন হবে ঘণ্টার মতো। ঘণ্টা হবে প্রজ্বলিত আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গের (স্থায়িত্বের) মতো।'[৩২]

আশা-আকাঙ্ক্ষা যাদের গাফিল করে রেখেছে, তাদের ধমক দিয়ে আল্লাহ বলেন :

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

'তাদের ছেড়ে দাও, আহারে ও ভোগে তারা মত্ত থাকুক এবং আশা তাদের গাফিল করে রাখুক। আর অচিরেই তারা জেনে যাবে।'[৩৩]

এ আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবি ﵀ বলেন :

'দীর্ঘ আশা একটি দুরারোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি। কোনো অন্তরে স্থান নিলে তার স্বভাব-প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিগড়িয়ে ফেলে। এই রোগের চিকিৎসা অনেক কঠিন। না সহজে রোগ সেরে যায়, না কোনো ওষুধ কাজে আসে।'

আশার বাস্তবতা : এখানে আশা বলতে বোঝানো হয়েছে দুনিয়ার প্রতি লোভ ও ভালোবাসা এবং আখিরাত থেকে বিমুখ থাকাকে। এ জন্যই রাসুল ﷺ বলেছেন :

صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ، وَالْيَقِينِ، وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ

'এই উম্মতের শুরুর লোকেরা সঠিকতার ওপর ছিল দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাসের কারণে। আর এ উম্মতের শেষের লোকেরা ধ্বংস হবে কৃপণতা ও আশার কারণে।'[৩৪]

---

৩২. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৩২, মুসনাদু আহমাদ : ১০৯৪৩।

৩৩. সুরা আল-হিজর, ১৫ : ৩।

৩৪. আজ-জুহদ লি-আহমাদ ইবনি হাম্বল : ৭৬৫০, আল-মুজামুল আওসাত : ৭৬৫০।

সাত. সময়কে কাজে লাগানোর কিছু বাস্তব চিত্র

সাহাবিগণ, তাবিয়িগণ এবং উম্মাহর আলিম-উলামা কীভাবে তাঁদের সময়ের মূল্যায়ন করতেন, ইতিহাস আমাদের সামনে তা স্পষ্ট করে নিয়ে এসেছে। চলো, সে ধরনের কয়েকটি ঘটনা জেনে নিই :

উসমান বিন আফফান ﷺ বিতিরের নামাজে পুরো কুরআন খতম করে ফেলতেন!

ইমাম শাফিয়ি ﷺ রমাদানের প্রতি রাতে এক খতম এবং প্রতি দিনে এক খতম—এভাবে পুরো রমাদানে ষাট বার কুরআন খতম করতেন।

ইবনে আকিল হাম্বলি ﷺ বলেন :

'জীবনের একটি ক্ষণও নষ্ট হওয়াকে আমি বৈধ মনে করি না। তাই তো এই আশি বছর বয়সেও জ্ঞান অর্জনের প্রতি আমার যে পরিমাণ আগ্রহ ও তৃষ্ণা, তা সে সময়ের চেয়ে বেশি, যখন আমি বিশ বছরের তরুণ ছিলাম। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমি দিনের প্রায় পুরো সময়টুকু জ্ঞান অর্জনের কাজে অতিবাহিত করার চেষ্টা করি। সময় বাঁচানোর জন্য আমি শুকনো বিস্কুট ও রুটি খেয়ে জীবনযাপন করি। রুটি যাতে চিবাতে না হয়, এ জন্য মুখে রুটি দিয়েই পানি পান করি। অতঃপর পুরো সময় অধ্যয়ন এবং লেখালেখির কাজে আত্মনিয়োগ করি।'

সময়কে এভাবে মূল্যায়ন করেছেন বলেই তিনি ইলমি অঙ্গনে অনেক বড় খিদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি রচনা করেছেন আশি খণ্ডের বিশাল কিতাব—যার ব্যাপারে ইমাম জাহাবি ﷺ বলেছেন, 'পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় কোনো কিতাব লিখিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

এই ইমামকে দেখো, তিনি সময় বাঁচানোর জন্য শুকনো খাবার খেতেন, আবার খাবার যাতে চিবুতে না হয়, এ জন্য খাবার মুখে দিয়েই পানি পান করে ফেলতেন!

অথচ আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভি দেখে এবং ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করে নষ্ট করে ফেলি!

প্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থ তাফসিরে তাবারির প্রণেতা ইবনে জারির তাবারি ﵀ সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণ বলেন, তিনি একাধারে চল্লিশ বছর যাবৎ প্রত্যেক দিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করে লিখতেন।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। মৃত্যুর পর তার ছাত্ররা সাবালক হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনের দিনসমূহ গুণে দেখেছেন। অতঃপর দিনগুলোর মাঝে তার রচিত পৃষ্ঠাসমূহ ভাগ করে দেখা গেল, প্রতিদিন ১৪ পৃষ্ঠা করে পড়ে। অর্থাৎ তিনি প্রতিদিন গড়ে ১৪ পৃষ্ঠা করে লিখতেন! ভাবা যায়!

ইবনে নাফিস যখন কোনো গ্রন্থ রচনা করার ইচ্ছা করতেন, তখন অসংখ্য কলমে আগে থেকে কালি ভরে রাখতেন। অতঃপর দেয়ালের দিকে মুখ করে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে লেখা শুরু করতেন। ঢালু ভূমিতে পানির স্রোতের মতো লিখে যেতেন। কলমের কালি ফুরিয়ে আসলে সাথে সাথে সেটি ফেলে দিয়ে আরেকটি কলম দিয়ে লিখা অব্যাহত রাখতেন; যাতে কলমে কালি ভরতে গিয়ে সময় নষ্ট না হয়![৩৫]

আট. সময়কে কাজে লাগাও

পরিবারের দায়িত্ব পালন, রোগীর শুশ্রূষা, মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ, আতিথেয়তা, অসহায়কে সাহায্য-সহযোগিতা করা...ইত্যাদি পুণ্যকর্মের মাধ্যমে সময়কে কাজে লাগাও। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩৫. আদ-দুরারুল কামিনাহ : ৬/৮৫।

‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়াবে, আল্লাহ তার প্রয়োজনে পাশে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কোনো একটি কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।’[৩৬]

অন্য হাদিসে তিনি বলেন :

مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الجَنَّةِ مَنْزِلاً

‘যে ব্যক্তি কোনো রোগী দেখতে যায় অথবা আল্লাহর জন্য কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, “কল্যাণময় তোমার জীবন, কল্যাণময় তোমার পথ চলাও। তুমি তো জান্নাতে একটি জায়গা পোক্ত করে নিলে।”’[৩৭]

প্রতিদিন অবশ্যই অন্তত এক পারা কুরআন তিলাওয়াত করো। এক পারা কুরআন তিলাওয়াত করতে তোমার সময় লাগবে বেশির থেকে বেশি ২০-৩০ মিনিট। আমাদের মধ্যে এমন ব্যস্ত কে আছে, যে প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতের জন্য ২০-৩০ মিনিট বের করতে পারবে না?

তোমার নিজের মাঝে কুরআনের কিছু অংশ গচ্ছিত রাখো (মুখস্থ করে রাখো), নাহলে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী তুমি উজাড় বাড়ির সমতুল্য বিবেচিত হবে। একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ كَالبَيْتِ الخَرِبِ

‘যে ব্যক্তির অভ্যন্তরে কুরআনের কোনো অংশ নেই, সে উজাড় ঘরের মতো।’[৩৮]

---

৩৬. সহিহুল বুখারি : ২৪৪২, সহিহু মুসলিম : ২৫৮০।
৩৭. সুনানুত তিরমিজি : ২০০৮।
৩৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৯১৩, মুসনাদু আহমাদ : ১৯৪৭।

তুমি কি চাও, কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে? তাহলে কুরআন শিক্ষা করার বিকল্প নেই। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

'তোমাদের সন্তানদের তিনটা বিষয় শিক্ষা দাও : নবিপ্রেম, নবির পরিবারের প্রতি ভালোবাসা এবং কুরআন পাঠ। কেননা, কুরআনের ধারকগণ নবিগণ এবং আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দাগণের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় অবস্থান করবেন, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।'[৩৯]

তুমি কি চাও, তোমার কারণে তোমার মাতাপিতা জান্নাত লাভ করুক? তাহলে কুরআন শিক্ষা করো।

নয়. কীভাবে জীবনের প্রতিটি মিনিটকে উপকারী কাজে ব্যয় করবে?

জেনে রাখো, এমন অসংখ্য ইবাদত আছে, যেগুলোর জন্য তোমাকে তেমন বেশি কষ্ট করতে হবে না। তুমি পায়ে চলতে চলতে, গাড়িতে জার্নি করা অবস্থায়, দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায়...সর্বাবস্থায় এই ইবাদতসমূহ আদায় করতে পারবে।

এক মিনিটে পনেরো বার সুরা ইখলাস পাঠ করা যায়। আর পনেরো বার এ সুরা পাঠ করা মানে পাঁচ বার কুরআন খতম করা! রাসুল ﷺ বলেছেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

'সেই সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় তা (সুরা ইখলাস) কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।'[৪০]

অনুরূপভাবে তুমি এক মিনিটে পাঁচবার সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে পারবে। সুরা ফাতিহা মানে বারবার পঠিত সাতটি আয়াত, যেগুলোর ফজিলত

---

৩৯. আবু নাসর আল-ফাওয়ায়িদে বর্ণনা করেছেন এটি।
৪০. সহিহুল বুখারি : ৫০১৩।

অসংখ্য, অগণিত। এ সুরা সম্পর্কে রাসুল ﷺ ইবনে মুআল্লাহ ؓ-কে বলেন :

'আমি অবশ্যই তোমাকে এমন একটি সুরা শিখাব, যা কুরআনের সবচেয়ে মহান ও মর্যাদাপূর্ণ সুরা।' অতঃপর তিনি সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করলেন। এরপর বললেন, (هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ) 'এগুলো হচ্ছে বারবার পঠিত সাতটি আয়াত এবং মহিমান্বিত কুরআন, যা কেবল আমাকে দান করা হয়েছে।'[৪১]

এক মিনিটে ৫০ বার এই দুআটি পড়া সম্ভব :

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

'আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।'

এ সম্পর্কে হাদিসে রাসুল ﷺ বলেছেন :

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

'দুটি কালিমা এমন আছে, যা পড়তে সহজ, আমলের পাল্লায় ভারী এবং পরম করুণাময়ের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। কালিমাদুটি হলো :

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

"আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি মহামহিম আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"'[৪২]

এক মিনিটে ১০ বার এই দুআটি পাঠ করা সম্ভব :

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

---

৪১. সহিহুল বুখারি : ৫০০৬।

৪২. সহিহুল বুখারি : ৬৪০৬, সহিহ মুসলিম : ২৬৯৪।

'আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা, সন্তুষ্টি, তাঁর আরশের ওজন এবং তাঁর সকল কালিমার কালির সমপরিমাণ।'

এক মিনিটে তুমি ২০ বার রাসুল ﷺ-এর ওপর দরুদ পাঠ করতে পারো। বিনিময়ে এক মিনিটে তোমার ওপর ২০০ বার রহমত বর্ষিত হবে!

এক মিনিটে ৭০ বারের বেশি ইসতিগফার পাঠ করা যায়। ইসতিগফার গুনাহ ক্ষমা হওয়া এবং জান্নাত পাওয়ার সহজ মাধ্যম। এ ছাড়াও ইসতিগফার বিপদ প্রতিহত করে এবং সন্তানসন্ততি ও সম্পদে বরকত বয়ে আনে।

এক মিনিটে ২০ বার নিম্নের কালিমাটি পাঠ করা সম্ভব :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'

এ কালিমা সম্পর্কে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

'যে ব্যক্তি (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল রাজত্ব ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" কালিমাটি ১০ বার পাঠ করবে, সে যেন ইসমাইল ﷺ-এর বংশের ৪ জন গোলাম আজাদ করে দিল।'[৪৩]

৪৩. সহিহ মুসলিম : ২৬৯৩।

তুমি চাইলে এক মিনিটে ৪০ বার (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) 'আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎ কাজ করার) কোনো শক্তি নেই।' পড়তে পারো।

এটা সম্পর্কে আবু মুসা ﵁ বর্ণনা করেন যে, রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন, (أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ) 'আমি কি তোমাকে জান্নাতের গুপ্তধনসমূহ হতে একটি গুপ্তধনের সন্ধান দেবো না?' আমি বললাম, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল।' তিনি বললেন, 'তা হচ্ছে : (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) "আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎ কাজ করার) কোনো শক্তি নেই।"'[৪৪]

এক মিনিটে ১০০ বার (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) 'আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি।' পাঠ করা সম্ভব। এ সম্পর্কে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

> مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ
>
> 'যে ব্যক্তি (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) "আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি" প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ করে, তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হোক।'[৪৫]

এসব ছাড়াও তুমি চাইলে এক মিনিটে উপকারী উপদেশ দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বাধা দান করতে পারো, অথবা ভালো কাজের আদেশ দিতে পারো। কিছু সময়ের মধ্যে কোনো হতাশাগ্রস্ত ভাইকে সান্ত্বনা দিতে পারো, কিংবা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দিতে পারো। এগুলোর প্রত্যেকটিই সাওয়াবের কাজ।

তুমি চাইলে এক মিনিটের কোনো আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে নিতে পারো। ফলে তিনি তোমার সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি কিয়ামতের দিন তোমার অনেক বড় অবলম্বন হবে।

---

৪৪. সহিহুল বুখারি : ৬৪০৯, সহিহ মুসলিম : ২৭০৪।
৪৫. সহিহুল বুখারি : ৬৪০৫, সহিহ মুসলিম : ২৬৯১।

ইবনুল জাওজি ﷺ তার সন্তানকে উপদেশ দিয়ে লিখিত বই 'লিফতাতুল কাবিদ ফি নাসিহাতিল ওয়ালাদ'-এ লিখেন :

'জেনে রাখো বৎস আমার, দিন কয়েকটি ঘণ্টার সমষ্টি আর ঘণ্টা কয়েকটি নিশ্বাসের সমষ্টি। প্রতিটি নিশ্বাস একেকটি অমূল্য রতন। সুতরাং সতর্ক থেকো, একটি নিশ্বাসও যেন উপকার ও কল্যাণ ছাড়া অতিবাহিত না হয়। অন্যথায় কিয়ামতের দিন খালি ঝুলি দেখে লজ্জিত হতে হবে।

তোমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণ কোন পথে, কী কাজে অতিবাহিত হচ্ছে, তার দিকে খেয়াল রেখো। যথাসম্ভব উত্তম ও কল্যাণকর ব্যস্ততায় নিজের সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করো। অলস ও অবসাদগ্রস্তের মতো কর্মহীন বসে থেকো না। খুঁজে খুঁজে ভালো ও সুন্দর আমলসমূহ করার অভ্যাস গড়ে তোলো। কবরের সিন্দুকে আগে থেকে সেই পাথেয় পাঠিয়ে দাও, যা তোমাকে আখিরাতের অফুরন্ত জীবনে আনন্দ দেবে।'

চতুর্থ অধ্যায়

অন্তর্বর্তীকালীন সময় কাটানোর ব্যাপারে নির্দেশনা

আমাদের পড়াশোনা ও কর্মের ফাঁকে যে ছুটি দেওয়া হয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূর করা এবং এমন কাজে আত্মনিয়োগ করা, যা মন এবং শরীরকে রিফ্রেশ করে তোলে।

সুতরাং এই মূল্যবান সময়কে ক্ষতিকর খেলাধুলা এবং অহেতুক কাজকর্মের মাধ্যমে নষ্ট করে ফেলো না—যা দ্বারা স্নায়ুবৈকল্য ঘটে এবং বন্ধুদের মাঝে শত্রুতা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। যেমন : পাশা খেলা, নেশা করা এবং অন্যান্য অশ্লীল ও অনৈতিক কর্মে জড়ানো ইত্যাদি।[৪৬]

তোমার সময়কে বৃথা যেতে দিয়ো না। অবসর সময়ের সুযোগ নিয়ে নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হোয়ো না। অন্যথায় আল্লাহর বিধান অমান্য করার কারণে কিয়ামতের দিন লজ্জিত হতে হবে।

ওই লোকদের দলভুক্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকো, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন :

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ - أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ - أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

৪৬. ড. আহমাদ হাসান কারজুন, আশ-শাবাব ওয়া আওকাতুল ফারাগ।

'যাতে কেউ না বলে, "হায়, হায়, আল্লাহ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।" অথবা না বলে, "আল্লাহ যদি আমাকে পথ-প্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি পরহেজগারদের একজন হতাম।" অথবা আজাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, "যদি কোনোরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হয়ে যাব।"'[৪৭]

এক. উপযুক্ত সফরসঙ্গী নির্বাচন করো

কোথাও সফর করার ইচ্ছা করলে একজন ভালো সফরসঙ্গী নির্বাচন করে নেবে। এমন কারও সাথে সফর করবে না, যে তোমাকে আল্লাহর নাফরমানির পথে নিয়ে যাবে অথবা তার প্রতি উৎসাহিত করবে।

রাসুল ﷺ ভালো সঙ্গী এবং মন্দ সঙ্গীর সুন্দর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন আমাদের জন্য। ইরশাদ করেছেন :

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উপমা হলো, কস্তুরি বহনকারী ও হাপরে ফুঁকদানকারীর (কামারের) ন্যায়। মৃগকস্তুরি বহনকারী হয়তো তোমাকে কিছু দেবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি কিছু ক্রয় করবে কিংবা তার নিকট হতে তুমি লাভ করবে সুবাস। পক্ষান্তরে, হাপরে ফুঁকদানকারী হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে কিংবা তুমি তার কাছে পাবে দুর্গন্ধ।'[৪৮]

---

৪৭. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৫৬-৫৮।

৪৮. সহিহ মুসলিম : ২৬২৮।

দুই. অবসর সময় যেভাবে কাটাবে

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি মসজিদকে তোমার হৃদয়ের ঠিকানা ও চক্ষু শীতলকারী বানিয়ে দিন এবং তোমাকে সেই সাত ধরনের লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

'আল্লাহ তাআলা সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। (তারা হলো) ১. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। ২. সে যুবক, যে আল্লাহর ইবাদতে বেড়ে উঠেছে (যার যৌবন আল্লাহর ইবাদতে কেটেছে)। ৩. সেই ব্যক্তি, যার হৃদয় মসজিদের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে)। ৪. সেই দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; তারা আল্লাহর জন্যই পরস্পর মিলিত হয় এবং আল্লাহর জন্যই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ৫. সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌনমিলনের উদ্দেশে) আহ্বান করে; কিন্তু সে বলে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি।" ৬. সেই ব্যক্তি, যে গোপনে দান করে, এমনকি তার ডান হাত কী দান করে তা বাম হাতও জানতে পারে না। ৭. সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখ অশ্রুপ্লাবিত হয়।'[৪৯]

---

৪৯. সহিহুল বুখারি : ১৪২৩, সহিহু মুসলিম : ১০৩১।

ছুটির দিনগুলোতে কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করতে এবং ইসলামি বই-পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করবে। কুরআনের মজলিশ ও জ্ঞানের আসরে শরিক হওয়ার চেষ্টা করবে।

আমি দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদের ওপর তাঁর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং রহমত যাদের বেষ্টন করে নেয়। রাসুল ﷺ বলেন :

> وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ
>
> 'যদি মানুষের কোনো দল আল্লাহর কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং কুরআন নিয়ে একে অপরের সাথে পর্যালোচনা করে, তখন তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, চতুর্দিক থেকে রহমত তাদের ঘিরে নেয় এবং ফেরেশতারা তাদের আগলে রাখেন। আর আল্লাহর তাআলা তাঁর কাছে উপবিষ্টদের (ফেরেশতাদের) সাথে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।'[৫০]

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তোমার সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং ফেরেশতাগণ চতুর্দিক থেকে তোমাকে আগলে রাখবেন—এটা কি কম সৌভাগ্যের বিষয়!

আমাদের সালাফগণ যৌবনকালে প্রতিযোগিতামূলকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং মুখস্থ করতেন। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস বলেন :

'আমি কুরআন মুখস্থ করেছি এবং তা প্রতি রাতে সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করি। (এটা জানতে পেরে) রাসুল ﷺ বললেন, (إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ، فَاقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ) "আমার আশঙ্কা যে, তুমি দীর্ঘজীবী হবে এবং বার্ধক্যে দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই তুমি এক মাসে একবার করে কুরআন খতম করো।"

---

৫০. সহিহ মুসলিম : ২৬৯৯।

'আমি বললাম, "আমাকে আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা উপকৃত হতে দিন।" তিনি বললেন, (فَاقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ) "তাহলে তুমি দশ দিনে একবার কুরআন খতম করো।" আমি বললাম, "আমাকে আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা উপকৃত হতে দিন।" তিনি বললেন, (فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ) "তাহলে তুমি সাত দিনে একবার কুরআন খতম করো।" আমি বললাম, "আমার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা আমাকে উপকৃত হতে দিন।" কিন্তু তিনি তা অস্বীকার করলেন।'"[৫১]

এই যুবককে দেখো, কীভাবে তিনি তার শক্তিমত্তা ও যৌবন দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য রাসুল ﷺ-এর কাছে পীড়াপীড়ি করছেন!?

কিন্তু তিনি কি যুবক-যুবতিদের সাথে একসাথে বিচিং করতে অনুমতি চেয়ে পীড়াপীড়ি করছেন?

গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত সড়কে রেসিং করার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন?

নাকি স্কুল-কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে তরুণীদের ইভটিজিং করার অনুমতি চেয়ে পীড়াপীড়ি করছেন?'

নাকি রাতজেগে তাস খেলতে, লুডু খেলতে বায়না ধরছেন?

নাকি টেলিভিশনের সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাটক-সিনেমা-সিরিয়াল দেখতে পীড়াপীড়ি করছেন?

না, হাজার বার না; কিন্তু এসবের কোনো কিছুর জন্যই পীড়াপীড়ি করছেন না। তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে সাত দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করার অনুমতি চেয়ে নাছোড়বান্দার মতো পীড়াপীড়ি করছেন! যেন রাসুল ﷺ বাধ্য হয়ে তাঁকে অনুমতি দিয়ে দেন!

কিন্তু রাসুল ﷺ জীবনের অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মতো ইবাদতের ক্ষেত্রেও মধ্যমপন্থাকে পছন্দ করতেন। তাই তিনি সাত দিনের কমে কুরআন খতম করার অনুমতি দেননি; যাতে কুরআন খতমের ধারাবাহিকতা নষ্ট না হয়।

---

৫১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৩৪৬।

কেননা, সাত দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করলে একসময় বিরক্তিবোধ চলে আসার আশঙ্কা থাকে।

ইমাম শাফিয়ি ﷺ রাতকে তিনভাগে ভাগ করে নিতেন : এক-তৃতীয়াংশ জ্ঞানের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতের জন্য এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ ঘুমের জন্য। তিনি রমাদান মাসে নামাজের মধ্যে ষাট বার কুরআন খতম করতেন!
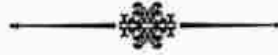
পঞ্চম অধ্যায়

একজন উপকারী বন্ধু খোঁজো

এক. নিষ্ঠাবান ও উপকারী বন্ধু নির্বাচন করো

উপকারী ও বিশ্বস্ত বন্ধু নির্বাচন করো; যদিও এমন বন্ধু আজকাল খুব কমই পাওয়া যায়। এমন একজনের সাথে বন্ধুত্ব করো, যে নিঃস্বার্থভাবে তোমার সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং আল্লাহর সাথে তোমার সম্পর্ক মজবুত করতে সহায়তা করবে। একজন ভালো বন্ধু তোমার জন্য কল্যাণের পথ মসৃণ করে দেবে। খারাপ, মন্দ ও অকল্যাণের প্রতি তোমার মনে ঘৃণা সৃষ্টি করবে। সত্যের প্রতি উৎসাহিত করবে তোমাকে। তোমাকে মনুষ্যত্ব শেখাবে এবং মানুষের মর্যাদাহানি করা থেকে বিরত রাখবে।

এমন একজনকে বন্ধু বানাও, যে তোমাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে। যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত, আমানতদার, প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী; যার সংশ্রব তোমার মাঝে আল্লাহর ইবাদতের অনুপ্রেরণা জোগায়—এমন ব্যক্তির সাথেই বন্ধুত্ব করো। রাসুল ﷺ বলেছেন :

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

'মানুষ তার বন্ধুর নীতি অনুসরণ করে, সুতরাং তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ রাখে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব করছে।'[৫২]

৫২. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৩৩, সুনানুত তিরমিজি : ২৩৭৮।

কবি বলেন :

'সরাসরি ব্যক্তির ব্যাপারে জানতে না চেয়ে আগে তার বন্ধু সম্পর্কে জানো। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সঙ্গীরই অনুকরণ করে।'

এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো, তোমার মন পাপাচারের প্রতি আকৃষ্ট হলে যে তোমার লাগাম টেনে ধরে পাপের পথ থেকে বিরত রাখবে। যে বন্ধু নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করে তোমাকে পাপাচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে, তার সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে তোলো।

এমন একজনকে বন্ধু বানাও, যে তোমাকে কল্যাণের পথ দেখাবে এবং অকল্যাণের পথ থেকে সতর্ক করবে।

এমন একজনকে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করো, যার রায় ও পরামর্শ তোমাকে নিশ্চিন্ত করবে, যার হিকমত ও প্রজ্ঞা তোমাকে আশ্বস্ত করবে, পাপাচারে নিমজ্জন এবং পদস্খলন থেকে তোমাকে রক্ষা করবে।

এমন লোকের সাথে বন্ধুত্ব করো, তুমি হকের রাস্তা থেকে বিচ্যুত হলে যে তোমাকে সিরাতে মুসতাকিমের পথে নিয়ে আসবে। তুমি সমস্যায় পতিত হলে তা সমাধানের জন্য তোমার কাছে এগিয়ে আসবে। যদি নিরাশা তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, সে তোমাকে সাহস জোগাবে এবং ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখাবে। যদি তুমি নিজের ভাগ্য নিয়ে অসন্তুষ্ট ও বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ো, সে তোমাকে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

আলি ﷺ বলেন :

'সে-ই তোমার বন্ধু, যে তোমার প্রতি সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। সে নয়, যে তোমাকে বিশ্বাস করে।'

বন্ধু নির্বাচনে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যথায় কিয়ামতের দিন তার জন্য আফসোস করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا -

يَاوَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا - لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا

'জালিম সেদিন আপন হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, "হায়, আফসোস! আমি যদি রাসুলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! হায়, আমার দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! আমার কাছে উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছিল।" শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।'[৫৩]

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন :

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

'বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে আল্লাহভীরুরা নয়।'[৫৪]

কবি আবুল আতাহিয়া বলেন :

'আমার প্রতি বন্ধুর ভালোবাসা যদি আল্লাহর জন্য না হয়, সে বন্ধুর বন্ধুত্বের ওপর আমি ভরসা করতে পারি না।'

দুই. কিছু বন্ধু স্বীয় বন্ধুদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়

আমার পরিচিত একজন যুবকের গল্প বলি। সে পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সম্পদ লাভ করেছিল। কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সে প্রথমে সম্পদের ফাঁদে ফেলে তরুণীদের সাথে মস্তি করতে শুরু করল। কিছুদিন পর ড্রাগের প্রতি আসক্ত হয়ে গেল। এভাবে অসৎ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে সে অশ্লীলতা ও পাপাচারে নিমজ্জিত হয়ে গেল। শুধু এতটুকুতেই শেষ নয়, এরপর সে জুয়া খেলায় মন দিল। জুয়া খেলতে খেলতে একপর্যায়ে তার সমুদয় সম্পত্তি খুইয়ে রিক্তহস্ত হয়ে পড়ল।

---

৫৩. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ২৭-২৯।
৫৪. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৬৭।

এত দিন যে বন্ধুরা তার টাকা নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াত, তার বিপদের সময়ে তাদের সবাই দূরে সরে গেল। ব্যবহৃত টিস্যু পেপারের মতো ছুড়ে ফেলে দিল তাকে। অতঃপর সে বোনের কাছ থেকে টাকা চাইল; কিন্তু বোন তার স্বভাবের কথা জেনে তাকে টাকা দিতে অস্বীকার করল। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও তাকে সহযোগিতা করতে রাজি হয়নি।

অবশেষে অস্বাভাবিক হারে মদ পান করার কারণে তার লিভারে পচন ধরল এবং এ কারণেই সে মারা গেল।

আরেকজন আমার পরিচিত ডাক্তার ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন তিনি। কিন্তু অসৎ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মদ পান করা শুরু করলেন। একপর্যায়ে তার অবস্থা এমন হয়ে পড়ল যে, ওয়াইনই যেন তার ধ্যানজ্ঞানে পরিণত হলো। মদ পান করে বাড়িতে এসে সারা রাত মাতলামি করতেন। তার সাথে এত দিন সুখের সংসার করে আসা স্ত্রী বিরক্ত হয়ে তার থেকে তালাক চাইলেন এবং তিনিও তাকে তালাক দিয়ে দিলেন। একদিন তিনি ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেল। মদের নেশা তার সবকিছু উজাড় করে দিল। স্ত্রী, সম্মান, চাকরি, পদবি... সব ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্বংস হয়ে গেল তার স্বাস্থ্যও। অবশেষে মদ পান করার কারণে লিভার-ক্যানসার হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

মেডিকেল কলেজের একজন প্রফেসর অনেক উচ্চ বেতনে চাকরি করেন। পাশাপাশি তার ব্যক্তিগত ক্লিনিক থেকেও অনেক টাকা ইনকাম হয়। কিন্তু তিনি অত্যন্ত অপব্যয়ী। প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে নাচগানের আসর বসান এবং উপার্জিত সব টাকা গায়িকা ও নর্তকীদের পেছনে নষ্ট করে ফেলেন। ওদিকে বাড়ির প্রয়োজনীয় রুটি-মাংস মাস শেষে টাকা দিয়ে দেওয়ার কথা বলে বিভিন্ন দোকান থেকে বাকিতে ক্রয় করেন। মাসের শুরুতে দেখা যায়, পাওনাদারেরা সারি বেঁধে তার বাড়ির সামনে এসে ভিড় করে। তিনি তার উপার্জিত সমুদয় অর্থ তাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়ার পর যা থাকে, তা দিয়ে সাকুল্যে তিন দিন চলা যায়। ফলে এত বড় অঙ্কের টাকা কামাই করা সত্ত্বেও বন্ধুদের কাছে ধার চেয়ে হাত পাততে হয় তাকে। পুরো মাস তাদের থেকে ঋণ নিয়ে দিন গুজরান করেন। এভাবে তার ঋণের পাল্লা ভারী থেকে আরও ভারী হতে থাকে।

কক্ষনো এমন লোকদের মতো হোয়ো না। অবৈধ আরাম-আয়েশ, স্বাদ-উপভোগ ও বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেওয়া সুন্দর জীবন নয়; আল্লাহ-প্রদত্ত শরিয়াহর ওপর অটল থাকাই একমাত্র সুন্দর ও সুখময় জীবন।

তোমার মতোই একজন তরুণ খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নষ্ট জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। খারাপ বন্ধুদের আচার-আচরণ ও স্বভাব-প্রকৃতি সব ধীরে ধীরে তার মাঝে স্থান করে নিল। অনর্থক কারণে নির্ঘুম রাত কাটানো তার স্বভাবে পরিণত হলো। পড়াশোনা শিকেয় তুলে রাখল। ফলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো।

তার পিতা সন্তানের ব্যাপারে জানতে পেরে অনেক বোঝালেন তাকে। সদুপদেশ দিয়ে আদরের সন্তানকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পিতার উপদেশ কানেই নেয়নি সে। সদুপদেশে কাজ না হওয়ায় হুমকি-ধমকি ও মারধর করলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। তার স্বভাব-চরিত্র আগের মতোই খারাপ রয়ে গেল।

কিছুদিন পর কয়েকজন ভালো ছেলে তার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করল। ধীরে ধীরে তাদের বন্ধুত্ব গভীর হলো। এরপর বন্ধুরা তাকে ধ্বংসের জলাভূমি থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করল। তাকে সরল পথের দিশা দেখাল। এভাবে সৎ বন্ধুদের সংশ্রবে থাকতে থাকতে এবং তাদের উপদেশ শুনতে শুনতে একদিন সে নষ্টামির জগৎ থেকে ফিরে আসলো।[৫৫]

জনৈক কবি দারুণ বলেছেন :

> 'যে বন্ধুর বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্য নয়, সে বন্ধু অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

---

৫৫. ড. মুসা আল-খাতিব, আন-নাসায়িহুজ জাহাবিয়্যাহ লিশ শাবাব (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

তিন. ফ্রেন্ডসার্কেল

বর্তমান যুবক-যুবতিদের মুখ থেকে 'ফ্রেন্ডসার্কেল', 'বন্ধুগ্রুপ' ইত্যাদি শব্দ শোনা যায়। এই শব্দগুলো পাশ্চাত্য থেকে আমদানিকৃত। পশ্চিমে এ ধরনের শব্দ সাধারণত সেসব যুবক-যুবতি ও তরুণ-তরুণীদের সংঘের জন্য ব্যবহার করা হয়, যারা কোনো সুনির্ধারিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল জীবনকে উপভোগ করার নামে পরস্পর সংঘবদ্ধ হয়। এরা সমাজের নিয়মনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় না।

আফসোসের বিষয় হলো, আমরা তাদের সেই শব্দকে অর্থসহ আমদানি করে নিয়ে এসেছি। আমাদের যুবক-যুবতিরাও পশ্চিমাদের মতো উদ্দেশ্যহীন ফ্রেন্ডসার্কেল গড়ে তুলেছে। আড্ডাবাজি, খেলাধুলা, অনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি ছাড়া তাদের অন্য কোনো কাজ নেই। শরিয়াহর বিধিনিষেধের কোনো তোয়াক্কা করে না। প্রবৃত্তি যখন যেটা চায়, সেটাই তারা করে। অথচ রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

> 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত দ্বীনের অনুগামী হবে।'[৫৬]

হাসসান বিন সাবিত رضي الله عنه বলেন :

'এমনিতে মানুষের বন্ধুদের সংখ্যা অনেক হয়; কিন্তু বিপদের সময় তাদের খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। প্রত্যেক বন্ধু বলে, আমি সর্বদা তোমার পাশে আছি; কিন্তু তার কথায় কাজে মিল থাকে না। ওই বন্ধু ব্যতিক্রম, যে অভিজাত ও দ্বীনদার। সে যা বলে, তা-ই কাজ দ্বারা প্রমাণ করে।'

---

৫৬. আস-সুন্নাহ লি ইবনি আবি আসিম : ১৫।

চার. অধিক লোকের সাথে বন্ধুত্ব কোরো না

অধিক লোকের সাথে বন্ধুত্ব কোরো না। যথাসম্ভব বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কম রাখতে চেষ্টা করবে। কারণ, বন্ধু বেশি হওয়া মানে বেশি সময় নষ্ট হওয়া। বন্ধু বেশি হওয়া মানে কিছু অলস মানুষের বোঝা বিনা স্বার্থে নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া।

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন :

'অধিকজনের সাথে বন্ধুত্ব করলে যে খারাপ প্রভাব পড়ে তা হচ্ছে, এতে অন্তরে মানুষের নিশ্বাসের ধোঁয়া লাগে। ফলে অন্তর কালো হয়ে বিচ্ছিন্নতা ও মনোমালিন্যের জন্ম দেয়; পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে। অধিকজনের সাথে বন্ধুত্ব করলে খারাপ বন্ধুদের পাপের বোঝা বহন করতে হয়। বন্ধুদের কথা ভাবতে ভাবতে নিজের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। গোটা চিন্তাজগৎ দখল করে নেয় বন্ধুদের দাবি ও চাহিদা পূরণের ভাবনা। ফলে আল্লাহ এবং আখিরাত নিয়ে ভাবার তেমন সুযোগ থাকে না।

রাসুল ﷺ-এর চাচা আবু তালিবের পরিণতি এর বাস্তব প্রমাণ। মৃত্যুর মুহূর্তে খারাপ বন্ধুরাই তার সর্বনাশটা করেছিল। তারা বিরামহীন চেষ্টার মাধ্যমে তাকে কালিমা উচ্চারণ করতে বাধা দিয়ে গেছে। ফলে বন্ধুদের আবদার রক্ষা করতে গিয়ে তিনি নিজের চিরস্থায়ী সুখকে চিরতরে বিসর্জন দিয়ে দিলেন।'[৫৭]

কালিমা থেকে বাধা দিয়েছে মানে হলো, বন্ধুরা তাকে ইসলামের সাক্ষ্যমূলক কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' উচ্চারণ করতে বাধা দিয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞানও অধিক বন্ধুর ক্ষতিকরতা প্রমাণ করে। তা এভাবে যে, যদি এক রুমের মধ্যে অধিক লোক বসে আড্ডা দেয়, তাহলে সেখানে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আর এটা তো জানা বিষয় যে, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেশি হলে তা মানুষের মানসিক অবস্থায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এটা তো অধূমপায়ীদের কথা বললাম, যদি বন্ধুরা ধূমপায়ী হয়, তাহলে কেমন হবে তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

---

৫৭. মাদারিকুস সালিকিন : ১/৪৫৪ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রেম-ভালোবাসা সম্পর্কে জরুরি উপদেশ

এক. ইসলাম বনাম প্রেম-ভালোবাসা

ইসলাম ভালোবাসাকে অস্বীকার করে না। কেননা, ভালোবাসার প্রতি আগ্রহ মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবণতা। তবে তরুণদের অবশ্যই এ কথা জেনে রাখতে হবে যে, ভালোবাসার অনুভূতি এক জিনিস, আর সেই অনুভূতির প্রকাশ আরেক জিনিস।

প্রথমটি তথা ভালোবাসার অনুভূতি হলো একটি মানবিক আবেগ, যা মানুষের ইচ্ছা ও এখতিয়ারবহির্ভূত। আর দ্বিতীয়টি তথা অনুভূতির প্রকাশ হলো ব্যক্তির ইচ্ছাধীন একটি বিষয়, যার ফলাফল ব্যক্তিকেই বহন করতে হয়।

ইসলাম সাধারণভাবে প্রেম-ভালোবাসাকে নিষেধ করে না। কেননা, ভালোবাসা হলো একটি হৃদয়ের কর্ম। আর হৃদয়ের কর্ম প্রসঙ্গে রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا، أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ

'আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের সেসব অপরাধ ক্ষমা করে দেন, যা তাদের অন্তরের ভেতর থেকে যায়, যতক্ষণ না তারা কথা বা কাজের মাধ্যমে তা প্রকাশ করে।'[৫৮]

তবে প্রেম-ভালোবাসা যেসব বিভ্রান্তির দিকে মানুষকে নিয়ে যায়, তা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং ইসলাম গাইরে মাহরাম মেয়ের প্রতি তাকানো,

৫৮. সহিহ মুসলিম : ১২৭।

গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষের নির্জনতা ইত্যাদি বিষয় জোরালোভাবে নিষেধ করে। অনুরূপভাবে যুবক কর্তৃক কোনো গাইরে মাহরাম মেয়েকে চিঠি দেওয়া, মেসেজ পাঠানো, ফোনকল দেওয়া অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা এবং তাকে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া—এ সকল বিষয় ইসলামে স্পষ্ট হারাম ও নিষিদ্ধ।

তবে শরিয়াহর শিষ্টাচারের সীমার ভেতর থেকে ভদ্রভাবে কারও প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটানোকে ইসলাম নিষেধ করে না। যেমন : নির্দিষ্ট কারও নাম না নিয়ে কোনো রচনায় কিংবা কবিতায় ভালোবাসার মানুষের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটানো এবং হৃদয়ের অভিব্যক্তি তুলে ধরা অন্যায় কিছু নয়। তবে ভালোবাসার বিবরণটি হতে হবে ভদ্র ও শালীন ভাষায়। মানুষের মন যৌনতার গন্ধ পায়—এমন শারীরিক বর্ণনা তাতে থাকা যাবে না।

দুই. প্রেম-ভালোবাসা আল্লাহর পরীক্ষা

প্রেম-ভালোবাসা মুমিনের জন্য আল্লাহর পরীক্ষা—সে কি তার ওপর ধৈর্য ধরতে পারে, না প্রেমের তাড়না তাকে অন্যায়ের পথে নিয়ে যায়?

ভালোবাসা সময়ের সাথে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠে। প্রথমে পরিচয়, তারপর ভালোলাগা, তারপর কাছাকাছি হওয়া, তারপর পরস্পর বোঝাপড়া, একে অপরের প্রতি হৃদয়ের টান...এভাবে দুজনের মাঝে গড়ে ওঠে গভীর ভালোবাসা।

ভালোবাসা একান্ত হৃদয়ের ব্যাপার। হৃদয়ের জানালাসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি থেকে হৃদয়ে প্রবেশ করে ভালোবাসা। দৃষ্টি হৃদয়ের প্রধান জানালা। অধিকাংশ ভালোবাসা হৃদয়ে প্রবেশ করে এই জানালা দিয়েই। কবির ভাষায় :

'প্রতিটি দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয় দৃষ্টি থেকে। ছোট্ট আগুনের ফুলকি থেকেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে।'

অনেকে দৃষ্টিপাত করার পূর্বে কেবল কণ্ঠ শুনে প্রেমে পড়ে। বাশশার বিন বারিদ বলেন :

'হে জাতি, আমার কর্ণ কিছু অঞ্চলের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে পড়েছে। আসলে অনেক সময় দৃষ্টির আগেই কর্ণ প্রেমে পড়ে যায়।'

এক সাহাবি রাসুল ﷺ-কে বললেন, 'আমার তত্ত্বাবধানে একটি এতিম মেয়ে আছে। তাকে বিয়ে করার জন্য আমার কাছে দুইজন ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রস্তাব এসেছে। তাদের একজন ধনী, আরেকজন গরিব। আমি চাই ধনী লোকটির হাতে তাকে তুলে দিতে; কিন্তু সে গরিব লোকটিকে ভালোবেসে ফেলেছে।' রাসুল ﷺ বললেন, (لَمْ نَرَ - يُرَ - لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ) 'দুজনের পারস্পরিক ভালোবাসা স্থাপনের জন্য বিবাহের বিকল্প নেই।'[৫৯]

রাসুল ﷺ বলেননি যে, ভালোবাসা দূষণীয় ও হারাম। সেই তরুণীকে ভর্ৎসনা করার কিংবা শিষ্টাচার শেখানোর নির্দেশও দেননি তিনি।

কারণ, মেয়েটির ভালোবাসা ছিল একান্ত হৃদয়ের আবেগ। এই ভালোবাসা তাকে কোনো অনৈতিক কর্মের প্রতি ধাবিত করেনি।

কিন্তু বর্তমান সময়ের ভালোবাসাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক পর্যন্ত নিয়ে যায়। নাটক-সিনেমার পর্দায় যেভাবে ভালোবাসাকে উপস্থাপন করা হয়, আজকালকার তরুণ-তরুণীরা সেভাবে একে অপরের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায়। আর নাটক-সিনেমায় যে ভালোবাসা প্রদর্শন করা হয় তার চূড়ান্ত ধাপ হলো, নায়িকা পরিবারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নায়কের সাথে পালিয়ে যাওয়া এবং অন্তঃসত্ত্বা হয়ে ফিরে আসা। অথবা এ ধরনেরই অনৈতিক একটা পরিণতির মাধ্যমে নায়ক-নায়িকার ভালোবাসা পূর্ণতা লাভ করে।

---

৫৯. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৪৭। হাদিস সহিহ।

তিন. যুবসমাজের ব্যাধি

শাইখ আলি তানতাবি ﵀ বলেন :

বৎস আমার, ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করো। যে সমস্যায় তুমি ভুগছ, সেটা তোমার একার সমস্যা নয়; বরং সকল তরুণ-যুবকদের সমস্যা। কৈশোরে যে বিষয়টি তোমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, সে একই বিষয় তোমার মতো আরও অনেকের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সে একই বিষয় অনেক ছাত্রকে পড়াশোনা থেকে বিরত রেখেছে, ব্যবসায়ীকে বিরত রেখেছে ব্যবসা থেকে, শ্রমিককে ব্যস্ত রেখেছে তার কাজ থেকে।

তোমার বয়সে আসার সাথে সাথে প্রত্যেক তরুণের মাঝে এতদিন নিষ্ক্রিয় থাকা একটি বিষয় হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে। তার তাপে গরম হয়ে ওঠে দেহের স্নায়ুগুলো। দুনিয়া নতুন আঙ্গিকে তার সামনে হাজির হয়। এখন নারীকে সে আগের মতো রক্তমাংসে গড়া মানুষ মনে করে না—যার মাঝে মানবিক দোষ-গুণ পরিপূর্ণ। বরং নারীকে সে দেখে তার আশা ও স্বপ্ন হিসেবে। তার মনোকল্পনা নারীকে এমন এক পোশাক পরিয়ে দেয়, যা তার সকল দোষত্রুটি ঢেকে রাখে এবং তাকে প্রকাশ করে কল্যাণ ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের প্রতিমা হিসেবে। মূর্তিপূজক তার পাথরের দেবীর জন্য যা যা করে, সেও তার কল্পিত প্রিয়ার জন্য তা-ই করে। মূর্তিপূজক দেবীকে নিজের হাতে সাজিয়ে নিয়ে তার উপাসনা করে, সেও তার কল্পনার মানবীকে দেবী বানিয়ে তার উপাসনা করে। এ জন্যই তো বলা হয়, 'মূর্তিপূজারিদের জন্য মূর্তি হলো পাথরের প্রভু, আর প্রেমিকের জন্য প্রেমিকা হলো কল্পনার মূর্তি।'

বয়ঃসন্ধির পর একজন তরুণের মাঝে এসব হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগত। কিন্তু অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক বিষয় হলো, একজন তরুণ পনেরো-ষোলো বছর থেকে এসব অনুভব করতে শুরু করল; কিন্তু আধুনিক সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা তাকে মাদরাসায় কিংবা কলেজ-ভার্সিটিতে ক্যারিয়ার গঠনের নামে অবিবাহিত থেকে যেতে বাধ্য করে। তাহলে যৌনতার সবচেয়ে উর্বর সময়ে এই তরুণ কী করবে? কীভাবে সে তার কামোত্তেজনা প্রশমন করবে?

এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা এবং সহজাত প্রবৃত্তির চাহিদা হলো, বিয়ে করে ফেলা। কিন্তু সামাজিক রীতি এবং শিক্ষাব্যবস্থা বলবে : তিনটার কোনো একটি বেছে নাও। চতুর্থ বিষয় তথা বিয়ে থেকে একশ হাত দূরে থাকো। অথচ যে তিনটা থেকে কোনো একটা বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়, তিনোটাই খুবই নোংরা ও অশ্লীল। আর যেটা থেকে বারণ করা হয়, সে বিয়েই হচ্ছে একমাত্র পবিত্র পন্থা।

সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা যে তিনটা বিষয় থেকে একটা বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেয় সেগুলো হলো :

১. তুমি নিজেকে গুটিয়ে রাখবে। নিজের কামভাব ও উত্তেজনা কোথাও প্রকাশ না করে ভালো ছেলে হয়ে থাকবে আর নির্জনতায় পর্নো-ভিডিও ও ইরোটিক গল্প পড়ে নিজের মনকে প্রবোধ দেবে। কিন্তু এই অপশনটি বেছে নিলে তার চোখ ও মন খুবই নোংরা হয়ে যাবে। সে যেখানে তাকাবে, সেখানে শুধু উলঙ্গ পর্নো-অভিনেত্রীদের দেখতে পাবে। ভূগোলের বই খুললে সেখানেও ভেসে উঠবে পর্নো-অভিনেত্রীর অশ্লীল ছবি। চতুর্দশীর উজ্জ্বল চাঁদের আলোতেও তার চোখে ভাসবে পর্নো সিনেমার কোনো অশ্লীল দৃশ্য। দিবাস্বপ্নে ও নিদ্রাস্বপ্নে তার মন-মগজে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে এ নোংরামি ও অশ্লীলতা। কিন্তু বাইরের মানুষের সামনে সে একজন চরিত্রবান যুবক! এভাবে চলতে থাকলে একসময় তার মাঝে সৃষ্টি হবে বিস্মৃতি, পাগলামি, যৌন অক্ষমতাসহ নানাবিধ ধ্বংসকারী ব্যাধি।

২. নিজের যৌন উত্তেজনা প্রশমনের জন্য হস্তমৈথুনের পথ বেছে নেবে।

   কিন্তু হস্তমৈথুন ইসলাম সমর্থন করে না। এ সম্পর্কে শাইখ আলি তানতাবি বলেন, 'বর্তমান সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা যে তিনটি অপশনের কথা বলে, সেখান থেকে হস্তমৈথুনের ক্ষতি তুলনামূলক কম; কিন্তু এ কাজটি মাত্রাতিরিক্ত করা হলে ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। যৌবনের দিন ফুরাবার আগেই বার্ধক্য চলে আসে। হস্তমৈথুনে আসক্ত ব্যক্তি খুবই অন্তর্মুখী ও নির্জনতাপ্রিয় হয়ে ওঠে। মানুষের সামনে

স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারে না। ভয় পায়। জীবন নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে। হস্তমৈথুনে আসক্ত ব্যক্তিকে জীবন্ত লাশ বললে অত্যুক্তি হবে না।'

৩. জিনা-ব্যভিচারের পথ বেছে নেবে এবং নিষিদ্ধপল্লিতে গিয়ে যৌনকর্মীদের সাথে সময় কাটাবে।

কিন্তু এই অপশনটি বেছে নিলে তোমার স্বাস্থ্য, যৌবন, ভবিষ্যৎ ও দ্বীন সবকিছু নষ্ট হয়ে যাবে। সাময়িক সুখ তোমার জীবনের স্থায়ী সুখকে তাড়িয়ে দেবে। যে ডিগ্রি ও চাকরি নেওয়ার জন্য তুমি বিয়ে না করে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ, তাও তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে অথবা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পারবে না। তুমি হয়তো মনে করছ, এভাবে নিষিদ্ধ উপায় অবলম্বন করার মাধ্যমে তুমি মানসিকভাবে সুখ ও তৃপ্তি পাবে। এই ধারণা প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। এই নিষিদ্ধ নোংরা জগতে কেউ তৃপ্ত হতে পারে না। দিনের পর দিন খিদে বাড়তে থাকে। এটা তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির লোনা পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণের মতো। যত পান করে, তত তৃষ্ণা বেড়ে যায়। তুমি যদি হাজারটা মেয়ের সাথে পরিচিত হও; কিন্তু তারপর নতুন একজন মেয়েকে তোমাকে এড়িয়ে থাকতে দেখলে, তুমি তাকে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে। সে হাতছাড়া হলে এমন কষ্ট পাবে, যেন কখনো কোনো মেয়েকে তোমার করে নিতে পারোনি।

এভাবে একসময় তোমার স্বাস্থ্য ও সম্পদ নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি যৌবনেই যৌনশক্তি হারিয়ে নপুংসক হয়ে যাবে।

কত যুবক যৌবনের সূচনালগ্নে শক্তিশালী ও বাহাদুর ছিল। শ্যুটিং ও দৌড়ানোয় তার জুড়ি ছিল না। কিন্তু নিষিদ্ধ উপায়ে যৌন উত্তেজনা প্রশমন করতে করতে ভীরু, কাপুরুষ ও অকর্মণ্য লোকে পরিণত হয়ে গেল।

আসলে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য যে বিধান দিয়েছেন, তা বড়ই অদ্ভুত। আল্লাহ-নির্দেশিত পন্থায় যৌন উত্তেজনা প্রশমন করলে শরীরে আসে উদ্যম ও প্রাণবন্ততা। একই কাজ নিষিদ্ধ পন্থায় করলে নানাবিধ রোগ ভাসা বাঁধে শরীরে। শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে ক্রমান্বয়ে। নিষিদ্ধ উপায়ে যৌনসংগম করে ৩০ বছরে ৬০ বছরের বৃদ্ধের চেয়ে

কমজোর হয়ে পড়েছে এমন অসংখ্য মানুষ যেমন আছে, তেমনই পবিত্র বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যৌনসংগম করে ৬০ বছরের বৃদ্ধ ৩০ বছরের যুবকের মতো শক্তপোক্ত ও টগবগে—এমনও অনেক আছে।

এক ব্যক্তি যথার্থই বলেছেন, 'যে নিজের যৌবনকে (নিষিদ্ধ যৌনতা থেকে) রক্ষা করে, তাকে বার্ধক্য থেকে সুরক্ষিত রাখা হয় (বার্ধক্যেও সে টগবগে যুবক থেকে যায়)।'

চার. মন্দ পথের দায়ি

তরুণ-তরুণীদের এই যে অবাধ প্রেম-ভালোবাসার জোয়ার শুরু হয়েছে, তার পেছনে শ্রম ব্যয় করে যাচ্ছে ইবলিসের প্রতিনিধিরা—যারা সভ্যতা, প্রগতি ও নারীজাগরণের নামে মেয়েদের সামনে পর্দাহীনতা, সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে।

তারা বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও পত্রিকায় নায়িকা-গায়িকাদের উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ ছবি প্রকাশ করে এবং নাটক-সিনেমায় অশ্লীল পোশাক পরিয়ে তাদের উপস্থাপন করে। গ্রীষ্মের অজুহাতে সমুদ্র উপকূলে অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ানো নারীদের ছবি-ভিডিও প্রচার করে মুসলিম নারীদের সামনে। শয়তানের চ্যালাচামুণ্ডারা দীর্ঘদিন ধরে একনিষ্ঠভাবে এ কাজ করে আসছে এবং প্রভু শয়তানের নৈকট্য হাসিল করছে। আজ যদি তারা এসব না করত এবং তাদের এই ম্যাগাজিন, পত্রিকা, উপন্যাস, নাটক ও সিনেমা না থাকত, তাহলে রাস্তায় এবং সি-বিচে মুসলিম নারীদের বেপর্দায় চলাফেরা করতে দেখা যেত না।

একজন তরুণ বা তরুণী এই পর্দাহীনতা ও নষ্টামির জগতে তখনই প্রবেশ করে, যখন কোনো খারাপ বন্ধু তাকে এই মন্দ পথে দাওয়াত দেয়। অসৎ বন্ধুর হাত ধরেই তরুণ-তরুণীরা নষ্টামির পথে পা বাড়ায়।[৬০]

---

৬০. ইয়া ইবনি, শাইখ আলি তানতাবি (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

পাঁচ. আবেগকে একদম হত্যা করে ফেলো না; বরং পরিমার্জন করো

ভালোবাসা ও আবেগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শাইখ আলি তানতাবি ﷺ বলেন :

আমি আবেগকে একদম নিঃশেষ করে দিতে বলছি না। কেননা, আবেগ মরে গেলে মানুষের অস্তিত্ব থাকে না। আবেগ আছে বলেই মানুষ মানুষ। কিন্তু আমি অবশ্যই আবেগকে সংকীর্ণ করে ফেলা থেকে নিষেধ করি। অনেক সময় আবেগ এতটা সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তা কেবল একজন ব্যক্তির মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর সেই আবেগ আরও সংকুচিত হয়ে ব্যক্তির হৃদয়ের নিচে চলে যায় এবং এ পর্যায়ে নাভির নিচে চলে যায়!

আবেগ এভাবে সংকুচিত হওয়া ঠিক নয়, আবেগ থাকতে হবে পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য; বরং গোটা বিশ্বমানবতার জন্য।

আবেগকে তোমাদের যৌনতার অঙ্গসমূহ এবং ব্যক্তিস্বার্থ থেকে বের করে ফেলো। দেশ ও জাতির জন্য আবেগ লালন করো।

ভালোবাসো। ভালোবাসা ব্যতীত মানুষ মানুষ হতে পারে না। আলোচনা করো, স্বপ্ন দেখো, আশা করো...তবে ভালোবাসার উদার ও প্রসারিত অর্থে ভালোবাসো, যে ভালোবাসায় আছে কল্যাণ ও সৌন্দর্য। সংকীর্ণ ভালোবাসা বেসো না, যে ভালোবাসা নারীশরীরের চারসীমানার ভেতর আটকে থাকে।

১. ভালোবাসো, তবে ইসলামের ওপর অবিচল থেকে

মুসলিমেরও হৃদয় আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

'এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।'[৬১]

হৃদয় যেহেতু আছে, তাই মুসলিমদের মাঝে ভালোবাসা থাকবে এটা স্বাভাবিক। তবে মুসলিমরা সেই ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে অনৈতিক কর্মের আশ্রয় নেয় না। তারা দৃষ্টি অবনমিত রাখে, হৃদয় ও লজ্জাস্থান সংযত রাখে। আল্লাহ তাআলা যে দুই ক্ষেত্রে দৈহিক ভালোবাসা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন, এর বাইরে তারা যায় না। আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণাবলি বর্ণনা করে বলেন :

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ - إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ - فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

'আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে।'[৬২]

২. ভালোবাসো, তবে পুরুষত্ব ধরে রেখে

আজকাল প্রেম-ভালোবাসার জন্য ক্রন্দন করার একটা প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে ছেলেদের মাঝে। এটা পুরুষত্বের পরিপন্থী। ভালোবাসার জন্য পুরুষের কান্না সুন্দর দেখায় না। ভালোবাসার জন্য মেয়ের সামনে নত হওয়া, ব্যর্থ হয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটানো—এসব পুরুষের কাজ হতে পারে না। প্রকৃত পুরুষের ঠোঁট কখনো নারীর পদচুম্বন করতে পারে না—যেভাবে লমার্টিন করত।

---

৬১. সুরা কাফ, ৫০ : ৩৭।
৬২. সুরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ৫-৭।

৩. ভালোবাসো, তবে তার জন্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না

ভালোবাসা যেন তোমাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে। অনেকে প্রেমে পড়ার পর জগৎসংসার ভুলে 'দেবদাস' হয়ে যায়। কাজকর্ম ভুলে প্রেমিকার ধ্যানে মজে থাকে। তোমার অবস্থা যেন এমন না হয়।

৪. মনের আবেগ এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেলে সেটা অপরাধ

বর্তমান প্রচলিত প্লাটোনিক পবিত্র প্রেমের কনসেপ্ট একটি মিথ্যা কনসেপ্ট—বুদ্ধিমানরা এটাকে বিশ্বাস করে না।

এ জন্যই তো বিবেকবান লোকেরা প্রেমে পড়া মেয়ের সতীত্ব নিয়ে সন্দিহান থাকে এবং মুসলিমরা বৈধ উপায়ের প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া বাকি সকল প্রেম-ভালোবাসাকে সন্দেহের চোখে দেখে।

সুতরাং বর্তমান প্রচলিত প্রেম-ভালোবাসা ইসলামে নিষিদ্ধ। একজন আদর্শ মুসলিম যুবক কখনো এ পথে পা বাড়াতে পারে না। তাহলে যুবকরা কী করবে? কী করে তাদের যৌবনের আগুন নিভাবে? এর উত্তর একদম স্পষ্ট : বিয়ে করবে! হ্যাঁ, যথাসময়ে বিয়ে করে নিতে হবে। অবিবাহিত জীবন ব্যক্তি ও সমাজের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর।

এটা ডিনামাইটবক্সের মতো, যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে কোনো পরিবারের সুখ অথবা নড়বড়ে করে দিতে পারে একটি রাষ্ট্রের ভিত্তি।

ব্যাচেলর জীবন একটি অসম্পূর্ণ জীবন। কারণ, আশপাশে যতই মেয়ে থাকুক, স্ত্রীর শূন্যতা কেউ পূরণ করতে পারে না।

ঢলের পানি যেমন যেদিক থেকেই আসুক, উপত্যকাই একমাত্র গন্তব্য, তেমনই ব্যাচেলরদের চিন্তা যতই আলাদা ও ভিন্ন ভিন্ন হোক, সবগুলো একটি পরিণতির দিকেই নিয়ে যায় : ধ্বংস ও চরিত্রহীনতা। দুইজন ব্যাচেলার যেখানে একত্রিত হয়, সেখানে চরিত্র ও নিষ্কলুষতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র রচিত হয়।[৬৩]

---

৬৩. আল-মাসালুল আলা লিশ শাবাবিল মুসলিম, আলি তানতাবি (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

ছয়. এই রোগের প্রতিষেধক কী?

আগেই বলেছি, এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক আল্লাহ-প্রদত্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা । আল্লাহ তাআলা যে বিষয়টি হারাম করেছেন, তারই অনুরূপ অন্য একটি হালাল বিষয় অবশ্যই রেখেছেন। সুদ হারাম করে ব্যবসাকে হালাল করেছেন। তেমনিভাবে জিনা-ব্যভিচার হারাম করেছেন এবং বিবাহকে হালাল করেছেন। এই বিয়েই যৌবনের আগুন নিভানোর একমাত্র উপায়, প্রেমরোগ নিরাময়ের একমাত্র প্রতিষেধক।

চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা অবলম্বনের একমাত্র সহজ পন্থা হচ্ছে বিয়ে। যদি তুমি বিয়ে করতে সমর্থ না হও, আবার পাপকর্মে জড়াতেও চাইছ না, তখন তোমাকে বেছে নিতে হবে খুব কষ্টসাধ্য এক পথ। সে পথ বেছে নেওয়া ছাড়া পাপ থেকে বাঁচতে পারবে না।

যেমন : একটি চায়ের কেতলি আগুনের ওপর ফুটছে। এখন তুমি যদি ভালোভাবে তার মুখ বন্ধ করে দাও, তাহলে আটকে পড়া বাষ্পের চাপে কেতলি ফেটে যাবে। আর যদি মুখ বন্ধ করার পর কেতলি ফুটো করে দাও, তাহলে ভেতরের সব পানি পড়ে যাবে এবং কেতলি পুড়ে যাবে। কিন্তু যদি কেতলির মুখে একটি ট্রেনের ইঞ্জিনের পাইপের মতো কোনো মেশিনের পাওয়ার সাপ্লাইকারী পাইপ বসিয়ে দাও, তাহলে কেতলির ভেতরের তাপ তোমার জন্য ফ্যাক্টরি চালাবে, ট্রেন চালাবে। আরও অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করবে।

প্রথম অবস্থা ওই ব্যক্তির অবস্থা নির্দেশ করে, যে যৌনচাহিদাকে জোর করে নিয়ন্ত্রণে রাখে। যৌনবাসনা তার জাগ্রত হয়; কিন্তু অতি কষ্টে তা দমন করার চেষ্টা করে। তার যৌনতা মুখবন্ধ কেতলির আবদ্ধ বাষ্পের মতো বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয় অবস্থা ওই ব্যক্তির অবস্থা নির্দেশ করে, যে যৌনবাসনা পূরণ করার জন্য অনৈতিক পথ বেছে নেয়। সে ফুটো করে দেওয়া কেতলির মতো ভেতর থেকে খালি হয়ে যায়।

আর তৃতীয় অবস্থা নির্দেশ করে সেই কষ্টসাধ্য পথকে, যা বিয়ে ব্যতীত পাপ থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। এটি এতটাই কষ্টসাধ্য যে, অল্প কয়েকজন ব্যতীত সাধারণভাবে কোনো যুবকের পক্ষে তা অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। এর জন্য নিরন্তর আধ্যাত্মিক সাধনা, সর্বদা ইবাদতে আত্মনিয়োগ, সিরিয়াস গবেষণাকর্মে ব্যস্ততা এবং কঠোর শারীরিক অনুশীলনের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব হয়।[৬৪]

তবে আগেও বলেছি, লাখে এক দুজন যুবকের পক্ষে এমন কঠিন সাধনার মাধ্যমে যৌনতা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। ইবনুল জাওজি ﵀ এমনই একজন যুবকের কাহিনি উল্লেখ করেছেন :

এক গরিব যুবক ছিলেন। তার পেশা ছিল ফেরিওয়ালা ব্যবসা। হাতপাখা তৈরি করে তা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিক্রি করতেন।

একদিন তিনি একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক মেয়ের নজর পড়ল তার ওপর। দেখেই মেয়েটি তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। তাই দরজা খুলে দিয়ে তাকে ভেতরে আসতে ইশারা করল। ভেতরে গেলে মেয়েটি তাকে হাতাপাখা দেখাতে বলল। তিনিও যথারীতি তার পুঁটলি খুলে হাতপাখা দেখাতে লাগলেন। হঠাৎ মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিল আর বলল, 'আমার হাতপাখা লাগবে না, তোমাকেই চাই আমি!'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর পানাহ, আপনার মতলব কী?'

তখন মেয়েটি যুবককে তার সাথে অবৈধ কাজ করার অফার দিল। তিনি বললেন, 'হে মেয়ে, এটা তো হারাম। আর আমাদের নবি ﷺ জিনা থেকে নিষেধ করেছেন।'

মেয়েটি বলল, 'আমি অতসব বুঝি না, হয় তুমি আমার সাথে জিনা করবে, না হয় আমি চিৎকার করব। আমার চিৎকার শুনে লোক জড়ো হলে বলব, এই যুবক জোর করে আমার বাড়িতে এসে আমাকে ধর্ষণ করতে চাইছে!'

---

৬৪. আল-মাসালুল আলা লিশ শাবাবিল মুসলিম, আলি তানতাবি (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

যুবক বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করো।'

মেয়েটি বলল, 'হয় তুমি করো, নয়তো আমি যা বললাম তা-ই করব।'

অবস্থা বেগতিক দেখে যুবক কৌশলের আশ্রয় নিলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, তবে তার আগে আমাকে একটু বাথরুম সারতে হবে।'

মেয়ে বলল, 'এই তো এতক্ষণে লাইনে এসেছ, বাথরুম ওখানে।'

তিনি বাথরুমে প্রবেশ করলেন। আগের যুগে মানুষ একটি সিন্দুকে বাথরুম সারত। সেটি ভরে গেলে খাদিম বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে তা ধুয়ে আনত, অতঃপর পুনরায় বাথরুমে সিন্দুক স্থাপন করা হতো। যুবক পায়খানার সিন্দুক খুলে সেখান থেকে পায়খানা নিয়ে হাতে ও কাপড়ে মাখলেন। তারপর বেরিয়ে আসলেন।

তার এ অবস্থা দেখে মেয়েটি চিৎকার করে উঠল আর বলল, 'হায় আল্লাহ, ছিহ! এ কী ধরনের নোংরামি? পাগল নাকি তুমি!?

এই বলে তাকে ঘর থেকে বের করে দিল। যুবক খুশি খুশি বের হলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে পাপাচার থেকে রক্ষা করেছেন এ জন্য অনেক আনন্দিত তিনি। বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় পথের ধারে খেলা করা শিশু-কিশোররা তাকে পাগল পাগল বলে চিৎকার করল। কিন্তু সেদিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আল্লাহর আনুগত্য করতে পেরেছেন তাতেই তিনি খুশি। অতঃপর বাড়িতে এসে কাপড়-চোপড় খুলে গোসল করলেন এবং অন্য কাপড় পরিধান করলেন।

এই ঘটনার পর থেকে মৃত্যুপর্যন্ত লোকেরা তার শরীর থেকে মিশকের সুঘ্রাণ পেত; অথচ তিনি গায়ে কোনো ধরনের পারফিউম লাগাতেন না। আসলে কঠিন সাধনা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা কারামতস্বরূপ তার শরীরে কুদরতি সুঘ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন।

তার ঘটনা আমাদের ইউসুফ ﷺ-এর ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন তাঁকে ওই মহিলা সুসজ্জিত হয়ে খারাপ কাজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আর বলেছিল, 'আসো, আমি তোমারই, অন্য কারও নই!' কিন্তু ইউসুফ ﷺ বলেছিলেন,

'আল্লাহর পানাহ, তিনি আমার প্রভু, তিনি আমার জন্য উত্তম ঠিকানা বন্দোবস্ত করেছেন।'

গল্পটি আরেকটু বিস্তারিত করে বলি :

ইউসুফ ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন ও শক্তিশালী যুবক। ক্রীতদাস ছিলেন। তৎকালীন ফিরআওনের অর্থসচিব পটিপার তাঁকে ক্রয় করে স্বীয় স্ত্রীর কাছে রেখেছিলেন। সে শহরে তিনি ছিলেন অপরিচিত, অপকর্ম করলে তেমন লজ্জা পাওয়ার ভয় নেই। মহিলাটি তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। সুন্দরী মহিলা, যে আবার তাঁর মালকিন, সেজেগুজে এবং সুগন্ধি মেখে তাঁর কাছে আসলো এবং দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'আসো, আমাকে ভোগ করো!'

এমন মুহূর্তে নিজেকে পাপ থেকে রক্ষা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, যদি আল্লাহ রক্ষা না করেন।

ইউসুফ এদিক-ওদিক তাকালেন। দেখলেন, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি দরজা খোলার চেষ্টা করলেন। পটিপারের স্ত্রী তাঁকে পেছন থেকে টেনে ধরলে পেছন থেকে তাঁর কাপড় ছিঁড়ে গেল। দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই সামনে পড়লেন মহিলার স্বামী! স্বামী দেখলেন, তার স্ত্রী ইউসুফের দিকে ছুটছে।

মহিলা বেশ জটিলতায় পড়ে গেল। সাথে সাথে সে দায় চাপিয়ে দিল ইউসুফ -এর ওপর। চিৎকার করে বলল, 'যে আপনার স্ত্রীর সাথে কুকর্ম করতে চায় তার জন্য কারাগারে প্রেরণ করা অথবা অন্য কোনো মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কী দণ্ড হতে পারে?'

কথাটি বলে আবার মনে মনে ইউসুফ -কে হারিয়ে ফেলার ভয় করতে লাগল। কারণ, সে তাঁর প্রেমে পাগল ছিল। তাই ইউসুফ -এর জেল হয়ে গেলে তাঁর দূরত্বে কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা করতে লাগল।

ইউসুফ ছিলেন শক্তিশালী যুবক। চুপ থেকে দোষ মেনে নেওয়ার মানুষ তিনি নন। তাই সাথে সাথেই তিনি বলে উঠলেন, 'সে-ই আমাকে ফুসলিয়েছিল।'

পটিপার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তখনই মহিলার পরিবারেরই একজন সদস্য ঘটনার আসল সত্য বের করার একটি মূলনীতি শিখিয়ে দিল :

'যদি তার জামার সম্মুখ দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী। আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী।'

চেক করে দেখা গেল, ইউসুফ ﷺ-এর জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়েছে। তা দেখে আজিজে মিশর (পটিপার) বললেন, (إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) 'নিশ্চয় এটা তোমাদের নারীদের ছলনা, তোমাদের ছলনা তো ভীষণ!'[৬৫]

এই লোকটির অবস্থা দেখো। তার মাঝে কোনো পুরুষসুলভ আত্মসম্মানবোধ নেই। যদি থাকত, তাহলে অন্ততপক্ষে সাথে সাথে তাকে তালাক দিয়ে নষ্টা স্ত্রীর কবল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতেন। কিন্তু পরোয়াহীনতা ও আত্মমর্যাদার অভাবের কারণে তিনি শুধু বললেন : (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا) 'ইউসুফ, এসব উপেক্ষা করো।' আর স্ত্রীকে বললেন, (وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ) 'আর তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। কারণ, তুমিই অপরাধী।'[৬৬]

ব্যস, এতটুকুই! দুটি বাক্য বলে স্বামী বিদায় দিলেন। স্ত্রীকে অন্য কোনো শাস্তি দিলেন না! এতে স্ত্রী আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। কারণ, মানুষের মনে যখন শাস্তির ভয় থাকে না, তখন সে পরোয়াহীনভাবে অপরাধে লিপ্ত হয়।

এদিকে এ ঘটনা বাইরে জানাজানি হলে শহরের মহিলারা আজিজের স্ত্রীর সামালোচনা করে বলতে লাগল, 'আজিজের স্ত্রী তার যুবক দাসের সাথে অপকর্ম করতে চাইছেন!'

দেখো, এদের কাছে এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আজিজের স্ত্রী কারও প্রেমে পড়েছেন; বরং তাদের আশ্চর্য হলো, যার প্রেমে পড়েছে, সে তারই অধীনস্থ দাস এ জন্য!

---

৬৫. সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৮।
৬৬. সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৯।

আজিজের স্ত্রী এ ব্যাপারে জানতে পারলে তাদের বোঝানোর সিদ্ধান্ত নিল যে, এই যুবক এতটাই সুদর্শন যে, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা না হওয়া অসম্ভব। তাই সে নিজের মহলে তাদের ডেকে আনল এবং প্রত্যেককে বসার জন্য আসন দিল। অতঃপর তাদের সামনে টেবিলের ওপর ফল রেখে প্রত্যেকের হাতে একটি ছুরি দিল। তারপর ইউসুফকে বলল, 'এদের কাছ দিয়ে যাও।'

তারা ফল কাটতে যাবে এমন সময় ইউসুফ ﷺ তাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন। ফলে তাঁর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে তারা ফলের বদলে নিজেদের হাত কেটে ফেলল! আর বলল, (حَاشَ لِلهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ) 'অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহামান্বিত ফেরেশতা!

ইউসুফ ﷺ বের হয়ে যেতেই আজিজের স্ত্রী বলল :

فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ

'এ-ই সে, যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ। আমি তার সাথে কুকর্ম করতে চেয়েছি। কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। আমি তাকে যা আদেশ করি, সে যদি তা না করে, তবে তাকে কারারুদ্ধ করা হবে এবং সে হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৬৭]

ইউসুফ ﷺ-কে দেখার পর থেকে সব মহিলা তাঁর প্রেমে পড়ে গেল। একদিন এ হাদিয়া দেয়, আরেকদিন ও পেমপত্র পাঠায়। এভাবে প্রত্যেক মেয়ে তার সাথে মন্দকর্ম করতে মরিয়া হয়ে উঠল। ইউসুফ ﷺ বরাবরের মতো নিজেকে পবিত্র রাখলেন।

এদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইউসুফ ﷺ জেলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই আল্লাহকে বললেন :

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ

---

৬৭. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩২।

> 'আমার প্রভু, এই নারীরা আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি তাদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।'[৬৮]

আল্লাহর ইচ্ছা ছিল কারারুদ্ধ করার মাধ্যমে ইউসুফ -কে পরীক্ষায় ফেলবেন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। তাই ইউসুফ কারারুদ্ধ হলেন।

ইউসুফ -এর মধ্যে যৌনসক্ষমতা ছিল। চাইলে সহজে অপকর্মে জড়াতে পারতেন। একে তো টগবগে যুবক, তার ওপর একাধিক সুন্দরী মেয়েদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব, সব মিলিয়ে তাঁর সহজাত বাসনা তাঁকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিল; কিন্তু শেষমেষ আল্লাহর ভয় তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যেমনটি কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

> 'যদি আমি আমার প্রতিপালকের কথা অমান্য করি, তাহলে মহান দিবসের শাস্তির ভয় করছি।'[৬৯]

এই ঘটনার মাধ্যমে ইউসুফ সেসব যুবকের উদ্দেশে একটি বার্তা দিয়েছেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সুদর্শন ও হ্যান্ডসাম করে সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের আজকালকার যুবকদের মধ্যে যারা একটু হ্যান্ডসাম, তারা সুন্দর পোশাক পরে, চিত্তাকর্ষক পারফিউম লাগিয়ে বাজারে, কলেজে, হাসপাতালে, বিনোদন পার্কে যায়। মনে মনে চায়, কোনো তরুণী তার সৌন্দর্যে বিমোহিত হোক, তার প্রেমে পড়ুক!

অথচ আল্লাহ তাআলা চাইলে এক নিমিষেই তার সৌন্দর্য কেড়ে নিতে পারেন। মুহূর্তের মধ্যেই তার শরীর প্যারালাইসড করে দিতে পারেন। তার শরীর ঝলসে দিতে পারেন, যার ফলে তাকে কাপড়ে আবৃত হয়ে বাইরে বের হতে হবে।

---

৬৮. সুরা ইউসুফ, ১২ : ৩৩।
৬৯. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৫।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের অনেক অনেক নিয়ামত দান করেন; কিন্তু যখন আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামতের সুযোগ নিয়ে তারা পাপকর্ম করে বেড়ায়, তখন নিয়ামত থেকে তাদের বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং দৃষ্টি সংযত রাখো। ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হও, যাদের ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন :

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ،... وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ،...

'আল্লাহ তাআলা সাত শ্রেণির ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন, যেদিন তাঁর (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। (তাদের এক শ্রেণির লোক হলো)... সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌনমিলনের উদ্দেশে) আহ্বান করে; কিন্তু সে বলে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি।"'[৭০]

যদি হঠাৎ তোমার মোবাইলে অপরিচিত নম্বর থেকে কল আসে এবং রিসিভ করতেই ওপার থেকে মধুমাখা নারীকণ্ঠ ভেসে আসে, তার সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করবে না। মাহরামদের কেউ না হলে সাথে সাথে লাইন কেটে দেবে।

প্রিয় ভাই, যখন বাজারে বা বাইরে অন্য কোথাও যাবে, তখন এদিক-ওদিক মেয়েদের দিকে তাকাবে না। প্রিয় বোন তোমাকেও বলছি। অপ্রয়োজনীয় কাজে বাইরে তো যাবেই না, প্রয়োজনীয় কাজে বাইরে গেলে এদিক-ওদিক তাকাবে না। এমন সেজেগুজেও যাবে না; যাতে তোমার থেকে চোখ ফেরানো পুরুষদের জন্য কঠিন হয়ে যায়। মনে রাখবে, আল্লাহর লেখক ফেরেশতাগণ সর্বদা আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন। আমরা যা যা করি, সব তারা লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছেন![৭১]

---

৭০. সহিহুল বুখারি : ১৪২৩, সহিহ মুসলিম : ১০৩১।
৭১. আল-ইফফাহ, ড. আব্দুর রহমান আরিফি।

সাত. জিনা-ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার উপায়

১. আল্লাহ তাআলা যার প্রতি তাকাতে নিষেধ করেছেন, তার থেকে দৃষ্টি অবনমিত রাখবে। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا الْقَلْبِ التَّمَنِّي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

'চোখ জিনা করে, হৃদয় জিনা করে। চোখের জিনা হচ্ছে দৃষ্টিপাত আর হৃদয়ের জিনা হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা। (চোখ ও হৃদয়ের জিনার পর) লজ্জাস্থান তা (বাস্তব জিনায়) বাস্তবায়ন করে অথবা করে না।'[৭২]

২. কক্ষনো কোনো গাইরে মাহরাম মেয়ের সাথে নির্জন জায়গায় একত্রিত হবে না। যেসব সভা-সমাবেশে নারী-পুরুষ একসাথে যোগদান করে, সেসব থেকে দূরে থাকবে। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

'মাহরামের উপস্থিতি বিনে কক্ষনো কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করবে না।'[৭৩]

৩. যদি তুমি বিবাহিত হও, তাহলে যৌন উত্তেজনা আসলে স্ত্রীর সাথে সহবাসের মাধ্যমে তা প্রশমন করে নেবে। রাসুল ﷺ আমাদের সেই নির্দেশই দিয়েছেন :

إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ، فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

---

৭২. মুসনাদু আহমাদ : ৮৩৫৬।
৭৩. সহিহুল বুখারি : ৫২৩৩।

'তোমাদের মধ্য থেকে কারও মন যদি কোনো মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সাথে সাথে সে যেন স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং সহবাস করে। এর মাধ্যমে তার হৃদয়ে যে কুবাসনা সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর হয়ে যাবে।'[৭৪]

৪. বিয়ের সামর্থ্য না থাকলে সংযম অবলম্বন করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এটাই আদেশ করেছেন :

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

'যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।'[৭৫]

৫. হাদিসে সংযম অবলম্বন করার সহজ পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

'তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কেননা, বিয়ে চক্ষু অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে পবিত্র রাখে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে রোজা রাখবে। কারণ, রোজা তার প্রবৃত্তিকে দমন করবে।'[৭৬]

৬. সাধারণত তিনটি পথ দিয়ে শয়তান তোমার কাছে আসে। তিনটিই বন্ধ করে রাখবে।

দৃষ্টি : সবসময় পড়াশোনা ও কাজের মধ্যে দৃষ্টিকে ব্যস্ত করে রাখবে।

তৃপ্তি : সামর্থ্য অনুযায়ী রোজা রেখে তৃপ্তিকে দুর্বল করে রাখবে।

চিন্তা : সর্বদা আল্লাহ তোমাকে দেখছেন, এই অনুভূতি উপস্থিত রাখার মাধ্যমে চিন্তাকে শয়তানের হাতিয়ার হওয়া থেকে বাঁচাতে পারবে।

---

৭৪. সহিহ মুসলিম : ১৪০৩।
৭৫. সুরা আন-নুর, ২৪ : ৩৩।
৭৬. সহিহুল বুখারি : ১৯০৫, সহিহ মুসলিম : ১৪০০।

- মনে মনে ভাবো, যদি তুমি জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হও, তাহলে তোমার সন্তানদের তা থেকে কীভাবে নিষেধ করবে? মনে করো সেই মুহূর্তটি কত গর্বের হবে, যখন তুমি তোমার যুবক সন্তানদের সামনে বুক ফুলিয়ে বলতে পারবে, 'তোমাদের পিতা এমন পুরুষ ছিলেন, যাকে প্রবৃত্তি কখনো বিপথে নিয়ে যেতে পারেনি।'

এভাবে চিন্তা করলে আশা করি, জিনা-ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা অনেক সহজ হবে।

আট. অবাধ মেলামেশা যৌন অপরাধ বন্ধের সমাধান নয়

কিছু তথাকথিত মাথামোটা বুদ্ধিজীবী মনে করে যে, ধর্ষণ ও যৌন অপরাধ বন্ধ করতে হলে তরুণ-তরুণীদের মন থেকে ট্যাবু ভেঙে ফেলতে হবে। নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ করে দিতে হবে। এতে দুই শরীর একে অপরের সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে যৌনতার আগুন দুর্বল হয়ে পড়বে। ফলাফলস্বরূপ সমাজ থেকে ধর্ষণ ও যৌন অপরাধ কমে যাবে।

তাদের এই দাবি কতটা অযৌক্তিক ও অকার্যকর, তা পশ্চিমা সমাজের দিকে দেখলেই বুঝে আসে। পশ্চিমা কুফরি সভ্যতা ফ্রি-মিক্সিংয়ের এই পলিসি অবলম্বন করে দেখেছে। ফলাফল কী হলো? যৌন অপরাধ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেল। তরুণ-তরুণীদের মাঝে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়ে গেল। স্নায়ুবৈকল্য রোগ সৃষ্টি হলো। দলে দলে যুবক-যুবতি ঝাঁপিয়ে পড়ল মদ ও মাদকের ভয়ংকর সমুদ্রে।

নয়. যৌনতায় মত্ত হয়ে যাওয়া ব্যক্তি যৌনতা নিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না

যে ব্যক্তি সব সময় যৌনতায় মজে থাকে, শুরুর দিকে সে মনে করে, অন্যদের চেয়ে তার জীবন একটু বেশিই উপভোগ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যৌনতা এমন এক বস্তু, যার প্রতি অধিক নিবেদিত হলে তাতে তৃপ্তি আসে না; বরং চাহিদা আরও বেড়ে গিয়ে বিকৃত যৌনাচারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কিছুদিন পর সেখানেও

তৃপ্তি হয় না। আজ যতটুকু নিয়ে তৃপ্তি পাওয়া গেল, কাল ততটুকুতে তৃপ্তি আসে না। যার কারণে সে পরিপূর্ণ যৌনতৃপ্তি না পেয়ে প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়। যৌনতৃপ্তি লাভের জন্য সে পাগল হয়ে যায়। যৌনতা তার ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে। ফলে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়ে এক ব্যর্থ মানুষে পরিণত হয় সে।

এখানে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তির কথা আমার মনে পড়ে গেল। সে বলেছিল :

'প্রথম প্রথম এক গ্লাস মদ পান করলে আমার চাহিদা মিটে যেত। কিছুদিন পর এক গ্লাসে আর হয় না। দুই গ্লাস পান করতে হতো। তার কিছুদিন পর দুই গ্লাসেও হয় না। তিন গ্লাস ধরলাম। এভাবে পুরোপুরিভাবে আমি মাদকাসক্ত হয়ে পড়লাম।'

লোকটির আসক্তি মদে হলেও, এমন অবস্থা শুধু যে মদের ক্ষেত্রেই হয়, তা নয়; বরং সব ধরনের আসক্তির ক্ষেত্রেই এমন হয়।

যেমন :

- খানাপিনার ব্যাপারে যে সীমালঙ্ঘন করে, তার অবস্থা এমন হয় যে, সে প্রথম দিন যেটুকুতে তৃপ্ত হয়, দ্বিতীয় দিন তাতে তৃপ্ত হতে পারে না। অতৃপ্তি রোগ হয়। 'খাই খাই' স্বভাব হয়।
- যে ব্যক্তি খুব বেশি ঘুমায়, ঘুম তার শরীর থেকে যেতে চায় না। সব সময় ঘুম ঘুম ভাব থাকে। আলস্য হয় তার নিত্যকার সঙ্গী।
- যে ব্যক্তি যৌনতার মাঝে ডুবে থাকে, সে যৌন অতৃপ্তিতে আক্রান্ত হয়। যৌনতা নিয়ে কখনোই, কোনোভাবেই তৃপ্ত হতে পারে না।
- আর যে ব্যক্তি সম্পত্তিলোভী, সে যত সম্পদই অর্জন করুক, কখনোই তৃপ্ত হতে পারে না।

সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করা বৈধ, তবে তা হতে হবে নির্ধারিত সীমানার ভেতর এবং আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায়। নিজের ইন্দ্রিয়ের স্বাদ মেটাতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি বা সমাজের ক্ষতি করা যাবে না কোনোভাবেই।

দশ. ‘ধাক্কার বদলে ধাক্কা, তুমি বাড়ালে ভিস্তিওয়ালাও বাড়াত!’

অদ্ভুত শুনতে এই বাক্যটি মূলত একজন ব্যবসায়ীর। তিনি তার ছেলেকে বাণিজ্য-সফর থেকে ফিরে আসার পর এটি বলেছিলেন। ঘটনাটি হলো :

এক ব্যবসায়ী তার ছেলেকে অন্য শহরের ব্যবসায়িক কাজে পাঠালেন। তার ছেলে সফরে থাকাবস্থায় একদিন বাড়ির ছাদ থেকে তিনি দেখলেন, ভিস্তিওয়ালা (যে মানুষের ঘরে ঘরে পানি বহন করে এনে দেয়) তার (ব্যবসায়ীর) মেয়েকে চুমু খাচ্ছে!

তিনি চুপ থাকলেন। ছেলে ফিরে আসা পর্যন্ত কিছু বলেননি। ছেলে ফিরে আসার পর বললেন, ‘ব্যবসা করতে গিয়ে কী কী করেছ?’ ছেলে বলল, ‘ক্রয়-বিক্রয় করেছি, আর কী করব!?’ পিতা বললেন, ‘তা তো জানিই, আর কী কী করেছ, তা জানতে চাইছি।’

ছেলে শুরুতে অস্বীকার করলেও পিতার পীড়াপীড়িতে একসময় বলে দিল, ‘তেমন কিছু করিনি বাবা, তবে বাজারে একটি মেয়েকে ভীষণ ভালো লাগলে তাকে একটা কিস করেছিলাম!’

এ শুনে পিতা বললেন, ‘ধাক্কার বদলে ধাক্কা, তুমি বাড়ালে ভিস্তিওয়ালাও বাড়াত!’ অর্থাৎ তুমি যেমন অন্য একটি মেয়েকে চুম্বন করেছ, বিনিময়ে তোমার বোনকেও কেউ চুম্বন করে দিয়েছে। ভাগ্যিস, তুমি তাকে বেশি চুম্বন করনি, তাহলে ভিস্তিওয়ালাও এখানে ব্যবসায়ীর মেয়েকে আরও চুম্বন করত!

ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন :

‘তোমরা পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকো, তাহলে তোমাদের পরিবারের মেয়েরাও পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকবে। এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকো, যা একজন মুসলিমের দ্বারা শোভা পায় না। জিনা একপ্রকার ঋণ, যদি তুমি কারও সাথে তা করো, তাহলে তোমারই পরিবারের কাউকে সে ঋণ শোধ করতে হবে। কথাটি ভালোভাবে জেনে রাখো!’

পরিশেষে তোমার সামনে কয়েকটি প্রশ্ন রাখি :

— তুমি কি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় দাঁড়াও, যখন তোমার ও কোনো তরুণীর মাঝে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক আছে?

— তুমি কি কারও সাথে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক রাখা অবস্থায় আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করো?

— সেই অবৈধ সম্পর্কের ওপর অটল থেকেই কি তুমি রোজা রাখো, তাহাজ্জুদ পড়ো?

প্রিয় ভাই, আল্লাহর এই বাণীসমূহ নিয়ে একটু চিন্তা করো :

> وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى - قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا - قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى
>
> 'যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, "হে আমার প্রতিপালক, কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান।" তিনি বলবেন, "এরূপই আমার নির্দেশাবলি তোমার কাছে এসেছিল; কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে, সেভাবে আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হয়েছে।"'[৭৭]

---

৭৭. সুরা তহা, ২০ : ১২৪-১২৬।

সপ্তম অধ্যায়

উপযুক্ত স্ত্রী নির্বাচন করো

যখন তোমার জীবনসঙ্গিনী গ্রহণ করার বয়স হবে এবং বিয়ের প্রস্তাব ও বিয়ের প্রস্তুতি শুরু করবে, তখন তাড়াহুড়া না করে ধীরস্থিরভাবে সামনে এগোবে।

এ ক্ষেত্রে তোমার প্রজ্ঞা ও চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাবে। মনের কথা না শুনে আকল-বুদ্ধির কথা শুনবে। চোখ ও আবেগের সিদ্ধান্তের বদলে মস্তিষ্কের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করবে।

সতর্কতার সঙ্গে বাহ্যিক সৌন্দর্য ও ভেতরের সৌন্দর্যের মাঝে তুলনা করবে। দ্বীন-নৈতিকতা এবং সৌন্দর্য-সৌষ্ঠবের মাঝে তুলনা করবে।

এক. নেককার মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করো

কত যুবক সুন্দরী নারীর রূপের মায়ায় বিমোহিত হয়ে চিন্তাভাবনা না করেই বিয়ে করে ফেলেছে; কিন্তু বিয়ের পর প্রতিনিয়ত তার খেসারত দিয়ে চলেছে তার ইয়ত্তা নেই। এ জন্যই রাসুল ﷺ দ্বীনদার মেয়ে বিয়ে করার প্রতি তাগিদ দিয়েছেন। কারণ, দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত নারীকে শয়তান খুব সহজেই ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়, যদি দ্বীনমুক্ত সেই নারী সুন্দরী হয়। সৌন্দর্যের সাথে সম্পদ থাকলে তো কথাই নেই!

দুই. দ্বীনদার নারীর গুণাবলি

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

'সাধারণত মেয়েদের চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয় : সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারি। তুমি দ্বীনদার মেয়েকে বেছে নিয়ে সফলকাম হও। অন্যথায় তোমার হাত ধুলোমলিন হবে (তোমার অমঙ্গল হবে)।'[৭৮]

আরেক হাদিসে রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا ذُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللهُ إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلَّا لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ، أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهَا، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ

'যে ব্যক্তি কোনো মহিলার মানসম্মান দেখে তাকে বিয়ে করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য লাঞ্ছনাই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে তার সম্পদের জন্য বিয়ে করে, আল্লাহ তার দারিদ্র্যই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মহিলাকে বংশগৌরব দেখে বিয়ে করে, আল্লাহ তাআলা তার হীনতাই বৃদ্ধি করেন। আর যে ব্যক্তি নিজের দৃষ্টি সংযত রাখার জন্য, যৌনাঙ্গ পবিত্র রাখার জন্য অথবা আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষার জন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করে, আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর মধ্যে তার জন্য বরকত এবং তার মাঝে স্ত্রীর জন্য বরকত দান করেন।'[৭৯]

---

৭৮. সহিহুল বুখারি : ৫০৯০, সহিহ মুসলিম : ১৪৬৬।
৭৯. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি : ২৩৪২।

মানবতার নবি যুবসমাজকে নেককার স্ত্রী বেছে নেওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন :

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

'তোমরা নারীদের শুধু রূপ-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাদের বিয়ে কোরো না; এই রূপ-সৌন্দর্য হয়তো তাদের ধ্বংসের কারণ হতে পারে। তাদের ধনসম্পদ দেখে বিয়ে কোরো না; হয়তো এ সম্পদই তাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার, অবাধ্য হওয়ার কারণ হতে পারে। দ্বীনদারি ও ধর্মপরায়ণতা দেখেই তাদের বিয়ে করো। চেপ্টা নাকবিশিষ্ট কুৎসিত দাসীও অধিক উত্তম, যদি সে হয় ধর্মপরায়ণ।'[৮০]

সুন্দর চরিত্র ও সুন্দর মনের অধিকারী মেয়েকে বিয়ে করবে। যে জীবনের সুখে-দুঃখে, প্রতিটি মুহূর্তে তোমার সাথে পথ চলবে। তোমাকে কল্যাণের পথে আহ্বান করবে, সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অটল থাকতে উৎসাহ জোগাবে। তোমার অভাব-অনটনের সময় তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে না। যত বিপদ-বিপর্যয় আসুক, তোমার পাশে থেকে তোমাকে সাহস জোগাবে। বেঁচে থাকার প্রেরণা দেবে। মুয়াজ্জিনের ডাক ভেসে আসলে তোমাকে সতর্ক করে দেবে; যেন তোমার 'তাকবিরে উলা'[৮১] ছুটে না যায়।

যে তোমাকে অনর্থক কাজে রাত অতিবাহিত করতে নিষেধ করবে; যাতে ফজরের সালাতের জন্য তোমার উঠতে কষ্ট না হয়। ভালো মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, ওঠাবসা করতে উৎসাহিত করবে। কুরআন ও উপকারী বইপুস্তক পড়তে উদ্বুদ্ধ করবে। বাড়িতে ও গাড়িতে হকপন্থী আলিমদের ওয়াজ-লেকচার শুনতে বলবে। মাঝেমধ্যে প্রেমমাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করবে, 'কুরআনের কয়টি সুরা আপনার মুখস্থ হয়েছে?'

---

৮০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৯।

৮১. ইমামের তাকবিরে তাহরিমা বলার পরপরই মুক্তাদি ইমামের সাথে নামাজ শুরু করা।

এই সেই স্ত্রী, যার ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেছেন, (فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ) 'তুমি দ্বীনদার মেয়েকে বেছে নিয়ে সফলকাম হও। অন্যথায় তোমার হাত ধুলোমলিন হবে (তোমার অমঙ্গল হবে)।'[৮২]

সুফইয়ান বিন উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেন :

'যে স্ত্রীর মধ্যে মান-মর্যাদা খোঁজে (মান-মর্যাদা দেখে তাকে বিয়ে করে), সে লাঞ্ছিত হয়। যে ধনসম্পদ দেখে বিয়ে করে, সে অভাবগ্রস্ত হয়। আর যে দ্বীন দেখে বিয়ে করে, আল্লাহ তাআলা তাকে মানসম্মান ও ধনসম্পদ উভয়টিই দান করেন।'

এখন তুমি হয়তো আমাকে প্রশ্ন করবে, দ্বীনদার স্ত্রীর গুণাবলি কী? সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রাসুল ﷺ-এর জবানেই তার উত্তর জেনে নাও। তিনি বলেন :

أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

'আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হলো, নেককার স্ত্রী—যার দিকে তাকালে হৃদয়ে আনন্দ আসে, স্বামী কোনো আদেশ করলে তা মেনে চলে এবং স্বামীর অনুপস্থিতির সময় তার ধনসম্পদ সুরক্ষিত রাখে।'[৮৩]

আরেকটি হাদিসে রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

'আল্লাহর তাকওয়া ব্যতীত আর যে বিষয়টি দ্বারা মুমিন সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়, তা হলো নেককার স্ত্রী। যদি স্বামী তাকে কামনা

---

৮২. সহিহুল বুখারি : ৫০৯০, সহিহু মুসলিম : ১৪৬৬।
৮৩. সুনানু আবি দাউদ : ১৬৬৪।

করে, সে সাড়া দেয়। তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে খুশি উপহার দেয়। কসম দিয়ে কোনো কথা বললে তা পূরণ করে। তার থেকে অনুপস্থিত থাকলে নিজেকে এবং স্বামীর সম্পদকে আগলে রাখে।'[৮৪]

তিন. প্রেম-ভালোবাসাই কি বিয়ের ভিত্তি?

কেবল ভালোবাসার ওপর বিয়ের ভিত্তি অর্থাৎ প্রথমে একে অপরকে ভালোবাসবে, তারপর বিয়ে করবে—এই ধারণা নিতান্তই আবেগপ্রসূত। ইসলাম তা সমর্থন করে না। আকল-বিবেকও ইসলামের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করে।

তাহলে বিয়ে করার আদর্শ পদ্ধতি কী?

আদর্শ পদ্ধতি সেটাই, যা ইসলাম জানিয়ে দিয়েছে। তা হচ্ছে, প্রস্তাব দেওয়ার পর স্বামীর ব্যাপারে স্ত্রীপক্ষ সন্তুষ্ট হলে ইসলাম স্বামীকে হবু স্ত্রীর চেহারা ও কব্জি পর্যন্ত হাত দেখার অনুমতি দেয়। তবে নির্জনে বসে দেখা যাবে না, স্ত্রীর অভিভাবকের উপস্থিতিতে দেখতে হবে। এটাই দ্বীনি পদ্ধতি। কিন্তু আজকাল অজ্ঞ অভিভাবকরা বিয়ের আগে হবু স্বামীকে মেয়ে দেখাতে চায় না। কিন্তু ঠিকই মেয়েকে সাজগোজ করে বাজারে, রাস্তায় বের হতে দেয়; যাতে খবিস, লম্পট, ফাসিকরা তাদের মেয়ের চেহারা ছাড়াও আরও অনেক কিছু দেখতে পায়!

আগে বিয়ে করবে, তারপর ভালোবাসবে। বিয়ের পর দুজন মিলে ডুব দাও প্রেমের সরোবরে। খুনসুটি করো, প্রেমের নদীতে জলকেলি খেলো—কোনো অসুবিধা নেই।

---

৮৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৭।

চার. বিয়েপূর্ববর্তী প্রেম

শাইখ আলি তানতাবি ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, 'বিয়ের পূর্বে প্রেম করা কি হারাম?'

তিনি উত্তর দিলেন :

মুসলিমের কাছে ইসলামের চাওয়া হলো, সে নিজের দৃষ্টি অবনত রাখবে। চলার সময় কারও প্রতি দৃষ্টি পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে একটি দৃষ্টিরই অনুমতি আছে। দ্বিতীয়বার ফিরে তাকানোর অবকাশ নেই। যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো মেয়ের প্রতি চোখ চলে যায় আর প্রথম দৃষ্টিতেই মনের ভেতর তার প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ অনুভব করে, এতে দোষের কিছু নেই, যদি দ্বিতীয়বার তার প্রতি না তাকায়। এ জন্যই রাসুল ﷺ আলি ﷺ-কে বলেছিলেন :

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ

> 'আলি, একবার দৃষ্টি পড়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত কোরো না। কেননা, প্রথম দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ হলেও দ্বিতীয়টি তোমার জন্য বৈধ নয়।'[৮৫]

তবে প্রথম দেখাতেই ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার নজির খুবই কম। যদি একান্ত হয়েও যায়, তখন দৃষ্টিপাতকারী যদি আগে না বাড়ে, কথা বলার বা অন্য কিছু করার চেষ্টা না করে, তাহলে মনের ভেতর ভালোবাসা পোষণ করাতে কোনো অপরাধ নেই। তবে যদি সেই তরুণীর ফোন নম্বর সংগ্রহ করার চেষ্টা করে, চিঠি বা মেসেজ দেয়, দূর থেকে ইশারা করে, সরাসরি সাক্ষাৎ করে অথবা অন্য যেকোনো উপায়ে তাকে ভালোবাসার কথা বলার চেষ্টা করে, নিঃসন্দেহে সেটা অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

তাহলে এখন করণীয় কী? প্রথম দেখাতেই যে তাকে ভালোবেসে ফেলেছে?

---

৮৫. সুনানু আবি দাউদ : ২১৪৯, সুনানুত তিরমিজি : ২৭৭৭। হাদিসটি হাসান।

খুবই সহজ। প্রথমে মেয়ের পরিবারের খোঁজখবর নেবে। তাদের ভালো-মন্দ যাচাই করবে। অতঃপর মেয়েটির সার্বিক অবস্থার খোঁজ নেবে। তার ধর্ম কী? চরিত্রবান কি না? শুধু কি দেখতেই সুন্দরী, না অন্য গুণাবলিও আছে? মোটকথা, সে তার স্ত্রী হবার যোগ্য কি না ভালোভাবে খোঁজ নেবে। কারণ কেবল ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে বিয়ের ধারণা চরম পর্যায়ের ভুল এবং অপরিণামদর্শী মনোভাব। এককভাবে ভালোবাসা কখনোই বিয়ের ভিত্তি হতে পারে না। ভালোবাসার সাথে অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক না থাকলে বিয়ের পর সে ভালোবাসা স্থায়ী হয় না। জ্বলন্ত চুলার ওপর কেতলির পানির মতো শুকিয়ে যায়।

খোঁজখবর নেওয়ার পর যদি সবকিছু ঠিকঠাক মনে হয়, তাহলে তার পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবে। তারা তাকে যাচাই বাছাই করে বিয়ে দিলে ভালো, না দিলে আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবে। অনুরূপভাবে খোঁজ নেওয়ার পর যদি মনে হয়, মেয়েটি দেখতে যতই সুন্দরী হোক, আসলে সে তার স্ত্রী হবার যোগ্য নয়, তাহলেও মেয়েটিকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং অন্য কোনো উপযুক্ত মেয়েকে বিয়ে করে নেবে। দেশে তো আর মেয়ের অভাব নেই।

সারকথা হলো, হৃদয়ের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া ইসলামে অপরাধ নয়। কারণ, এটা তার ইচ্ছার বাইরে। তবে কাউকে ভালো লাগলে তার প্রতি তাকানো, নির্জনতায় তার সাথে কথা বলা, রাস্তার ধারে তার জন্য অপেক্ষা করা, ফোনে কথা বলা, চ্যাটিং করা, মেসেজ দেওয়া অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রেমবিনিময় করা হারাম। ইসলামে এ প্রকারের প্রেম-ভালোবাসাকে ফিসক বা কবিরা গুনাহ বিবেচনা করা হয়।

যদি তোমার ভালোবাসা সত্য হয়, নির্মল হয়, তাহলে সাথে তোমার পিতাকে নিয়ে মেয়ের পিতার কাছে গিয়ে সরাসরি বলে দাও, 'আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী। উপযুক্ত মনে করলে আমার সাথে তার বিয়ে দিন।' অথবা তোমার মাকে তার মায়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাঠাও।

এটাই তোমার ভালোবাসা নিখাঁদ ও নিঃস্বার্থ হওয়ার প্রমাণ। পক্ষান্তরে, যদি তুমি ভালোবাসার কথা বলে তার সাথে ভাব জমাও। সুযোগ বুঝে তার দেহ নিয়ে খেলা করো। অতঃপর তার গর্ভে তোমার সন্তান রেখে তাকে ছেড়ে দাও... এটা ভালোবাসা নয়, দণ্ডনীয় অপরাধ। তখন শাস্তিস্বরূপ তোমার পিঠে বেত্রাঘাত করতে হবে। বিবাহিত হলে তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে হবে।[৮৬]

পাঁচ. আহলে কিতাব (বিশ্বাসী ইহুদি-খ্রিষ্টান) মেয়ে বিয়ে করা

ইসলামে আহলে কিতাব (বিশ্বাসী ইহুদি-খ্রিষ্টান) রমণীদের বিয়ে করার অনুমতি আছে। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে তার উল্লেখ আছে :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

'এবং মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।'[৮৭]

তবে মুশরিক, কাফির ও নাস্তিক রমণীদের বিয়ে করা ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

'মুশরিক নারীকে ইমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ কোরো না।'[৮৮]

তবে অমুসলিম নারী তোমাদের পছন্দ হলেও, তার পরিবর্তে মুমিন দাসী বিয়ে করা উত্তম। আল্লাহ বলেন :

وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

---

৮৬. ফাতাওয়া আলি আত-তানতাবি : ২/১৫২।
৮৭. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৫।
৮৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২১।

'মুশরিক নারী তোমাদের মুগ্ধ করলেও, মুমিন ক্রীতদাসী সে অপেক্ষা অধিক উত্তম।'[৮৯]

অনেক সময় বিয়ের পূর্বে অমুসলিম নারীরা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, এমন মেয়ে বিয়ে করার সময় অথবা আহলে কিতাব তথা বিশ্বাসী ইহুদি-খ্রিষ্টান কোনো মেয়েকে বিয়ে করার পূর্বে নিজেকে কয়েকটি প্রশ্ন করবে :

— সে কি সত্যিকার অর্থেই মুসলিম হয়েছে, না এখনো পূর্বের ধর্মবিশ্বাসে অটল আছে?

— সে কি সচ্চরিত্রা ও পবিত্রা? অর্থাৎ তার মধ্যে পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে বর্ণিত গুণগুলো আছে কি না দেখবে :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

'সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহ যা সংরক্ষণ করেছেন তা সুরক্ষিত রাখে।'[৯০]

— সে কি তোমার ইসলামচর্চাকে সমর্থন করবে? স্ত্রীর পর্দা সম্পর্কে তোমার বিশ্বাসকে মেনে চলবে?

— সে কি তার চালচলন মুসলিমের স্ত্রীর মতো করার জন্য প্রস্তুত? নিজের সতীত্ব সুরক্ষিত রাখার এবং ইসলামসম্মত পোশাক-আশাক পরিধান করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত?

— সন্তানদের সে কীভাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী? কুরআন এবং নবি ﷺ-এর সুন্নাহর ওপর, নাকি বাইবেল অথবা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে সন্তানদের বড় করতে চায়?

অসংখ্য মানুষ ইউরোপীয় নারীদের বিয়ে করে প্রচণ্ড সাংসারিক অশান্তি ভোগ করছেন। একদিকে ইউরোপীয়ান স্ত্রীরা আমাদের আরব্য সমাজের অনেক

---

৮৯. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২১।
৯০. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৪।

কিছুই মেনে নিতে পারছেন না, অপরদিকে ফিরিঙ্গি স্ত্রীদের ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ, যেমন ফ্রি-মিক্সিং, পর্দাহীনতা, পার্টিগমন, গান শোনা ইত্যাদি মেনে নিতে পারছেন না মুসলিম স্বামীরা। ফলে দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠেছে চরম অশান্তিময়।

তাই ভিনদেশি কোনো মেয়ে যদি তোমার প্রেমে পড়ে যায় এবং তোমার প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে, তোমাকে বিয়ে করার পর তোমার পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেয়, তবুও তাকে বিয়ে করতে তাড়াহুড়া করবে না। প্রথমে ওপরের প্রশ্নসমূহের উত্তর খুঁজে বের করবে।

কারণ, এমন অনেক কেস আমি দেখেছি, যেখানে মুসলিম যুবকরা ইউরোপ-আমেরিকার মেয়েদের বিয়ে করে দেশে নিয়ে এসেছে; কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই স্ত্রীরা তাদের সাথে ইউরোপ-আমেরিকা চলে যেতে বাধ্য করেছে। কারণ, তাদের স্ত্রীরা আমাদের দেশে বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিল না অথবা তারা ইসলামি দেশে আসতেই রাজি হয়নি। ফলাফল যা হওয়ার তা-ই হলো। বিবাহবিচ্ছেদ ঘটল অথবা স্ত্রীদের কথা রাখতে গিয়ে ভিনদেশেই থিতু হতে হলো। অথবা বিবাহবিচ্ছেদ না হয়েও যে যার দেশে চলে গেল। এতে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হলো সন্তানদের। তারা নিজ দেশের বাইরে যেতে না চাওয়া মায়ের কাছে থাকবে, নাকি দেশে ফিরে যাওয়া বাবার কাছে চলে যাবে—সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে মানসিক যন্ত্রণার শিকার হলো।

ছয়. বিয়ের অনুষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় খরচ

একজন ছেলে একটি মেয়ের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে একটি সুন্দর, সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ার আশায়। কিন্তু আমাদের সমাজনীতি তা হতে দেবে কেন? প্রথমে মেয়ের পরিবার ছেলেকে চাপ দেবে বিয়েতে লক্ষ লক্ষ টাকা মোহর দিতে হবে, তারপর সমাজের লোকজন চাপ প্রয়োগ করে বলবে, অনুষ্ঠানে জমকালো আয়োজন করতে হবে, আলিশান মেজবান দিতে হবে। বাধ্য হয়ে ছেলে ঋণ নিয়ে তাদের দাবি পূরণ করে। অতঃপর মাথায় ঋণের বোঝা নিয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করে। এবার তুমিই বলো, এর ফলে আর্থিক অনটন তার বৈবাহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কি ব্যাহত করবে না।

অপর দিকে ছেলেপক্ষ মেয়ের বাবার কাছে নানা ধরনের অনৈতিক দাবি-দাওয়া পেশ করে। তা পূরণ করতে তার সক্ষমতা কতটুকু, তা দেখে না। ফলে একটি মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে সবকিছু হারিয়ে ফতুর হয়ে যায় অনেক বাবা।

এভাবে বস্তাপচা সমাজনীতি বিয়েকে কঠিন করে তুলেছে। যুবক-যুবতিদের ঠিক সময়ে বিয়ে হচ্ছে না। সুতরাং ফলাফল যা হওয়ার তা-ই হলো। সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে জিনা-ব্যভিচার ও বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের মহামারি।
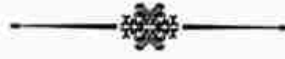
অষ্টম অধ্যায়

তোমার স্ত্রীকে সুখী রাখো

সুখী দাম্পত্য জীবন দুটি মৌমাছি দ্বারা নির্মিত একটি মৌচাকের মতো। এই জীবনের জন্য যত বেশি চেষ্টা-মেহনত করা হয়, তত বেশি তার মাধুর্য ও মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়।

অনেক মানুষ প্রশ্ন করে : দাম্পত্য জীবনে তারা সুখের দেখা কীভাবে পাবে? কেন তারা পরিবারে সুখ ও স্থিতিশীলতা অর্জনে ব্যর্থ হয়?

এর উত্তরে বলব :

দাম্পত্য জীবনে সুখের আগমন ঘটাতে চাইলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই সদিচ্ছা প্রয়োজন। সুতরাং দুজনের মাঝে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এখানে ভালোবাসা মানে সেই পাগলাটে অনুভূতি নয়, যা একসময় হুট করে জ্বলে ওঠে, আবার হঠাৎ নিভে যায়; বরং ভালোবাসা মানে স্বামী-স্ত্রী দুজনের মনের মিলন এবং একে অপরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ।

তবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা থাকলেই তাদের দাম্পত্য জীবন সুখী হয় না, ভালোবাসার পাশাপাশি একে অপরকে ক্ষমা করার উদার মানসিকতা থাকতে হয়, যা সৃষ্টি হয় পরস্পর সুধারণা ও বিশ্বাস থেকে।

পরস্পর সহযোগিতা সুখী দাম্পত্য জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি না থাকলে ভালোবাসা ও উদারতা দুর্বল হয়ে পড়ে। নৈতিক ও বৈষয়িক উভয় প্রকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। পরিবারে উদ্ভূত সমস্যাবলি দুজন মিলে সমাধান করার চেষ্টা নৈতিক সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অধিকাংশ

মনোমালিন্য ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হলো, পরস্পর অবদানের স্বীকৃতি না দেওয়া অথবা সঙ্গী/সঙ্গিনীর অধিকারসমূহ যথাযথ আদায় না করা।

সুখী দাম্পত্য জীবনের মূল কারণসমূহ গণনা করার সময় অবশ্যই সতীত্বকে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কারণ সতীত্ব বা চারিত্রিক নিষ্কলুষতাই শালীন জীবনের মূল কেন্দ্র এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে কল্যাণের বাহক। সুতরাং বৈবাহিক জীবন সুখময় করতে হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে চরিত্রের দিক দিয়ে সতী ও পবিত্র থাকতে হবে। যেকোনো পক্ষ থেকে সামান্যতম পরকীয়ার আভাস পাওয়া গেলে বৈবাহিক জীবনের সুখ বিলীন হয়ে যাবে।

জনৈক সমাজবিজ্ঞানী বলেন :

'এত দিনের অভিজ্ঞতায় আমি জানতে পারলাম যে, স্বামী-স্ত্রী যদি তাদের বিচ্ছিন্নতা এড়াতে চায়, কোনো বিভেদ শুরু হওয়ার সাথে সাথে তা বন্ধ করে ফেলতে হবে। অন্যথায় তা অনেক বড় আকার ধারণ করবে, যা বন্ধ করা অসম্ভব হবে। বিভেদ শুরু হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ করে ফেলা অনেক সহজ। কারণ, এমন কোনো আগুন নেই, যা জ্বলে ওঠার সাথে সাথে মাত্র এক কাপ পানি দিয়ে নিভিয়ে দেওয়া যায় না। যত সমস্যা সব দেরি করার কারণে হয়। আমার জীবনে আমি যত তালাকের ঘটনা দেখেছি, সবগুলোর পেছনে ছিল ছোট্ট কোনো দ্বন্দ্ব, যা তখনই মিটিয়ে ফেলা সম্ভব ছিল; কিন্তু দেরি করার কারণে তা কতটা মারাত্মক হয়েছিল, তা তো পরিণতি থেকেই বোঝা যায়।'

দাম্পত্য জীবনে সুখ প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মা-বাবাদেরও দায়িত্ব আছে। শ্বশুর-শাশুড়ির জেদ, অবাঞ্ছিত দাবি-দাওয়া, কটুবাক্য কিংবা এ ধরনের আরও ছোট ছোট অনেক বিষয়ের দ্বারা অনেক দাম্পত্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়েছে অথবা অসুখী হয়েছে।

এক. তোমার স্ত্রীকে কীভাবে খুশি রাখবে, তার কয়েকটি টিপস তুলে ধরা হলো এখানে :

- যদি তুমি পিতা হও, তাহলে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে তোমার স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে দূরে থাকবে না। অনেক যুবক সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বন্ধুদের সাথে ঘুরতে চলে যায়, এদিকে স্ত্রী ও সন্তানেরা বাড়িতে তার ফেরার অপেক্ষায় থাকে। এমনটি করা মোটেই উচিত নয়।

- কিছু যুবক আছে, যারা বন্ধুবান্ধব ও কলিগদের সাথে খুব ভালো আচরণ করে; কিন্তু বাড়িতে আসার পর স্ত্রী-সন্তানদের সাথে রুক্ষ আচরণ করে। তুমি এমন দুমুখো হবে না। বরং বাইরের লোকদের সাথে যেভাবে ভালো আচরণ করো, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে তার চেয়ে বেশি ভালো আচরণ করবে।

  এমন মানুষও তুমি দেখবে, যার উত্তম চরিত্র, উদারতা, নম্রতা ও হাস্যোজ্জ্বল চেহারার কারণে মানুষজন তার অনেক প্রশংসা করে; কিন্তু সে যখন বাড়িতে থাকে, তখন তার চেহারার হাসি উধাও হয়ে যায়, নম্রতা পরিণত হয় কঠোরতায়। পান থেকে চুন খসলেই স্ত্রীর দিকে তেড়ে যায়। রাগে গজগজ করে। ছেলেদের ধমকাতে থাকে। সামান্য এদিক-ওদিক হলে তাদের প্রহার করে। পরিবারের লোকেরা অপেক্ষায় থাকে, কখন সে বাড়ি ছেড়ে বাইরে চলে যাবে; যাতে একটু শান্তিতে থাকা যায়।

  এমনও অনেক মানুষ আছে, যারা বন্ধুদের প্রতি খুব উদার; কিন্তু বাড়িতে আসলে কৃপণ হয়ে যায়। বন্ধুদের জন্য শত শত টাকা নাস্তার বিল দেয়; কিন্তু স্ত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে গড়িমসি করে। বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়; কিন্তু স্ত্রীকে কোনো উপহার দেয় না। এমনকি একটি সুন্দর মুচকি হাসি উপহার দিতেও কার্পণ্য করে।

  এ ছাড়াও, বাড়িতে আসলে কোনো না কোনো কারণ বের করে স্ত্রীকে তিরস্কার করে, সালনে লবণ কমবেশি হওয়া নিয়ে রাগ ঝাড়ে।

  প্রিয় ভাই, তুমি এদের মতো হোয়ো না। যদি চাও, স্ত্রী আল্লাহর কাছে তোমার জন্য দুআ করুক, তাহলে তার জীবনকে সংকীর্ণ করে রেখো না;

বরং সর্বদা তাকে আগলে রাখবে। তাকে সহযোগিতা করবে। এমনকি তার সুবিধার জন্য তোমার অনেক অধিকারেও ছাড় দেবে এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদানের আশা রাখবে।

স্ত্রী তোমার বোনদের অথবা সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দিতে গিয়ে বাড়ির কোনো কাজে যদি ভুল করে ফেলে অথবা খাবার বিস্বাদ করে ফেলে, তাহলে সবর করবে। এতে তোমার বোনেরা আদর্শ মা হয়ে গড়ে ওঠার পেছনে তোমারও অবদান স্বীকার করা হবে।

- স্ত্রীকে তাচ্ছিল্য করবে না। হতে পারে, এতে সে মনে অনেক দুঃখ পাবে। মেয়েদের একটা স্বভাব হলো, তাদের মনে গভীরভাবে কেউ দুঃখ দিলে সেটা মন থেকে ক্ষমা করতে পারে না; যদিও মুখে তোমাকে ক্ষমা করে দেবে। তাই কক্ষনো তার গায়ে হাত তুলবে না, তার মনে কষ্ট আসে এমন ভাষায় তিরস্কার করবে না, তার বাবা-মাকে অভিশাপ দেবে না। আর অবশ্যই তার ওপর অনর্থক অপবাদ আরোপ করা থেকে বিরত থাকবে।

- স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করবে, বিনিময়ে তুমিও তার থেকে ভালো আচরণ পাবে। তাকে বুঝিয়ে দেবে যে, তুমি নিজের প্রাণের চেয়ে তাকে ভালোবাসো এবং তার জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে তুমি রাজি আছ। তার অসুখ হলে যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা করবে।

- তুমি নিজে চরিত্রবান হও, তোমার স্ত্রীও চরিত্রবান হবে। হাদিসে এসেছে

عِفُّوا تَعِفُّ نِسَاؤُكُمْ

'তোমরা নিষ্কলুষ হও, তোমাদের স্ত্রীরাও নিষ্কলুষ হবে।'[৯১]

- রাস্তায়, টিভির পর্দায় কোথাও কোনো গাইরে মাহরাম মেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। স্বামী-স্ত্রী দুজনই নাটক-সিনেমা-সিরিয়াল দেখা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, এসবে যা দেখানো হয়, তা সংসারে অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে।

---

৯১. আল-মুজামুল আওসাত : ৬২৯৫।

- মাঝেমধ্যে স্ত্রীর সামনে দ্বিতীয় বিয়ে করার কথা বলে কিংবা অন্য কোনো মেয়ের প্রশংসা করে তার আত্মসম্মানে আঘাত করবে না। এতে স্ত্রীরা অনেক কষ্ট পায়। নানাবিধ শারীরিক রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমনকি কোনো কোনো স্ত্রী স্বামীর মুখে দ্বিতীয় বিয়ের আগ্রহের কথা শুনে অথবা পরস্ত্রীর প্রশংসা শুনে হার্ট অ্যাটাক করেছে এমন প্রমাণও আছে।

- স্ত্রীর উত্তম গুণাবলি নিজের মাঝে আনার চেষ্টা করবে। অনেক পুরুষ এমন আছে, যারা স্ত্রীর দ্বীনদারি দেখে দ্বীন চর্চা শুরু করেছে।

- সর্বদা শান্তশিষ্ট, নম্রভদ্র থাকবে। রাগারাগি করবে না। কেননা, রাগ মনের মাঝে বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। স্ত্রীর সামনে কোনো ভুল করলে অথবা তার সাথে কোনো অন্যায় করে ফেললে সাথে সাথে ক্ষমা চাইবে। তার সাথে রাগান্বিত হয়ে, তাকে চিন্তাক্লিষ্ট ও অশ্রুসজল রেখে রাত অতিবাহিত করবে না।

  তুচ্ছ কারণে তার প্রতি রাগ দেখিয়ো না। কোনো কারণে রাগ আসলে সাথে সাথে 'আউজুবিল্লাহ' বলে রাগ দমিয়ে ফেলবে।

- স্ত্রী প্রশংসাযোগ্য কিছু করলে প্রশংসা করতে কৃপণতা করবে না। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

  مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

  'যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।'[৯২]

- স্ত্রীর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে স্ত্রীরা সাধারণত স্বামীর কানে অন্য মহিলাদের বদনাম করতে খুব পছন্দ করে। যদি তোমার স্ত্রী এমন কোনো কথা তোমাকে শোনাতে চায়, তাহলে হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তা থেকে বিরত রাখবে।

---

৯২. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৫৫।

- অবৈধ সামাজিক সম্পর্কসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে। অসংখ্য দাম্পত্য জীবনে অশান্তির সূত্রপাত এসব সম্পর্ক থেকে হয়।

- স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা এবং মাতাপিতার ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে ভারসাম্য ধরে রাখবে। একজনকে ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে অন্যকে ছোট করবে না। তোমার ওপর যার যা অধিকার আছে, উত্তমভাবে তা আদায় করবে। সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে।

- তুমি তোমার স্ত্রীকে যেমন দেখতে চাও, তুমি তার জন্য তেমন হও। ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, 'আমি আমার স্ত্রীর জন্য সজ্জিত হতে পছন্দ করি, যেভাবে সে আমার জন্য সজ্জিত হওয়াকে পছন্দ করি।'

- বাজার থেকে তার জন্য সাজসজ্জার সরঞ্জাম কিনে আনবে; যাতে সে তোমার জন্য সাজতে পারে। বিশেষ করে, সন্তান জন্ম নেওয়ার পূর্বে এদিকে একটু বেশি খেয়াল রাখবে।

- তাকে নিয়ে মাঝেমধ্যে বাইরে ঘুরতে যাবে। আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে পর্দার নিশ্চয়তা থাকলে সেখানেও বেড়াতে নিয়ে যেতে পারো।

- তার ছোটখাটো ভুলত্রুটি এড়িয়ে যাবে। বড় ধরনের ভুল দৃষ্টিগোচর হলে হিকমাহ ও উত্তম উপদেশ দ্বারা সতর্ক করবে। প্রতিনিয়ত তার সৌন্দর্য ও উত্তম গুণাবলির প্রশংসা করবে।

রাসুল ﷺ বলেছেন :

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

'কোনো মুমিনের কাছে তার মুমিনা স্ত্রী সবদিক দিয়ে খারাপ হতে পারে না। তার একটি গুণ অপছন্দ হলে অন্য একটি গুণ অবশ্যই পছন্দ হয়।'[৯৩]

---

৯৩. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৯।

- স্ত্রী যদি তোমার কোনো কাজের সমালোচনা করে, প্রশস্ত মন দিয়ে সে সমালোচনা আমলে নেবে। নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণও মাঝেমধ্যে তাঁর সাথে এমন করতেন, এতে তিনি রাগান্বিত হতেন না।

- স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সদাচরণ করবে। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ

'তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।'[৯৪]

যদি তুমি স্ত্রী-সন্তানদের সাথে ভালো আচরণ করো, তাহলে তারাও তোমার সাথে ভালো আচরণ করবে। এভাবে তোমাদের সাংসারিক জীবন হয়ে উঠবে সুখ ও প্রশান্তিময়।[৯৫]

- পরিবারের জন্য খরচ করতে কার্পণ্য করবে না। কেননা, তাদের জন্য যা ব্যয় করবে, সব উত্তম সদাকা হিসেবে গণ্য করা হবে। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ

'সর্বোত্তম দিনার হলো, ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা ব্যয় করে।'[৯৬]

---

৯৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫।
৯৫. বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন আমাদের প্রকাশিতব্য দুটি বই 'আসয়িদ নাফসাক ওয়া আসয়িদিল আখারিন' এবং সাআদাতুজ জাওজাইন ফিদ দারাইন'।
৯৬. সহিহ মুসলিম : ৯৯৪, মুসনাদু আহমাদ : ২২৪০৬।

নবম অধ্যায়

যুবসমাজ কেন পথচ্যুত হচ্ছে?

আমেরিকা ও ইউরোপ তাদের সকল বিনোদন উপকরণ আমাদের দেশে পাচার করেছে। এসবের বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে আমাদের তরুণ-যুবারা রীতিমতো মুগ্ধ। স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোও চরিত্রবিধ্বংসী অনুষ্ঠান, নৈতিকতাবিবর্জিত নাটক-সিনেমা-সিরিয়াল এবং অশ্লীল গান প্রচার করে চলছে প্রতিনিয়ত। এসব দেখে অসংখ্য যুবক-যুবতি, বরং সব বয়সের বড় সংখ্যক নারী-পুরুষ ফিতনায় নিপতিত।

অসংখ্য যুবক-যুবতির মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে যে, ইউরোপ-আমেরিকার জনগণ বাঁধভাঙা আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যমে জীবনকে উপভোগ করা সত্ত্বেও আমাদের চেয়ে বেশি সভ্য, উন্নত ও মর্যাদাবান। কাজেই আমরাও যদি তাদের মতো বিনোদনে গা ভাসিয়ে দিই এবং তাদের মতো করে জীবনকে উপভোগ করি, তাহলে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমাদের যুবসমাজ ভুলে যায় যে, আমেরিকা-ইউরোপের লোকেরা যতটুকু না বিনোদন করে, তার চেয়ে বেশি জ্ঞান চর্চা করে, ক্ষণিকের জন্য জীবনকে তারা আনন্দ-বিনোদনে ভাসিয়ে দিলেও জীবনের বড় অংশজুড়ে তারা সিরিয়াস কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে, যতটুকু তারা স্বাধীনতা বোধ করে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে দায়িত্ববোধ লালন করে।

সম্ভবত আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিচ্যুতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, বেশ কয়েকটি আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রে জনগণের ওপর আরোপিত ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তার। ধর্মনিরপেক্ষতা এমন এক সংস্কৃতি ও মতাদর্শ, যা মানুষের মনে বিশ্বাসঘাতকতা, অনৈতিকতা, অবক্ষয়, যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

বিশেষ করে, তরুণ-তরুণীদের চারিত্রিক মূল্যবোধ ধ্বংস করতে তথাকথিত এই আধুনিক সংস্কৃতির জুড়ি নেই।

অসংখ্য ফালতু স্যাটেলাইট চ্যানেল, কুরুচিপূর্ণ ম্যাগাজিন এবং পতিত চলচ্চিত্রগুলো নারী-পুরুষের নিষিদ্ধ সম্পর্ক থেকে শুরু করে নাইটক্লাব ও ডিস্কো পর্যন্ত—যেখানে অ্যালকোহল ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য পান করা হয়—সবকিছুকেই বৈধভাবে উপস্থাপন করছে। চুরি-ডাকাতি, হত্যা ও ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধগুলোও দর্শকদের মনে স্বাভাবিক করে তুলছে এই চ্যানেলগুলো!

তো আমাদের যুবক-যুবতিদের পথচ্যুত হওয়ার জন্য আর কী চাই?

যারা এসব চ্যানেল চালায়, নাটক-সিনেমায় অভিনয় করে, ম্যাগাজিন প্রকাশ করে, অনৈতিক গল্প-প্রবন্ধ লিখে তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথাই বলতে চাই—তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং অতি দ্রুত এসব অপকর্ম থেকে হাত গুটিয়ে নিন। নাহলে সারা জীবন, এমনকি মৃত্যুর পরেও এর পাপের বোঝা ভারী থেকে ভারীতর হতে থাকবে। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

'...আর যে ব্যক্তি ইসলামে মন্দ কিছু চালু করবে, তার ওপর তার নিজের এবং ওই লোকদের গুনাহ বর্তাবে, যারা তার ওপর আমল করবে। তাদের গুনাহ থেকে কিছু পরিমাণও কমানো হবে না।'[৯৭]

---

৯৭. সহিহ মুসলিম : ১০১৭।

এক. আমাদের যুবসমাজের কবিরা গুনাহসমূহ

আমাদের যুবক-যুবতি যেসব কবিরা গুনাহ'য় লিপ্ত হয়, তন্মধ্য থেকে সাংঘাতিক কবিরা গুনাহসমূহ নিম্নরূপ :

- জিনা ও সমকামিতা
- মদ ও মাদক সেবন।
- ধূমপান।
- মাতাপিতার অবাধ্যতা।

সামনের অধ্যায়গুলোতে এগুলোর প্রত্যেকটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

দুই. যুবসমাজ কেন পথচ্যুত হচ্ছে?

আমাদের যুবসমাজ পথ হারিয়ে ফেলার বেশ কয়েকটি কারণ আছে। সেখান থেকে প্রধানতম কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. আধ্যাত্মিকতার অভাব এবং বুদ্ধিবৃত্তিক শূন্যতা।

২. আদর্শ লোকের অভাব অথবা থাকলেও সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের অবস্থান দুর্বল হওয়া।

৩. ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্থের অপব্যবহার।

পশ্চিমা সমাজে উল্লিখিত কারণগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ফলে সেখানে যুবকদের এমন একটি স্বেচ্ছাচারী দল গড়ে উঠেছে, যারা কোনো ধর্ম ও মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়। স্বতন্ত্র চিন্তাদর্শন ও জীবনধারা নিয়ে তারা যেন নতুন একটি গোষ্ঠী, যাদের 'শয়তানপূজারি সংঘ' বলা যেতে পারে।

ড. মুস্তফা মাহমুদের ভাষ্যমতে, বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সকল দেশে অদ্ভুত হেয়ার স্টাইলের, যৌন আবেদনময়ী পোশাক পরিহিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করা যুবকদের দেখতে পাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন হিপ্পি গ্রুপ, যারা আধুনিকতার নামে অবাধ যৌনতা, মাদক সেবন, সমাজবিচ্ছিন্ন

মতাদর্শ লালন এবং মুরব্বিদের অবজ্ঞা করাকে একপ্রকার ফ্যাশনে পরিণত করেছে। এক কথায় বলতে গেলে, তারা সকল মানবিক নীতি এবং মূল্যবোধের অবমাননা করে।

তাদের উন্মুক্ত আচরণের মধ্যে আরও আছে, উচ্চস্বরে গান গাওয়া, উদাম নৃত্য, পাগলামি, সহিংসতা, ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতি...এমনকি তারা শরীরের যত্নও নেয় না।

তাদের পোশাক-আশাক হয় নোংরা, চুল উশকোখুশকো—যেখানে পানি আর নাপিতের স্পর্শ নিষেধ!

এ ধরনের যুবকেরা কেবল কাঁধের ওপর একটি ব্যাগ ঝুলিয়ে ভ্রমণ করে বেড়ায়। নারী-পুরুষের কোনো পার্থক্য তাদের থাকে না। নারী-পুরুষ একসাথে মিলেমিশে চলাফেরা করে। লক্ষ্যহীনভাবে ছুটে চলে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। নির্ধারিত কোনো জায়গায় তারা স্থায়ী হয় না। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও তারা সম্পর্কচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। লম্বা চুল আর দাড়ির কারণে পরিচিতজনরা তাদের ভালোভাবে চিনতে পারে না। ছেলে হয়ে যায় মেয়ের মতো, মেয়ে হয়ে যায় ছেলের মতো। রাস্তায় রাস্তায় অনাচার, ঘোরাঘুরি, চুরি-ডাকাতি এবং সাধারণ মানুষের সম্মানহানি করে বেড়ায়।[৯৮]

তিন. আমাদের যুবসমাজ সব বিষয়ে পশ্চিমাদের অনুসরণ করতে চায়

অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের অনেক মুসলিম যুবক সকল বিষয়ে পশ্চিমাদের অনুকরণ করতে শুরু করেছে। তাদের মতো করে অদ্ভুত স্টাইলে চুল কাটে, নির্লজ্জ পোশাক পরিধান করে। এমন চুল আর পোশাক নিয়ে রাস্তায় বের হতেও তারা লজ্জাবোধ করে না!

কথার মধ্যেও পশ্চিমাদের অনুকরণ-প্রবণতা দেখা দিয়েছে। অনেকে কথায় কথায় 'ওকে', 'স্যরি', 'এক্সকিউজ মি' ইত্যাদি বাক্য সচরাচর ব্যবহার করে।

---

৯৮. আশ-শাবাব ওয়া মুশকিলাতুহু মিন মানজুর ইসলামি।

আশ্চর্যের সময় 'ওহ জেজাজ' বলে আশ্চর্য প্রকাশ করে। অথচ এই শব্দটি তারা ইসা ﷺ থেকে সাহায্য কামনা করার জন্য ব্যবহার করে!

কেন এমন হচ্ছে তার কারণ একদম স্পষ্ট। তা হচ্ছে, আমাদের যুবকরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিভির সামনে বসে থাকে। সেখানে তারা অশ্লীল গান শোনে, অর্ধনগ্না নর্তকীদের নাচ দেখে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও ব্যভিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী ফিল্ম দেখে। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম যুবসমাজ কীভাবে নষ্ট না হয়ে থাকতে পারে?

জনৈক খ্রিষ্টান মিশনারি বলেন, 'মদের গ্লাস আর গানবাজনা—এ দুই বস্তু মুহাম্মাদের উম্মাহর বিরুদ্ধে যে বিজয় অর্জন করেছে, তা হাজার হাজার তোপ-কামানও করতে পারেনি। সুতরাং এ জাতিকে পরাজয়ের শিকলে আবদ্ধ রাখতে চাইলে তাদেরকে বস্তুবাদ ও যৌনতার ভালোবাসায় নিমজ্জিত রাখো।'

চার. প্রবৃত্তির ফাঁদে পতিত হলে রেহাই নেই

আমি এমন অসংখ্য যুবককে জানি, তারা ছাত্রজীবনে তুখোড় মেধাবী ও মনোযোগী ছিল। কিন্তু ইদানীং তাদের চালচলন কেমন যেন হয়ে পড়েছে। নফসের চাহিদা মেটাতে তারা ছুটে চলছে নিরন্তর। ফলে তাদের নিয়ে দেশ ও জাতির যে আশা ছিল, সে আশার গুড়ে বালি পড়ে গেল। পরিবার ও সমাজের হাল ধরার বিপরীতে তারা হয়ে উঠল পরিবারের লজ্জা, সমাজের বোঝা।

এক ছাত্র এইচএসসি পরীক্ষায় খুব ভালো ফলাফল অর্জন করে নামকরা একটি বিজ্ঞান কলেজে ভর্তি হলো। প্রথম ও দ্বিতীয় বছর পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অর্জন করল। কিন্তু তৃতীয় বছরে সবাইকে অবাক করে দিয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো! সবাই খুব অবাক হলো। এক শিক্ষিকা তার অধঃপতনের কারণ খোঁজার জন্য তার পিছু নিলেন। দেখলেন, সে একদল মাদকাসক্ত যুবকের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং বেশ বদলে রাস্তার ধারে পরিচিত-অপরিচিত সবার কাছে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে মাদকের টাকা জোগাড় করার জন্য!

পাঁচ. ওরা সুখী নয়

যে সকল মানুষ প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী জীবনকে 'উপভোগ' করছে, তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে প্রবঞ্চিত হোয়ো না। তাদের হাসি-আনন্দ, জৌলুস ও আড়ম্বরতা দেখে বিভ্রান্ত হোয়ো না। বাইরে থেকে তাদের যতই সুখী দেখাক, আসলে তারা সুখী নয়। তাদের ভেতরটা বিষাদ ও বিষণ্ণতায় ভরা।

তারা বিষণ্ণ...কারণ, প্রবৃত্তির আসক্তি তাদেরকে আরও অধিক স্বাদ-উপভোগ ও নিষিদ্ধ কর্মের দিকে তাড়িত করে প্রতিনিয়ত।

তারা বিষণ্ণ...কারণ, তারা সর্বদা ব্যর্থতা ও সম্পদ হারানোর ভয় করে।

তারা বিষণ্ণ...কারণ, তারা যৌনবাহিত রোগ ও এইডসে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে আতঙ্কিত।

তারা বিষণ্ণ...কারণ, তারা ইমান ও আল্লাহর নৈকট্যের স্বাদ থেকে বঞ্চিত।

তারা বিষণ্ণ...কারণ, তাদের অনেকেই পাপাচারের ওপর অবিচল থাকার তাড়না এবং অন্তরাত্মার তিরস্কার—এই দ্বিমুখী চাপে জর্জরিত হতে থাকে।

তারা বিষণ্ণ...কারণ, তারা জানে না যে, যারা জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে ফেলে, তাদের স্বাস্থ্য, ধনসম্পদ ও সুখ্যাতির অবনতি ঘটে। অল্প কয়েক বছরের আনন্দ-উপভোগ তাদের জীবনে বয়ে আনে স্থায়ী দুঃখ-যন্ত্রণা।

জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হলো, 'আপনার বয়স এত বেশি, তা সত্ত্বেও আপনি এতটা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান কীভাবে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'যৌবনকালে আমি আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সুরক্ষিত রেখেছিলাম (পাপের পথে নষ্ট করে ফেলিনি), তাই আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে বার্ধক্যে সুরক্ষিত রেখেছেন।'

সুফইয়ান সাওরি ﵀ বলেন :

'প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী জীবনযাপনকারীদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ও শান-শওকত দেখে ঈর্ষায় ভোগো না। কেননা, তাদের এই আড়ম্বরতা স্থায়ী নয়।

তাদের সামনে এমন একটি দিন অপেক্ষা করছে, যেদিন পা-সমূহ পিছলিয়ে পড়বে, শরীরসমূহ ভয়ে কাঁপতে থাকবে, রংসমূহ পরিবর্তন হয়ে যাবে, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কঠিন হিসাব-নিকাশ চলবে এবং কলবসমূহ উর্ধ্বমুখী হয়ে গণ্ডদেশ পর্যন্ত চলে আসবে। সেদিন তাদের এই আড়ম্বরপূর্ণ জীবন ও আনন্দ-উপভোগ নিয়ে আফসোসের অন্ত থাকবে না।'

ছয়. গুনাহ প্রকাশ করা

বর্তমানে পাপী যুবকদের অবস্থা এমন জঘন্য হয়ে গেছে যে, তারা গোপনে পাপ করার পর বন্ধুদের সামনে গর্বভরে তার ফিরিস্তি তুলে ধরে।

এদিকে অশ্লীল গল্প-প্রবন্ধ পাঠ করাও সকল পাঠকের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। তথাকথিত খ্যাতিমান লেখকরা বিভিন্ন মানুষের যৌন দুর্ঘটনাকে সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় রসিয়ে রসিয়ে তুলে ধরে। যুবক-যুবতিরা সেসব লেখা পড়ে মজা নেয়। আবার আমাদের কবি ও সাহিত্যবোদ্ধাদের জবানে এসব অশ্লীল লেখকদের প্রশংসাও শোনা যায়!

আমি আমাদেরই একজন বয়স্ক ও সম্মানিত লেখকের একটি প্রবন্ধ পড়েছি। সেখানে দেখলাম, তিনি কুখ্যাত লেখক আলবার্টো মোরাভিয়ার প্রশংসায় গদগদ করেছেন। কিছুদিন আগে মারা যাওয়া আরেক কুখ্যাত লেখক অস্কার ওয়াইল্ডেরও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং যুবকদের এ দুই লেখকের লেখা পড়তে উৎসাহিত করেছেন!

অথচ ইসলামে পাপ করা যেমন গুনাহ, সে পাপ প্রচার করা আরেকটি স্বতন্ত্র গুনাহ। তা যেন আমরা বেমালুম ভুলে গেছি। রাসুল ﷺ-এর শিক্ষা হলো, ভুলক্রমে যদি কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তাহলে সে গুনাহ গোপন রেখে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব।[৯৯]

---

৯৯. ইরহামুশ শাবাব।

সাত. দুনিয়া বিলাসিতা ও গানবাজনায় মজে থাকার জন্য নয়

আমাদের যুবসমাজ ক্রমেই অলসতা এবং পড়াশোনায় অমনোযোগিতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাদের মাঝে প্রিয় হয়ে উঠছে বিলাসিতা, শৌখিনতা। তারা মনে করতে শুরু করেছে যে, দুনিয়ার জীবন হচ্ছে একটি গানের আসর, ব্যান্ড শো, অথবা ডিস্কো ক্লাবের একটি নিদ্রাহীন রাত—যা অতিবাহিত করতে হবে বিলাসিতা, উপভোগ ও উন্মুক্ত আনন্দে।

উসতাজ মুহাম্মাদ নাজিব সালিম তার বই 'আল-মুরাহিকুন'-এ বলেন :

'পাশ্চাত্যের যে লোকদের থেকে আমরা নোংরা জীবনবোধ আমদানি করেছি, তাদের ইচ্ছাশক্তি আমাদের চেয়ে শক্তিশালী। তাই তারা সব সময় নিজেদের বিলাসিতায় ডুবিয়ে না রেখে কাজের কাজও করে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছাশক্তি এতটাই দুর্বল যে, আমরা বিলাসিতায় একবার অবগাহন করলে সেখান থেকে আর উঠতে পারি না। এ জন্যই তাদের বদ স্বভাবগুলো দ্বারা তারা যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই।'

এভাবে আর কত দিন? আর কত দিন আমাদের যুবসমাজ বিলাসিতায় গা হেলিয়ে বসে থাকবে? আর কত দিন তারা টিভি-সিনেমায় ও ইন্টারনেটে যে বাহ্যিক চাকচিক্য ও বিলাসিতা দেখে, সেটাকেই সুখের উৎস মনে করবে? পশ্চিমা যুবসমাজ বিলাসিতার মধ্যে বেড়ে ওঠে। অনর্থক কাজকর্ম ও পাপাচার ছাড়া তাদের আর কোনো ব্যস্ততা থাকে না। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ যুবক বেড়ে ওঠে গরিব পরিবেশে। বিলাসিতার সামগ্রী তো দূরে থাক, মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতেও হিমশিম খেয়ে যায় তারা। এমন অবস্থায় যখন তারা টিভি-সিনেমায় পশ্চিমা সমাজের বিলাসপ্রিয় যুবকদের দেখে, তখন তাদের মাঝে প্রচণ্ড হীনম্মন্যতা সৃষ্টি হয়। তাদের বিলাসী হতে না পারার পেছনে আমাদের সামাজিক মূল্যবোধকেই দায়ী মনে করে বসে। এখান থেকেই শুরু হয় বিপত্তি। তারা ধীরে ধীরে ইসলামি সামাজিক মূল্যবোধের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পশ্চিমা মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। এভাবে বিলাসপ্রিয়তা যুবসমাজকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত করে।

তারা ভুলে যায় যে, রাসুল ﷺ আমাদেরকে ইহুদি-নাসারার সাদৃশ্য অবলম্বন করতে এবং তাদের জীবনধারা অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। বলেছেন :

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'যে ব্যক্তি যে জাতির সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই দলভুক্ত।'[১০০]

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, উমর বিন খাত্তাব ؓ পারস্যে বসবাসকারী মুসলিমদের উদ্দেশে চিঠি লিখলেন :

وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ

'সাবধান! বিলাসিতা ও মুশরিকদের বেশভূষা থেকে বেঁচে থাকবে।'[১০১]

ইমাম আহমাদ ও আবু নুআইম ؒ বর্ণনা করেন, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ؛ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ

'বিলাসিতা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা আল্লাহর বান্দারা বিলাসী হতে পারে না।'[১০২]

এই হাদিসসমূহ কোনোভাবেই নিম্নোক্ত হাদিসটির সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যেখানে রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার মাঝে তাঁর নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন।'[১০৩]

---

১০০. সুনানু আবি দাউদ : ৪০৩১।

১০১. সহিহ মুসলিম : ২০৬৯।

১০২. মুসনাদু আহমাদ : ২২১১৮।

১০৩. সুনানুত তিরমিজি : ২৮১৯।

কেননা, শরীরে আল্লাহর নিয়ামতের ছাপ ফুটিয়ে তোলার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা এবং বাহ্যিক অবয়ব পরিপাটি করে রাখাই যথেষ্ট, অতি বিলাসিতা অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন নেই। আর উল্লিখিত হাদিসসমূহে অতি বিলাসী হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

আট. নিজের ইজ্জত-সম্ভ্রমের মতো অপর ভাইদের ইজ্জত-সম্ভ্রমও হিফাজত করো

কিছু অপরাধ আছে, যেগুলোকে মানুষ ক্ষমা করে দিলেও আল্লাহ ক্ষমা করেন না। যেমন : কোনো মেয়ের দিকে তাকানো, তাকে দেখে মুচকি হাসি দেওয়া, সুযোগ পেলে তার সাথে সাক্ষাৎ করা ইত্যাদি।

যখন তুমি কোনো মেয়ের সাথে এমন কাজ করো, তখন নিজের মনকে অন্তত একবার প্রশ্ন করো, তুমি যা করছ, তা তোমার বোনের সাথে কেউ করলে তোমার কেমন লাগবে? তোমার বোনের হাত ধরে একজন গাইরে মাহরাম হাঁটে, অথবা কেউ ফোনে তার সাথে কথা বলে, অথবা কেউ কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখে...এসব কি তুমি মেনে নিতে পারবে?

নিশ্চয় মেনে নিতে পারবে না। কারণ, তুমি হাদিসের ভাষায় 'দাইয়ুস (যে নিজের পরিবারের পর্দাহীনতা সমর্থন করে)' হতে চাও না। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

> ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ
>
> 'তিন প্রকারের মানুষের ওপর আল্লাহ তাআলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন : মাদকাসক্ত, মা-বাবার অবাধ্যতাকারী এবং দাইয়ুস, যে নিজের পরিবারের অশ্লীলতাকে সমর্থন করে।'[১০৪]

---

১০৪. মুসনাদু আহমাদ : ৬১১৩।

কিন্তু তুমি যদি মনে করে থাকো যে, হাদিসে পরিবার বলতে শুধু বোন, মা, স্ত্রীকেই বুঝিয়েছে, যেমনটি অধিকাংশ মানুষ মনে করে, তাহলে তোমার ধারণা ভুল। এখানে পরিবারের অর্থ অনেক ব্যাপক। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের, পৃথিবীর আনাচে-কানাচের সকল মুসলিম মহিলা তোমার পরিবারের অংশ। তাদের সবার ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা করা তোমার কর্তব্য। সে হিসেবে হাদিসের অর্থ হলো : ওই লোকের জন্য জান্নাত হারাম, যে লোক কোনো মুসলিম নারীর সম্ভ্রমহানিকে সমর্থন করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এখন মুসলিমরা মুসলিম নারীদের সম্ভ্রমহানিকে শুধু সমর্থনই করছে না; বরং নিজেরাই তাদের সম্ভ্রমহানি করছে! কী জঘন্য ব্যাপার! নিজেরাই নিজেদের ইজ্জত-আবরু নষ্ট করে চলছি আমরা!

নয়. তোমার হৃদয় তোমার দেহের দুর্গ

জেনে রাখো, তোমার হৃদয় হলো তোমার শরীরের দুর্গ। এই দুর্গে প্রবেশ করার কয়েকটি পথ আছে। সুতরাং তার কোনো পথ দিয়ে যদি শয়তান প্রবেশ করতে চায়, তাহলে তোমার কলবকেই তার প্রতিরোধ করতে হবে। সংগ্রাম করে তার প্রবেশ ঠেকাতে হবে।

শয়তান যে পথগুলো দিয়ে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করতে চাইবে, তার অন্যতম হচ্ছে তোমার দৃষ্টি। সুতরাং তাকে কোনো নিষিদ্ধ স্থানে পতিত করবে না। তোমার হাত ও পা—এ দুটিও শয়তানের প্রবেশদ্বার। সুতরাং এ দুই অঙ্গকে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে না। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দরজা হলো তোমার যৌনাঙ্গ। তাকে ঠিক সেভাবেই রক্ষা করবে, যেভাবে তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন। আরেকটি হচ্ছে তোমার পেট। সুতরাং তাতে যেন হালাল ও পবিত্র খাবার ব্যতীত অন্য কিছু প্রবেশ না করে। সর্বশেষ যে পথ দিয়ে শয়তান তোমার হৃদয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে, তা হচ্ছে তোমার জিহ্বা। একে খুব সামলে রাখবে। অন্যথায় সে তোমার জন্য অনেক বড় বড় বিপদ বয়ে আনবে।

দশম অধ্যায়

জিনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না

১৫ বছর বয়সে মানুসের যৌন আকাঙ্ক্ষা শুরু হয়। তখন থেকে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত যৌন আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে তীব্র থাকে। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজনীতি ও শিক্ষানীতির কারণে এই বয়সে বিয়ে করা যুবকদের জন্য প্রায় অসম্ভব। কীভাবেই বা সম্ভব হবে, শিক্ষাব্যবস্থা তো তাদের এর পরের সময় পর্যন্ত ধরে রাখে!? আর যদি কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যায়, তাহলে তো ৩০ বছরের আগে পড়ালেখা শেষ করার কোনো সুযোগই নেই। সুতরাং তীব্র যৌনতার এই সময়ে যুবকরা কী করবে? কীভাবে তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে?

যদি সে বিয়ের চিন্তা করে, তাহলে টাকা কোথায় পাবে? কারণ সে তো পরিপূর্ণ পুরুষ হওয়ার পরেও পরিবারের ওপর নির্ভরশীল! পোশাক-আশাক, সাজসজ্জা, শারীরিক গঠন... সবদিক দিয়ে ফিটফাট, তবে একটা পয়সাও উপার্জন করে না! আর যদি বিয়ে করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা তার থাকেও, মা-বাবা কি তাকে বিয়ের অনুমতি দেবেন!?

এদিক দিয়ে মেয়েদের অভিভাবকরা আরও একধাপ এগিয়ে। অঘোষিতভাবে মেয়েকে বিয়ে ব্যতীত সবকিছু করার অনুমতি দিয়ে রাখে! বৈধ উপায়ে কাউকে বিয়ে করলেই যত সমস্যা, যত আপত্তি!

সব বাধা ডিঙিয়ে যখন যুবক বিয়ে করতে বসে, তখন সমাজের লোকজন ভারী ভারী দাবি-দাওয়া নিয়ে তাকে একেবারে ধ্বংস করে দিতে উপস্থিত হয়। মোটা অঙ্কের মোহর দিতে হবে, বিলাসবহুল ডেকোরেশন করতে হবে, একাধিক অনুষ্ঠান করতে হবে, একাধিক লোকের জন্য উপহারসামগ্রী ক্রয় করতে হবে, যেন সে তার ঘামঝরানো একেকটি টাকা এই 'কালো' দিনটির

জন্যই উপার্জন করেছে! অতঃপর সহায়-সম্পদ সব হারিয়ে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করবে। ফলস্বরূপ প্রথম দিন থেকেই দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্য ও ঝগড়া শুরু হবে। আর যে ঘরে ঝগড়া প্রবেশ করে, সে ঘর থেকে সুখ বিদায় হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যেসব বিষয় হারাম করেছেন, সবগুলোর হালাল বিকল্প রেখেছেন। তিনি জিনাকে হারাম করেছেন, আর বিকল্প হিসেবে বিয়েকে বৈধ করেছেন। যে বিয়ে করে, সে বিয়ের পর তা-ই করে, যা একজন জিনাকারী করে। তাহলে কেন আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানের জন্য বাড়ির সামনে আলোকসজ্জা করতে হয়, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করতে হয় এবং ইনভিটিশেন কার্ড ছাপিয়ে লোকজনকে দাওয়াত দিতে হয়?

পক্ষান্তরে, যে লোক জিনা করার ইচ্ছে করে, তার জন্য কাজটি খুবই সহজ। কেউ দেখতে পাবে না, এমন একটি জায়গা বাছাই করলেই হলো!

বর্তমান সমাজে জিনাকারী হচ্ছে ওই ব্যক্তির মতো, যে পকেটে টাকা নিয়ে হোটেলে প্রবেশ করে, অতঃপর খাবার অর্ডার করে চেয়ারে বসে নিশ্চিন্তে খাবার খেয়ে চলে আসে। কেউ কিছু বলে না তাকে।

পক্ষান্তরে, বিয়ে করতে যাওয়া লোকের অবস্থা হলো ওই চোরের মতো, যে হোটেল থেকে কোনো খাবার নিয়ে পালিয়ে আসে, আর মানুষ 'চোর চোর' বলে তার পিছু নেয়। সে দৌড়াতে দৌড়াতে তা গিলে ফেলে; ফলে অনেক সময় তা গলায় বা সিনায় আটকে যায়। ভালোভাবে খেতে পারে না।

বলতে চাইছি, আমাদের সমাজ জিনাকে খুব সহজ করে দিয়েছে; কিন্তু বিয়েকে অত্যন্ত কঠিন করে ফেলেছে। এই যখন অবস্থা, তাহলে সমাজে ধর্ষণ ও যৌন অপরাধ বৃদ্ধি পাবে না কেন?

আমাদের সামাজনীতি একদিকে যুবকদের বিবাহবঞ্চিত রেখেছে, অপরদিকে কলেজ-ভার্সিটিসহ সবখানে নারী-পুরুষের মেলামেশা অবাধ করে রেখেছে। ফলে যুবকের গায়ে যুবতির গা লেগে যায়, কাঁধের সাথে কাঁধ লাগে, পায়ের সাথে পা লাগে, আবার অনেক যুবতি এতটা নির্লজ্জ হয় যে, তার মুখ, চুল,

হাত খোলা থাকে, এসব দেখে বিবাহবঞ্চিত অবিবাহিত যুবকের প্রতিটি কোষ যৌনতায় টগবগ করে ফুটতে থাকে।

বিবাহবঞ্চিত অবিবাহিত যুবককে আমরা কঠিন কঠিন অঙ্কের সমাধান বের করতে বলি, রসায়নের সমীকরণ ব্যাখ্যা করতে বলি; কিন্তু তার পাশে বসিয়ে রাখি অর্ধনগ্ন সহপাঠিনীদের! এমন অবস্থায় সে কীভাবে পড়ার প্রতি মনোযোগ দেবে!?[১০৫]

এক. রাসুলের কাছে এক যুবকের জিনার অনুমতি তলব!

যৌবনের আগুনে টগবগ করে ফুটতে থাকা এক যুবক আসলেন রাসুল ﷺ-এর কাছে। রাসুল ﷺ তখন মজলিশে উপবিষ্ট ছিলেন। এসেই একবুক সাহস নিয়ে যুবকটি রাসুল ﷺ-এর কাছে জিনা করার অনুমতি চাইলেন। হ্যাঁ, সরাসরি জিনা করার অনুমতি চেয়ে বসলেন!

যুবকের এমন দুঃসাহসী প্রশ্নে দয়ার মূর্তপ্রতীক রাসুল ﷺ-এর প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? তিনি যুবককে ধমকিয়েছেন? তিরস্কার-ভর্ৎসনা করেছেন?

কোনোটিই না। বরং তিনি নরম ভাষায় তাকে ডাকলেন। ততক্ষণে উপস্থিত লোকজন যুবককে চোখরাঙানি দিতে শুরু করলেন, ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ তাকে কাছে আসতে বললেন। যুবক কাছে গেলেন। অতঃপর রাসুল ﷺ বললেন :

— তোমার মায়ের সাথে কেউ জিনা করুক, তা কি তুমি পছন্দ করো?

— না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য নিবেদিত করুন!

— ঠিক তোমার মতো অন্য কোনো মানুষও চায় না যে, তাদের মায়েদের সাথে কেউ জিনা করুক।

— তোমার মেয়ের বেলায় হলে পছন্দ করবে?

---

১০৫. ইরহামুশ শাবাব, আলি তানতাবি।

— না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য নিবেদিত করুন!

— ঠিক তোমার মতো অন্য কোনো মানুষও চায় না যে, তার মেয়েদের সাথে কেউ জিনা করুক।

এরপর রাসুল ﷺ বোন, ফুফু, ও খালাকে নিয়ে একই প্রশ্ন করলেন। যুবকও প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে অভিন্ন উত্তর দিলেন, 'না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য নিবেদিত করুন!'

অতঃপর রাসুল ﷺ তাঁর পবিত্র হাত যুবকের বক্ষের ওপর রেখে বললেন, (اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ) 'হে আল্লাহ, তার গুনাহ ক্ষমা করে দিন, তার হৃদয় পবিত্র করে দিন, তার যৌনাঙ্গ নিষ্কলুষ রাখুন।'

সেদিনের পর থেকে সেই যুবক কারও প্রতি কুনজরে তাকাননি।[১০৬]

অন্য একটি হাদিসে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

'জিনাকারী যখন জিনা করে, তখন তার ইমান থাকে না। চোর যখন চুরি করে, তখন তার ইমান থাকে না। মদ্যপ যখন মদ্যপান করে, তখন তার ইমান থাকে না।'[১০৭]

এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববি رحمه الله বলেন :

হাদিসের অর্থ হলো : যখন কোনো ব্যক্তি হাদিসে উল্লেখিত পাপসমূহ করে, তখন তার পরিপূর্ণ ইমান থাকে না। হাদিসে ইমান পরিপূর্ণরূপে না থাকাকে ইমান না থাকা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাই হাদিস এটা প্রমাণ করে না যে, শিরক ব্যতীত জিনা, চুরি, হত্যা প্রভৃতি কবিরা গুনাহের কারণে মানুষ কাফির হয়ে যায়। বরং সত্যপন্থী আলিমগণ এ ব্যাপারে সর্বসম্মত যে, শিরক

১০৬. মুসনাদু আহমাদ : ২২২১১।
১০৭. সহিহু মুসলিম : ৫৭।

ব্যতীত অন্যান্য কবিরা গুনাহের কারণে মানুষ ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে কাফির হয়ে যায় না। তবে অবশ্যই তাদের ইমান দুর্বল হয়ে পড়ে। তাওবা করলে তাদের শাস্তি রহিত হবে। আর যদি তাওবা না করে মারা যায়, তাহলে তাদের শাস্তি দেওয়া-না দেওয়া একান্তই আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি চাইলে তাদের ক্ষমা করে জান্নাত দিতে পারেন, অথবা চাইলে প্রথমে তাদের শাস্তি দেবেন, তারপর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১০৮]

দুই. চারিত্রিক সংযম ও নিষ্কলুষতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত

■ ইউসুফ ﷺ-এর সংযম

আল্লাহ তাআলা ইউসুফ ﷺ ও আজিজে মিশরের স্ত্রীর ঘটনার মাধ্যমে সতীত্ব রক্ষার উন্নত দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। ইউসুফের মাঝে ছিল পুরুষত্ব, যৌবন, প্রবল যৌনশক্তি। অপরদিকে আজিজের স্ত্রীর মাঝে ছিল সৌন্দর্য, পদ, প্রলোভন, নির্জন পরিবেশ...সবকিছু। আকর্ষিত হওয়ার সব উপকরণ তার মাঝে ছিল। সর্বোপরি, ইউসুফ ﷺ-এর জন্য মহিলার আহ্বানে সাড়া না দেওয়া ছিল দুঃসাধ্য। সেই দুঃসাধ্য সাধন করেই তিনি বিশ্ববাসীর কাছে স্থাপন করলেন সতীত্ব রক্ষার বিরল দৃষ্টান্ত।

■ পাথরে আটকে পড়া দ্বিতীয় যুবক

নেক আমলের কল্যাণে বিপদ থেকে মুক্তিলাভের দারুণ একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে হাদিসে। তাদের দ্বিতীয়জনের নেক আমলটি ছিল, সুর্বণ সুযোগ পেয়েও জিনার কলুষতা থেকে নিজের চরিত্রকে পবিত্র ও সুরক্ষিত রাখা। ঘটনাটি হলো, বনি ইসরাইলের তিন ব্যক্তি ঝড় থেকে বাঁচার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। হঠাৎ বিশাল একটি পাথর গড়িয়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনজনের প্রত্যেকে নিজ নিজ ভালো আমলের অসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন।... দ্বিতীয় ব্যক্তি তার দুআয় বলেছিলেন :

---

১০৮. সহিহ মুসলিম বি-শারহিন নববি ।

'হে আল্লাহ, আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আমার একটি চাচাতো বোন ছিল, যাকে আমি খুব বেশি ভালোবাসতাম। একদিন আমি তাকে আমার সাথে অপকর্ম করার প্রস্তাব দিলাম; কিন্তু সে আমাকে বাধা দিল। এভাবে এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। একদিন তার আর্থিক অনটন দেখা দিলে সে আমার কাছে সাহায্য চাইতে আসলো। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার দিলাম যে, সে আমার সাথে যৌনমিলন করবে। সে রাজি হলো। আমি তার ওপর উঠতে যাব এমন মুহূর্তে সে বলল, "আল্লাহকে ভয় করো এবং অবৈধভাবে (বিনা বিবাহে) আমার সতীত্ব নষ্ট করো না।" তার এ কথায় আমি তার থেকে দূরে সরে গেলাম। অথচ তাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম, তাও ফিরিয়ে নিইনি। হে আল্লাহ, যদি আমি এ কাজ আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে আমাদের ওপর আপতিত মুসিবত দূর করে দিন।'[১০৯]

■ ইবাদতগুজার যুবক

বর্ণিত আছে, কুফা নগরিতে একজন ইবাদতগুজার যুবক বাস করতেন। একদিন চলার পথে একটি মেয়ে তার পথ আগলে ধরল এবং তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিল। এরপর যুবক মেয়েটির উদ্দেশে একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিতে তিনি লিখেন :

'পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। জেনে নাও হে মেয়ে, বান্দা যখন প্রথমবার আল্লাহর নাফরমানি করে, তিনি ধৈর্যধারণ করেন। দ্বিতীয়বার করলেও তা গোপন রাখেন। কিন্তু যদি বারবার নাফরমানি করতে থাকে, তাহলে তিনি এতটাই রাগান্বিত হন যে, তাঁর রাগে আসমান, জমিন, পাহাড়, গাছপালা এবং পশুপাখিরা পর্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাঁর রাগ দমন করার শক্তি যে কারও নেই! আমাকে নিয়ে তুমি যা ভাবছ, তা পাপ। এই পাপ থেকে তাওবা করার সময় আছে এখনো। আমি তোমাকে এমন একটি দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যেদিন আসমান হয়ে যাবে গলিত ধাতুর ন্যায়, পর্বতমালা হয়ে যাবে রঙিন পশমের ন্যায়। মহান শক্তির সামনে সকল জাতি নতজানু হয়ে পড়বে। সেদিন এসে গেলে আর তাওবা করার সুযোগ থাকবে না।'

---

১০৯. সহিহুল বুখারি : ২২১৫।

নিষিদ্ধ পাত্রে ভুলে একবার দৃষ্টি পড়ে গেলে কোনো অসুবিধা নেই, যদি সাথে সাথে তা ফিরিয়ে নেওয়া হয়। ভয়াবহতা শুরু হয় দ্বিতীয় দৃষ্টি থেকে। জনৈক কবি দ্বিতীয় দৃষ্টির ভয়াবহতা নিয়ে দারুণ বলেছেন :

'প্রতিটি অঘটনের সূচনা হয় দৃষ্টিপাত থেকে। বড় অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ থেকে। কত দৃষ্টি যে মানুষের অন্তরে ধনুক ও ছিলা ছাড়াই তিরের কাজ করেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই! কোনো ব্যক্তির যত দিন কামনীয় শরীরে ঘুরে বেড়ানো দৃষ্টি আছে, তার ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যে বস্তু তার চক্ষুকে আনন্দ দিচ্ছে, তা হতে পারে আত্মার জন্য ক্ষতিকর। যে আনন্দ নিজের সাথে অনিষ্ট নিয়ে আসে, সে আনন্দকে স্বাগতম জানাতে নেই।'

আরেক কবি—আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন—মনের সকল চাহিদা পূরণ করা থেকে সতর্ক করে বলেন :

'মানুষ যখন তার মনের সকল চাহিদা পূরণ করতে যায়, কোনো আবদার ফেলে দিতে চায় না, মন তখন সব ধরনের মন্দ ও নিষিদ্ধ দাবি আদায় করে নিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে মনের সাধ পূরণ করতে গিয়ে সে পতিত হয় পাপাচারের গর্তে, যাতে ওত পেতে আছে লজ্জাজনক পরিণতি!'

তিন. ব্যভিচার যেসব দুর্যোগ বয়ে আনে

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا) 'তোমরা জিনার নিকটবর্তী হোয়ো না।'[১১০]

প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আল্লাহর এই নির্দেশনা মেনে চলে, পৃথিবী থেকে সব ধরনের যৌনরোগের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত।

রাসুল ﷺ-ও জিনা, সমকামিতার ভয়াবহতা এবং তা থেকে সৃষ্ট যৌনরোগ থেকে বিশ্বমানবতাকে সতর্ক করেছেন তাঁর একটি প্রসিদ্ধ হাদিসে। আব্দুল্লাহ বিন উমর رضي الله عنهما বর্ণনা করেন, 'রাসুল ﷺ আমাদের কাছে আসলেন এবং বললেন :

---

১১০. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৩২।

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا

"যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে, তখন তাদের মাঝে মহামারি আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হবে। আর এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হবে, যা পূর্বেকার লোকের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।"'[১১১]

বর্তমান পৃথিবীতে রাসুল ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর শরিয়াহ অমান্য করার কারণে বিরাট বিরাট দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হচ্ছে আধুনিক মানবসভ্যতাকে। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা এ ধরনের কয়েকটি দুর্যোগ নিয়ে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ। প্রথমে আমরা আন্তর্জাতিক মহামারি এইডস নিয়ে কথা বলব। তারপর অন্যান্য যৌনবাহিত রোগসমূহ নিয়ে আলোচনা করব। তৃতীয় পর্বে সমকামিতা এবং চতুর্থ পর্বে গোপন অভ্যাস নিয়ে আলোকপাত করব।

প্রথম পর্ব : এইডস : একটি বৈশ্বিক মহামারি

২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘের প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিশ্বে এইডস আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ৪২ মিলিয়নের কাছাকাছি। তাদের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত (প্রতিবেদনের তারিখ পর্যন্ত) মারা গেছেন ২২ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ।

প্রতিবছর বিশ্বে ৫ মিলিয়নের অধিক মানুষ এইডসে আক্রান্ত হয়। মোট এইডস আক্রান্তের মধ্যে নারীদের হার ৩৬ শতাংশ। অর্থাৎ বিশ্বে প্রায় দুই মিলিয়ন নারী এইডস রোগে আক্রান্ত হয়।

এখন পর্যন্ত শুধু আমেরিকাতেই আশি হাজারের অধিক শিশু এইডসের কারণে তাদের বাবা অথবা মাকে হারিয়েছে।

---

১১১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০১৯, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৬২৩।

Pediatric clinics of North America ম্যাগাজিনে প্রকাশিত পরিসংখ্যান নিশ্চিত করে যে, গত বছর ৫ মিলিয়ন এইডস আক্রান্ত লোকদের মধ্যে অর্ধেকই ছিল কিশোর—যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এইডস আক্রান্ত লোকদের ৯০%-এর বেশি মানুষ বাস করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে। Infec disease clinics or North America জার্নালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ নিশ্চিত করেছে যে, তাদের সাথে যত বেশি মানুষ যৌনমিলন করবে, এই মহামারির বিস্তার তত বেশি হবে। আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমকামী সম্পর্কগুলো—যা এইডস ছড়িয়ে পড়ার প্রধান দায়ী—যুবক ও কিশোরদের মধ্যে বেশি পাওয়া যায়।

এক. এইডস প্লেগের চেয়ে মারাত্মক

২০০২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে BBL ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে ড. ল্যাম্বার্টি বলেছেন যে, আমাদের কর্মার্জিত ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি রোগটি (এইডস) মানবহত্যায় অচিরেই প্লেগকে ছাড়িয়ে যাবে এবং বিশ্বের সবচেয়ে বিস্তৃত মহামারিতে পরিণত হবে, যদি না উক্ত ভাইরাসে আক্রান্ত ৪২ মিলিয়ন লোকের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

সর্বশেষ পরিসংখ্যানমতে এইডস আশির দশকের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ২২ মিলিয়নেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। গবেষকরা অনুমান করেছেন যে, প্রতিদিন সকালে বিশ্বের ১৪ হাজার মানুষ এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়, যা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়।

এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ওষুধ ব্যবহার না করে, ভাইরাস বহনকারী বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মারা যাবে, যার ফলে এইডস-এর কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ৪০ মিলিয়নের অধিক হয়ে যাবে—যা খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে এশিয়া এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া প্লেগ মহামারিতে মারা যাওয়া লোকের সংখ্যার সমান।

আন্তর্জাতিক এইডস ইনস্টিটিউটের সভাপতি ড. ল্যাম্বার্টি বলেন, 'আগামী দশ বছরের মধ্যে এইডস থেকে নিরাময় লাভের চিকিৎসা উন্নত না হলে, এই রোগের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ৬৫ মিলিয়ন পর্যন্ত পৌছাবে।'

আমরা লক্ষ করছি যে, ৯৫% নতুন এইচআইভি সংক্রমণ পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোতে, বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকায় সংঘটিত হচ্ছে। যেখানে এইচআইভি বাহকের সংখ্যা ২৮ মিলিয়নেরও বেশি। এর জন্য পর্নোগ্রাফিকে প্রধান দায়ী ভাবা হয়, যা উক্ত অঞ্চলে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

দুই. এইডস আক্রান্তের অর্ধেকই জানে না যে, তারা এ রোগে আক্রান্ত

আমেরিকার রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র (CDC) কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, প্রায় নয় লক্ষ আমেরিকান এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের অর্ধেকই জানে না যে, তারা এ রোগে আক্রান্ত অথবা জানলেও চিকিৎসা করতে আগ্রহী নয়। এর মানে হলো, চার লক্ষেরও অধিক এইডসবাহী মানুষ যৌনমিলন অথবা ইনজেকশন সুচ ব্যবহারের মাধ্যমে এইডস ছড়িয়ে দিচ্ছে!

বাস্তবতা হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এইডস রোগী ও এইচআইভি বহনকারীদের রেকর্ড রাখে না।

CDC বলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর এইডস রোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিবছর পনেরো শতেরও অধিক মার্কিন নাগরিক এইডস রোগে মৃত্যুবরণ করছে।

তিন. এইডস রোগ কী?

এইডস হলো বর্তমান বিশ্বের সেই ভয়ংকর মহামারি, যা মানুষের জীবনে বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং নির্বিচারে প্রাণ হরণ করে চলেছে।

এইডস একটি ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি রোগ, যা মানুষকে প্রভাবিত করে এবং ধীরে ধীরে মানবদেহে প্রাকৃতিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়।

এই রোগের সরাসরি কারণ হলো এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণ। এই রোগ সর্বপ্রথম ধরা পড়ে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে সমকামীদের মধ্যে। তারপর মাদকাসক্তদের মধ্যে যারা মাদক গ্রহণ করার সময় ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ব্যবহার করে। এরপর রক্ত পরীক্ষা না করে এইডস আক্রান্তদের রক্ত যাদের শরীরে স্থানান্তর করা হয়েছিল, তাদের মাঝে এইডস ধরা পড়ে।

বিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে এইডস বৈশ্বিক মহামারিতে রূপ নেয়।

যদিও এখনো পর্যন্ত সমকামীরা এই মারাত্মক রোগে আক্রান্তদের শীর্ষে আছে; কিন্তু ব্যভিচারী নারী-পুরুষের মাঝেও তা উল্লেখযোগ্য হারে সংক্রমিত হচ্ছে। এমনকি এইডস আক্রান্ত মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়ার সময় সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর শরীরেও এইডস সংক্রমিত হয়।

অনুরূপভাবে বিশ শতকের আশির দশকের শুরুর দিকে রক্ত পরীক্ষা না করে এইডস রোগীদের রক্ত নেওয়ার কারণেও অনেক সাধারণ মানুষ এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

সাধারণত এইডস সংক্রমণ হয় রক্ত, বীর্য, যোনি নিঃসৃত পানি ইত্যাদি শরীরের তরল পদার্থের মাধ্যমে। এইচআইভি ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করার পর শ্বেত রক্তকণিকার ওপর আঘাত হানে, যা প্রদাহ ও ক্যানসার রোগ প্রতিরোধে কাজ করে।

মানবিক সংগঠনগুলো শরীরে এইডসের প্রবেশকে পরমাণু বোমা ফেলার সাথে তুলনা করে।

এইডস এমন একটি দুরারোগ্য ব্যাধি, আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র যার জন্য এখনো কার্যকর চিকিৎসা আবিষ্কার করতে পারেনি। সাধারণত এইডসে আক্রান্ত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই রোগী মারা যায়। তবে বর্তমানে কয়েকটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যা কিছুটা কাজে আসলেও সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারে না।

২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত জাতিসংঘের সর্বশেষ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে :

'সম্ভবত এইডস প্রতিরোধের সবচেয়ে সফল ও কার্যকর ওষুধ হলো, এই রোগের প্রধান কারণসমূহ থেকে দূরে থাকা। সুতরাং অবৈধ যৌন সম্পর্ক, সমকামিতা এবং মাদক সেবন থেকে বেঁচে থাকাই এইডস সংক্রমণ রোধ করার সর্বোত্তম উপায়।'

এইচআইভি ভাইরাস সংক্রামিত মানুষের রক্ত, প্রজনন রস এবং বুকের দুধে বাস করে। এই তরল পদার্থসমূহ যখন কোনোভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে, তখন সাথে সাথে ভাইরাসও সংক্রমিত হয়। এ ছাড়াও রেকটাল ওয়াল, যোনিপ্রাচীর, মুখ ও গলার ভেতরের জায়গা অথবা দূষিত রক্তের সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমে এই ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

নিচে ভাইরাস সংক্রমিত হওয়ার কয়েকটি উপায় উল্লেখ করা হলো :

১. ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌনমিলন।

২. একটি ইনজেকশন সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত না করে একাধিক ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করানো।

৩. পরীক্ষা না করে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো।

৪. শরীরের কোনো ক্ষতস্থান দিয়ে ভাইরাসবাহী তরল পদার্থ শরীরে প্রবেশ করা।

৫. এইচআইভি আক্রান্ত মায়েদের শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় অথবা দুগ্ধপানের সময় আক্রান্ত হতে পারে।

ভাইরাসবাহী তরল শুকিয়ে গেলে, তা দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি আর থাকে না বললেই চলে।

যদিও পাশ্চাত্যের লোকজন এইডসের সংক্রমণ রোধে কনডম ব্যবহারের পরামর্শ দেয়, তবে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণ বলছেন যে, ভাইরাসটি সংক্রমিত

না হওয়ার একমাত্র শতভাগ নিশ্চিত উপায় হলো, সন্দেহজনক ভাইরাসবাহী লোকদের সাথে যৌনসংগম না করা।

অন্য শব্দে বলতে গেলে : তারা মূলত বলতে চাইছেন যে, এইডস থেকে বাঁচতে হলে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে হবে, যেখানে জিনা, ব্যভিচার ও সমকামিতা নিষিদ্ধ। সুতরাং প্রকৃত মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর কারোরই এইডস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নেই। কারণ, তাদের কেউই নিজের দাম্পত্য সঙ্গী ব্যতীত অন্য কারও সাথে যৌনসংগম করে না।

নিচের উপায়গুলো দ্বারা এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমিত হয় না :

— বাতাস, কাশি ও হাঁচি।

— স্পর্শ ও মুসাফাহা (করমর্দন), যদি সরাসরি ক্ষতস্থানের ওপর স্পর্শ করা না হয়।

— রান্নাবান্না ও পানাহারের যন্ত্র ও পাত্র দ্বারা।

— পোকামাকড় অথবা অন্য কোনো প্রাণী কামড়ালে এইচআইভি সংক্রমিত হয় না।

এইডস সংক্রমণের ঠিক কত দিন পর উপসর্গ দেখা দেবে, তার নির্ধারিত কোনো সময় নেই। আক্রান্ত ব্যক্তিদের একেকজনের মধ্যে একেক সময় উপসর্গ দেখা দেয়। অনেকের শরীরে কয়েক মাসের মধ্যে এইডসের উপসর্গ দেখা দেয়। আবার অনেকের শরীরে আক্রান্ত হওয়ার দুই বছর পর উপসর্গ প্রকাশ পায়।

চার. আরববিশ্বে এইডস

এইডসের বিস্তার শুধু পাশ্চাত্য ও আফ্রিকার দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র আরববিশ্বেও তা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে কিছু আরব সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের সরকারি পরিসংখ্যান প্রকাশ করে না। আরববিশ্বে এইডসের প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ দুটি :

প্রথম কারণ : অবৈধ যৌন সম্পর্কের বিস্তার।

দ্বিতীয় কারণ : সমাজে মাদক সেবনের বিস্তার।

মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় এইচআইভি বহনকারী মানুষের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচশ হাজার থেকে সাতশ পঞ্চাশ হাজার জন।

মরক্কোর সরকারি প্রতিবেদনসমূহ ইঙ্গিত করে যে, সেখানে এইডসসহ আরও বিভিন্ন যৌন সংক্রামক রোগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে, মোসাদ মরক্কোর এইডস আক্রান্ত পতিতাদের অন্যান্য আরব দেশে পাঠায়; যাতে সেখানেও এইডসের বিস্তার লাভ করে।

লিবিয়ার আদালত বেশ কয়েকজন চিকিৎসাকর্মীকে শাস্তি দিয়েছে, যাদের অধিকাংশই বুলগেরিয়ার বাসিন্দা। তাদের অপরাধ ছিল, চারশ'র বেশি লিবিয়ান শিশুর শরীরে তারা দূষিত রক্তের মাধ্যমে এইচআইভি প্রবেশ করিয়েছে।

মিশরে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি বলে মনে করা হচ্ছে।

সৌদি আরবে রাষ্ট্রীয় নিবন্ধিত এইডস আক্রান্তের সংখ্যা সাত হাজারের অধিক। আক্রান্তদের অধিকাংশই (৪৫%) অবৈধ যৌন সম্পর্কের কারণে আক্রান্ত হয়েছে। বাকি ২০% দূষিত রক্ত গ্রহণের ফলে, ২৭% অনির্দিষ্ট কারণে এবং ২% মাদক সেবনের কারণে আক্রান্ত হয়েছে। আক্রান্তদের বেশির ভাগের বয়স ১৫ থেকে ৪৯ বছরের মাঝামাঝি। সৌদি আরবে মোট আক্রান্তদের ৪১% জিদ্দা শহরের বাসিন্দা।

জর্ডানে ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এইডস ধরা পড়ে প্রায় এক হাজার মানুষের।

কিছু বাস্তবতা

- জাতিসংঘের এইডসবিরোধী কর্মসূচি সতর্ক করেছে যে, বিশ্বের জনসংখ্যার ৬০%-এর আবাসস্থল এশিয়া মহাদেশে এইডস বিস্তার লাভ করতে পারে, যার ফলে রোগটি আন্তর্জাতিক মহামারিতে পরিণত হবে।

- ড. বিউট বলেন, 'জাতিসংঘের এই সতর্কবাণী হালকাভাবে পড়ার সুযোগ নেই। সত্যি সত্যি এশিয়া এইডসের বিপর্যয় রোধে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনো একটির মুখোমুখি হচ্ছে। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে আফ্রিকার মতো অবস্থা হবে, যেখানে আক্রান্তের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেড়ে চলছে আক্রান্তদের মৃত্যুর হারও।'

- প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপে বিশেষ করে সমকামীদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিটেনে ২০০১ সাল নাগাদ এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৪ হাজার। ২০০৩ সালে এসে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজারে!

- একাধিক প্রতিবেদন নিশ্চিত করেছে যে, সারা বিশ্বে প্রতিদিন ১৪ লক্ষ মানুষ নতুনভাবে এইডস রোগে আক্রান্ত হয়।

- সাব-সাহারান আফ্রিকার কিছু দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ এইচআইভি আক্রান্ত।

- ইউক্রেনে ৩৯% কিশোর-কিশোরীরা এইডস সম্পর্কে শোনেনি অথবা বিশ্বাস করে না যে, এইডসের ভাইরাস 'অতিপ্রাকৃত' উপায়ে সংক্রমিত হতে পারে!!

- ২৪ জুন ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে জারি করা রিপোর্টমতে, উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহে এইডসের বিস্তার কমাতে ২২ হাজার মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন!!

- কিন্তু আমরা বলি, ইসলামের অনুশাসনসমূহ মেনে চলাই এইডসের বিস্তার ঠেকানোর সর্বোত্তম উপায়, যার জন্য হাজার হাজার মিলিয়ন ডলার ব্যয় করার কোনো প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় পর্ব : যৌন সংক্রামক রোগব্যাধি

আগেই স্পষ্ট হয়েছে যে, ব্যভিচার এবং সমকামিতা অনেক মারাত্মক রোগ এবং মহামারি সৃষ্টি করে, যার তীব্রতা ও জটিলতা সাধারণ রোগব্যাধি ও মহামারির চেয়ে ঢের বেশি।

যৌন সংক্রামক রোগ প্রধানত ব্যভিচার, সমকামিতা এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্কের সাথে সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে, বিয়ে কোনো ধরনের যৌনরোগ সৃষ্টি করে না, যতক্ষণ সম্পর্ক শুধু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই থাকে এবং তাদের কেউই নিজের দাম্পত্য সঙ্গী ছাড়া কারও সাথে যৌন সম্পর্ক করে না।

Medical clinics of North America ম্যাগাজিনে গবেষকদের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে ২৫-এর চেয়ে অধিক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত হয়। অর্থাৎ ব্যভিচার ও সমকামিতার ফলে ২৫টির বেশি রোগ সৃষ্টি হয়। Amj obstet gyn ম্যাগাজিনে প্রকাশিত অন্য একটি নিবন্ধে বলা হয়েছে, গবেষকরা বলেছেন যে, প্রতিবছর আমেরিকায় তিন মিলিয়ন কিশোর-কিশোরীসহ বারো মিলিয়নের অধিক মানুষ যৌন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়।

গত বিশ বছরে আটটি নতুন জীবাণু আবির্ভূত হয়েছে, যা নতুন ধরনের যৌনরোগ সৃষ্টি করে। রাসুল ﷺ কি হাদিসে এটাই বলে গিয়েছেন?

তিনি বলেন :

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا

'যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে, তখন তাদের মাঝে মহামারি আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হবে। আর এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হবে, যা পূর্বেকার লোকের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।'[১১২]

---

১১২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০১৯, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৬২৩।

এসব যৌনরোগ পৃথিবীর অর্থনীতির জন্য কতটা ভয়ংকর দেখো! সাম্প্রতিক কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান বলছে, যৌন সংক্রামক রোগের চিকিৎসার পেছনে শুধু আমেরিকার বার্ষিক খরচ হয় দশ বিলিয়ন ডলার!

১. গনোরিয়া

গনোরিয়া বিশ্বের সবচেয়ে অধিক বিস্তার লাভকারী যৌনবাহিত রোগগুলোর অন্যতম। আমেরিকান ম্যাগাজিন Medical clinics of North America এর তথ্যমতে, পৃথিবীতে প্রতিবছর ৬২ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্তের অর্ধেক ঘটনা সংঘটিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, যেখানকার থাইল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলে অসংখ্য পর্যটক আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ উপায়ে যৌনবৃত্তি চরিতার্থ করতে যায়। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গনোরিয়ায় আক্রান্ত হয় ২৫ মিলিয়নেরও অধিক নারী-পুরুষ।

এই রোগ প্রধানত সংক্রমিত হয় অবৈধ যৌনমিলনের মাধ্যমে। তবে অবৈধ প্রেমিক-প্রেমিকার গভীর আলিঙ্গন ও চুম্বনও এই রোগের সংক্রমণ ঘটাতে পারে। এ রোগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, যোনি বা মূত্রনালীতে পুঁজের উপস্থিতি এবং প্রস্রাব করার সময় তীব্র ব্যথা।

গনোরিয়া ব্যভিচার এবং অন্যান্য অবৈধ যৌন সম্পর্কের কারণে সৃষ্টি হয়। এবং এটি পুরুষদের ইউরেথ্রাইটিস (মূত্রনালীর প্রদাহ) এবং মহিলাদের জরায়ুর প্রদাহের অন্যতম প্রধান কারণ। মহিলাদের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী শ্রোণি প্রদাহজনিত রোগ, বন্ধ্যাত্ব, অ্যাক্টোপিক গর্ভাবস্থা এবং দীর্ঘস্থায়ী শ্রোণি ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে। গনোরিয়া হলে পুঁজে ভরা স্রাব বের হয়, প্রস্রাব করার সময় তীব্র ব্যথা ও জ্বলন অনুভূত হয়।

২. জেনিটাল হার্পিস

জেনিটাল হার্পিস সৃষ্টি হয় যৌন সম্পর্ক অথবা আক্রান্ত স্থান বা ঠোঁট ও মুখের স্পর্শের মাধ্যমে সংক্রমিত ভাইরাসের কারণে। এটি আক্রান্ত পুরুষ ও মহিলার যৌনাঙ্গে তীব্র বেদনাদায়ক ফোসকা সৃষ্টি করে। এই রোগের লক্ষণ দুই সপ্তাহ

বা এক মাস স্থায়ী হয় এবং তারপর দুই সপ্তাহ বা এক মাস পর অদৃশ্য থেকে আবার দৃশ্যমান হয়। এভাবে অনেক বছর পর্যন্ত ভাইরাসের আক্রমণ চলতে থাকে। যখন জেনিটাল হার্পিসের ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে, তখন ভাইরাস তাকে এভাবে আঘাত করতে থাকে যে, সে অস্থির হয়ে যায়। যার ফলে রোগীর মানসিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর পাঁচশ হাজার মানুষ জেনিটাল হার্পিসে আক্রান্ত হয়। বর্তমানে সেখানে এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৩০ মিলিয়নেরও বেশি। গবেষকগণ আরও উল্লেখ করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগের প্রকোপ দিনদিন আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. সিফিলিস

সিফিলিস মূলত সৃষ্টি হয় ব্যভিচার, সমকামিতা প্রভৃতি অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে। অনুরূপভাবে আক্রান্ত ব্যক্তির ঠোঁট চুম্বন করার ফলেও এই রোগ সংক্রমিত হয়। শরীরে এমন অঙ্গ খুব কমই আছে, যা সিফিলিসে আক্রান্ত হয় না। সিফিলিস সৃষ্টিকারী জীবাণুকে 'ট্রেপোনেমা প্যালিডাম' বলে।

এই রোগের প্রথম লক্ষণ হলো, যৌনমিলনের পর সে স্থানে একটি কঠিন ঘা দৃশ্যমান হওয়া, যা ১০-৯০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সিফিলিস দুই পদ্ধতিতে দৃশ্যমান হয় : তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী। প্রথম তীব্ররূপে সিফিলিস দেখা দেয়। তখন দ্রুত চিকিৎসা না করলে তা দীর্ঘস্থায়ীতে রূপ নেয়। অতঃপর কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের প্রতিটি অঙ্গে ছেয়ে যায় এবং ঘায়ের সৃষ্টি করে।

Medical clinics of North America ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান বলছে, সিফিলিস মহামারি এখন রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সিফিলিস সংক্রমণের হার ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে আগে প্রতি এক লাখের মধ্যে মাত্র চারজন সিফিলিসে আক্রান্ত হতো, সেখানে এখন প্রতি এক লাখের মধ্যে ২৬৩ জন এ মারাত্মক যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

৪. ট্রাইকোমোনিয়াসিস

ট্রাইকোমোনিয়াসিস ভ্যাজাইনালিস একটি পরজীবী সংক্রমিত রোগ, যা মহিলাদের মধ্যে অধিক হারে দেখা যাওয়া যৌনবাহিত রোগসমূহের অন্যতম। সর্বশেষ পরিসংখ্যানমতে, বিশ্বের ১৭০ মিলিয়ন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত।

এই পরজীবী যোনি, জরায়ু ও মূত্রাশয়ে প্রদাহ সৃষ্টি করে। মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা এ রোগে কম আক্রান্ত হলেও অনেক পুরুষের মাঝে এই পরজীবী সংক্রমিত হয়। তখন তাদের মূত্রনালী বা প্রোস্টেটে প্রদাহ সৃষ্টি হয়। অন্যান্য যৌনবাহিত রোগের মতো এই পরজীবী সংক্রমণের কারণও অবৈধ যৌন সম্পর্ক।

৫. শ্রোণি প্রদাহ রোগ

মহিলাদের শ্রোণি প্রদাহজনিত রোগ মহিলাদের প্রজনন-ব্যবস্থাকে তীব্রভাবে আঘাত করে, অর্থাৎ জরায়ু, ডিম্বাশয় ও শ্রোণির অন্যান্য অঙ্গসমূহকে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত করে। এই রোগ প্রধানত অবৈধ যৌনমিলনের মাধ্যমে প্যাথোজেনিক জীবাণু সংক্রমণের কারণে সৃষ্টি হয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের সমাজে প্রায়শই এমন হয় যে, পুরুষ অন্য মেয়ের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক করে গনোরিয়া ও অন্যান্য যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হয় এবং তারপর নিজের পূতপবিত্র স্ত্রীর শরীরে তা স্থানান্তর করে দেয়। ফলে কোনো পাপ ও অপরাধ ছাড়াই স্ত্রী দীর্ঘস্থায়ী শ্রোণি প্রদাহজনিত রোগে ভুগতে থাকে। শ্রোণিতে শুরু হয় মর্মান্তিক জ্বালা-যন্ত্রণা। ঘুরে বেড়াতে হয় ডাক্তারদের দ্বারে দ্বারে।

কিন্তু পশ্চিমা সমাজে সরাসরি নারীরাই ব্যভিচার করার ফলে শ্রোণি প্রদাহজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৫ মিলিয়ন নারী শ্রোণির ব্যথাজনিত কারণে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয় এবং প্রতিবছর দুই লক্ষ নারী হাসপাতালসমূহের জরুরি ওয়ার্ডে ভর্তি হয় এই একই রোগের কারণে।

শ্রোণি প্রদাহজনিত রোগের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক ব্যয় ৫ বিলিয়ন ডলার।

১. ক্ল্যামাইডিয়াল ইউরেথ্রাইটিস

ক্ল্যামাইডিয়াল ইউরেথ্রাইটিস এমন একটি মারাত্মক যৌনবাহিত রোগ, যা মূত্রনালীতে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গ থেকে পুঁজমিশ্রিত রস বের করে। অবৈধ যৌন সম্পর্কের কারণে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে।

এটি বিশ্বে বহুল বিস্তার লাভ করা একটি যৌন সংক্রামক রোগ। প্রতিবছর বিশ্বে ৮৯ মিলিয়ন মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়। এটি বন্ধ্যাত্ব, দীর্ঘস্থায়ী শ্রোণি প্রদাহ এবং মহিলাদের অ্যাক্টোপিক (জরায়ুর বাইরে গর্ভধারণ) গর্ভাবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ। এই রোগের কারণে আমেরিকার বার্ষিক ব্যয় হয় ২ বিলিয়ন ডলার।

কিশোর-কিশোরীদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। এ ছাড়াও, যারা বিয়ে করে না অথবা অনিয়ন্ত্রিত যৌনতা চর্চা করে, তারাও এই রোগে সংক্রমিত হওয়ার প্রবল ঝুঁকি আছে। পূর্ব থেকে অন্য কোনো যৌনবাহিত রোগ থাকলেও এই রোগে সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫-২৫% মার্কিন তরুণী ক্ল্যামাইডিয়াল ইউরেথ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত। যেসব মহিলা গাইনোকোলজিক্যাল ক্লিনিকে ঘন ঘন আসে, তাদের অধিকাংশের দেহে এই রোগ সংক্রমিত হয়।

আমেরিকায় বিবাহিত লোকদের মাত্র ১% এ রোগে আক্রান্ত হয়, যেখানে ডিভোর্সিদের ৪% এবং অবিবাহিতদের ৭% এর দ্বারা সংক্রমিত হয়।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, যে দেশগুলোতে অবাধ যৌন স্বাধীনতা আছে এবং এ ক্ষেত্রে তারা ধর্ম ও আল্লাহর শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয় না, সে দেশগুলোতেই সবচেয়ে বেশি যৌনবাহিত রোগ বিস্তার লাভ করেছে। তাদের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ এর বিস্তারকে কোনোভাবেই ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। যেমন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ, যেমন : ভারত, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ইত্যাদি।

এ ছাড়াও, আফ্রিকা মহাদেশের কিছু দেশ যেমন : জায়ার, কেনিয়া, মধ্য আফ্রিকা এবং খ্রিষ্টবাদ প্রচারের কারণে যেসব অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ইসলাম

থেকে ধর্মান্তরিত হয়েছে সেসব দেশে সবচেয়ে বেশি যৌনবাহিত রোগ বিস্তার লাভ করেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো এইডস। আফ্রিকার অন্যান্য দেশগুলোতে যখন বিপজ্জনক হারে এইডস ও অন্যান্য যৌনবাহিত রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে, ঠিক সে সময় সেনেগালে এইডস আক্রান্তের হার সর্বনিম্ন। এর একটাই কারণ, তা হচ্ছে সেখানকার অধিকাংশ জনগণ মুসলিম।

অধিকাংশ যৌনবাহিত রোগ স্বামী থেকে স্ত্রীতে, স্ত্রী থেকে স্বামীতে স্থানান্তরিত হয়। ফলে তাদের নিষ্পাপ শিশুদের মাঝেও কোনো অপরাধ ছাড়াই এইডস, সিফিলিসসহ নানা রকমের ভয়ংকর যৌনবাহিত রোগ সংক্রমিত হয়।

আবারও বলছি, এসব মহামারি থেকে বিশ্ববাসীকে বাঁচাতে হলে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা এবং অশ্লীলতা ত্যাগ করার কোনো বিকল্প নেই। অনেক বছর আগে থেকেই রাসুল ﷺ আমাদের সে কথাই বলে গিয়েছেন :

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ، وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا

'যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে, তখন তাদের মাঝে মহামারি আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হবে। আর এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হবে, যা পূর্বেকার লোকের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।'[১১৩]

মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

'অশ্লীল কাজের কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য।'[১১৪]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

---

১১৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০১৯, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৬২৩।
১১৪. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১৫১।

'আর জিনার নিকটবর্তী হোয়ো না; তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।'[১১৫]

কনডম বা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করার মাধ্যমে যৌনবাহিত রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব নয়। যৌনবাহিত রোগের বিস্তার ঠেকাতে পশ্চিমা দুনিয়ার কেউ কেউ কেবল একজনের সাথে প্রেম করার কিংবা কেবল একজন বন্ধু/বান্ধবীর সাথে যৌন সম্পর্ক করার পরামর্শ দেয়। এর দ্বারাও যৌনবাহিত রোগসমূহ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এ সমস্যার মাত্র একটাই সমাধান আছে, সেটি হলো 'ইহসান' তথা সতীত্ব সুরক্ষিত রাখা। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে এই শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

'এবং (হারাম করা হয়েছে) নারীদের মধ্য থেকে সধবাদেরকে, তবে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত।'[১১৬]

আরেক জায়গায় বলেন :

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

'যদি তোমরা তাদের বিয়ে করার জন্য মোহর প্রদান করো, প্রকাশ্য ব্যভিচারের জন্য নয়।'[১১৭]

'ইহসান' অবলম্বন তথা সতীত্ব সুরক্ষিত রাখার সর্বপ্রথম উপায় হলো ইমান ও ইসলাম। কেননা, কোনো ব্যক্তির মাঝে যদি শক্ত ইমান থাকে, তাকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়া দান করেন। তাকওয়া হলো, আল্লাহ তাআলা যা হারাম করেছেন এবং যা করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এমন সব বিষয় থেকে বিরত থাকা।

---

১১৫. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৩২।
১১৬. সুরা আন-নিসা, ৪ : ২৪।
১১৭. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৫।

সতীত্ব সুরক্ষিত রাখার দ্বিতীয় উপায় হলো, বিয়ে করা।

ইসলাম সতীত্ব সুরক্ষিত রাখা তথা চারিত্রিক নিষ্কলুষতা ধরে রাখার প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয়। হৃদয়ের পবিত্রতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা থেকে দূরে থাকা, দৃষ্টি সংযত রাখা, সৌন্দর্য প্রদর্শন না করা, জিনার প্রতি নিয়ে যায় এমন সব বিষয় থেকে দূরে থাকা, অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যায় এমন সব যোগাযোগ মাধ্যম থেকে নিজেকে দূরে রাখা...এ সবই 'ইহসান' তথা সতীত্ব সুরক্ষিত রাখার অন্তর্ভুক্ত।

'ইহসান' বা সতীত্ব সুরক্ষিত রাখার জন্য আরও প্রয়োজন হলো অশ্লীলতার সকল ধরন থেকে দূরে থাকা। যেমন : সিনেমা, থিয়েটার, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং অনেক মুসলিমপ্রধান দেশেও সুইমিং পুলের নামে যে অশ্লীলতার চর্চা হচ্ছে, তা থেকে দূরে থাকা।[১১৮]

উল্লিখিত দুটি বিষয় (ইমান ও ইহসান) নেই বলেই আজ পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থা এতটা করুণ। American journal of obstet ম্যাগাজিনে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি নিবন্ধন বলছে, বর্তমান আমেরিকা ও ইউরোপে দুটি ভয়ংকর মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে : যৌনবাহিত রোগ ও অবৈধ গর্ভধারণ (Illegal pregnancy)।

নিবন্ধের লেখক মনে করেন, এই দুই মহামারি থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলি বর্তমান আমেরিকান জনগণের জন্য সবচেয়ে গুরুতর সমস্যাগুলোর অন্যতম। অবস্থা এমন হয়েছে যে, বর্তমানে প্রতিবছর নয় লক্ষেরও বেশি মার্কিন তরুণী অবৈধভাবে (বিবাহবহির্ভূত যৌন-সংগমের কারণে) গর্ভবতী হয়।

Pediatric clinics of North America ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, আমেরিকার উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের এক-তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রী মদ পান করে, ২৫% শিক্ষার্থী গাঁজা সেবন করে এবং ১৬% শিক্ষার্থী অন্যান্য মাদক সেবন করে!

---

১১৮. বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন উসতাজ ড. মুহাম্মাদ ইল আল-বার রচিত 'আল-আমরাজ আল-জিনসিয়্যাহ : আসবাবুহা ওয়া ইলাজুহা'।

সুতরাং যারা মার্কিন সভ্যতার মিথ্যাচারে প্রবঞ্চিত এবং ভবিষ্যতের নিজ ছেলেমেয়েদের আমেরিকা পাঠানোর স্বপ্ন দেখছে, তাদের এখন থেকেই সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত। নাহলে মার্কিন সভ্যতার মিথ্যা প্রলোভনে পড়ে উল্লিখিত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া কোনো গতি নেই।

আমেরিকার একাধিক পরিসংখ্যান অনুসারে, ৩৬% মার্কিন তরুণ-তরুণী অভিভাবকদের বিরুদ্ধে তাদেরকে মাদকের অপকারিতা সম্পর্কে সতর্ক না করার অভিযোগ করে।

অন্য একটি গবেষণা নিশ্চিত করেছে যে, আমেরিকার উচ্চ-মাধ্যমিকের ৪০% শিক্ষার্থী কোনো না কোনোভাবে নিষিদ্ধ ড্রাগ সেবন করে। CDC-এর রিপোর্টমতে, সেখানে এই মহামারি (শিক্ষার্থীদের মাদক সেবন) দিনদিন বেড়ে চলেছে।

অত্যন্ত পরিতাপের ব্যাপার হলো, আমাদের অসংখ্য মুসলিম যুবক-যুবতির মাঝে পশ্চিমাদের অনুসরণ-প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তারা কোনো বাছবিচার না করে এবং সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কা না করেই চোখবুজে পশ্চিমাদের অনুসরণ করে যাচ্ছে!

আসলে রাসুল ﷺ সত্যই বলেছেন :

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ

'তোমরা তোমাদের আগের লোকদের নীতি-আদর্শ বিঘতে বিঘতে হাতে হাতে (পুরোপুরিভাবে) অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে ঢুকে পড়ে, তোমরাও সেখানে ঢুকে পড়বে।'

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা বললাম, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনি কি (আমাদের আগের লোক বলতে) ইহুদি-নাসারাদের বুঝিয়েছেন?' রাসুল ﷺ বললেন, (فَمَنْ) 'তারা ছাড়া আর কারা?'[১১৯]

---

১১৯. সহিহুল বুখারি : ৩৪৫৬, সহিহু মুসলিম : ২৬৬৯।

হাকিমের বর্ণনায় এসেছে :

لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ بِالطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ

'তোমরা আগের লোকদের বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে (পুরোপুরি) অনুকরণ করবে। এমনকি তাদের কেউ যদি গুইসাপের গর্তে ঢুকে পড়ে, তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। তাদের কেউ যদি রাস্তার মধ্যে স্ত্রীর সাথে যৌনসংগম করে, তোমরাও তা-ই করবে।'[১২০]

তৃতীয় পর্ব : সমকামিতা

পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রায়ই মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, সমকামিতা একটি সহজাত বিষয়। এমনকি বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ পুরুষে পুরুষে বিয়ে করাকে বৈধতা দিয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, যারা সমকামিতাকে বৈধ মনে করে না, তাদের প্রত্যেককে সমকামবিদ্বেষে (Homophobia) আক্রান্ত বলে আখ্যায়িত করে। এমনকি 'সমকামবিদ্বেষী' অপবাদ(?)-কে অসম্মানজনক মনে করা হয় পশ্চিমা সমাজে! অবস্থা এমন হয়েছে যে, অনেক মানুষ সমকামিতাকে অপছন্দ করলেও তার বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করে, পাছে আবার 'হোমোফোবিয়া'র দুর্নাম রটে যায়!

শুধু এতটুকুই নয়; বরং আমেরিকার আইন মনোচিকিৎসকদের ওপর সমকামপ্রবণতার চিকিৎসা করতে এবং সমকামীদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে! অর্থাৎ আমেরিকার আইন অনুসারে সমকামিতা মানসিক ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত নয়। ফলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞগণের এ নিয়ে ভাবার অনুমতি নেই।

---

১২০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৮৪০৪।

১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সমকামিতা মানসিক ব্যাধির তালিকাভুক্ত ছিল। মানসিক ব্যাধিসম্পর্কিত আমেরিকাসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশের সমন্বিত সংগঠন DSM-5 এর তালিকায়ও মানসিক রোগ হিসেবে সমকামিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কিন্তু সমকামীদের অধিকারসংবলিত সংগঠনগুলো প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে জোরালো আপত্তি জানিয়ে আসছিল। যার ফলে সমকামিতা সম্পর্কে DSM-5 এর অবস্থান পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে এমন কাউকে রাখা হয়নি, যারা সমকামিতার ঘোর বিরোধী ছিল। কমিটি অভূতপূর্ব গতিতে সমকামিতাকে মানসিক ব্যাধিসমূহের গুরুত্বপূর্ণ এ তালিকা থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এত সব সত্ত্বেও উভয়পক্ষ নিজ নিজ দাবি সত্য প্রমাণের জন্য তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা জারি রাখে। তারই ধারাবাহিকতায় আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে প্রখ্যাত মনোচিকিৎসক ড. রবার্ট স্পিটজারের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল টিম সমকামীদের একটি দল নিয়ে গবেষণা এবং তাদের যৌন প্রবণতার পরিবর্তন সম্পর্কে জানার পর ঘোষণা করে যে, একসময় যারা সমকামী ছিল, তাদের ৬৮% যৌনচর্চা ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আর তাদের ৭৫% পুরুষ ও ৫০% নারী স্বাভাবিকভাবে বিয়ে করেছে।[১২১]

জানা যায় যে, এই মেডিক্যাল রিসার্চ টিমের নেতা সেই ব্যক্তি, যিনি ১৯৭৩ সালে মানসিক রোগের তালিকা থেকে সমকামিতাকে অপসারণ করার জন্য লড়াই করেছিল। মানসিক রোগ হিসেবে সমকামিতার নাম বাদ দিয়ে তাকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে মেনে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত কমিটি নিয়েছিল, তিনিই ছিলেন তার মূল হোতা।[১২২]

---

১২১. অর্থাৎ সমকামিতা একটি মানসিক ব্যাধি। যে সময় তারা এ ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল, তখন তাদের যে সমকামী মানসিকতা ছিল, তা ছিল একটি মানসিক রোগ। পরবর্তী সময়ে সে রোগ থেকে তাদের অধিকাংশই সুস্থতা লাভ করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

১২২. আশ-শুজুজ আল-জিনসি : আমরাজ ওয়া ইলাজ, ড. নাদিয়া আল-আওজি।

আল্লাহর কী কারিশমা! যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়কে মানুষের সহজাত স্বভাব আখ্যা দিয়ে আল্লাহকে মানুষের সহজাত স্বভাব থেকে বাধা দানকারী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করেছিলেন, সেই তিনি এবং তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রায় ৩০ বছর পর মেনে নিয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরাতই সত্য এবং তিনি মানুষকে কোনো সহজাত বিষয় থেকে বারণ করেননি। যে নিষিদ্ধ বিষয়কে মানুষ সহজাত মনে করে, আসলে তা সহজাতই নয়।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

> 'যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।'[১২৩]

সমকামী মানসিকতা থেকে যারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, তাদের বক্তব্য হলো, তাদের যৌন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হওয়ার প্রক্রিয়া বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুই বছরের বেশি সময় নিয়েছে। এই পরিবর্তনের পেছনে মৌলিকভাবে কাজ করেছে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস—যা সমকামিতাকে নিষিদ্ধ মনে করে—এবং সমকামী সম্পর্কের ব্যাপারে মানসিক অস্থিতিশীলতা।

অপরদিকে আমেরিকার আরেকজন বিজ্ঞানী ডিন হ্যামার অদ্ভুত একটি গবেষণা সামনে নিয়ে আসেন, যা গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচার করা হয়। তাতে তিনি দাবি করেন যে, তিনি ৪০ জন সমকামীদের জিন পরীক্ষা করে তাদের ৩৩ জনের এক্স ক্রোমোজোমে একটি স্বতন্ত্র জেনেটিক চিহ্ন লক্ষ করেছেন। সমকামিতার অধিকার নিয়ে সোচ্চার গণমাধ্যমগুলো এটাকে 'সমকামীদের জিনগত পার্থক্য আবিষ্কার' বলে সারা বিশ্বে ঢোল পিটিয়েছিল; যাতে সমকামিতাকে একটি সহজাত বিষয় হিসেবে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী ডিন হ্যামারের উক্ত দাবির সত্যায়ন করেননি।

এমনকি যদিও কোনোদিন এটা প্রমাণ হয় যে, কোনো কোনো মানুষের শরীরে সমকামিতার বংশগত যোগ্যতা রয়েছে, তার মানে কক্ষনো এটা হবে না যে, তাকে অনিবার্যভাবে সমকামিতায় ভুগতে হবে। যেমন : অনেক মানুষের মাঝে

১২৩. সুরা আল-মুলক, ৬৭ : ১৪।

বংশগতভাবে করোনারি হৃদরোগের যোগ্যতা থাকে, তাহলে কি তারা অবশ্যই এ রোগে আক্রান্ত হয়? যদি তারা ধূমপান থেকে বিরত থাকে, অধিক চর্বিজাতীয় খাবার থেকে বেঁচে থাকে এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করে, তখন তাদের করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দুর্বল হয়ে যায়।

এক. সমকামিতা কি মানুষের সহজাত বিষয়?

উত্তর : 'না।' শাইখ ড. ইউসুফ কারজাবি বলেন :

এই নিকৃষ্ট কর্মটির সাথে লুত ﷺ-এর সম্প্রদায়ের পূর্বে মানবসভ্যতা পরিচিত ছিল না। কুরআনের ভাষায় তা স্পষ্ট :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

'স্মরণ করুন লুতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, "তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি।"'[১২৪]

এরাই সর্বপ্রথম সমকামিতা শুরু করেছিল। তাদের নবি এই অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে তাদের কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তারা নবির কথায় কর্ণপাত করেনি। অবশেষে পৃথিবীকে তাদের অপকর্ম থেকে পবিত্র করার জন্য তাদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। পবিত্র কুরআন তাদের পরিণতি সম্পর্কে বলে :

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ - مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

'অতঃপর যখন আমার আদেশ আসলো, তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের ওপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পাথরের

---

১২৪. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ২৮।

কঙ্কর। যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। তা (লুত ﷺ-এর সম্প্রদায়ের জনপদ) জালিমদের থেকে দূরে নয়।'[১২৫]

দুই. সমকামিতার বিপর্যয়

নিষিদ্ধ যৌন সম্পর্কসমূহের পরকালীন কঠোর শাস্তি তো আছেই, তার আগে দুনিয়াবি শাস্তিও আছে। তা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কষ্টদায়ক যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়া। যেহেতু সমকামিতা প্রায়ই মাদক সেবনের সাথে যুক্ত, তাই এতে রোগব্যাধির ঝুঁকি আরও তীব্র।

ড. নাদিয়া আল-আওদি সমকামিতা সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন যে, সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী সমকামীদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ রোগ হলো :

১. এইডস

আমেরিকার রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থা (CDC)-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনমতে, আমেরিকায় যারা এইডস রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের অধিকাংশই সমকামী পুরুষ।

৭৫৪১০৩ জন এইডস রোগীর মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে ৩৪৮৬৫৭ জন সমকামী, ১৮৯২৪২ জন ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবী এবং বাকি ৪৭৮২০ জন একইসাথে সমকাম ও ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদকসেবনে জড়িত।

এইডস আক্রান্তদের মধ্যে সমকামীদের প্রাধান্য শুধু আমেরিকায় নয়; বরং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ রিপোর্ট ইঙ্গিত দেয় যে, নেদারল্যান্ডে ৬৮.৬% এবং ব্রিটেনে ৬৫.৮% এইডস রোগী সমকামী।

এই সব ঘটেছে তথাকথিত নিরাপদ যৌনমিলনের জন্য ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচি সত্ত্বেও। আসলেই তারা যতই নিরাপদ যৌনমিলনের পদ্ধতি আবিষ্কার

---

১২৫. সুরা হুদ, ১১ : ৮২-৮৩।

করুক, কোনোটিই কাজে আসবে না। কারণ আল্লাহর নাফরমানি কখনো নিরাপদ হতে পারে না। আল্লাহ বলেন :

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

'তারা কি আল্লাহর কৌশলের ভয় রাখে না? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর কৌশল থেকে নিজেদের নিরাপদ মনে করে না।'[১২৬]

২. মানসিক ভারসাম্যহীনতা

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহে সমকামিতা চর্চা এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতার মধ্যে গভীর সম্পর্কের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে।

Archives of general psychiatry ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি ম্যাগাজিনে উল্লেখ করা হয়েছে, গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে, সমকামী পুরুষরা সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনগুণ বেশি মানসিক অস্থিতিশীলতায় আক্রান্ত হয়, যা পুরো এক বছরেরও বেশি সময় ধরে স্থায়ী হয়। অনুরূপভাবে সমকামী মহিলারাও সাধারণ মহিলাদের চেয়ে চারগুণ বেশি মানসিক অস্থিতিশীলতায় ভোগে।

এ সকল গবেষণা সমকামীপ্রেমীদের সেই অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করে, যারা দাবি করে যে, সমকামীদের মানসিক অস্থিতিশীলতায় ভোগার কারণ হলো, তাদের প্রতি সমাজের বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি; সমকামিতা তাদের মানসিক অস্থিতিশীলতার কারণ নয়।

শুধু তাই নয়, Archives of general psychiatry ম্যাগাজিনেরই আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সমকামীদের মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা সাধারণ মানুষের চেয়ে ছয় গুণ বেশি।

---

১২৬. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৯৯।

৩. পায়ু ক্যানসার

পায়ু ক্যানসার বিশেষভাবে সমকামী পুরুষদের মধ্যে দেখা যায়। কীভাবে এ রোগ সৃষ্টি হয়, তার কয়েকটি তত্ত্ব রয়েছে, যার মধ্যে সর্বশেষ তত্ত্ব হলো : সমকামীদের মধ্যে পাওয়া যাওয়া এইচপিভি (Human Papilloma Virus) নামে একটি বিশেষ ভাইরাস দ্বারা প্রদাহজনক সংক্রমণ অনুসরণ করে মলদ্বারের ক্যানসার সৃষ্টি হয়।

সাম্প্রতিক একটি চিকিৎসা গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৩৮% সমকামী পুরুষ এইচপিভি (Human Papilloma Virus) ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত, যা অস্বাভাবিক যৌন অভ্যাসের মাধ্যমে তাদের দেহে সৃষ্টি হয় এবং পরস্পর সংক্রমিত হয়। এই ভাইরাসের কোনো অ্যান্টিভাইরাস নেই বিধায় এ থেকে সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না। মারাত্মক এ ভাইরাস ধীরে ধীরে পায়ু ও লিঙ্গ ক্যানসার সৃষ্টি করে। ফলে পায়ু ও লিঙ্গ ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার হার স্বভাবকামী লোকদের চেয়ে সমকামী লোকদের মাঝে পাঁচ গুণ বেশি।

৪. অস্বাভাবিক যৌন অভ্যাসের ফলে সৃষ্ট অন্যান্য যৌন সংক্রামক রোগ

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৫৫% সমকামী লোক পায়ুপথে গনোরিয়ায় (Gonorrhea) আক্রান্ত হয়। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, সিফিলিস (Syphilis) রোগে আক্রান্তদের ৮০%-ই সমকামী এবং সমকামীদের এক-তৃতীয়াংশ হারপিস ভাইরাস (Herpes Simplex Virus) দ্বারা আক্রান্ত।

চতুর্থ পর্ব : একটি মারাত্মক গোপন অভ্যাস (হস্তমৈথুন)

শাইখ আলি তানতাবি ﷺ-কে হস্তমৈথুন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দিলেন :

আল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে দুই ধরনের সহজাত প্রবৃত্তি স্থাপন করেছেন। প্রথমটি আমাদের দেহে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে কাজ করে। খাবারের ক্ষুধা ও পানির তৃষ্ণা এই প্রবৃত্তির প্রমাণ বহন করে। দ্বিতীয় সহজাত প্রবৃত্তি হলো যৌনতা। কামোত্তেজনা এ প্রবৃত্তির আলামত। এই দ্বিতীয় প্রবৃত্তিই হলো আমাদের উৎপাদন বা প্রজননশক্তি। যেভাবে গ্যাস ও বিদ্যুতের শক্তি কারখানা পরিচালনা করে বিভিন্ন ধরনের বস্তু উৎপাদন করে, সেভাবে মানবদেহের এই শক্তিও নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় কাজ করে মানবপ্রজন্ম উৎপাদন করে। সুতরাং এই শক্তিকে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে মাটিতে ফেলে দেওয়া কোনোভাবেই উচিত নয়।

শরিয়তের বিধানের দিকে না গিয়ে লজিক্যালি হস্তমৈথুন খারাপ না ভালো, তা জানার জন্য একটি মূলনীতি জেনে নাও। তা হলো, কোনো কাজ খারাপ না ভালো, তা নির্ণয় করতে হলে কাজটিকে সমাজে ব্যাপক করে দিয়ে কল্পনা করো। তারপর ফলাফল ভালো হলে কাজটি ভালো, খারাপ হলে খারাপ। এবার হস্তমৈথুনকে সমাজে ব্যাপক করে দিয়ে কল্পনা করা যাক। হস্তমৈথুন যদি যুবক-যুবতিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে নিশ্চয় বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে প্রজনন বন্ধ হয়ে উম্মাহর জনসংখ্যা কমে যাবে। তো ফলাফল একদম স্পষ্ট : হস্তমৈথুন নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাপ ও অবৈধ কাজ।

যুবকদের উদ্দেশে একটি বিশেষ উপদেশ

বিয়ে করে ফেলো। সম্ভব না হলে রোজা রাখো। কারণ, রোজা সাময়িকের জন্য যৌন আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত রাখে। প্রত্যেক এমন বিষয় থেকে দূরে থাকো, যা যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। যেমন : ফিল্ম, নাটক, ছবি, গান, নোংরা কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে একশ হাত দূরে থাকবে। কারণ, এগুলো তোমার সুপ্ত যৌনবাসনাকে ধীরে ধীরে নাড়া দিতে দিতে চূড়ান্তভাবে জাগিয়ে তুলবে।

যদি তুমি তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারো, তাহলে সেটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। যেহেতু তাকওয়া তোমাকে সব ধরনের অপকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখবে, তাই হস্তমৈথুনের চাহিদাও সৃষ্টি হবে না তোমার মাঝে। হস্তমৈথুন না করলে তোমার স্বপ্নদোষ হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এতে ঘাবড়াবে না। বরং তা তোমার জন্য উপকারী। কারণ, এর মাধ্যমে তুমি স্বাদও পেলে, আর কোনো গুনাহ ও ক্ষতিও হলো না! সুতরাং হে ভাই, ক্ষতিকর হস্তমৈথুনের দিকে না গিয়ে স্বপ্নদোষ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো।[১২৭]

অতিরিক্ত মাত্রায় হস্তমৈথুনের ফলে এতে আসক্তি ধরে গেলে প্রজননতন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রোস্টেট গ্রন্থিতে প্রচণ্ড ব্যথা ও প্রদাহ।

এ ছাড়াও, কেউ যদি হস্তমৈথুনের সময় কোনো ধরনের নোংরা কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার ভবিষ্যৎ যৌনজীবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ওই নোংরা কল্পনা ছাড়া তার যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগবে না।

কয়েকটি বিষয় জেনে রাখা একান্ত আবশ্যক :

১. হস্তমৈথুন মানুষের স্বভাববিচ্যুত একটি নিন্দিত কর্ম।

২. হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে তার প্রতি আসক্তি চলে আসে, যার ফলে ডাক্তারদের কথা অনুসারে বিপজ্জনক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

কবি বলেন :

'সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করে হলেও তোমার বীর্যকে ধরে রাখো। জীবনবাহী এই তরল পদার্থের একমাত্র জায়গা স্ত্রীর জরায়ু।'

৩. সারাক্ষণ যৌনতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং অশ্লীল গল্প পড়ে, ছবি ও ফিল্ম দেখে যৌনতা নিবৃত্ত করার প্রবণতা তোমাকে সার্বক্ষণিক মানসিক উৎকণ্ঠা, অপরাধবোধ ও লজ্জা অনুভব করায়। ফলে ধীরে ধীরে এই অপরাধবোধ তোমাকে ক্রমাগত হতাশা ও বিষণ্ণতার (Frustration) দিকে নিয়ে যায়।[১২৮]

---

১২৭. ফাতাওয়া আলি আত-তানতাবি : ১/১৪৮-১৪৯।
১২৮. ওয়া ইয়াসআলুনানি, ড. আকরাম রিজা।

হস্তমৈথুনসহ নানাবিধ গোপন মন্দ অভ্যাস থেকে বেঁচে থাকার উপায়

এসব মন্দ স্বভাব থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইলে নিম্নোল্লিখিত টিপসসমূহ অনুসরণ করতে পারো :

১. নিজের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করো এবং জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করো।

আল্লামা শাওকানি—যিনি হস্তমৈথুনকে হারাম মনে করেন না—তিনিও কী বলেছেন দেখো :

'তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই কাজ চরম অপমান ও লাঞ্ছনাজনক। এই কাজ ছোট মানসিকতা, লজ্জাশীলতার অভাব এবং মনোবল দুর্বল হওয়ার পরিচায়ক।'

২. সব সময় আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীসমূহ স্মরণ করবে :

أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرَى

'তবে কি সে জানে না যে, আল্লাহ দেখেন?'[১২৯]

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।'[১৩০]

৩. এই কাজটি করার জন্য যখন দরজা বন্ধ করবে, তখন দরজার দিকে তাকিয়ে ভাববে, এভাবে দরজা বন্ধ করলেও কি আল্লাহর চোখ থেকে বাঁচা যাবে? এ সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন, তা স্মরণ করবে :

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللهِ وَهُوَ مَعَهُمْ

---

১২৯. সুরা আল-আলাক, ৯৬ : ১৪।
১৩০. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ৪।

'তারা মানুষ থেকে গোপন করতে চায়; কিন্তু আল্লাহ থেকে গোপন করে না; অথচ তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন।'[১৩১]

৪. রাসুল ﷺ-এর এই হাদিসটি সব সময় স্মরণ করবে, যেখানে তিনি বলেছেন :

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ

'যে আমাকে দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ এবং দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গের ব্যাপারে (এ দুই অঙ্গ তথা জিহ্বা ও লজ্জাস্থান দ্বারা গুনাহ না করার) নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো।'[১৩২]

৫. আত্মাকে পবিত্র রাখার জন্য নিচের উপায়সমূহ অবলম্বন করবে :

- বেশি বেশি নফল রোজা রাখবে।
- বেশি বেশি নফল নামাজ পড়বে।
- দৃষ্টি সংযত রাখবে।
- খারাপ লোকদের সাথে ওঠাবসা করবে না।
- যেসব বিষয় যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে, তা থেকে দূরে থাকবে।
- সর্বদা জিকির, দুআ ও তাওবা করতে থাকবে।
- আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না।
- যথাসম্ভব দ্রুত বিয়ে করার চেষ্টা করবে।

---

১৩১. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১০৮।
১৩২. সহিহুল বুখারি : ৬৪৭৪।

একাদশ অধ্যায়

অ্যালকোহল থেকে সাবধান!

অ্যালকোহল পান করা এমন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা পশ্চিমা দুনিয়ার ঘুম হারাম করে রেখেছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এনসাইক্লোপিডিয়া বলে : বর্তমানে আমেরিকাতে ধূমপানের পর দ্বিতীয় হত্যাকারী হিসেবে অ্যালকোহলকে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, এখানে অ্যালকোহল পান করার কারণে প্রতিবছর এক লক্ষের অধিক মানুষ মারা যায়।

একটি প্রসিদ্ধ মেডিকেল রেফারেন্সে (Cecil) উল্লেখ করা হয়েছে যে, অ্যালকোহল সমস্যার কারণে প্রতিবছর ক্ষতি হয় প্রায় ১৩৬ বিলিয়ন ডলার!

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আমেরিকার হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের এক-চতুর্থাংশ মদ্যপানের কারণে অসুস্থ হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়, অ্যালকোহল পানের কারণে প্রতিবছর অর্ধ মিলিয়নের বেশি মার্কিন নাগরিক সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয়।

এনসাইক্লোপিডিয়ায় আরও বলা হয়েছে : অ্যালকোহল কেবল বাড়িতে বা রাস্তায় সমস্যা সৃষ্টি করে না; বরং অ্যালকোহল পান করার ফলে উৎপাদন হ্রাস পাওয়া এবং বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণে আমেরিকার বার্ষিক ক্ষতি ৭১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি—যেগুলোর মূল্য হিসাব করা যায় না—বাদ দেওয়া সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বিশাল অঙ্কের হয়!

আমেরিকার সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিনের লেখকরা জনগণকে তাদের ডিনার পার্টিতে অ্যালকোহল পরিবেশন না করার আহ্বান জানান এবং অধিক মদ্যপায়ী

লোকদের গাড়ির চাবি বাজেয়াপ্ত করার দাবি জানান, যাতে তারা নিজেদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে না দেয়।

আটলান্টিকের অপর পারেও একই অবস্থা। আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকার মতো ইউরোপও অ্যালকোহল সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। ব্রিটেনের দ্য ল্যান্সেট ম্যাগাজিনের ভাষ্যমতে, শুধু ইংল্যান্ডে প্রতিবছর অ্যালকোহল পানের কারণে দুই লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। স্কটল্যান্ডে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া প্রতি পাঁচজনের একজন অ্যালকোহল পান ও ড্রাগ-অ্যাডিকশন ঘটিত রোগের কারণে ভর্তি হয়।

শুধু ব্রিটেনে অ্যালকোহল পানের কারণে প্রতিবছর যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, তার হিসাব করে দেখা হয়েছে, তার পরিমাণ প্রায় দুই হাজার মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং হয়।

এর চেয়ে মারাত্মক আর কোনো রোগ আছে বলে মনে হয় কি!?

ব্রিটেনের রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে : মানুষ অ্যালকোহলের অনুরূপ কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি, যা তার মতো সাময়িক আনন্দ দিতে পারে। কিন্তু একইসাথে অ্যালকোহলের মতো জীবন ও স্বাস্থ্য ধ্বংসকারীও কিছু নেই। তার মতো আসক্তিযুক্ত, বিষাক্ত ও সমাজে অনিষ্ট আনয়নকারী আর কোনো পদার্থ নেই।

Safe Food নামক একটি বইতে বলা হয়েছে : বৃটেনের অর্ধেক অপরাধ সংঘটিত হয় মদ্যপায়ী লোকদের দ্বারা। এক-তৃতীয়াংশ সড়ক দুর্ঘটনার কারণ অ্যালকোহল। দুই-তৃতীয়াংশ আত্মহত্যা এবং এক-পঞ্চমাংশ শিশু যৌন নির্যাতনের জন্য অ্যালকোহল দায়ী।

ইংরেজ বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, প্রতি চারজন মদ্যপায়ী পুরুষের একজন এবং প্রতি দশজন মদ্যপায়ী নারীদের একজন এত পরিমাণে মদ্যপান করে, যার ফলে সে পরিবার, কাজ, স্বাস্থ্য অথবা বন্ধুবান্ধব কিংবা একসাথে চারটিই হারিয়ে ফেলে।

অ্যালকোহলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হলো, এটি মস্তিষ্কের সমস্ত কোষকে অসাড় করে দেয়। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত করে যে কোষগুলোকে, তা হচ্ছে

সেরিব্রাল কর্টেক্স, যেগুলোই মূলত মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে। এই কোষগুলোকেই আমরা আকল বা বুদ্ধি বলে পরিচয় দিই।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক লরেন্স বলেন :

'অ্যালকোহলের মাধ্যমে মস্তিষ্কের যে জিনিসটি প্রথম কার্যকারিতা হারায়, তা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ এবং মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা। এ ছাড়াও অ্যালকোহল পান করার ফলে মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা হ্রাস পায়, তা যত কম পরিমাণে সেবন করা হোক না কেন।'

ব্রিটিনের রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস'র রিপোর্ট নিশ্চিত করেছে যে, অ্যালকোহল পান করার সাথে সম্পর্কিত স্বাস্থ্যঝুঁকি কেবল প্রচুর পরিমাণে অ্যালকোহল পানকারী অল্পসংখ্যক লোকের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো সেই বিপুল সংখ্যক মানুষ, যারা অল্প পরিমাণে নিয়মিত অ্যালকোহল পান করে।

Alcoholism নামক বইয়ে বলা হয়েছে : মাত্র একবার অ্যালকোহল সেবনের ফলে শরীরের টিস্যুতে যে ক্ষতি হয়, তা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

এ জন্যই তো রাসুল ﷺ অল্প পরিমাণে অ্যালকোহল সেবন করা থেকেও নিষেধ করেছেন। বলেছেন :

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

'যে বস্তু বেশি সেবন করলে নেশা আসে, তার অল্প পরিমাণও হারাম।'[১৩৩]

---

১৩৩. সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৮১, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৩৯২।

এক. অল্প পরিমাণ অ্যালকোহল সেবনে কি কিছুটা উপকারিতা আছে?

পাশ্চাত্যে ডাক্তার এবং সাধারণ মানুষদের মাঝে একটি ধারণা বিস্তার লাভ করেছে যে, অল্প পরিমাণে ওয়াইন পান করা হার্ট অ্যাটাক থেকে মৃত্যুর ঝুঁকি কমায়, কারণ তা উপকারী কোলেস্টেরলের (HDL) মাত্রা বাড়ায়।

এর কারণ জাপানি গবেষকদের সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় স্পষ্ট হয়েছে। জাপানি গবেষকগণ সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে, যে পদার্থ উপকারী কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি করে, তা লাল আঙুরের খোসার মধ্যে রয়েছে। যাকে (Resveratrol) বলা হয়।

ড. মিন্ডেল বলেন, 'রেড ওয়াইনে যে উপকারিতাসমূহ আছে, সেগুলো সমানভাবে লাল আঙুরের মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং সে উপকারিতা লাভের জন্য অ্যালকোহলের বিপদের মুখোমুখি হওয়ার কী প্রয়োজন? (নিরাপদ লাল আঙুর খেলেই তো হলো!)

প্রফেসর শিহি হৃদয়ের ধমনী সংকীর্ণ লোকদের অ্যালকোহলের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন :

'যদিও কিছু গবেষণায় ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অ্যালকোহল হৃদয়ের ধমনীগুলোকে প্রশস্ত করতে পারে; কিন্তু তা সত্ত্বেও অ্যালকোহল হার্টের ধমনী সংকীর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে স্ট্রোকের ঝুঁকি প্রবল করে, যেভাবে অ্যালকোহল সেবন সাধারণ মানুষের মাঝেও হার্ট অ্যাটাকসহ দ্রুত মৃত্যুঘটক আরও বিভিন্ন রোগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।'

রাতজেগে মদ্যপান করার অপকারিতা সম্পর্কে The Food Revolution নামক বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে : অ্যালকোহলসেবী লোক অ্যালকোহল সেবন করার পর যে নির্ঘুম রাত কাটায়, এর ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে অনেক সময় তা হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হয়।

ইসলাম যেহেতু মানুষের স্বভাব-উপযোগী ধর্ম, তাই মানবশরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এই পদার্থ এই ধর্মে নিষিদ্ধ হওয়াটা অনুমিত। তাই তো মুসলিম উম্মাহর প্রধান শিক্ষক মুহাম্মাদ ﷺ বলেন :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

> 'সকল মাদকদ্রব্য হারাম, যে বস্তুর এক ফারাক (নয়শ বিশ পাউন্ড)[১৩৪] পরিমাণ পান করলে নেশার উদ্রেক হয়, তার এক অঞ্জলি পরিমাণও হারাম।'[১৩৫]

অ্যালকোহলের উপকারিতা সম্পর্কে আরেকটি ভুল ধারণা হলো, তা যৌনশক্তি বৃদ্ধি করে। এই ভুল ধারণার ফলে যুগ যুগ ধরে মানুষ যৌনশক্তি বৃদ্ধি করার আশায় অ্যালকোহল সেবন করে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় তার ঠিক বিপরীত দিককেই প্রমাণিত করে। প্রতিভাবান ইংরেজ কবি শেক্সপিয়র এ সম্পর্কে দারুণ একটি মন্তব্য করেছেন :

'It provokes ths desire but it takes away performance.'

'এটি আকাঙ্ক্ষাকে উস্কে দেয়; কিন্তু কর্মক্ষমতা কেড়ে নেয়।'

শেষকথা : অ্যালকোহল সমস্যা একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা, যার সমাধান একমাত্র ইসলামেই আছে। এ জন্যই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ আরনল্ড টয়েনবি তার বই (Civilization on trial)-এ বলেছেন :

'ইসলাম তার গভীর ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে মানবজাতিকে অ্যালকোহলের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে, যা মানবজাতির দীর্ঘ ইতিহাসে কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর মাধ্যমে ইসলাম এমন একটি কাজ অনায়াসে সম্ভব করে দেখিয়েছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো আইন শক্তি প্রয়োগ করেও বাস্তবায়ন করতে পারেনি, পারবেও না।'

---

১৩৪. আমাদের কেজি হিসেবে ৪১৭.৩১২ কেজি। (অনুবাদক)
১৩৫. সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৮৭।

এ জন্যই আমরা বলি, ইসলামই মানবতাকে বাঁচাতে পারে সেই পাশ্চাত্য 'সুশীল' সভ্যতার জুলুম থেকে, যা সারা বিশ্বে তার জাল বিছিয়ে রেখেছে।

আল্লাহ তাআলা নিচের আয়াতসমূহে যা বলেছেন, শতভাগ সত্য বলেছেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

'হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তিরসমূহ নাপাক, শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো; যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব তোমরা কি বিরত হবে না?'[১৩৬]

---

১৩৬. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৯০-৯১।

দ্বাদশ অধ্যায়

সব ধরনের অনুভূতিনাশক পদার্থ ও মাদকদ্রব্য থেকে সাবধান!

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মাদক বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক মহামারি, যা যুবসমাজকে ধ্বংসের পথে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মাদকের বিস্তারের অনেক কারণ আছে। এখানে প্রধানতম কয়েকটি হলো :

বেকারত্ব বৃদ্ধি, নোংরামিভরা নাটক-সিনেমা, ধর্মীয় বিশ্বাসের দুর্বলতা, পারিবারিক সমস্যা, স্বামী-স্ত্রীর অমিল, সন্তানদের সাথে মন্দ আচার-ব্যবহার, সন্তানদের অধিক আদর ও প্রশ্রয়, সন্তানদের লালনপালনে উদাসীনতা, কিশোরদের ধ্বংসকারী অবসর, অসৎ বন্ধুবান্ধব...এর প্রত্যেকটি যুবসমাজের মাঝে মাদকাসক্তি ছড়িয়ে পড়ার পেছনে কার্যকর ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

অনুরূপভাবে আমাদের সন্তানদের বাইরে ঘোরাফেরা করা এবং যেখানে সেখানে সফর করতে পারা তাদেরকে পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে রাখে বিধায় তারা সহজে অবৈধ যৌনতা ও মাদকের দিকে পা বাড়ায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মাদক চোরাকারবারীরা আমাদের সন্তানদের সামনে মাদকের হাতছানি দেয়। ফলে তাদের মাঝে মাদক প্রসার লাভ করে।

মাদকের বিস্তার এবং যৌন সংক্রামক রোগ, বিশেষ করে এইডসের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

বিভিন্ন মানসিক রোগ, যেমন : বিষণ্নতা ও সিজোফ্রেনিয়াকেও মাদকাসক্তির প্রবণতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইমানের দুর্বলতা এবং কঠিন মুহূর্তে আল্লাহর শরণাপন্ন না হওয়াই মাদকাসক্তির

মূল কারণ। দ্বীনদার ব্যক্তি কখনো মাদকের প্রতি ধাবিত হয় না। কারণ সে জানে, মাদকের পথ মানে শয়তানের পথ। আর যে ব্যক্তি শয়তানের পথে চলে, সে আল্লাহর পথের দিশা পায় না। তাই কোনোভাবেই মাদকের দিকে হাত বাড়ায় না সে। না সেবন করে, না বেচাবিক্রির সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক ড্রাগ, যা মানসিক ও শারীরিকভাবে আচ্ছন্ন করে তোলে, তা হলো আফিম এবং আফিম দিয়ে তৈরি মরফিন, হেরোইন ইত্যাদি। ড্রাগ শব্দটি মেডিকেল ফার্মাকোলজিতে আফিম এবং এর ডেরিভেটিভস যেমন : মরফিন, হেরোইন ও কোডিন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

যেসব পদার্থ ব্যক্তির মেজাজ ও মানসিক অবস্থা পরিবর্তন করে, সেগুলোর জন্য মেডিকেল শাস্ত্র ড্রাগ শব্দ ব্যবহার করে। যেমন এ ধরনের ওষুধের প্রতি নির্ভরতাকে বলে Drug dependnce এবং এগুলোর অপব্যবহারকে বলে Drug abuse।

যে ওষুধ বা ড্রাগস নির্ভরতা ও আসক্তি সৃষ্টি করে, সেগুলো ফার্মাকোলজির বইসমূহে নিম্নরূপ বিভক্ত :

১. আফিম ও আফিম দিয়ে তৈরি ড্রাগস। এগুলোকে বলা হয়, Norctics।
২. স্নায়ুতন্ত্রে বিষণ্নতা সৃষ্টিকারী পদার্থের গ্রুপ, যেমন : অ্যালকোহল, বারবিটুরেটস। এবং বেনজোডিয়াজেপাইনের গ্রুপ, যেমন : ভ্যালিয়াম, লিব্রিয়াম ইত্যাদি।
৩. স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পদার্থের গ্রুপ, যেমন : কোকেইন, অ্যামফেটামিন ও তার ডেরিভেটিভস। খাতও (Khat) এর অন্তর্ভুক্ত।
৪. হ্যালুসিনোজেন : LSD, গাঁজা ও জায়ফলের মাধ্যমে তা পরিবেশিত হয়।
৫. গ্যাসজাতীয় এবং শুঁকে গ্রহণ করার মতো মাদকদ্রব্য। যেমন : নাইট্রাস অক্সাইড, এসিটোন, আঠা (Glue), পেইন্ট থিনার, ইথার ইত্যাদি।
৬. তামাক এবং অন্যান্য আসক্তি সৃষ্টিকারী পদার্থ, যেমন : নিকোটিন।[১৩৭]

---

১৩৭. Goodman of gillman (২০০৪ সালে প্রকাশিত)।

এক. আফিম এবং আফিম দ্বারা তৈরি ড্রাগস

ক. আফিম

এটি সবচেয়ে বিপজ্জনক মাদকদ্রব্যসমূহের অন্যতম। সরাসরি গিলে অথবা চা, কফির সাথে অথবা সিগারেট বা শিষের সাথে ধূমপান করে সেবন করা হয়। পোস্ত গাছের অপরিপক্ব ফল থেকে আফিম আহরণ করা হয়। ফলগুলো খুললে তা থেকে এক ধরনের আঠালো সাদা রস বেরিয়ে আসে, তা-ই আফিম।

আফিম সেবন করার পর শুরু শুরু খুব কর্মোদ্দীপনা ও শক্তি অনুভূত হয়, চিন্তাশক্তি ও কথা বলার শক্তি বেড়ে যায়। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শীঘ্রই মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে গভীর ঘুম ও অলসতা চলে আসে।

কোনো ব্যক্তি যখন এতে আসক্ত হয়ে যায়, এটি তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। প্রতিদিনের ডোজ গ্রহণ না করে তার শরীর কাজকর্ম করতে পারে না। নিয়মমাফিক ডোজ গ্রহণ করতে না পারলে স্বাস্থ্যের অবনতি হয় এবং শরীরে তীব্র ব্যথা অনুভব করে। আফিমে আসক্ত ব্যক্তির মাংসপেশি ক্ষয় হতে থাকে। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। খাবারের ক্ষুধা কমে যায়। চোখ নীলবর্ণের হয়ে যায়। শরীরের ওজন কমে যায়।

খ. মরফিন

মরফিন সেবন করার পর কর্মোদ্দীপনা ও চাঙাভাব অনুভব হয়। তবে প্রথম প্রথম যে পরিমাণ মরফিন শরীরে চাঙাভাব আনে, কয়েকদিন পর সে পরিমাণে কাজ হয় না। পরিমাণ বাড়াতে হয়। এভাবে আগের উচ্ছ্বাস ও কর্মোদ্দীপনা পাওয়ার জন্য ডোজ বাড়াতে হয়।

এর আসক্তি সর্দি ও নিয়মিত বমি হওয়ার রোগ সৃষ্টি করে। এতে আসক্ত ব্যক্তির শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। সর্বদা মুখ শুষ্ক থাকে। অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করার ফলে শ্বাসকষ্ট এবং হাইপোটেশন হয়। মরফিন সেবনের ফলে অনেক সময় হাইবারনেশন (শীতনিদ্রা) সৃষ্টি হয় এবং দ্রুত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

গ. হেরোইন

এটি একটি সাদা স্ফটিক পাউডার, যা মরফিন থেকে বের করা হয়। এটি সবচেয়ে ব্যয়বহুল, মারাত্মক আসক্তি সৃষ্টিকারী এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক মাদক।

এর সেবনকারী প্রথম প্রথম উদ্যম, চাঙাভাব ও আনন্দ অনুভব করে। কয়েকবার সেবনের ফলে তার প্রতি আসক্তি ধরে যায়। কিছুদিন যাওয়ার পর অল্প পরিমাণে আগের সেই উদ্যম আসে না; তাই কিছুদিন পরপর নিয়মিত পরিমাণ বাড়াতে হয়। এ জন্য সে যেকোনো মূল্যে যেকোনো উপায়ে শরীরের চাহিদা অনুযায়ী হেরোইন সেবন করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে খুশি-আনন্দ আর থাকে না। সর্বদা হেরোইন সংগ্রহের চিন্তায় বিভোর থাকে; যাতে পরিমাণমতো ডোজ না নেওয়ার ফলে সৃষ্ট তীব্র ব্যথা স্নায়ুযন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

হেরোইনে আসক্ত ব্যক্তি শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। খাবারের রুচি নষ্ট হয়ে যায়। অনিদ্রায় ভোগে। নিয়মিত দুঃস্বপ্ন দেখে। দূষিত সিরিঞ্জ ব্যবহার করার ফলে হেপাটাইটিস এবং এইডসজাতীয় নানা ধরনের মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

হেরোইন আসক্তি নপুংসকতা, যৌন-দুর্বলতাসহ আরও বিভিন্ন যৌন সমস্যা সৃষ্টি করে। জরিপে দেখা গেছে, হেরোইন আসক্ত লোকদের ৪০% পুরুষত্ব হারিয়ে নপুংসক হয়ে যায়।

ঘ. কোডিন

আফিমে অল্প পরিমাণে কোডিন থাকে। আফিমের এই উপাদান কাশি ও ব্যথা উপশমকারী ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেহেতু কোডিন আসক্তি সৃষ্টি করে, তাই ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো কাশির ওষুধ এবং ব্যথানাশক ওষুধের মধ্যে কোডিনের ব্যবহার কমিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দুই. গাঁজা, ভাং, মারিজুয়ানা

গাঁজার প্রায় ৩৫০-এর অধিক নাম আছে। নামের আধিক্যের কারণ, যেসব অঞ্চলে গাঁজার চাষ হয় অথবা সেবন করা হয়, সে অঞ্চলসমূহের ভাষার ভিন্নতা। গাঁজার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো টিএইচসি (THC)।

গাঁজা সেবনকারী খুব হাসাহাসি করে এবং অকারণে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। শ্রবণ ও দৃষ্টিজনিত হ্যালুসিনেশনের শিকার হয়। গাঁজা সেবনকারী অ্যালকোহলসেবীর বিপরীত প্রায়ই ভীরু হয়, যা তার হিংসা ও আক্রমণাত্মক আচরণ দ্বারা প্রকাশ পায়।

দৃশ্যমান বস্তুর আকৃতি এবং কোনো বস্তুর দূরত্ব সম্পর্কে তার মন প্রায় সময় ভুল ধারণা প্রদান করে। সময়কে তার কাছে খুব ধীরগতির মনে হয়। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। নিকট অতীতের ঘটনাও ভালোভাবে মনে করতে পারে না। চক্ষু লাল হয়ে যায়। হৃদস্পন্দনের গতি বেড়ে যায়।

হঠাৎ গাঁজাসেবন বন্ধ করে দিলে বিষণ্নতা, উদ্বেগ ও নিদ্রাহীনতার শিকার হয়। তবে ধীরে ধীরে সহজে গাঁজা আসক্তি কমিয়ে আনা যায়। তবে দীর্ঘ দিন গাঁজা সেবন করলে তা পরিত্যাগ করার ইচ্ছা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে আসক্ত ব্যক্তি অলসতা, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, মানসিক অলসতা, মনোযোগহীনতা প্রভৃতি সমস্যায় ভোগে এবং অপরাধপ্রবণতায় জড়িয়ে পড়ে।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, অনেক আগের ইসলামি আলিমগণও গাঁজার বৈশিষ্ট্য ও তার ক্ষতিকরতার নিখুঁত বর্ণনা তুলে ধরেছেন। ইবনে হাজার হাইসামি ﷺ বলেছেন :

গাঁজা সেবনে ১২০টি দ্বীনি ও দুনিয়াবি অপকারিতা রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো : গাঁজা বিস্মৃতি সৃষ্টি করে, হঠাৎ মৃত্যু ঘটায়, বুদ্ধি বিলুপ্ত করে, শরীরে অবিরত কম্পন সৃষ্টি করে, লজ্জা, বিবেক ও মনুষ্যত্ববোধ দূর করে দেয়, প্রজনন ক্ষমতা ধ্বংস করে, বীর্য শুকিয়ে ফেলে, নপুংসক বানিয়ে ফেলে।

ইবনে হাজার যথার্থই বলেছেন। বর্তমান কালের উন্নত গবেষণা তার কথাকে সত্য প্রমাণ করে। তবে মানুষের মাঝে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, গাঁজা

সেবনের ফলে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায়, এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। গাঁজা সেবনের ফলে সাময়িক যৌন উত্তেজনা অনুভূত হলেও প্রকৃতপক্ষে তা যৌনশক্তি কমিয়ে দেয় এবং ধীরে ধীরে নপুংসকতার দিকে নিয়ে যায়।[১৩৮]

তিন. উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী মাদকদ্রব্য

এগুলো হচ্ছে এমন মাদকদ্রব্য, যা মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে এবং সেবনকারীর শরীরে শক্তি জোগায়। এমনকি ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় সেবন করলেও সাথে সাথে শরীরে শক্তি অনুভূত হয়। এই প্রকারের মাদক তার সেবনকারীকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত না ঘুমিয়ে প্রবল কর্মোদ্দীপনতার সাথে কাজ চালিয়ে যেতে সহায়তা করে। কিন্তু এর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার বিপজ্জনক মানসিক আসক্তি তৈরি করে।

এই প্রকারের মাদকের মধ্যে রয়েছে :

ক. কোকেইন

এটি কোকা উদ্ভিদ থেকে বের করা হয়, যা বিগত প্রায় ১০০ বছর ধরে দক্ষিণ আমেরিকার এন্দিস পর্বতমালায় জন্মাচ্ছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি ইনহালেশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা নাকের শ্লেষ্মা ঝিল্লিকে চুষে সরাসরি রক্তের সাথে মিশিয়ে দেয়। এ জন্য নিয়মিত কোকেইন শুঁকার ফলে শ্লেষ্মার ঝিল্লিতে আলসার হয় এবং নাসারন্ধ্রের দেয়ালে ছিদ্র হতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কোকেইনের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল; কিন্তু ডাক্তাররা কোকেইন আসক্তির বিপদ সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। ফলে ওষুধ হিসেবে কোকেইনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। কোকাকোলা ইত্যাদি কোমল পানীয় ও অ্যানার্জি ড্রিংকসেও কোকেইন মেশানো নিষিদ্ধ করা হয়। তবে তখনও তা চেতনানাশক হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছিল। কিন্তু নিরাপদ চেতনানাশক

---

১৩৮. রাওয়ায়িউত তিব্বিল ইসলামি, ড. মুহাম্মাদ নাজ্জার আদ-দাকার (সামান্য পরিবর্তিত)।

ড্রাগস আবিষ্কার হওয়ার ফলে খুব শীঘ্রই চেতনানাশক হিসেবেও কোকেইনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

এ জন্যই ওষুধ হিসেবে কোকেইনের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোকেইন আসক্তির সমস্যা পৃথিবী থেকে বিদায় হয়নি। উৎপাদন অঞ্চলের কাছে হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে কোকেইন আসক্তি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি। ইদানীং কোকেইনকে খুব সহজে ক্র্যাকে রূপান্তর করা হয়, যা কোকেইনের চেয়ে বেশি কাজ করে।

কোকেইনকে সবচেয়ে বেশি মানসিক আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক বিবেচনা করা হয়, আর হেরোইনকে অধিক শারীরিক আসক্তি সৃষ্টিকারী মাদক বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোকেইন ও ক্র্যাকের পেছনে প্রতিবছর ৩০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়। দশ মিলিয়নেরও বেশি আমেরিকান এটাকে প্রায় নিয়মিত সেবন করে।[১৩৯]

কোকেইন কিছু সময়ের জন্য কর্মোদ্দীপনা ও আনন্দ অনুভূতি সৃষ্টি করে। কিন্তু এর পরে বিষণ্ণতা, শঙ্কা, এমনকি হ্যালুসিনেশনও সৃষ্টি করে। অতিমাত্রায় সেবন করলে অনিদ্রা, কম্পন ও খিঁচুনি রোগ হয়। আসক্ত ব্যক্তি চামড়ার নিচে কীটপতঙ্গের চলাচল অনুভব করে। নিয়মিত কোকেইন সেবনের ফলে হজমশক্তি নষ্ট হয়ে পড়ে, দৃষ্টিশক্তি কমে যায়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে অনেক সময় আকস্মিক মৃত্যুও হয়।

খ. অ্যামফেটামিন

এই ড্রাগ ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহার ক্ষতিকর আসক্তির কারণ হয়।

অ্যামফেটামিন সেবনের ফলে শরীরে কর্মস্পৃহা ও উদ্যম আসে। তন্দ্রাভাব ও ঝিমুনি কেটে যায়। এবং কয়েক ঘণ্টার জন্য শরীরে দুর্দান্ত শক্তি অনুভূত হয়। কিন্তু এর পর ব্যক্তির মাঝে চরম হতাশা ও বিষণ্ণতা দেখা দেয়। মনোযোগ

---

১৩৯. আল-মাওকিফুশ শারয়ি ওয়াত তিব্বি মিনাত তাদাওয়ি বিল কুহুল ওয়াল মুখাদ্দারাত, ড. মুহাম্মাদ আলি আল-বার।

দেওয়ার শক্তি হ্রাস পায়। স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দেয়। ফলে সে কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের হয়ে যায়।

অ্যামফেটামিন আসক্তি ধড়ফড়ানি, অস্থিরতা ও যৌন দুর্বলতা সৃষ্টি করে। আসক্ত ব্যক্তি সমকামিতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

এই ড্রাগজাতীয় একটি ওষুধ হলো ক্যাপ্টাগন নামক একটি ওষুধ। কিছু কিছু শিক্ষার্থী পরীক্ষার সময় এটি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু সাময়িক কর্মস্পৃহা সৃষ্টিকারী এই ড্রাগ যেহেতু পরবর্তী সময়ে প্রচুর ক্ষতির কারণ হয়, তাই সর্বাবস্থায় এ থেকে সতর্কতা কাম্য।

চার. হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগস

হ্যালুসিনোজন হলো এমন পদার্থ, যা মানসিক অবস্থা পরিবর্তন করে এবং বিবেকের প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল করে দেয়। এটি সেবনের পর শুরু শুরু শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়, বমি বমি ভাব হয়, মাথা ঘোরায়। অতঃপর শ্রবণজনিত হ্যালুসিনেশনের শিকার হয় এবং অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ ও মিউজিক শুনতে পায়। সময় ও দূরত্বের বোধ হারিয়ে ফেলে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ হলো এলএসডি (LSD)। এর আসক্তি ভিজ্যুয়াল হ্যালুসিনেশন এবং ইন্দ্রিয়ের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এলএসডি সেবনকারী অনেক সময় এমন মারাত্মকভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, এই আতঙ্ক থেকে পরিত্রাণের জন্য সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

পাঁচ. নিদ্রা আনয়নকারী ড্রাগস

এ ধরনের ড্রাগস কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়। ফলে ব্যক্তি ক্লান্ত হয়ে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়। নিদ্রা আনয়নকারী ড্রাগস মানসিকভাবে আসক্তি ও নির্ভরতা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে বারবিচুরেট শ্রেণির নিদ্রা আনয়নকারী ড্রাগ খুব বেশি আসক্তি সৃষ্টি করে।

নিদ্রা আনয়নকারী ড্রাগ-আসক্তি থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়; যদিও তা অল্প পরিমাণে সেবন করলে ভালো ঘুম হয় এবং অস্থিরতা ও আতঙ্ক কেটে যায়। কিন্তু যেহেতু পরবর্তী সময়ে তা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাই এ থেকে বিরত থাকা চাই।

ছয়. উদ্বায়ী দ্রাবক তথা শুঁকার ফলে মাদকতা আসে এমন পদার্থ

এগুলো আসক্তি সৃষ্টি করে। এ জাতীয় পদার্থ আমাদের বাড়ির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে পেট্রল, আঠা, নেইল পালিশ রিমুভার, পরিষ্কার করার তরল পদার্থ ইত্যাদি।

এগুলো কয়েকবার শুঁকলে মাতলামি সৃষ্টি হয়। মাথা ঘোরায়। শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। দৃষ্টিজনিত হ্যালুসিনেশন হয়। বমি বমি ভাব লাগে।

আসক্ত হয়ে পড়লে লিভারে পচন ধরে, হাড্ডির অস্থি ক্ষয় হয়। কঠিন রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। তবে এর সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হলো, এতে আসক্ত ব্যক্তি আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে পড়ে কিংবা বিনা কারণে হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হয়।

সাত. মাদকের প্রভাব

এ কথায় কারও দ্বিমত নেই যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তি হলো জীবন্ত মৃত। মৃতের সাথে তার পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, তার প্রাণটা এখনো শরীরের সাথে সংযুক্ত আছে।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি হলো অতিশয় দুর্বল, রক্তমাংসহীন কঙ্কাল এবং অর্ধ-পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ, যে নিজের স্বাস্থ্য ও শক্তি খুইয়ে বসেছে। মাদক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়কে নষ্ট করে ফেলে। বুদ্ধিশুদ্ধি নিঃশেষ করে দেয়। তার আসক্ত ব্যক্তিকে মানুষজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, নামাজ পড়তে বাধা দেয়। এ ছাড়াও আরও বিভিন্ন নিষিদ্ধ ও অপরাধকর্মের সাথে যুক্ত করে দেয়।

মাদকাসক্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও মানসিকতার এতটাই অবনতি ঘটে যে, সে কোনো কাজ করার মনোযোগ ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। এদিকে শরীর তাকে মাদক

গ্রহণের তাগাদা দিতে থাকে। কাজ নেই, তাই মাদকের টাকা জোগাড় করার জন্য সহায়সম্বল বিক্রি করে দেয়। পরিবার থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে। স্ত্রী-সন্তানদের কাছে মাদকের টাকা চেয়ে তাদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার চালায়।[১৪০]

আট. মাদকাসক্তি থেকে ফিরে আসা এক যুবকের মায়ের উদ্দেশে আবেগঘন চিঠি

আমার শ্রদ্ধেয়া জননী (আল্লাহ তার ওপর অফুরন্ত রহমতের বারি বর্ষণ করুন),

আজ আমার মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটি চিঠি লিখার খুব প্রয়োজন বোধ করছি। কারণ, এত দিন আমি আপনার ভালো ছেলে ছিলাম না।

আপনি আমাকে গভীর মমতায় আগলে রেখে, অব্যক্ত ধৈর্য নিয়ে লালনপালন করেছেন। বিনিময়ে আমি আপনাকে দিয়েছি অবাধ্যতার অসহ্য যন্ত্রণা।

মা, আপনি এখন পৃথিবীর বুকে নেই। আমার দেওয়া একরাশ কষ্ট বুকে নিয়ে কবরে শুয়ে আছেন। আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে, আপনার হস্তদ্বয় চুম্বন করে হৃদয়ের আগুন মেটাব সে সুযোগ নেই। এ নিয়ে প্রচণ্ড আফসোস হচ্ছে আমার, মা!

মা, আপনার মমতাময়ী হৃদয়ের কাছে বিনীতভাবে অপরাধ স্বীকার করছি। আমি আপনার রাতসমূহ কালো করে তুলেছিলাম। অবাধ্যতা ও অসদাচরণ করে আপনার জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিলাম।

কারণ, আমি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছিলাম। মাদকাসক্তির ঝড় আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নোংরা জগতে। মাদক ছাড়া আমার আর কোনো অনুভব-অনুভূতি ছিল না।

হাজার হাজার প্রশ্ন ও আক্ষেপ আমাকে জর্জরিত করে, যখন আপনার কথা মনে পড়ে। মাদকাসক্তির কারণে বিশটি বছর আপনাকে কাছে পেয়েও মমতাবঞ্চিত হয়েছি, এই আক্ষেপ আমাকে খুব পীড়া দেয়!

---

১৪০. মিন রাওয়ায়িত তিব্বিন নববি, ড. মুহাম্মাদ নাজ্জার আদ-দাকার : আল-মুখাদ্দারাত আল-খাতারুদ দাহিম, ড. মুহাম্মাদ আলি আল-বার।

সব দোষ আমারই ছিল, মা! আপনি বারবার আমাকে মাদকের গ্রাস থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন! আপনার অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও পদে পদে আমাকে সহযোগিতা করে গিয়েছেন! আমার পাশে থেকেছেন! কিন্তু আমি বারবার আপনার থেকে দূরে থাকতে চেয়েছি!

আমার সর্বশ্রেষ্ঠা মা, যদি আমার চক্ষু থেকে অশ্রু ঝরতে ঝরতে গোটা পৃথিবী প্লাবিত হয়ে পড়ে, তবুও আপনাকে যে কষ্ট আমি দিয়েছি, তা মুছবে না!

মাদক ও অ্যালকোহলের আসক্তি আমাকে অতীতের সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে; কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে আনতে আপনার অসহায় আর্তনাদ, চোখের অশ্রু, উপদেশ... সবই আমার মনে আছে। এখনো আপনার প্রতিটি শব্দ আমার কানে বাজে।

মাদক নামক এই বিষ আমার দৃষ্টিশক্তি ও বিবেকের ওপর পর্দা ঢেলে দিয়েছিল, মাদক অভিশাপ হয়ে এসে আমার সবকিছু উজাড় করে দিয়েছিল, দয়ামায়া ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আমার হৃদয় থেকে।

এটা সত্য যে, আমার চোখদুটি খোলা ছিল, তবে তা দিয়ে আমি শুধু আমার অসৎ বন্ধুদেরই দেখতে পেতাম। আমার হৃদয়ের স্পন্দন যথারীতি চলছিল; কিন্তু তাতে ছিল না কারও প্রতি দয়ামায়া।

মাদক আমার বিবেক নষ্ট করে দিয়েছিল; তাই আপনার কোনো উপদেশ আমি মন দিয়ে শুনিনি, প্রিয় মা আমার! সময় থাকতে আপনার মূল্য অনুধাবন করতে পারিনি। আপনার মূল্যায়ন করতে পারিনি। কিন্তু আপনাকে হারিয়ে, জীবনের সবকিছু হারিয়ে বুঝতে পারছি এখন।

আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন আপনি মানুষদের সামনে বলতেন যে, একদিন আমি অনেক বড় হব এবং আপনার সহযোগী হব। কিন্তু বড় হয়ে আমি আপনার কথা রাখিনি; বরং আমিই কনকনে শীতের মৌসুমে গভীর রাতে মাতাল হয়ে ঘরে ফিরে আপনাকে ঘর থেকে রাস্তায় বের করে দিয়েছিলাম! মাতাল হয়ে আপনাকে লাথি মেরে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলাম! আপনাকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি বাড়িতে এনেছিলাম আমার মতোই একজন মাদকাসক্তকে; যাতে বাড়িতে আমার একাকিত্ব দূর হয়!

এখন আমি আপনার কাছে লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। কিন্তু তাতে কি আমার কোনো উপকার হবে? আমি যে অপরাধ করেছি, তার ক্ষতিপূরণ যে কোনোভাবেই সম্ভব নয়! আমি কেড়ে নিয়েছিলাম আপনার সকল জুয়েলারি ও টাকাপয়সা। উপায়ান্তর না দেখে আপনি আপনার সম্পদ আমার হাতে তুলে দিয়ে মিনতি করেছিলেন, তা দিয়ে যেন কোনো মাদক ক্রয় না করি; বরং আমার উপকারের জন্য ব্যয় করি। কিন্তু আমি কী করেছি! ক্ষমা করুন, মা আমার, ক্ষমা করুন!

শ্রদ্ধেয়া মা আমার, আমার মনে পড়ছে সেদিনের কথা, যেদিন আমি হঠাৎ আমার এক খারাপ বন্ধুকে এনে বাড়ির জিনিসপত্র দেখাচ্ছিলাম, কারণ সে সেগুলোর বিনিময়ে আমাকে মাদক দেবে বলেছিল! আপনি অসহায়ের মতো আমাদের কাণ্ড দেখছিলেন। আমার এমন কাণ্ডে আপনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আমার মাঝে কোনো অনুশোচনা আসেনি তখন! মদের নেশায় আমার অন্তর-আত্মা যে মরে গিয়েছিল!

আমাকে ক্ষমা করুন, হে মা! আপনার সাথে যে অব্যক্ত মন্দ আচরণ করেছি, তার জন্য আমি অনুতপ্ত, আমাকে ক্ষমা করুন!

মা আমার, আজ আপনি বেঁচে থাকলে অনেক খুশি হতেন। কারণ, আপনার ছেলে এখন পরিবর্তন হয়ে গেছে। আপনি আমাকে যেমন মানুষ বানাতে চেয়েছিলেন, আমি তেমনই হয়ে উঠেছি। এখন আমি মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি; যাতে আমার অতীতের সকল গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।

আমার মমতাময়ী মা, আপনি যেভাবে চাইতেন, আমি এখন নিয়মিত মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ি। ইলম অর্জন করি। রাস্তার বসে আড্ডা দিই না। মদের দোকানে যাই না।

ঘুমান মা আমার, ঘুমান! কবরে আপনার ঘুম প্রশান্তিময় হোক! আর জেনে রাখুন, আমি অচিরেই সেই 'ভালো ছেলে' হয়ে উঠব, যার আপনি স্বপ্ন দেখতেন।

আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! জান্নাতের উচ্চ আসনে সমাসীন করুন!

নয়. আপনার ছেলেকে মাদকাসক্তি থেকে কীভাবে রক্ষা করবেন?

১. এতে কারও দ্বিমত নেই যে, আপনার সন্তানকে মাদকাসক্তি থেকে বাঁচানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর উপায় হচ্ছে, উত্তম লালনপালন। শৈশব থেকেই সন্তানের সুষ্ঠু যত্ন নিতে হবে। তাকে আদব-আখলাক শেখাতে হবে। সন্তানের লালনপালন আপনার প্রতিদিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে।

২. সন্তানের বন্ধুবান্ধবদের সাথে পরিচিত হোন। ভালো বন্ধু নির্বাচনে তাকে সহযোগিতা করুন। খারাপ বন্ধু সম্পর্কে সতর্ক করুন।

৩. মাদক সম্পর্কে আপনার ছেলেমেয়ের সাথে সরাসরি স্পষ্টভাবে কথা বলুন। দশ-বারো বছর বয়স থেকে তাকে মাদকের ব্যাপারে সতর্ক করতে থাকুন। এমন যেন না হয় যে, সে প্রথমে আসক্ত হয়ে পড়বে, তারপর আপনি তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন।

৪. ধূমপান এবং তার অপকারিতা, মদ ও মাদকদ্রব্যের ক্ষতি ও অপকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করবেন। ধূমপান করতে দেখলে কঠোরভাবে নিষেধ করুন। কারণ, ছোটবেলায় যারা ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, বড় হয়ে তারা অ্যালকোহল ও মাদকে আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

৫. আপনিই হোন আপনার সন্তানদের আদর্শ। কক্ষনো বিড়ি, সিগারেট ফুঁকবেন না। এগুলো মারাত্মক ক্ষতিকর। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) 'ক্ষতি করা বা ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া কোনোটিই উচিত নয়।'[১৪১] আরেক হাদিসে রাসুল ﷺ আমাদের অ্যালকোহল সেবন থেকে সতর্ক করে বলেন, (اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ) 'তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাকো; কেননা, তা হচ্ছে সকল নোংরামি-অপকর্মের মূল।'[১৪২]

৬. আপনার ছেলেদের শরীরচর্চা, খেলাধুলা ও সামাজিক কর্মে অংশগ্রহণ করার প্রতি উৎসাহিত করবেন।

---

১৪১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৩৪১।

১৪২. সুনানুন নাসায়ি : ৫৬৬৬।

৭. হিফজুল কুরআনের আসরে অংশগ্রহণ করতে এবং কুরআন হিফজ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৮. তাদের অবসর সময়গুলো তাদের ভালো লাগে এবং উপকার হয় এমন প্রোগ্রাম দ্বারা পূর্ণ করে রাখবেন।

৯. তাদের গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। তাদের ব্যাপারে উদাসীন থাকবেন না। তারা কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে বিনোদন করছে, সব বিষয়ের খেয়াল রাখবেন। আপনার তরুণ-তরুণী সন্তান যেসব স্থানে যায়, সে ব্যাপারে জ্ঞান রাখবেন।

১০. বাড়িতে সন্তানদের একা ছেড়ে যাবেন না।

১১. সন্তানের আচার-আচরণে পরিবর্তন আসছে কি না লক্ষ রাখবেন। মাদকাসক্তির সম্ভাব্য আলামত, যথা স্বভাব রুক্ষ হয়ে ওঠা, খুব তাড়াতাড়ি রেগে যাওয়া, বিষণ্নতা, অন্তর্মুখিতা, আক্রমণাত্মক আচরণ, পড়াশোনার অবনতি ইত্যাদি দেখা দিলে খুব দ্রুত এর কারণ খুঁজে বের করবেন। যদি বুঝতে পারেন এর কারণ মাদকাসক্তি, তাহলে আসক্তি গুরুতর হওয়ার আগে আগেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ধূমপান থেকে সাবধান!

অধিকাংশ মানুষ জানে না যে, প্রতি শলা সিগারেটের মধ্যে চার হাজার রাসায়নিক উপাদান রয়েছে, যার মধ্যে পঞ্চাশটিরও বেশি উপাদান এমন আছে, যা ক্যানসার সৃষ্টি করে। আর সিগারেটের প্রতিটি শলা ধূমপায়ীর জীবন থেকে পাঁচ মিনিট করে কমিয়ে দেয়।

গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনা, অ্যালকোহল, মাদক ও এইডসের সম্মিলিত কারণে যত জন মানুষ মারা যায়, ধূমপানের কারণে তার চেয়ে অধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে।

ধূমপান প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ২৫ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটায়। ধূমপানের কারণে আমেরিকার চিকিৎসাখাতে প্রতিবছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়। পাশাপাশি ধূমপানজনিত রোগের চিকিৎসা, ক্যানসার বা ধূমপানের ফলে মৃত্যুর কারণে যে সময় নষ্ট হয়, তার ক্ষতি বছরে একশ মিলিয়ন ডলার।

এক. ধূমপানের ক্ষতিকর কারণগুলো কী কী?

সিগারেটে তিনটি যৌগ রয়েছে, যা ধূমপানের কারণে অকাল মৃত্যুর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েক প্রকারের গ্যাস। তার মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক গ্যাস হলো কার্বন মনোক্সাইড। যখন এই গ্যাস ফুসফুসে প্রবেশ করে, তখন অক্সিজেন লোহিত রক্তকণিকাগুলোতে পৌঁছাতে হিমশিম খায়। ফলে রক্তের বিভিন্ন টিস্যুতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়। ধূমপায়ীদের শ্বাসকষ্টের ব্যাখ্যা এটাই।

এ ছাড়াও কার্বন মনোক্সাইড দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও মানসিক বিচারক্ষমতাকেও প্রভাবিত করতে পারে। অনুরূপভাবে সিগারেটের ধোঁয়ায় রয়েছে টার, যা ফুসফুসে একটি আঠালো পদার্থ তৈরি করে। ফলে এটি কেবল ফুসফুসের কার্যকারিতা ব্যাহত করে না; বরং এতে যে কার্সিনোজেন রয়েছে, তা দ্বারা ব্লাড ক্যানসার সৃষ্টি হতে পারে।

আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, হুক্কা সেবনে ক্ষয়ক্ষতি সিগারেট সেবনের ক্ষয়ক্ষতির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে হুক্কা সিগারেটের চেয়ে বেশি ক্ষতি করে।

সিগারেটের অন্যতম ক্ষতিকারক পদার্থ নিকোটিন, যা স্নায়ুতন্ত্রে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে ঠিকই; কিন্তু একই সময় তা আসক্তিরও কারণ হয়। অনেক গবেষকদের গবেষণা প্রমাণ করে, নিকোটিনের আসক্তিই সহজে ধূমপান ছাড়তে না পারার প্রধানতম কারণ।

নিকোটিন রক্তচাপ বৃদ্ধি করে এবং হার্টবিট বাড়িয়ে দেয়। অনুরূপভাবে এটি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিকেও প্রভাবিত করে, যা দুই কিডনির উপরিভাগে থাকে। ফলে অ্যাড্রিনালিন নিঃসরণের মাত্রা বেড়ে যায়, যার কারণে হার্টের গতি বেড়ে যায় এবং ছোট ধমনীগুলো সংকীর্ণ হয়ে রক্তচাপ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়।

করোনারি হৃদরোগের ঘটনা ধূমপানের পরিমাণের সাথে সরাসরি আনুপাতিক। সে হিসেবে প্রতিদিন মাত্র এক থেকে চারটি সিগারেট খাওয়া মহিলাদের মধ্যে অ্যাঞ্জাইনা পেকটোরিস ২.৫ গুণ বৃদ্ধি পায়। তাই কেউ যেন মনে না করে, দিনে মাত্র একটি সিগারেট খেলে খুব একটা বিপদ নেই!

- **ধূমপান ও হৃদরোগ**

ধূমপান অ্যাঞ্জাইনা এবং হার্ট অ্যাটাকের তিনটি প্রধান কারণসমূহের একটি। যখন ধূমপায়ী একটি সিগারেট পান করে, তখন তার হৃদপিণ্ডের ধমনিতে খিঁচুনি সৃষ্টি হতে পারে। ধূমপানের কারণে সৃষ্ট কার্ডিওভাসকুলার তথা রক্ত সংবহনতন্ত্রের রোগ পশ্চিমা বিশ্বে ৫০% এবং তৃতীয় বিশ্বে ১৫% মৃত্যুর জন্য দায়ী।

- ধূমপান ও ক্যানসার

বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, ৮০% ফুসফুস ক্যানসার ধূমপানের কারণে হয়। ফুসফুস ক্যানসারে ধূমপায়ীদের মৃত্যুর হার অধূমপায়ীদের চেয়ে ১১ গুণ বেশি। ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষ ৫ বছরের মধ্যে মারা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে মূত্রাশয় ও কিডনি ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ার জন্যও ধূমপান দায়ী। মুখ, খাদ্যনালী, পাকস্থলী ও অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনেও ধূমপানের হাত আছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মন্তব্য করেছেন।

- ধূমপান ও শ্বসনতন্ত্র

ধূমপানের কারণে ফুসফুস ক্যানসার হওয়ার পাশাপাশি এটি ব্রঙ্কাইটিস ও এমফিসেমারও প্রকোপ বাড়ায়। এ ছাড়াও ধূমপানের কারণে শ্বাসকষ্ট, শ্বাসজনিত ক্লান্তি, যক্ষা ও দীর্ঘস্থায়ী কাশি সৃষ্টি হয়।

- প্যাসিভ স্মোকিং

প্যাসিভ স্মোকিং বলতে ধূমপায়ীদের সংস্পর্শে আসার কারণে অধূমপায়ীদের মাঝে যে প্রভাব পড়ে তা বোঝানো হয়। একাধিক বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান নিশ্চিত করে যে, ধূমপায়ীদের সংস্পর্শে থাকার কারণে আমেরিকায় বছরে চল্লিশ হাজার মানুষ মারা যায়। যারা ধূমপায়ীদের সংস্পর্শে থাকে, তাদের ঘন ঘন মাথাব্যথা, কাশি, নাক দিয়ে পানি পড়া, নিউমোনিয়া ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে বলে বিশেষজ্ঞগণ অভিমত পেশ করেছেন।

তেমনিভাবে বিভিন্ন গবেষণা নিশ্চিত করেছে, ধূমপায়ীদের স্ত্রীরা অধিক হারে ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত হয়।

- ধূমপান ও পাঁচনতন্ত্র

এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ধূমপায়ীদের মধ্যে পাকস্থলীর আলসার ও কোলন ক্যানসার হয়। ধূমপান কোলন স্প্যাসমের লক্ষণগুলিকেও বাড়িয়ে তোলে।

- ধূমপান এবং ত্বক

ধূমপায়ী মহিলাদের মুখে অল্পবয়সে বলিরেখা পড়ে যায়। আর ধূমপায়ী পুরুষদের ত্বকে পাঁচগুণ বেশি বলিরেখা পড়ে। এতে স্কিন ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং ক্ষতের যেকোনো ধরনের ক্ষত নিরাময়ে অধিক সময় নেয়।

ধূমপান প্রতিবছর বিশ্বে চার মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জনসংখ্যাবহুল অঞ্চলসমূহে ধূমপানের কারণে মৃত্যুর হার দিনদিন বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অনুমান করে যে, ২০২০ সালের মধ্যে বার্ষিক দশ মিলিয়ন মানুষ মারা যাবে ধূমপানের কারণে।

দুই. তামাক কোম্পানিগুলো প্রতিদিন কী পরিমাণ সিগারেট তৈরি করে?

বিশাল বিশাল কোম্পানিগুলো—যার অধিকাংশই আমেরিকান—পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্য প্রতিদিন তিনটি করে সিগারেট বানায়, অর্থাৎ প্রতিদিন আঠারো হাজার মিলিয়ন সিগারেট তৈরি করে। প্রতিদিন বানানো সিগারেটসমূহের মধ্যে যে পরিমাণ নিকোটিন দেওয়া হয়, তা যদি ইনজেকশনের মাধ্যমে আমাদের শরীরে দেওয়া হতো, তাহলে পুরো মানবজাতি ধ্বংস হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট হতো।

মিশরের মানুষ বছরে একশ হাজার মিলিয়নের বেশি সিগারেট খায়। সৌদি আরবের জনগণ বছরে ষাট হাজার মিলিয়ন সিগারেট খায়। সৌদি আরব প্রতিবছর ৫০ মিলিয়ন কিলোগ্রামেরও বেশি তামাক আমদানি করে, যার বাজারমূল্য দুই হাজার মিলিয়ন ডলারেরও বেশি!

তিন. মুয়াসসাল, জারাক ও শিশা

বড় সংখ্যক মানুষের মাঝে মুআসসাল, জারাক ও হুক্কা সেবনের মাত্রা সাম্প্রতিক সময়ে আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে নারীদের মধ্যে! অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, বিভিন্ন জায়গায় তরুণীদের এক জায়গায় বসে দলবেঁধে মুয়াসসাল, শিশা ও জারাক সেবন করতে দেখা যায়!

মুয়াসসাল বলা হয় এমন তামাককে, যার সাথে গুড় তথা কালো মধু মেশানো হয়।

জারাক বলা হয় এমন তামাককে, যার সাথে বিভিন্ন ধরনের পচা ফল মেশানো হয়।

গুড় ও পচা ফলের মধ্যে চিনিযুক্ত পদার্থের উপস্থিতির ফলে এগুলো অ্যালকোহল, বিশেষ করে ইথাইল অ্যালকোহল (অ্যালকোহলের প্রাণ), মিথাইল অ্যালকোহল (সবচেয়ে বিষাক্ত অ্যালকোহল) এবং প্রোপানল অ্যালকোহলে পরিণত হয়।

এই অ্যালকোহলগুলো মুআসসাল, জারাক ও হুক্কার ধোঁয়ার সাথে শরীরে প্রবেশ করে নিজের ক্রিয়া করতে শুরু করে; যদিও তাতে মাতলামি আসে না।

আর শিশা বা হুক্কার মধ্যে থাকে তামাক ও বিশেষ ধরনের ফলমূল।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, এক টান হুক্কার ক্ষতি বিশটি সিগারেটের ক্ষতির চেয়ে বেশি! আর নিকোটিনের (যে উপাদান তামাকে আসক্তি সৃষ্টি করে) আসক্তিকে সবচেয়ে বিপজ্জনক আসক্তি মনে করা হয়।

গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, তামাকের নিকোটিনের আসক্তির প্রভাব হেরোইন ও কোকেইনের মতো ভয়ংকর মাদকের আসক্তি থেকে কোনো অংশে কম নয়। সন্দেহাতীতভাবে, তামাক সহজলভ্য হওয়ার কারণে তার নিকোটিনের আসক্তির প্রভাব অন্যান্য সকল প্রকারের মাদকদ্রব্য ও অ্যালকোহলের আসক্তির সম্মিলিত প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশি।[১৪৩]

---

১৪৩. আত-তাদখিন ওয়া আসরুহু আলাস সিহহাহ, ড. মুহাম্মাদ আলি আল-বার।

চার. যে উপদেশসমূহ তোমাকে ধূমপান ছাড়তে সহায়তা করবে

কখন থেকে তুমি ধূমপান বন্ধ করতে চাও, তা নির্ধারণ করে নাও। চলতি সপ্তাহের ছুটির দিন থেকে তা শুরু করার চেষ্টা করবে। একদম বার্ষিক ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না।

প্রতিদিন ব্যায়াম করার চেষ্টা করবে। যেমন : হাঁটা, দৌড়ানো বা সাঁতার কাটা ইত্যাদি।

ধূমপান সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে প্রথমে তুমি যে সিগারেট খাও, তার চেয়ে কম মানের সিগারেট—যা তোমার পছন্দ নয়—খাওয়ার চেষ্টা করবে। এতে সিগারেটের প্রতি কিছুটা বিরক্তিভাব আসবে। সে সুযোগে তোমার কাছে থাকা সিগারেট, ম্যাচ ও অ্যাশট্রে ধ্বংস করে দেবে।

দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়ে তোমার দাঁতে লেগে থাকা নিকোটিনের দাগ অপসারণ করে নেবে।

ধূমপায়ী বন্ধুদের এড়িয়ে চলবে। যেদিন ধূমপান ছেড়ে দেবে, সেদিন বিভিন্ন কাজকর্মে নিজেকে খুব ব্যস্ত রাখবে। পারলে সুপারমার্কেট ইত্যাদি ধূমপানমুক্ত জায়গায় চলে যাবে।

বিকল্প হিসেবে মুখে চিবানোর মতো কিছু মৌখিক খাবার সাথে রাখবে। যেমন : চুইংগাম, পুদিনা ট্যাবলেট অথবা বিভিন্ন ফল। যখনই সিগারেট খেতে মন চাইবে, সাথে সাথে এগুলো মুখে দিয়ে দেবে।

সাথে সিগারেট রাখবে না। সিগারেট টানতে মন চাইলে সাথে সাথে সিগারেট না ধরিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। এ সময়ে এতক্ষণ যে কাজে ব্যস্ত ছিলে, সেটি ভিন্ন অন্য কাজে মনোযোগী হওয়ার চেষ্টা করবে।

যেসব বিষয় সিগারেট ফুঁকতে উৎসাহিত করে, সেসব থেকে এড়িয়ে চলবে। আর টিভি দেখার সময় কখনো সিগারেট ফুঁকবে না।

সিগারেট খাওয়ার ফলে তোমার স্বাস্থ্যের যে মারাত্মক অবনতি ঘটছে, সব সময় তা নিয়ে চিন্তা করবে।

নিজের এবং পরিবারে জন্য কষ্ট করে অর্জিত তোমার টাকাপয়সা যে সিগারেটের মতো একটি ক্ষতিকর বস্তুর পেছনে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে, সর্বদা সে ব্যাপারে ভাবতে থাকবে।

প্রতিদিন অন্তত তিনবার দাঁত পরিষ্কার করবে। অধিক পরিমাণে পানি ও জুস পান করবে। বেশি পরিমাণে ফলফ্রুট ও সবুজ শাকসবজি খাবে।

ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার পর মাথাব্যথা, কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথা ঘোরা, খিটখিটে ভাব, মেজাজ পরিবর্তন, অলসতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কিন্তু এগুলো যতই গুরুতর হোক, একদম ঘাবড়ে যাবে না। কেননা, এসবের কারণে তোমার জীবন কোনোরূপ বড় ঝুঁকির সম্মুখীন হবে না, যা ধূমপান অব্যাহত রাখলে হতো। এক-দুই সপ্তাহের মধ্যে এসব চলে যাবে আর তুমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

ধূমপান বন্ধ করার ফলে তোমার কী কী লাভ হচ্ছে, তা স্মরণ করবে। খানা খাওয়ার সময় খেয়াল করবে, এখনের খাবার আগের চেয়ে একটু বেশিই সুস্বাদু লাগছে। ধূমপান ছেড়ে দেওয়ার কারণে তোমার নিশ্বাস স্বচ্ছ হয়েছে, শ্বাসগ্রহণ সহজ হয়েছে, তা অনুভব করবে।

স্মরণ রাখো, ধূমপান বন্ধ করা সহজ নয়, তবে একদম অসম্ভবও নয়। প্রথমবারে ধূমপান ত্যাগ করতে ব্যর্থ হলে হতাশ হয়ে পড়বে না; বরং নতুনভাবে চেষ্টা শুরু করবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

তাওবা করতে আগ্রহী যুবকের উদ্দেশে নসিহত

কোনো যুবক নামাজ পড়ে না, কেউ অশ্লীল গান শোনে, অশ্লীল ম্যাগাজিন পড়ে অথবা এ ধরনেরই অন্যান্য হারাম কর্মে লিপ্ত আছে। কিন্তু তার অন্তরে এখনো বাকি আছে ইমানের দীপ্তি ও স্বচ্ছ ফিতরাতের আলো, যা তাকে হৃদয়ের গভীর থেকে ডেকে বলে, 'ফিরে আসো আল্লাহর কাছে! তাওবা করে ফিরে আসার এখনই সময়!'

সে এমন ব্যক্তির সন্ধান করতে থাকে, যে তাকে পাপাচারের এই নোংরা গহ্বর থেকে টেনে তুলবে। দিনের পর দিন আটকে থাকা নষ্টামির জাল ছিলে তাকে বাইরে নিয়ে আসবে।

সে এত দিন হয়তো মেয়েদের সাথে অবাধ মেলামেশা করেছিল, নাচ-গানে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত ছিল; কিন্তু সুপ্ত ইমানের স্বাদ যখন অনুভূত হলো, তখন ওসব আর ভালো লাগে না।

ফলে সে হন্যে হয়ে খোঁজে ওই লোককে, যে তাকে এই গোমরাহির অতল থেকে বের করে আনবে। অন্ধকারে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার পূর্বে আলোর দিকে টেনে আনবে। কিন্তু এমন কেউ কি আছে, যে তাকে হিদায়াত ও ইমানের পথে নিয়ে আসবে, অন্ধকার থেকে টেনে আলোর কাছে নিয়ে আসবে?

অনেক যুবক এমন আছে, যারা নাটক-সিনেমা ও গানবাজনায় আসক্ত, নর্তক-নর্তকীদের প্রতি উন্মাদ, ঘরে-বাইরে আরও বিভিন্ন ধরনের অশ্লীলতা করে বেড়ায়। পাপাচার ও নোংরামির অন্ধকারে জীবন অতিবাহিত করে।

কিন্তু তাদের অনেকের অন্তরে আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ভালোবাসা আছে। ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি হৃদয়ের টান আছে। দ্বীনি গাইরাত (আত্মসম্মানবোধ) আছে। মুসলিমদের বিপদে তারা ব্যথিত হয়; বিজয়ে আনন্দিত হয়। কিন্তু তারা পাপাচারে নিমজ্জিত থাকে, নিষিদ্ধ আনন্দ-উপভোগে গড়াগড়ি খায়।

তাদের অধিকাংশই বুঝতে পারে যে, পাপের জগতে কোনো সুখ নেই এবং নিষিদ্ধ ও হারাম কাজ করলে জীবন প্রশান্তিময় হয় না। তাই দিনরাত তাদের অস্থির দেখা যায়। ঠিকমতো ঘুম হয় না। ঘুমাতে গেলে অজানা আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যায়। রাতে এক ঘণ্টাও ভালো করে ঘুমাতে পারে না।

তাদের চোখে অনিদ্রার ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়। তাদের জীবন যে সুস্থির ও প্রশান্তিময় নয়, তা ফুটে ওঠে তাদের অবয়বে। কবির ভাষায় :

'প্রবহমান বাতাসে উড়ন্ত পালকের ন্যায়, অস্থিরতায় কোথাও ঠিকভাবে স্থির হতে পারে না।'

এমন যুবকদের কে ফিরিয়ে আনবে শান্তির পথে? কার কাছে আশ্রয় চাইবে তারা?

এক. তোমার জন্য আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই

তুমি দ্বীন থেকে যতই দূরে সরে পড়ো, শেষমেষ তোমার জন্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই।

হাসপাতালগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো, তোমারই মতো কত যুবক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, সুতরাং তোমার সুস্থতা দ্বারা প্রতরিত হয়ো না। কবরস্থানের দিকে তাকাও, কত যুবক সড়ক দুর্ঘটনা কিংবা হঠাৎ মৃত্যুর কারণে সেখানে পড়ে আছে, মৃত্যুর জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিল না!

তুমি যদি মেয়েদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়াও, বেড়িয়ে নাও কত দিন বেড়াবে! তবে যেমন কর্ম তেমন ফল বলে একটি কথা আছে, তা মনে রেখো! আর তোমার পাপের ফল যিনি দেবেন, তিনি কিন্তু অমর, চিরঞ্জীব! যে জিনা করে, তার সাথেও জিনা করা হয়। তা যত গোপনেই করুক না কেন? দুনিয়াতে

যত কিছু তুমি করো সবই ঋণ, আর ঋণ শোধ করতে হয়!

তুমি যা করছ, তা তোমার মায়ের সাথে কেউ করুক তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? অথবা তোমার বোন বা স্ত্রীর সাথে কেউ করলে তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? যদি তুমি তাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হও, তাহলে প্রতিবেশীর মেয়ে কিংবা বন্ধুর বোনের সাথে কিংবা অন্য কোনো মেয়ের সাথে এই অপকর্ম করতে সন্তুষ্ট কীভাবে হতে পারো! তারাও তো কারও না কারও মা, বোন, মেয়ে কিংবা স্ত্রী!

তোমার মর্যাদা যদি তোমার কাছে দামি হয়ে থাকে, তাহলে অন্যের মর্যাদাকে দাম দিতে শিখো।

অনেকে তাওবার ব্যাপারটিকে খুব সহজভাবে নেয়। বলে, আজ যত পারি জিনা করে নিই, অতঃপর তাওবা করে নেব! তুমি কি জানো না, কত মানুষকে জিনা করা অবস্থায় মৃত্যু পাকড়াও করেছে!? অথবা জিনা করার পরপরই মৃত্যুর ফেরেশতা এসে উপস্থিত হয়েছে? আল্লাহর সামনে তারা কী জবাব দেবে, যদি তিনি প্রশ্ন করেন? তুমিও জিনা করার সময় যদি মালাকুল মাওত তোমার কাছে এসে হাজির হন, তুমি কী করবে? এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে চাও কি তুমি? মনে রেখো, মানুষ যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, হাশরের দিন তাকে সে অবস্থাতেই উপস্থিত করা হবে। যে মাতাল অবস্থায় মারা গেছে, সে কিয়ামতের দিন মাতাল অবস্থায় উত্থিত হবে। আর যে ব্যক্তি হজের ইহরাম অবস্থায় মারা গেছে, সে কিয়ামতের দিন ইহরামরত অবস্থায় তালবিয়া (লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...) পাঠ করতে করতে উত্থিত হবে!

দুই. একটি সত্য ঘটনা

ঘটনাটি অল্প কয়েক বছর আগের এক যুবকের সাথে ঘটেছে। যুবক নিজেই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে :

আমরা তিনজন বন্ধু ছিলাম। বলা উচিত, চারজন বন্ধু ছিলাম। কারণ শয়তানও যে আমাদের সাথে ছিল! আমরা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে এবং মিথ্যা ওয়াদা দিয়ে সরলমনা তরুণীদের শিকার করে দূরের কোনো খামারে নিয়ে গিয়ে

তাদের সাথে অপকর্ম করতাম। এভাবেই চলছিল আমাদের জীবন। একদিনের ঘটনা। আমরা অভ্যাসমতো খামারে গেলাম। প্রয়োজনীয় সব জিনিস আমাদের সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রত্যেকে একটি করে মেয়েও শিকার করে নিয়ে গিয়েছিলাম। অভিশপ্ত মদও ছিল সবার সাথে। তবে খানা আনতে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। তাই আমাদের মধ্য থেকে একজন তার গাড়ি নিয়ে বাজারে খাবার আনতে গেল। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে সে বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু যথাসময়ে আমাদের কাছে সে ফিরে আসলো না। আমরা তার জন্য চিন্তা করতে লাগলাম। অবশেষে আমি গাড়ি নিয়ে তাকে খুঁজতে বের হলাম।

রাস্তার মধ্যেই বন্ধুর গাড়িটি পড়ে থাকতে দেখলাম। আমি পাগলের মতো সেদিকে ছুটে গেলাম। গাড়ির ভেতর থেকে তাকে বের করার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, তার অর্ধেক শরীর থ্যাঁতলে গেছে! কিন্তু তখনও তার শরীরে প্রাণ ছিল।

আমি তাকে আমার গাড়িতে তুলে নিলাম। সে বিড়বিড় করে 'আগুন, আগুন' বলছিল। অতঃপর কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'কোনো ফায়দা নেই বন্ধু, আমি হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারব না!' বন্ধুর এমন অবস্থা দেখে আমার চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। আমার বন্ধু আমারই সামনে এভাবে মরে যাচ্ছে, আর আমি কিছুই করতে পারছি না! হঠাৎ সে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'হায়, আমি তাঁকে কী বলব?' আমি অবাক হয়ে তাকে বললাম, 'কাকে?' সে চিন্তাক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল, 'আল্লাহকে।'[১৪৪]

মনের গভীর থেকে চিন্তা করো, যখন এই যুবককে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি কী করছিলে?' তখন সে আল্লাহকে কী জবাব দেবে? আল্লাহর কাছে তো মিথ্যা বলে কেউ পার পাবে না!

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ - الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

---

১৪৪. লিশ শাবাবি ফাকাত, আদিল বিন মুহাম্মাদ আল-আব্দুল আলি। (ঈষৎ পরিবর্তিত)

'যেদিন লোকেরা প্রকাশ হয়ে পড়বে, সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। (সেদিন ঘোষণা করা হবে) আজ রাজত্ব কার? প্রবল প্রতাপশালী এক আল্লাহর। আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অর্জন অনুসারে প্রতিদান দেওয়া হবে। আজ কোনো জুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী।'[১৪৫]

হতাশ হয়ে পড়ো না প্রিয় ভাই, কারণ তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ পাপ নিয়েও আল্লাহর কাছে যাও, আর আল্লাহর সাথে কখনো শিরক না করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। সুতরাং সব সময় আল্লাহর সাহায্য চাও, তাঁর কাছেই আশ্রয় নাও; যেন তিনি তোমার সামনে হিদায়াতের পথ স্পষ্ট করে দেন এবং তার ওপর পরিচালিত করেন।

এত দিন যত গুনাহ করেছ, সব থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করো। অতঃপর যখনই সে গুনাহ আবার সংঘটিত হবে, সাথে সাথে আবার ভালোভাবে তাওবার সকল শর্ত অনুযায়ী তাওবা করবে। তাওবা করাকে হালকাভাবে নেবে না। কোনো গুনাহ করে ফেললে সাথে সাথে নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

'যে ব্যক্তি আমার এ অজু করার মতো অজু করবে, অতঃপর পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে দুই রাকআত নামাজ পড়বে, তার পূর্বেকার সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।'[১৪৬]

আরেক হাদিসে ইরশাদ করেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لِذَلِكَ الذَّنْبِ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ

১৪৫. সুরা গাফির, ৪০ : ১৬-১৭।
১৪৬. সহিহুল বুখারি : ১৫৯, সহিহু মুসলিম : ২২৬।

‘কোনো মুসলিম যদি গুনাহ করে ফেলে, অতঃপর সে অজু করে দুই রাকআত নামাজ পড়ার পর আল্লাহর কাছে ওই গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।’[১৪৭]

প্রিয় ভাই, আল্লাহর কাছেই ফিরে আসো, তিনি শুধু ভালো মানুষদের প্রভু নন, পাপীদেরও প্রভু। এই আয়াতে আল্লাহ কী বলছেন দেখো :

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

‘বরং তিনি এমন, যিনি নিরুপায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে জমিনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।’[১৪৮]

তিন. তাওবার পরে পুনরায় পাপ করার আকাঙ্ক্ষা

অনেক মানুষ জিনা, মদ্যপান অথবা অশ্লীল ফিল্ম দেখা থেকে তাওবা করে; কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই আবার সে পাপ করার বাসনা জাগে। প্রবৃত্তি একপ্রকার টেনে নিয়ে যেতে থাকে আগের সেই পাপের নোংরা জগতে।

সাবধান! তাওবার পরে পুনরায় পাপের পথে পা বাড়াবে না। মনে রাখবে, তুমি আল্লাহর কাছে ওয়াদা দিয়েছ যে, আর কোনোদিন পাপ করবে না। তাওবার ওপর অটল থাকার জন্য হৃদয়কে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত রাখো। অধিক হারে নফল ইবাদত করো। খারাপ বন্ধুদের এড়িয়ে চলো। যেসব জায়গায় গেলে পাপ করার বাসনা জাগে, সেসব জায়গা থেকে দূরে থাকো।

---

১৪৭. মুসনাদু আহমাদ : ৪৭।
১৪৮. সুরা আন-নামল, ২৭ : ৬২।

চার. নিজেকে ভালো আমলের অযোগ্য মনে করা

কিছু যুবক আছে, যারা গোমরাহি ও পাপাচারের পথ ছেড়ে ইমান ও হিদায়াতের পথে আসার পরেও নিজেকে তুচ্ছ এবং ভালো আমলের অনুপযুক্ত মনে করে।

এমন ধারণা মারাত্মক ক্ষতিকর। নিজেকে নিজের হাতে ধ্বংস করে দেওয়ার শামিল। যাদের মনে এমন ধারণা আসে, তাদের জানা উচিত যে, রাসুল ﷺ-এর অসংখ্য সাহাবি প্রথমে মূর্তিপূজা করতেন, মদ্যপান করতেন, পাপকর্ম করতেন...কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা ইসলামের একেকজন মহান নেতা হয়ে উঠেছিলেন। পূর্বের কৃতকর্মের কারণে ইসলামের কাজ করতে তাঁরা লজ্জাবোধ করেননি।

তবে পাপ করার পর নিজেকে তুচ্ছ মনে করা প্রশংসিত। এর ফলে তাওবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নিচের ঘটনাটি তা-ই প্রমাণ করে :

ইসা ﷺ এক পাপিষ্ঠ লোককে দেখলেন। লোকটিকে তিনি হাত ধরে মাসজিদুল আকসায় নিয়ে গেলেন। যখন তারা মসজিদের কাছাকাছি গেলেন, তখন পাপী লোকটি বলল, 'হে ইসা, আমি আমার কারণে বাইতুল মাকদিস নোংরা হওয়ার আশঙ্কা করছি।' তখনই ইসা ﷺ-এর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি আসলো, 'এই পাপী লোককে জানিয়ে দাও যে, আমি তার তাওবা কবুল করেছি। আমার মর্যাদা ও প্রতাপের কসম, তার বলা বাক্যটি আমার কাছে সত্তর বছর ইবাদত করার চেয়ে অধিক প্রিয়।' অর্থাৎ নিজেকে পাপী বলে স্বীকার করা তার গুনাহের কারণে আল্লাহর ঘর অপবিত্র হওয়ার ভয় করার কারণেই আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আল্লাহর কাছে ইবাদত করে বড়াই করার চেয়ে পাপ করে লজ্জিত হওয়া অধিক পছন্দনীয়। অনেক মানুষ আছে, এক দুটো ভালো আমল করে অহংকারে ফেটে পড়ে। আমি হেন করেছি, তেন করেছি, আমি নেককার লোক, জান্নাত আমার জন্য সুনিশ্চিত, ওই লোক আমার মতো আমল করে না, তাই সে নিশ্চিত জাহান্নামে যাবে... এমন সব কথা বলে বেড়ায়।

আমলের বড়াই কতটা ভয়ানক, তা রাসুল ﷺ-এর এই হাদিস থেকে জেনে নাও :

«أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ» أَوْ كَمَا قَالَ

'এক লোক বলল, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।" আর আল্লাহ তাআলা বললেন, "সে লোক কে, যে কসম খেয়ে বলে যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি অমুককে ক্ষমা করে দিলাম, আর তোমার আমলকে (শপথ) ধ্বংস করে দিলাম।" অথবা তিনি যেমন বলেছেন।'[১৪৯]

পাঁচ. অন্যের তাওবা নিয়ে মজা করা

যদি তোমার কোনো বন্ধু বা কাছের লোক তাওবা করে, তখন তাকে বাধা দেবে না কিংবা তার তাওবা নিয়ে মজা করবে না।

অনেক মানুষ এমন আছে, যারা কেউ তাওবা করে ভালো পথে চলতে শুরু করলে তার ছোটখাটো ভুলভ্রান্তির পেছনে উঠে পড়ে লাগে। অনেকে বসে বসে মন্তব্য করে, 'সে ভালো মানুষের ভান ধরেছে, কিছুদিন পর ঠিকই আগের মতো খারাপ কাজ করতে শুরু করবে!'

অনেকেই তাওবাকারীকে নিয়ে নানা ধরনের টিটকারিমূলক কথা বলে। তার অতীত জীবন ও পাপাচারের স্মৃতিগুলো তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

অথচ উচিত ছিল, তার তাওবা নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা এবং গোমরাহির পথ ছেড়ে সিরাতে মুসতাকিমে ফিরে আসার কারণে তাকে সংবর্ধনা ও অভিবাদন জানানো। কোনো পাপী তাওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আসলে স্বয়ং আল্লাহই খুশি হন; কিন্তু আমরা খুশি হতে পারি না! আল্লাহর খুশিতেও কি আমরা খুশি

---

১৪৯. সহিহ মুসলিম : ২৬২১।

হতে পারি না!? যেখানে আল্লাহ তার দোষত্রুটি ক্ষমা করে আনন্দিত হন, সেখানে আমরা কী করে তার অতীত দোষত্রুটি ও স্খলন স্মরণ করিয়ে দিই!? অনেকে তো বলে বসে, 'তুমি তাওবার যোগ্য নও!' এমনটি হওয়া মোটেই কাম্য নয়।

তুমি কি রাসুল ﷺ-এর এই হাদিসটি শোনোনি, যেখানে তিনি বলেছেন :

> لَلّٰهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا اسْتَيْقَظَ عَلَى بَعِيرِهِ، قَدْ أَضَلَّهُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ
>
> 'মরুভূমিতে উট হারিয়ে ফেলা লোক যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নিজের হারানো উট খুঁজে পায়, তখন সে যতটা আনন্দিত হয়, আল্লাহ তাআলা তার চেয়ে বেশি আনন্দিত হন যখন তাঁর কোনো বান্দা তাওবা করে।'[১৫০]

কেউ তাওবা করার কারণে তুমি তার গিবত করছ। একবার ভেবে দেখো তো তুমি কার গিবত করছ। তুমি কি তার গিবত করছ না, যে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছে, আল্লাহর রহমতের আশায় এবং শাস্তির ভয়ে অঝোর ধারায় কেঁদেছে? [১৫১]

ছয়. মালিক বিন দিনারের তাওবা

মালিক বিন দিনারকে তার তাওবার হেতু কী জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন :

আমি ছিলাম একজন পুলিশ। মদ্যপ ছিলাম। একদিন আমি একটি গুণবতী দাসী ক্রয় করলাম। দাসীর গর্ভ থেকে আমার একটি কন্যাসন্তান হলো। মেয়েটি আমার মনের গভীরে জায়গা করে নিল। যেদিন থেকে মেয়েটি হাঁটতে শুরু করল, তার প্রতি আমার ভালোবাসা আরও বেড়ে গেল।

---

১৫০. সহিহ মুসলিম : ২৭৪৭।

১৫১. সাওতুন ইয়ুনাদি, আব্দুল মালিক আল-কাসিম।

যখন আমি আমার সামনে মদ নিয়ে বসতাম, তখন সে আমার কাছে এসে আমাকে তার দিকে টেনে নিত আর আমার কাপড়ের ওপর মদ ঢেলে দিত। দুই বছর বয়সে মেয়েটি মারা গেল। তার মৃত্যুশোকে আমি খুব ভেঙে পড়লাম।

এভাবে শোকে কাতর হয়ে আমার দিন কাটতে লাগল। দেখতে দেখতে শাবানের মধ্যরজনী (শবে বারাত) চলে আসলো। রাতটি জুমআর রাতও ছিল। আমি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ইশার সালাতটাও পড়িনি। ঘুমে স্বপ্ন দেখলাম, কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে, শিঙায় ফুঁক দেওয়া হয়েছে, কবরসমূহ থেকে লোকদের পুনরুত্থিত করা হয়েছে, সকল মাখলুককে একত্রিত করা হয়েছে। আমিও তাদের সাথে আছি।

এমন সময় আমার পেছন থেকে একটা 'হিসস' শব্দ শুনতে পেলাম। তাকিয়ে দেখি, আমার দিকে বিশাল হা করে একটি ড্রাগন এগিয়ে আসছে! আমি পালাতে লাগলাম। পথিমধ্যে পরিচ্ছন্ন পোশাক ও সুন্দর ঘ্রাণসম্পন্ন এক বৃদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাকে সালাম দিয়ে বললাম, 'এই ড্রাগন থেকে আমাকে বাঁচান।' বৃদ্ধ কেঁদে দিলেন আর বললেন, 'আমি দুর্বল, সে আমার চেয়ে শক্তিশালী। তবে তুমি দ্রুত পালাতে থাকো। আশা করি, আল্লাহ তাআলা তোমাকে তার থেকে রক্ষা করবেন।'

আমি পালানো অব্যাহত রাখলাম। যেতে যেতে সামনে একটি আগুনের সিঁড়ি আসলো। ড্রাগনের ভয়ে আমি তাতে উঠতে যাব এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো, 'ফিরে যাও, তুমি এর উপযুক্ত নও!'

উপায়ান্তর না দেখে আমি ফিরে আসলাম। দেখলাম, ড্রাগনটি তখনও আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। অতঃপর আমি বৃদ্ধের কাছে ফিরে আসলাম। তিনি বললেন, 'এই পাহাড়ে লুকিয়ে থাকো। কারণ, এই পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে মুসলিমদের গচ্ছিত সম্পদ। যদি এখানে তোমার কোনো সম্পদ থেকে থাকে, তাহলে সে তোমাকে সাহায্য করবে।'

আমি পাহাড়ের দিকে ছুটলাম। ড্রাগনও আমার পিছু পিছু আসতে লাগল। যখন পাহাড়ের কাছাকাছি গেলাম, একজন ফেরেশতা চিৎকার করে বললেন, 'পর্দা অপসারণ করো, শাটারগুলো খুলে ফেলো! তোমাদের মধ্যে এই আশ্রয়প্রার্থীর গচ্ছিত রাখা কেউ থাকলে তার সাহায্যে এগিয়ে আসো!'

তখন পূর্ণিমার মতো উজ্জ্বল চেহারার একদল শিশু বেরিয়ে আসলো। তাদের মধ্যে আমার মৃত কন্যাকেও দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে সে কান্না করে দিল আর বলল, 'ওয়াল্লাহি, এ তো আমার বাবা!' এই বলে সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি তাকে কোলে তুলে নিতেই দেখলাম, ড্রাগনটি পালিয়ে গেল!

অতঃপর আমাকে বসিয়ে সে আমার কোলে বসে পড়ল এবং বলল, 'আব্বু, (أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ) "যারা ইমান এনেছে, তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাজিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি?"'[১৫২]

আমি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললাম, 'তোমরা কুরআন জানো, মা?'

– আমরা আপনাদের চেয়ে বেশি কুরআন পারি, আব্বু!

– আমাকে সেই ড্রাগনের রহস্য বলো, যে আমাকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল!

– তা ছিল আপনার মন্দ আমল, যাকে আপনি শক্তিশালী করেছেন। ফলে সে আপনাকে জাহান্নামে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল।

– ওই বৃদ্ধ লোক কে, যার সাথে আমার পথে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

– আব্বু, তিনি হচ্ছেন আপনার ভালো আমল, যাকে আপনি দুর্বল করে রেখেছেন। যার ফলে তিনি আপনার মন্দ আমলের শক্তির সাথে পেরে ওঠেননি।

– আমার মামণি, তোমরা এই পাহাড়ে কী করো?

– আমরা হলাম মুসলিমদের শিশুদল। কিয়ামত পর্যন্ত এখানে আমরা থাকব এবং আপনাদের অপেক্ষায় থাকব; যেন আপনাদের জন্য সুপারিশ করতে পারি।

মালিক বিন দিনার বলেন, 'তখনই চরম আতঙ্কে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম থেকে উঠেই আমি আমার মদ ফেলে দিলাম। পানপাত্র ভেঙে গুড়িয়ে দিলাম।

---

১৫২. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১৬।

অতঃপর খাঁটিমনে আল্লাহর কাছে তাওবা করলাম। এই ছিল আমার তাওবার কারণ।'[১৫৩]

পরিশেষে অন্যতম মহান তাবিয়ি হাসান বসরি ﵀-এর উপদেশটি মন দিয়ে শোনো :

'ওহে আল্লাহর পালিয়ে যাওয়া গোলাম, ফিরে আসো তোমার মালিকের কাছে! তিনি তোমাকে রাতে দিনে ডেকে ডেকে বলেন, "যে আমার কাছে হেঁটে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।" তা সত্ত্বেও তুমি তার থেকে বিমুখ হয়ে অন্য কারও প্রতি মনোযোগী হয়ে আছ!? এমন করতে থাকলে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে তুমি, বলে দিলাম!

হে গাফিল, জেগে ওঠো। তোমার হাতে কয়েকদিন মাত্র সময় আছে। একেকটি দিন গত হওয়া মানে তোমার জীবন থেকে একেকটি অংশ খসে পড়া। এভাবে একেকটি অংশ খসে পড়তে পড়তে কখন তোমার পুরো জীবন শেষ হয়ে যাবে ভাবতেও পারবে না। তা নিশ্চয় তুমি জানো। তাই আমলের প্রতি মনোযোগী হও। আজ আমলের সুযোগ থাকতে আমল করে নাও। কাল হিসাব শুরু হয়ে গেলে আর আমল করার সুযোগ পাবে না।'

নিচে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার মতো কয়েকটি দুআবাক্য উল্লেখ করা হয়েছে। তা দ্বারা উপকৃত হতে পারো :

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي، وَتَلُمُّ بِهَا شَعَثِي، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتُزَكِّي بِهَا عَمَلِي، وَتُلْهِمُنِي بِهَا رُشْدِي، وَتَرُدُّ بِهَا أُلْفَتِي، وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে রহমত ভিক্ষা চাই। এর দ্বারা আপনি আমার মনকে হিদায়াতের আলোয় আলোকিত করুন, আমার সকল কাজ গুছিয়ে দিন, আমার অগোছালো অবস্থাকে সুশৃঙ্খল করে দিন, আমার অজানাকে সংশোধন করে দিন, আমার জানাকে আরও

১৫৩. কিতাবুত তাওয়াবিন : পৃ. ২০২।

উন্নত করুন, আমার কাজকর্ম পরিচ্ছন্ন করে দিন, আমাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা বৃদ্ধি করে দিন এবং সব ধরনের অনিষ্ট থেকে আমাকে হিফাজত করুন।'[১৫৪]

নিয়মিত সাইয়িদুল ইসতিগফার পাঠ করবে। রাসুল ﷺ যেভাবে শিখিয়েছেন, সেভাবে তা নিচে তুলে ধরা হলো :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

'হে আল্লাহ, আপনিই আমার প্রতিপালক। আপনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমি আপনার দাস। আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত আছি। আমি যা করেছি, তার মন্দ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাইছি। আমার ওপর আপনার যে নিয়ামত আছে, তা আমি স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধও স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।'[১৫৫]

নির্জন অবস্থায় আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়ে হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে দেওয়ার প্রার্থনা করবে।

যখন তুমি একাকী থাকবে, তখন কবরে দুই ফেরেশতার প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করবে—তাদের প্রশ্নের উত্তর কি তুমি ঠিকভাবে দিতে পারবে? অথবা কিয়ামত দিবস নিয়ে চিন্তা করবে, যেদিন সূর্য খুব নিকটে চলে আসবে, লোকেরা নিজেদের ঘামে হাবুডুবু খাবে। যে যার গুনাহ অনুপাতে তাতে নিমজ্জিত হবে। কউ কেউ একদণ্ড শ্বাস নেওয়ারও সুযোগ পাবে না। আবার অনেকে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে শান্তির বিশ্রাম নেবে, যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।

---

১৫৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪১৯।

১৫৫. সহিহুল বুখারি : ৬৩০৬।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইমান সম্পর্কে উপদেশ

এক. জান্নাত ও জাহান্নামের রাস্তা

তুমি একাকী কোথাও সফর করছ এমন সময় তোমার সামনে দুটি পথ দেখতে পেলে। একটি পাহাড়ি দুর্গম পথ, আরেকটি সমতল সহজ পথ।

প্রথম পথ : এবড়োখেবড়ো, অমসৃণ, কাঁটা আর গর্তে ভরা। যার ওপর দিয়ে চলা খুব কঠিন। তবে এ পথের মাথায় সরকারের পক্ষ থেকে একটি বোর্ডে লেখা আছে : এই পথ শুরুর দিকে অমসৃণ ও কণ্টকাকীর্ণ, তবে এটাই সঠিক পথ, যে পথ তোমাকে বড় শহরে অথবা উদ্দিষ্ট গন্তব্যে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় পথ : কুসুমাস্তীর্ণ, দুই ধারে সারি সারি সবুজ গাছ, কিছু দূর পরপর কফিশপ ও বিনোদনকেন্দ্র। যে পথে চললে মন ফ্রেশ হয়ে যায়, চোখ জুড়ায়, কর্ণকুহরে মিষ্ট ধ্বনি প্রবেশ করে। তবে সেখানে একটি বোর্ডে লেখা আছে : এই পথ বিপদসংকুল। এই পথের শেষে রয়েছে নিশ্চিত দুর্ঘটনা, মৃত্যু!

এ দুই পথ থেকে তুমি কোনটি দিয়ে চলতে পছন্দ করবে?

নিঃসন্দেহে তোমার মন চাইবে, দ্বিতীয় তথা সহজ পথটি বেছে নিতে। এটা মানুষের স্বভাব, যার ওপর তাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। যদি ব্যক্তি নিজের মনকে এভাবে মনের মতো চলতে ছেড়ে দেয়, সে এভাবেই আপাতদৃষ্টিতে সহজ মনে হওয়া ভয়ংকর পথটিই বেছে নেয়। কিন্তু তোমার বিবেক সাময়িক স্বাদ-উপভোগের পথ উপেক্ষা করে স্থায়ী সুখের পথ বেছে নিতে বলবে। প্রথম পথ বেছে নিতেই তোমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।

এটাই জান্নাত ও জাহান্নামের পথের উদাহরণ।

জাহান্নামের পথ অনেক মজাদার ও উপভোগ্য। মনকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে। মনের চাহিদা পূরণ করতে তাতে কোনো বাধা নেই। যেভাবে ইচ্ছা সম্পদ কামানো যায়। এ পথে মালসম্পদ অনেক প্রিয়। বাঁধভাঙা স্বাধীনতা আছে।

পক্ষান্তরে জান্নাতের পথ অনেক কঠিন। এখানে যেমন ইচ্ছা চলা যায় না। নির্ধারিত সীমা আছে, নিয়মনীতি আছে। মনের বিরোধিতা করতে হয়। সব চাহিদা পূরণ করা যায় না। তবে এই পথের সাময়িক কষ্ট সহ্য করে অটল থাকতে পারলে আখিরাতে চিরস্থায়ী সুখ পাওয়া যায়।

খারাপ বন্ধু তোমাকে বলল, অমুক নায়িকার ন্যুড ড্যান্স চলছে, চলো দেখে আসি। তোমার মন বন্ধুর ডাকে সাড়া দিতে বলবে। কয়েক হাজার শয়তান এসে তোমাকে সেদিকে নিয়ে যেতে চাইবে। যথারীতি তুমিও তার দিকেই পা বাড়িয়েছ, এমন সময় এক আলিম এসে যদি তোমাকে ফিরিয়ে নিতে চায়, তার কথা মেনে নেওয়া তোমার জন্য খুবই কষ্টকর মনে হবে। তাকে এড়িয়ে নফসের কথাই মেনে নিতে মন চাইবে।

খারাপ পথের দায়িদের ডাকে সাড়া দিতে কোনো কষ্ট হয় না, কষ্ট হয় ভালো পথের দায়িদের ডাকে সাড়া দিতে। কারণ মন্দপথের দায়ি তোমাকে যেদিকে ডাকে, তোমার মন সেদিকে যেতে চায়। সেখানে এমন সব বিষয় থাকে, যার দিকে মন আকৃষ্ট হয়।

পক্ষান্তরে ভালো পথের দায়ি যেদিকে তোমাকে ডাকে, সেখানে শুধু বাধা আর বাধা। বেপর্দা এক তরুণীর ওপর তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। তোমার মন তার সৌন্দর্য খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে বলবে। এমন মুহূর্তে ভালো পথের দায়ি তোমাকে বলবে, তার থেকে দৃষ্টি নিচে রাখো। ওদিকে তাকিয়ো না।

ব্যবসায়ী সুদযুক্ত লাভের সুন্দর একটা অফার পেল। কোনো কষ্ট-মেহনত ছাড়াই তা অর্জন করা সম্ভব। এমন সময় ভালো পথের দায়ি তাকে এমন লোভনীয় অফার ত্যাগ করতে বলবে। সেদিকে হাত বাড়াতে নিষেধ করবে।

সরকারি কর্মকর্তা তার কলিগকে দেখে, সে এক মিনিটে যে পরিমাণ ঘুষ নেয় তা তার ছয় মাসের বেতনের সমান। এ দেখে তার মনও তাকে ঘুষ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু ভালো পথের দায়ি বলে, ঘুষ গ্রহণ করো না।

এভাবে ভালো পথের দায়ি সব সময় নিশ্চিত ও সাময়িক লাভ থেকে বারণ করে। যাতে স্থায়ী লাভ অর্জন করা যায়। কিন্তু মনের জন্য তা মেনে নিতে অনেক কষ্ট হয়। তা হবেই তো, প্রত্যেক উন্নত বস্তু অর্জন করতে একটু বেশিই কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

ছাত্রের জন্য টিভি দেখা বাদ দিয়ে পড়াশোনায় মন বসানো কষ্টকর। ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য আরামের বিছানা ছেড়ে ফজরের নামাজের জন্য ওঠা কষ্টকর। স্ত্রী-সন্তানের মায়া ত্যাগ করে জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করতে যাওয়া কঠিন।

এ জন্যই তো ভালো মানুষের চেয়ে মন্দ মানুষের সংখ্যা বেশি। হিদায়াতের পথে চলা লোকের চেয়ে গোমরাহির পথে চলা লোকের সংখ্যা বেশি। তবে ভালোর সংখ্যা কম বলেই ভালো মূল্যবান। হীরা সহজলভ্য হলে কি তা এত মূল্যবান হতো? কয়লা যার তার চুলায় পাওয়া যায় বলে তার দাম কম। এ জন্যই বীর, সাহসী ও শ্রেষ্ঠ লোকদের সংখ্যা পৃথিবীতে কম।[১৫৬]

দুই. মহাজাগতিক আইন

জেনে রাখো, প্রিয় যুবক ভাই, মহাবিশ্ব ও প্রকৃতিতে ধর্মীয় বিধান (শরিয়াহ) ছাড়া আরও একটি আল্লাহর বিধান (প্রাকৃতিক নিয়ম) রয়েছে, যা শরিয়াহ তথা ইমান ও ইসলামের বিধানের চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সুতরাং কোনো মুসলিম যেভাবে কুরআন-সুন্নাহর শরিয়াহর বিরোধিতা করলে কিংবা তুচ্ছজ্ঞান করলে আখিরাতে শাস্তির উপযুক্ত হয়, তেমনিভাবে প্রাকৃতিক বিধান ও মহাজাগতিক আইনের বিরোধিতা করলে, তা মেনে না চললে দুনিয়াতে পরাজয় ও ব্যর্থতার মাধ্যমে শাস্তি পায়; যদিও তার অন্তরে পাহাড়ের মতো শক্ত ইমান থাকুক।

---

১৫৬. তারিফু আম বি-দ্বীনিল ইসলাম, ড. আলি তানতাবি।

দুই শরিয়াহর একটিকে আঁকড়ে ধরে অপরটি সম্পর্কে উদাসীন থাকা মুসলিমদের পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

বদরের দিন রাসুল ﷺ কেবল তাঁর ও সাহাবিদের ইমানের ওপর ভরসা করে থাকেননি; বরং সেনাবাহিনী প্রস্তুত করেছেন এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছেন।

দেশ-বিদেশের কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে কৃতিত্ব অর্জনকারী ছাত্র মুসলিম হোক, নামকরা মুসলিম অধ্যাপক থাকুক, চিকিৎসাজগতে অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার থাকুক, এভাবে জাগতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেও মুসলিমদের প্রাধান্য চায় ইসলাম।

তবে প্রিয় ভাই, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যতই উন্নতি করো, যদি ইমান না থাকে, তাহলে সে জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের জন্য মোটেই উপকারী নয়। কক্ষনো মনে কোরো না যে, ধনসম্পদ থাকলে আর তাকওয়া-আল্লাহভীতির প্রয়োজন নেই। এই বোধ অনেক মানুষকে দুনিয়ার মোহে ফেলে আখিরাত থেকে উদাসীন করে রেখেছে। টাকাপয়সার পেছনে ছুটিয়ে দিয়ে কুরআন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন আদম ﵇-কে পৃথিবীর বুকে নামালেন, তখন জিবরিল ﵇ তাঁর কাছে তিনটি বস্তু আনলেন : দ্বীন, নৈতিকতা ও আকল (জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক)। আর বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনাকে এই তিনটা থেকে যেকোনো একটা বেছে নিতে বলেছেন।'

আদম ﵇ বললেন, 'জিবরিল, তিনটাই তো ভালো। জান্নাতের বাইরে এই তিন বস্তুর চেয়ে ভালো কিছু আছে বলে আমি মনে করি না।' এই বলে তিনি আকলের দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে নিয়ে বাকি দুটিকে বললেন, 'তোমরা চলে যেতে পারো।'

তখন তারা (দ্বীন ও নৈতিকতা) বলল, 'আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সর্বাবস্থায় আকলের সাথে থাকতে।'

এভাবে আকলকে বেছে নেওয়ার কারণে তিনটাকেই পেয়ে গেলেন তিনি।

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, আকল ইমান ছাড়া প্রাণহীন জড়পদার্থ। আর আকল ব্যতীত ইমান হচ্ছে নিছক অনুকরণ, তাতে কোনো মৌলিকত্ব নেই।

তিন. নেক আমল নিয়ে আত্মপ্রবঞ্চিত হওয়া

তোমার ভালো আমলসমূহ নিয়ে কক্ষনো আত্মপ্রবঞ্চনায় ভোগো না। কোনো ভালো কাজ করার পর আল্লাহর কাছে তার ক্রেডিট নেওয়ার চেষ্টা করো না। কারণ, তা তোমার আমলকে মিটিয়ে দেবে।

কক্ষনো মনে কোরো না যে, যদি তুমি আল্লাহর ইবাদত করো, তাহলে চেষ্টা-মেহনত ও অধ্যয়ন ছাড়া এমনিতেই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে যাবে; উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে এবং বড় অঙ্কের টাকার মালিক হয়ে যাবে।

ইবাদত তোমাকে সন্তানসন্ততি দেবে, উন্নত জীবন দান করবে—এমন ধারণা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়।

অমুক ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, তবুও তার কাছে সুন্দর গাড়ি আছে, আমি তো আল্লাহর ইবাদত করি, তাই আমাকে সুন্দর গাড়ি দেওয়া তাঁর হক—এমন মনোভাব যেন কক্ষনো তোমার না হয় প্রিয় ভাই।

নিজের আমল নিয়ে এভাবে আত্মপ্রবঞ্চিত হতে নেই। এতে তোমার আমল-ইবাদত সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

চার. দ্বীন ও দুনিয়া

রাসুল ﷺ বলেছেন :

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

'যদি আল্লাহর নিকট দুনিয়ার মূল্য মাছির ডানার সমানও হতো, তাহলে তিনি কোনো কাফিরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।'[১৫৭]

---

১৫৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৩২০। হাদিস হাসান সহিহ।

আরেক হাদিসে তিনি বলেন :

وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ

'আল্লাহ তাআলা যাকে ভালোবাসেন এবং যাকে ভালোবাসেন না— উভয়কে দুনিয়ার ধনসম্পদ দান করেন, তবে তিনি দ্বীন দান করেন একমাত্র তাকেই, যাকে তিনি ভালোবাসেন।'[১৫৮]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا - وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا - كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

'কেউ দুনিয়া (আশু সুখ-সম্ভোগ) কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এখানেই (দুনিয়াতেই) সত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি, যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত-বিতাড়িত অবস্থায়। যারা মুমিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে, তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য। তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা এদেরকে ও ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত।'[১৫৯]

আয়াতসমূহের অর্থ হলো : যে নিজের কাজ দ্বারা শুধু দুনিয়া কামনা করে, দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না, আল্লাহ তাআলা তাকে নিজের ইচ্ছেমতো দুনিয়া দান করেন; কিন্তু আখিরাতে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রাখেন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আখিরাত ও তার নিয়ামত কামনা করে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় আমল-ইবাদত করে, তার আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়।

---

১৫৮. মুসনাদু আহমাদ : ৩৬৭২।
১৫৯. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ১৮-২০।

মোটকথা, আল্লাহর কাছে যে যা চায়, তা-ই তাকে দান করেন। যে দুনিয়া চায়, তাকে দুনিয়া দেন; যে আখিরাত চায়, তাকে তা-ই দান করেন। মুমিন, কাফির, অনুগত, পাপী নির্বিশেষে সবাইকে দান করেন। তোমার প্রতিপালকের দান কারও জন্য বন্ধ নয়।

দুনিয়ার তুচ্ছতা তুলে ধরে আল্লাহ বলেন :

> وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ - وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ - وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ
>
> 'সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এ আশঙ্কা না থাকলে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে, তাদেরকে আমি দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্যনির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যাতে তারা আরোহণ করত। আর তাদের গৃহসমূহের জন্য দরজা ও পালঙ্ক—যাতে তারা হেলান দিয়ে বিশ্রাম করতে পারে। এবং স্বর্ণ-নির্মিতও। আর এ সকলই তো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। মুত্তাকিদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ।'[১৬০]

আয়াতের সারমর্ম হলো : যদি কাফিরদের রিজিকের প্রশস্ততা দেখে সকল মানুষ কুফরি বরণ করে দুনিয়ার সকল মানুষ কাফির হওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তাহলে আমি এই পুরো দুনিয়াটা কাফিরদের অনুকূলে করে দিতাম। তাদের জন্য নির্মাণ করে দিতাম উঁচু উঁচু প্রাসাদ। তাদের জন্য নির্মাণ করে দিতাম রুপার সিঁড়ি। এ ধরনের পার্থিব জীবন উপভোগের সব সরঞ্জাম তাদের প্রস্তুত করে দিতাম।

তবে আমি কাফিরদের দুনিয়াতে যতসব নিয়ামত ও ভোগ-উপকরণ দান করি, তা দ্বারা শুধু এই নশ্বর দুনিয়াতেই উপভোগ করা যাবে। আখিরাতে

---

১৬০. সুরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৩৩-৩৫।

তা কোনো কাজে আসবে না। আখিরাতে চিরস্থায়ী সুখের আবাস জান্নাত তো কেবল মুত্তাকিদের জন্য, যারা দুনিয়াতে আল্লাহর সাথে কখনো শিরক করেনি।

রিবয়ি বিন আমিরের অনুভূতি দেখো, যখন তিনি রোজা অবস্থায় পারসিয়ানদের অলংকার ও ধনসম্পদ পদদলিত করছিলেন এবং ইসলামের ঐশ্বর্য নিয়ে—যা থেকে দুনিয়াদাররা বঞ্চিত—গর্ব করছিলেন। হয়তো তিনি পার্থিব সম্পদ বিবেচনায় গরিব ছিলেন, তাঁর পোশাক জীর্ণশীর্ণ ছিল; কিন্তু ইসলাম তাঁর মনকে করেছিল ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তাই তিনি পারসিয়ানদের বিশাল স্বর্ণভান্ডার পদদলিত করে একবুক গর্ব নিয়ে বলেছিলেন :

'আল্লাহ তাআলা আমাদের পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে বান্দার দাসত্ব থেকে মুক্ত করে বান্দার রবের দাসত্বে ফিরিয়ে আনার জন্য, মানবরচিত আইনের জুলুম থেকে ইসলামের ইনসাফপূর্ণ আইনে নিয়ে আসার জন্য, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রশস্ততায় নিয়ে আসার জন্য।'

উমর ﷺ-এর সেই কালজয়ী বাক্যটিও হৃদয়ের কর্ণ দিয়ে শুনে রাখো, যা তিনি বাইতুল মাকদিস অধিকার করার পর তার দিকে যাওয়ার পথে বলেছিলেন। যখন তিনি বাইতুল মাকদিসের চাবি নিয়ে তার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর কাপড়ে কাদামাটি লেগে গিয়েছিল। তা দেখে উপস্থিত লোকজন তাঁকে উত্তম পোশাক পরে উন্নত বাহনে আরোহণ করে শান-শওকত নিয়ে বাইতুল মাকদিসে যেতে অনুরোধ করল। তিনি তাদের জবাব দিলেন, 'আমরা সেই জাতি, যাদের আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যম দ্বারা যদি আমরা সম্মান অন্বেষণ করি, তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।'

পাঁচ. রিয়া (লোক-দেখানোর জন্য ইবাদত-বন্দেগি) থেকে বেঁচে থাকো!

তোমাকে নিয়ে শয়তানকে খুশি হতে দিয়ো না। রিয়া ও সুনামের ফাঁদে ফেলে শয়তান তোমাকে যেন আমলের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকবে।

তুমি কি জানো না, একজন ব্যক্তি সদাকা করা সত্ত্বেও জাহান্নামে যাবে, কিতাল করেও জাহান্নামি হবে? কারণ প্রথমজন সদাকা করেছিল তাকে বিশিষ্ট দানবীর বলার জন্য। দ্বিতীয়জন জিহাদ করেছিল তাকে বাহাদুর বলার জন্য। তারা যা চেয়েছিল, তা তারা পেয়ে গেছে। সুতরাং আখিরাতে তাদের আর কোনো প্রতিদান থাকবে না।

আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

'কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে, সে একজন শহিদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তার সব মনে পড়বে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, "ওই নিয়ামতসমূহের বিনিময়ে তুমি কী আমল করে এসেছ?" সে বলবে, "আমি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহিদ হয়েছি।" আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এই উদ্দেশ্যেই জিহাদ করেছিলে; যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীরপুরুষ। আর তোমাকে তা বলা হয়েছে।" অতঃপর ফেরেশতাদের আদেশ করা হবে এবং তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অতঃপর এমন ব্যক্তিকে আনা হবে, যে ইলম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর দেওয়া সকল নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সে সব স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, "এই সকল নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ?" সে বলবে, "আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখেছি, অন্যকে শিখিয়েছি এবং কুরআন পড়েছি।" আল্লাহ বলবেন, "মিথ্যা বলছ তুমি। তুমি তো এই উদ্দেশ্যে ইলম শিখেছিলে; যাতে লোকেরা তোমাকে আলিম বলে। এ জন্য কুরআন পড়েছিলে;

যাতে লোকেরা তোমাকে কারি সাহেব বলে। আর তা বলা হয়েছে।" অতঃপর ফেরেশতাদের নির্দেশ দেওয়া হবে, নির্দেশমতো তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয়বারে যাকে আনা হবে, সে এমন ব্যক্তি, যার রিজিক আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করার পর আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সকল নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। তারও সব মনে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, "তুমি ওই সকল নিয়ামতের বিনিময়ে কী আমল নিয়ে এসেছ?" সে বলবে, "যেসব রাস্তায় দান করলে আপনি খুশি হন, এমন সব রাস্তায় আমি দান করেছি। একটাও বাদ দিইনি।" আল্লাহ বলবেন, "তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকেরা তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।" অতঃপর ফেরেশতাদের নির্দেশ হওয়া হবে এবং সেই নির্দেশ অনুসারে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[১৬১]

পদ-পদবি ও নেতৃত্বের জন্য কখনো লালায়িত হবে না। নেতৃত্ব অর্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। ফ্যান-ফলোয়ার ও সমর্থকদের আধিক্য যেন কোনোভাবেই তোমাকে প্রতারিত করতে না পারে। এদেরকে দুনিয়ার মোহে পতিত হওয়ার ফাঁদ মনে করে সতর্ক থাকবে।

ছয়. তোমার আমল তোমার ইমানের প্রমাণ

আমাদের মাঝে এমন মুসলিম যুবকও আছে, যে মাতাপিতার সাথে অসদাচরণ করে, প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে, ফজরের নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে, কুরআন তিলাওয়াত করে না, অশ্লীলতা ও নষ্টামি দেখে তার চেহারা পরিবর্তন হয় না, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে না, আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘিত হলে তার রাগ আসে না!

সে মুমিন হওয়ার দাবি করলেও তার মাঝে কি ইমানের প্রমাণ দেখতে পাও? ব্যক্তির আমলই কি তার ইমানের পরিচয় বহন করে না? ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করাই কি ইমান নয়?

---

১৬১. সহিহ মুসলিম : ১৯০৫।

হাসান বসরি বলেন, 'শুধু বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ইমান পরিপূর্ণ হয় না; পরিপূর্ণ ইমান হলো, হৃদয়ে যা বিশ্বাস করে, কাজের মাধ্যমে তা প্রমাণ করা।'

ইলম অর্জন করা একটি আমল, ওয়াজ-নসিহত ও লেকচার শ্রবণ করা আমল, অধিক হারে নফল ইবাদত করা আমল, প্রবৃত্তির চাহিদার বিরোধিতা করা আমল। এই আমলসমূহই তোমার ইমানের পরিচয় বহন করে। এই আমলসমূহ যদি তুমি প্রকৃত অর্থে আল্লাহর জন্য করে থাকো, তার প্রতিদান অবশ্যই তুমি পাবে। আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

> 'আর যারা আমার পথে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালায়, তাদের আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।'[১৬২]

ইমাম গাজালি বলেন :

'খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যখন আমরা দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করতে চাই, তখন ক্ষেত করি, চারা রোপণ করি, ব্যবসা করি, সমুদ্রপথ, স্থলপথ পাড়ি দিয়ে দূর-দূরান্তে সফর করি, বিপদের ঝুঁকি নিই...এভাবে রিজিক অনুসন্ধানের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা-মেহনত করি। "আমাদের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে" বলে কেউ ভরসা করে বসে থাকি না। অতঃপর যখন আমরা আখিরাতের চিরস্থায়ী ঠিকানার প্রত্যাশা করি, তখন তার জন্য কোনো আমল ও চেষ্টা-মেহনত না করে এতটুকু বলে তৃপ্ত হয়ে যাই, "আল্লাহ, আমাদের ক্ষমা করে দিন, আমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন!"'[১৬৩]

যার ওপর আমরা আশা করে বসে আছি, তিনি আমাদের ডাক দিয়ে কী বলছেন একটু দেখো :

১৬২. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৯।
১৬৩. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ইমাম গাজালি।

'মানুষ যতটুকু চেষ্টা করে, ততটুকুই পাবে।'[১৬৪]

আরেক আয়াতে বলেন :

يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

'হে মানুষ, কীসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে প্রবঞ্চিত করে রেখেছে (যে, তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো, তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন)?'[১৬৫]

কবি বলেন :

'তুমি মুক্তি চাও; কিন্তু যে পথে মুক্তি আছে, সে পথে চলো না। নৌকা তো আর স্থলভাগের ওপর চলে না! কিয়ামতের দিন মাল-সম্পদ, সন্তানসন্ততি কাছে পাবে না। কবরে যে চাপটা দেবে, তাতে বাসর রাতের সুখস্বপ্নও ভুলে যাবে।'

রাসুল ﷺ দারুণ বলেছেন :

مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ

'যে (ঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌছানোর ব্যাপারে) ভয় করে, সে রাতেই সফর শুরু করে দেয়। আর যে রাতেই সফর শুরু করে, সে (যথাসময়ে) গন্তব্যস্থলে পৌছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্য বড় দামি! শোনো, আল্লাহর পণ্য হচ্ছে জান্নাত!'[১৬৬]

---

১৬৪. সুরা আন-নাজম, ৫৩ : ৩৯।
১৬৫. সুরা আল-ইনফিতার, ৮২ : ৬।
১৬৬. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৫০। হাদিস হাসান।

সাত. আমল ও ইখলাস

ইখলাস ছাড়া আমলের কোনো মূল্য নেই। প্রখ্যাত সাহাবি মুআজ বিন জাবাল ﷺ-কে রাসুল ﷺ ইয়ামেন পাঠানোর ইচ্ছা করলেন। সে সময় মুআজ ﷺ রাসুল ﷺ-কে বললেন, 'আমাকে উপদেশ দিন, ইয়া রাসুলাল্লাহ।'

রাসুল ﷺ বললেন :

أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ

> 'তোমার দ্বীনকে খাঁটি (ইখলাসপূর্ণ) করো। অল্প আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে।'[১৬৭]

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ-কে আল্লাহর বাণী (لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) 'যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করে দেখেন যে, তোমাদের মধ্যে কে অধিক উত্তম আমল করে।'[১৬৮] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, এখানে 'উত্তম আমল' বলতে কী ধরনের আমল বোঝানো হয়েছে?

তিনি উত্তর দিলেন :

'উত্তম আমল হলো, যা ইখলাস সহকারে যথাযথ পন্থায় (অর্থাৎ রাসুল ﷺ যে আমল যেভাবে আদায় করতে শিখিয়েছেন সেভাবে) আদায় করা হয়। সুতরাং যদি আমল ইখলাস সহকারে করা হয়, কিন্তু যথাযথ পন্থায় না করা হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অনুরূপভাবে যদি আমল যথাযথ পন্থায় আদায় করা হয়, কিন্তু তাতে ইখলাস না থাকে, তবে তাও গৃহীত হবে না। আমল তখনই কবুল করা হবে, যদি তা ইখলাসের সাথে রাসুল ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় আদায় করা হয়।

---

১৬৭. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৮৪৪।

১৬৮. সুরা আল-মুলক, ৬৭ : ২।

আট. দুনিয়া থেকে তোমার প্রাপ্য অংশ ভুলে যেয়ো না

আসো, কুরআনের কয়েকটি আয়াত নিয়ে আলোকপাত করি, যে আয়াতসমূহ আমাদের আখিরাতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করার পথ দেখাবে এবং সাথে সাথে কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে পার্থিব জীবন উপভোগ করার পদ্ধতি বাতলিয়ে দেবে। চলো শুরু করা যাক। কুরআন বলে :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'বলুন, "আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করেছে?" বলুন, "পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিন এসব তাদের জন্য, যারা ইমান আনে।"'[১৬৯]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ

'এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না। তুমি অনুগ্রহ করো, যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'[১৭০]

এই আয়াতে মূলত আল্লাহ তাআলা কারুনকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তোমাকে যে সম্পদ দান করা হয়েছে, তা থেকে তুমি নিজের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু খরচ করবে। পাশাপাশি গরিব-মিসকিনদেরও দান করবে। জাকাত আদায় করবে। আর ইমান ও নেক আমলের মাধ্যমে নিজের প্রতি অনুগ্রহ করবে। কিন্তু সে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করেনি। ফলে তার কী পরিণাম হয়েছিল, তাও কুরআন আমাদের জানিয়ে দেয় :

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ

---

১৬৯. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৩২।
১৭০. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৭৭।

‘অতঃপর আমি তাকে (কারুনকে) তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম।’[১৭১]

সুতরাং তোমার কাছে যদি মালসম্পত্তি থাকে, মোটা অঙ্কের ব্যাংক-ব্যালেন্স থাকে, উত্তরাধিকার সূত্রে যদি অনেক টাকার মালিক হও তুমি, তাহলে সে টাকার মায়ায় পড়ে আল্লাহর নির্দেশ ভুলে থেকো না। সে টাকা দিয়ে যা ইচ্ছা তা করে বেড়িয়ো না। আল্লাহ তাআলা মালসম্পদ নিয়ে অতি আনন্দিত হওয়াকে অপছন্দ করেন। বরং সে সম্পদ নিয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। নিজের যতটুকু প্রয়োজন খরচ করবে। নির্দিষ্ট একটা অংশ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করবে। বিভিন্ন দাতব্য সংস্থা, মাদরাসা, হাসপাতাল ইত্যাদিতে চাঁদা দেবে। গরিব মুসলিমদের দান করবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সেই নির্দেশই দিয়েছেন :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

‘আল্লাহ তাআলা যা তোমাকে দিয়েছেন, তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না; তুমি অনুগ্রহ করো, যেভাবে আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।’[১৭২]

---

১৭১. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৮১।
১৭২. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৭৭।

নয়. সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো

যখন তুমি তোমার কোনো আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধু বা অন্য কারও সাথে যৌথ ব্যবসা শুরু করবে, তখন ব্যবসায়িক পার্টনারের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। এতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে তুমি সফলকাম হবে এবং তোমাদের ব্যবসায় আল্লাহ বরকত দান করবেন।

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন :

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

> 'আমি দুই ব্যবসায়িক অংশীদারের মধ্যে তৃতীয় অংশীদার, যতক্ষণ তারা একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যখন তাদের কেউ অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, আমি তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাই।'[১৭৩]

যদি আল্লাহ তাআলা তোমাকে অনেক জ্ঞান, ধনসম্পদ, উত্তম স্ত্রী অথবা সম্মানজনক পদ দান করেন, এতে নিজের কৃতিত্ব জাহির করো না।

অনেক মানুষ এমন আছে, যারা 'আমার চেষ্টাতেই এই কাজটি সম্পাদিত হয়েছে', 'এই কাজ করতে আমার অনেক বছর লেগেছে', 'আমার চতুরতা ও বুদ্ধির বদৌলতে তা সম্ভব হয়েছে'... এ ধরনের কথা বলে; কিন্তু যে আল্লাহর তাওফিকে তারা সার্থক হতে পেরেছে, তাঁকে কোনো ধরনের কৃতিত্ব দেয় না।

আমি মানুষের কষ্ট-মেহনতকে অস্বীকার করছি না, তবে মানুষ যত চেষ্টাই করুক, প্রত্যেক বিষয়ের মূল কৃতিত্ব তো একমাত্র আল্লাহর। তিনিই তো মানুষকে কাজ করার, চেষ্টা-মেহনত করার শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন। কার্যকর উপায় বেছে নেওয়ার তাওফিক দিয়েছেন। তিনি তাওফিক না দিলে কেউ কি সফল হতে পারত?[১৭৪]

---

১৭৩. সুনানু আবি দাউদ : ৩৩৮৩, আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি : ১১৪২৪।
১৭৪. আজিল ইলাশ শাবাব, সুলতান আল-খতিব। (সামান্য পরিবর্তিত)

কারুনকে আল্লাহ তাআলা যে অঢেল সম্পদ দান করেছিলেন, তার কৃতিত্ব নিজের মনে করেছিল সে। সে মনে করেছিল, এসব সে তার ব্যবসায়িক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার জোরে অর্জন করেছে। এ জন্যই সে বলেছিল, (إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي) 'এসব তো আমি আমার জ্ঞানের বলেই অর্জন করেছি।'[১৭৫] কিন্তু পরিণাম কী হয়েছিল? (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ) 'অতঃপর আমি তাকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম।'[১৭৬]

দশ. মনের ঐশ্বর্য

জেনে রাখো, ঐশ্বর্য মানে অধিক টাকাপয়সা ও বস্তুগত ধনসম্পদ নয়; মনের ঐশ্বর্য বা অল্পতে তুষ্ট হতে পারাই প্রকৃত ঐশ্বর্য। ইমাম শাফিয়ি ﷺ যথার্থই বলেছেন :

'যতটুকু আছে ততটুকুতে তৃপ্ত হতে পারাই ধনাঢ্যতা। এই তৃপ্তিবোধ না থাকলে পৃথিবীর সকল সম্পদ হস্তগত হলেও তা দিয়ে পোষায় না।'

রাসুল ﷺ বলেছেন :

لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ

> 'অধিক ধনসম্পদ থাকা ধনাঢ্যতা নয়; মনের ধনাঢ্যতাই আসল ধনাঢ্যতা।'[১৭৭]

কথিত আছে :

'যার তোমার চেয়ে বেশি সম্পদ আছে, তার প্রতি অমুখাপেক্ষী হও, তুমি তার সমকক্ষ হবে। যদি তার প্রতি মুখাপেক্ষী হও, তাহলে তার বন্দী হয়ে যাবে। যে তোমার চেয়ে গরিব, তার প্রতি অনুগ্রহ করো, তুমি তার নেতা হবে।'

---

১৭৫. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৭৮।
১৭৬. সুরা আল-কাসাস, ২৮ : ৮১।
১৭৭. সহিহুল বুখারি : ৬৪৪৬।

জনৈক কবি বলেন :

'আমি আমার লোভ-লালসার আনুগত্য করেছি; ফলে সে আমাকে তার গোলাম বানিয়ে নিয়েছে। যদি আমি অল্পতেই তৃপ্ত হয়ে যেতাম, তাহলে আজ স্বাধীন থাকতাম।'

রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ

'তোমাদের কেউ যখন এমন কাউকে দেখতে পায়, যে ধনসম্পদ ও দৈহিক সৌন্দর্যে তার চেয়ে সেরা, তাহলে সে যেন এমন কাউকে দেখে, যে এদিক দিয়ে তার চেয়ে নিম্নতর।'[১৭৮]

আবু জার -এর হাদিসে এসেছে :

'আমার খলিল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) ﷺ আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, আমি ওই ব্যক্তির প্রতি তাকাব, যে আমার চেয়ে নিম্নমানের; এমন ব্যক্তির প্রতি তাকাব না, যে আমার চেয়ে উচ্চমানের।'[১৭৯]

এগারো. ভালো কাজ করো

সব সময়, সর্বাবস্থায়, সবখানে ভালো কাজ করবে। রাসুল ﷺ বলেছেন :

صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

'ভালো কাজ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে। গোপন সদাকা আল্লাহর ক্রোধাগ্নি নিভিয়ে দেয়।'[১৮০]

---

১৭৮. সহিহুল বুখারি : ৬৪৯০, সহিহ মুসলিম : ২৯৬৩।
১৭৯. মুসনাদু আহমাদ : ২১৪১৫, সহিহ ইবনি হিব্বান : ৪৪৯, আদ-দুআ লিত তাবারানি : ১৬৪৯।
১৮০. আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি : ৮০১৪।

আলি ﷺ বলেন, 'সবার সাথে ভালো আচরণ করো। যার সাথে ভালো আচরণ করবে, সে যদি ভালো আচরণের যোগ্য হয়, তাহলে তো সে তার যোগ্যই। যদি সে ভালো আচরণের যোগ্য না হয়, তুমি তো ভালো আচরণ করার যোগ্য।'

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'যে ভালো কাজ করে, সে সাধারণত বিপদে পড়ে না, কখনো পতিত হলেও উঠে দাঁড়াবার উপায় খুঁজে পায়।'

যদি তোমার কাছে কেউ সাহায্য কিংবা ঋণ চাওয়ার জন্য আসে, আর তার সততা, চরিত্র ও দ্বীন সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকে, তাহলে তোমার সাধ্য অনুযায়ী তাকে সাহায্য করবে। তার প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করবে। রাসুল ﷺ বলেছেন :

> رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ
>
> 'মিরাজের রাতে জান্নাতের দরজার ওপর একটি বোর্ড দেখলাম, যাতে লিখা ছিল : "সদাকার সাওয়াব দশ গুণ, ঋণদানের সাওয়াব আঠারো গুণ।"

আমি জিবরিলকে বললাম, "কী ব্যাপার, ঋণ দেওয়া সদাকার চেয়ে উত্তম কীভাবে হলো?" তিনি বললেন, "কারণ, যে ভিক্ষা চায়, সে তার কাছে মাল থাকা অবস্থায়ও ভিক্ষা চায়। কিন্তু যে ঋণ চায়, সে একান্ত প্রয়োজন না হলে ঋণ চায় না।"'[১৮১]

অন্য একটি হাদিসে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

> مَنْ أَعَانَ أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ وَأَلْطَفَهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُخْدِمَهُ مِنْ خَدَمِ الْجَنَّةِ

---

১৮১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৪৩১।

'যে ব্যক্তি তার ভাইকে তার প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে এবং তার প্রতি সদয় হয়, জান্নাতের খাদিমদের মাধ্যমে তার খিদমত করা আল্লাহর জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।'[১৮২]

গরিব-অভাবীদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করো। সামান্য ঝোল দিয়ে হলেও অভাবী প্রতিবেশীর খাবারের ব্যবস্থা করো। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

'হে আবু জার, যখন তুমি ব্যঞ্জন পাকাবে, তখন ঝোল একটু বেশি দিয়ো আর প্রতিবেশীদের খোঁজ নিয়ো।'[১৮৩]

আরেক হাদিসে বলেন :

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

'তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো; খেজুরের অর্ধাংশ সদাকা করার মাধ্যমে হলেও।'[১৮৪]

বারো. ইমানের মিষ্টতা অনুভব করার উপায়

১. সর্বদা আল্লাহর জিকির করবে। বিশেষ করে, সকাল-সন্ধ্যার আজকার নিয়মিত পড়বে।

আল্লাহ বলেন :

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

১৮২. মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৪০৯৩।
১৮৩. সহিহু মুসলিম : ২৬২৫।
১৮৪. সহিহুল বুখারি : ১৪১৭, সহিহু মুসলিম : ১০১৬।

'তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয় ও ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না।'[১৮৫]

২. অধিক হারে কুরআন তিলাওয়াত করবে। অর্থ বুঝে, চিন্তাফিকির করে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করবে।

আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

'যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ইমান বৃদ্ধি করে।'[১৮৬]

৩. বিনম্র হয়ে, আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে তাহাজ্জুদ আদায় করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

'যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, (যে এরূপ করে না)?'[১৮৭]

৪. ভালো লোকদের সাথে ওঠাবসা করবে। খারাপ লোকদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকবে। সব সময় মনের ভেতর রাসুল ﷺ-এর (সুন্নাতসমূহের) স্মরণ করবে; যাতে তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন রাসুল ﷺ-এর সংশ্রবে (অনুসরণে) অতিবাহিত হয়।

৫. অধিক হারে রাসুল ﷺ-এর প্রতি দরুদ পাঠ করবে। সকল কাজ তাঁর সুন্নাহ অনুযায়ী করার চেষ্টা করবে।

৬. হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা, হারাম খেলে কলব দূষিত হয়ে পড়ে এবং দুআ কবুল হয় না।

---

১৮৫. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ২০৫।

১৮৬. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ২।

১৮৭. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৯।

৭. প্রকাশ্যে ও গোপনে সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন :

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ

'প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ পরিত্যাগ করো।'[১৮৮]

৮. সবার সাথে ভালো আচরণ ও স্বচ্ছ লেনদেন করবে। কারণ, অপরাধীর পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেও অনেক মানুষ তার সাথে মন্দ আচরণকারীকে ক্ষমা করে না। সবচেয়ে ভালো আচরণ করবে স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের লোকদের সাথে। কেউ তোমার সাথে খারাপ আচরণ করলেও তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

'মন্দ প্রতিহত করো উৎকৃষ্টের দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।'[১৮৯]

৯. তাওবা, ইবাদত বা অন্য কোনো দিক দিয়ে নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। প্রকৃত অর্থে যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা পাপী লোকদের নিজের চেয়ে তুচ্ছ মনে করে না। তারা সব সময় পাপীদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করে এবং হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

'ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে কোনো মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করে।'[১৯০]

---

১৮৮. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১২০।

১৮৯. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৪।

১৯০. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪।

১০. আমলের মাধ্যমে ইমানের স্বাদ অনুভূত করাই যেন তোমার একমাত্র লক্ষ্য না হয়; বরং তোমার লক্ষ্য থাকবে, সব আমল-ইবাদত যেন ইখলাসের সাথে আদায় করা যায়। ইখলাস আসলে, তার চেয়ে অধিক ইখলাস আনার চেষ্টা করবে। তা সম্ভব হবে যদি তুমি অহংকার, রিয়া, দুনিয়ার ভালোবাসা প্রভৃতি ক্ষতিকর বিষয় তোমার হৃদয় থেকে দূর করতে পারো।

১১. হৃদয়ে কঠিনতা অনুভব করলে রাসুল ﷺ-এর নির্দেশিত পন্থায় তার চিকিৎসা করবে। হাদিসে আছে, এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-কে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি হৃদয়ে কঠিনতা অনুভব করছি।' রাসুল ﷺ তাকে বললেন, (امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ) 'ইয়াতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং অসহায়কে খাবার খাওয়াও।'[১৯১]

আরেক সাহাবি জান্নাতে রাসুল ﷺ-এর পাশে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলে রাসুল ﷺ তাকে অধিক হারে সিজদা করার মাধ্যমে সে যোগ্যতা অর্জন করে নিতে বললেন।

তিনি তাকে বললেন :

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

'তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদা করে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করো।'[১৯২]

১২. আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখবে। নিয়মিত সে সম্পর্ক নবায়ন করতে থাকবে। এর জন্য দিনে ও রাতে অধিক হারে তাঁর কাছে তাওবা করবে। রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

'আল্লাহ তাআলা রাতে তাঁর হাত প্রসারিত করে রাখেন; যাতে দিনের পাপী তাওবা করতে পারে। দিনের বেলা হাত প্রসারিত করে রাখেন;

---

১৯১. মুসনাদু আহমাদ : ৯০১৮। হাদিসের সকল বর্ণনাকারী সহিহ।

১৯২. সহিহ মুসলিম : ২২৬, সুনানু আবি দাউদ : ১৩২০।

যাতে রাতের পাপী তাওবা করতে পারে। যতদিন না সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়, ততদিন তিনি এমন করবেন।'[১৯৩]

১৩. কোনো মানুষের কাছে পীড়াপীড়ি করে কিছু চাইলে সে বিরক্ত হয়, রাগে ফেটে পড়ে; কিন্তু তুমি আল্লাহর কাছে যতই পীড়াপীড়ি করবে, তিনি ততই তোমার ডাকে সাড়া দেবেন। সুতরাং অধিক হারে আল্লাহর কাছে চাও। তিনিও কক্ষনো তোমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেবেন না। কারণ, পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেন :

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

'তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো; তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।'[১৯৪]

অন্য আয়াতে বলেন :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

'আমার বান্দারা যখন আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আমি তো কাছেই আছি। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং ইমান আনুক; যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।'[১৯৫]

রাসুল ﷺ বলেন :

فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ

'দুআ করে কেউ কখনো ব্যর্থ হয় না।'[১৯৬]

---

১৯৩. সহিহ মুসলিম : ২৭৫৯।
১৯৪. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৫৫।
১৯৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৬।
১৯৬. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৮৭১।

যদি তুমি চাও, সবক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাকে সুরক্ষিত রাখুক, তাহলে তোমার অন্তরে আল্লাহকে সুরক্ষিত রাখো।

রাসুল ﷺ বলেছেন :

احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ، يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ

'আল্লাহকে (মনের ভেতর) সুরক্ষিত রাখো, তিনি তোমাকে সুরক্ষিত রাখবেন। আল্লাহকে হিফাজত করো, তাঁকে তোমার সামনে পাবে। সুসময়ে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখো, দুঃসময়ে তিনি তোমাকে চিনবেন।'[১৯৭]

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'মানুষ যখন মানুষকে নিয়ে সন্তুষ্ট হয়, তুমি আল্লাহকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। মানুষ যখন দুনিয়াকে পেয়ে আনন্দিত হয়, তুমি আল্লাহকে পেয়ে আনন্দিত হও। মানুষ যখন বন্ধুবান্ধবদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়, তুমি আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ হও।

অন্যান্য মানুষ যখন মর্যাদা ও প্রতিপত্তির আশায় রাজা-বাদশাহ ও বড় লোকদের সাথে পরিচিত হওয়ার এবং তাদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে, তুমি আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করো।'[১৯৮]

জাফর বিন মুহাম্মাদ ﵀ দারুণ একটি কথা বলেছেন :

'যে ব্যক্তি চার ধরনের বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে চারটি কাজ করে না, তাকে নিয়ে আমার খুব আশ্চর্য হয় :

১. আমার আশ্চর্য হয় ওই ব্যক্তিকে নিয়ে, যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; কিন্তু এই দুআটি পড়ে না :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

১৯৭. মুসনাদু আহমাদ : ২৮০৩।
১৯৮. আল-ফাওয়ায়িদ : পৃ. ১৭২।

"আপনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। নিশ্চয় আমি জালিমদের দলভুক্ত ছিলাম।"[১৯৯]

কেননা, এই দুআ উল্লেখ করার পরপরই আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

"তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে। আর এভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করে থাকি।"[২০০]

২. আমি আশ্চর্যান্বিত হই ওই ব্যক্তিকে দেখে, যে কোনো কিছু থেকে অনিষ্টের ভয় করছে; অথচ এই দুআটি পাঠ করছে না :

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

"আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।"[২০১]

কেননা, এই দুআটি উল্লেখ করার পরপরই আল্লাহ বলেছেন :

فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ

"তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোনো অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করেনি।"[২০২]

৩. তাকে দেখে আমি অবাক হই, যে কারও পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা করে; কিন্তু এই দুআটি পাঠ করে না :

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

---

১৯৯. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮৭।
২০০. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ৮৮।
২০১. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৭৩।
২০২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৭৪।

"আর আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর ওপর অর্পণ করছি; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।"[২০৩]

কেননা, এটি উল্লেখ করার পর আল্লাহ বলেছেন :

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا

"অতঃপর আল্লাহ তাকে ওদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন।"[২০৪]

৪. আমার আশ্চর্য লাগে ওই ব্যক্তির অবস্থা দেখে, যে জান্নাতের আগ্রহ করে; কিন্তু এই দুআটি পড়ে না :

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

"আল্লাহ যা চান তা-ই হয়, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি নেই।"[২০৫]

কেননা, এটা উল্লেখ করার পর পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে :

فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ

"তবে হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার উদ্যান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন।"[২০৬]

---

২০৩. সুরা গাফির, ৪০ : ৪৪।
২০৪. সুরা গাফির, ৪০ : ৪৫।
২০৫. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৩৯।
২০৬. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৪০।

ষোড়শ অধ্যায়

আত্মশুদ্ধি ও পরিবর্তন

এক. আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধি হলো আত্মাকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং কুপ্রবৃত্তি ও ভ্রান্তি থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে একটি দীর্ঘ ও কঠিন সাধনা। এই সাধনার মাধ্যমে আত্মা পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ও আস্থার সাথে কুরআন ও ওহির বশ্যতা স্বীকার করে নেয়।

এটি পরিবর্তনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে ব্যক্তি পরিবর্তনের পথে চলার যোগ্যতা অর্জন করে। আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত শক্তিগুলো জাগ্রত হয় এবং নিজের প্রবৃত্তির সাথে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে নতুনভাবে সুন্দর জীবন ও উন্নত সভ্যতা সৃষ্টি হয়। নফসের সাথে বিজয় তখনই অর্জিত হয়, যখন কলব নামক মাংসপিণ্ডটি পরিশুদ্ধ হয়, যেটি পরিশুদ্ধ হলে পুরো শরীর পরিশুদ্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং আত্মশুদ্ধি অর্থ হলো, আমি এমন পথে চলব, যে পথ আমাকে অহংকার, আমিত্ব ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বিরত রাখবে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহ ও ভালোবাসা থেকে দূরে রাখবে। আর আমার হৃদয়ে সৃষ্টি করবে চিরস্থায়ী আখিরাতের আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসা।[২০৭]

---

২০৭. আত-তাগয়ির ফি মাফহুমিহি ওয়া তারায়িফিহি, ড. মুহাম্মাদ সাইদ রমাদান আল-বুতি।

শাইখ ড. ইউসুফ কারজাবি বলেন :

'আত্মার পরিশুদ্ধি ও পরিবর্তনের জন্য প্রথম মৌলিক শর্ত হলো, আত্মার বিশ্বাস ঠিক করা। যেমন : স্রষ্টার একত্বতা, প্রকৃতি, জীবন, মানুষ, ইতিহাস, ব্যক্তি, সমাজ, মেয়ে, পুরুষ, ধর্ম এবং আইন প্রণয়ন ইত্যাদি সম্পর্কে বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদা পোষণ করা। এ জন্যই আমরা দেখি, যখন মুসলিমদের ভূখণ্ডে ভিনদেশি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেওয়ার প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছে। মুসলিমদের মনে তারা ঢুকিয়ে দিল : ধর্মের সাথে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্মের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক নেই। স্বাধীনতা মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে। নারী-পুরুষ সকল ক্ষেত্রে একে অপরের সমান। সাজসজ্জা, ফ্যাশন এবং এ সংক্রান্ত সকল কিছু সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত রীতির সাথে সম্পর্কিত; ধর্মের এ ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।'[২০৮]

যখন আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মা এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হবে যে, সে সঠিক পথের ওপর চলতে শুরু করেছে, তখন সে অন্যদের পরিশুদ্ধ করা এবং দাওয়াত দেওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। এটাই মূলনীতি : আগে নিজেকে পরিশুদ্ধ করো, তারপর অন্যকে দাওয়াত দাও।

তুমি পরিবার, প্রতিবেশী ও বন্ধুবান্ধবদের আদর্শ হও। যেমনটি রাসুল ﷺ প্রত্যেক বিষয়ে গোটা উম্মাহর আদর্শ ছিলেন। অনুরূপভাবে তাঁর আদর্শ শরীরে ও আচরণে ধারণ করেছিলেন তাঁর প্রতিজন সাহাবি অতঃপর তাবিয়ি ও তাবয়ে তাবিয়িগণ। তাঁদের সুন্দর নববি আদর্শ থেকেই প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর অনেক ভূখণ্ডে ইসলাম পৌঁছেছিল মুসলিম ব্যবসায়ী ও নিষ্ঠাবান দায়িদের হাত ধরে। তারা নিজেদের মাঝে ধারণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন ইসলামের সুমহান আদর্শ ও অনুপম চিত্র।

আমাদের অবস্থা কি এমন? আমরা কি আমাদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ বহন করি? বিভিন্ন দেশ থেকে অমুসলিমরা আমাদের দেশে আসে, আমরা কি তাদের সামনে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মুসলিমের স্বরূপ তুলে ধরি, যে মিথ্যা বলে

---

২০৮. ফিকহুত তাগাইয়ুর, ড. ইউসুফ কারজাবি।

না, প্রতারণা করে না, ধোঁকাবাজি করে না এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে না? আমরা কি সেই মুসলিমের চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি, যে মানুষের ইজ্জত-আবরু নষ্ট করে না এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না? আমরা তো এমন মুসলিম, যারা 'ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই করব' বলে ওয়াদা করি; কিন্তু ওয়াদা করার সময় থেকে মনে মনে বলি, 'এই ওয়াদা কখনো পূরণ করব না'! বাস্তবেই পূরণ করি না। ফলে ইনশাআল্লাহ বলে ওয়াদা দেওয়াটা ভিনদেশিরা কেমন যেন ঠাট্টার চোখে দেখতে শুরু করেছে!

নিজেরা যা করে না, তা অন্যদের শিক্ষা দিয়ে বেড়ায় এমন লোকদের তিরস্কার করে জনৈক কবি (তাকে আল্লাহ রহম করুন) বলেন :

'ওহে গুরু মহাশয়, লোকজনকে তো খুব শিক্ষা দিয়ে বেড়াচ্ছেন; কিন্তু সে শিক্ষার ছিটেফোঁটাও যদি আপনার মাঝে থাকত! আপনি অসুস্থ ও দুর্বলদের জন্য প্রতিষেধক বাতলিয়ে দিচ্ছেন; কিন্তু নিজেই যে রোগী হয়ে বসে আছেন সে খবর কি আছে? অন্যকে পরিশুদ্ধ করার আগে নিজেকে পরিশুদ্ধ করুন। তবেই আপনার শিক্ষা মানুষ সাদরে গ্রহণ করবে।'

জাহিজ বর্ণনা করেন, উকবা বিন আবু সুফইয়ান যখন তার সন্তানকে শিক্ষকের কাছে নিয়ে গেলেন, তখন শিক্ষককে বললেন, 'আপনার ছাত্রদের পরিশুদ্ধ করার পূর্বে নিজে পরিশুদ্ধ হবেন। কেননা, তাদের চোখ সর্বদা আপনার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। আপনি যেটাকে পছন্দ করেন, সেটাকেই তারা ভালো বলে ধরে নেবে; আর আপনি যেটাকে অপছন্দ করেন, সেটাকেই তারা মন্দ বলে বিশ্বাস করবে। তাদেরকে জ্ঞানীদের জীবনচরিত ও নীতিবান লোকদের নৈতিকতা শেখাবেন। তাদের জন্য এমন ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, যে রোগ নির্ণয় করার পূর্বে চিকিৎসা করে না।'

সুফইয়ান সাওরি ﵀ আলি বিন হুসাইন ﵀-কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন :

'ভাই আমার, আল্লাহকে ভয় করো। সত্য কথা বলো। নেক আমল করো একনিষ্ঠ নিয়তে, যে নিয়তে নেই কোনো ধোঁকা ও প্রতারণা। কেননা, তুমি আল্লাহকে দেখতে না পেলেও, তিনি তোমাকে দেখছেন। তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহ তোমার সাথে থাকেন। তোমার কোনোকিছুই তাঁর অগোচরে

নয়। আল্লাহকে ধোঁকা দিতে যেয়ো না; সেই ধোঁকার ক্ষতি তোমাকেই বহন করতে হবে। তোমার অজান্তেই তোমার ইমান চলে যাবে। কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কোরো না। কেননা, ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীকেই আক্রান্ত করে। কোনো মুসলিমের প্রতি জুলুম কোরো না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন : (يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ) "হে লোকসকল, নিশ্চয় তোমাদের জুলুম তোমাদের নিজেদের ওপরই আপতিত হবে।"[২০৯] তোমার গোপন অবস্থাকে ভালো রাখো, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রকাশ্য অবস্থাকে ভালো রাখবেন। আল্লাহ এবং তোমার মাঝের সম্পর্ক ঠিক রাখো, তোমার এবং মানুষের সম্পর্ককে তিনি ঠিক করে দেবেন। আখিরাতের জন্য আমল করো, তোমার দুনিয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়াকে বিক্রি করে দাও, দুনিয়া-আখিরাত উভয় দিক দিয়েই লাভবান হবে। কিন্তু দুনিয়ার বিনিময়ে আখিরাতকে বেচে দিয়ো না, তখন উভয় দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সবখানে সততাকে আঁকড়ে ধরবে। মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতকদের সাথে ওঠাবসা থেকে বেঁচে থাকবে। অন্যথায় তাদের পাপের ভারও তোমাকে বহন করতে হবে। দম্ভ-অহমিকা থেকে দূরে থেকো; কেননা, দম্ভ-অহমিকা থাকলে কোনো নেক আমল গৃহীত হয় না। এমন কারও থেকে দ্বীন গ্রহণ করবে না, যে দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন। কারণ, সে ওই অসুস্থ ডাক্তারের মতো, যে নিজের চিকিৎসা করতে অক্ষম, সে কীভাবে অন্যের চিকিৎসা করবে কিংবা স্বাস্থ্যপরামর্শ দেবে?[২১০]

জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি বলেন :

'চারটি কাজ আল্লাহর পূর্বে করতে গিয়ে আমি ব্যর্থ হয়েছি :

১. যখন মনে করলাম যে, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, তখন আবিষ্কার করলাম, আমি তাঁকে ভালোবাসার আগে থেকেই তিনি আমাকে ভালোবাসেন। তিনি বলেন :

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

---

২০৯. সুরা ইউনুস, ১০ : ২৩।

২১০. সুফইয়ান আস-সাওরি, ড. আব্দুল হাকিম মাহমুদ।

"তিনি তাদের ভালোবাসেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসে।"[২১১]

২. যখন মনে করলাম, আমি আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট, তখন জানতে পারলাম, আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার আগে থেকেই তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট! তিনি বলেন :

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটাই মহা সফলতা।"[২১২]

৩. আমি ভাবলাম, আমি আল্লাহর স্মরণ করি; কিন্তু পরক্ষণে জানতে পারলাম, আমার পূর্বেই তিনি আমার স্মরণ করেন ! তিনি বলেন :

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

"আল্লাহর স্মরণ অনেক বড়। তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ অবগত আছেন।"[২১৩]

৪. যখন মনে করলাম, আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করছি, তখন জানতে পারলাম, তিনি আমার তাওবার আগেই তা কবুল করার জন্য প্রস্তুত! তিনি বলেন :

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি সদয় হলেন; যেন তারা তাঁর দিকে ফিরতে (তাওবা করতে) পারে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অতিশয় তাওবা কবুলকারী, মহা দয়ালু।""[২১৪]

---

২১১. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৫৪।
২১২. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৯।
২১৩. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৪৫।
২১৪. সুরা আত-তাওবা, ৯ : ১১৮।

দুই. প্রকৃতির পরিবর্তনের আইন

মনে রাখো প্রিয় ভাই, পরিবর্তনের কিছু প্রাকৃতিক অমোঘ নিয়ম আছে—যুগ যুগ ধরে তা অপরিবর্তিতই আছে। কারণ, সেগুলো হচ্ছে আল্লাহর সুন্নাত বা পরিচালনা পদ্ধতি। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো :

১. পরিবর্তন জরুরি; যেন জীবন সুস্থির থাকে এবং পৃথিবী জালিমদের হাত থেকে পবিত্র থাকে।

   আল্লাহ তাআলা বলেন :

   أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

   'আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে বিলুপ্তিতে নিয়ে যাবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন।'[২১৫]

২. পরিবর্তন মানুষের আচার-আচরণের ওপর নির্ভর করে।

   আল্লাহ ইরশাদ করেন :

   إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

   'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[২১৬]

৩. মন্দের প্রতি পরিবর্তন বান্দার জুলুম তথা মন্দ কাজের সাথে সম্পৃক্ত।

   আল্লাহ বলেন :

   وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ

---

২১৫. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ১৯।
২১৬. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ১১।

'আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি, যার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি।'[২১৭]

৪. ভালোর প্রতি পরিবর্তন বান্দার ভালো কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আল্লাহ বলেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ইমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো, যা তারা করত।'[২১৮]

৫. মন্দ থেকে ভালোর দিকে পরিবর্তন এবং ভালো থেকে মন্দের দিকে পরিবর্তন মানুষের কুপ্রবৃত্তি ও পথভ্রষ্টতার মাধ্যমে আবর্তিত হতে থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى - وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

'তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।'[২১৯]

অন্যত্র বলেন :

فَأَمَّا مَنْ طَغَى - وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا - فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى - وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

---

২১৭. সুরা আল-আম্বিয়া, ২১ : ১১।
২১৮. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৭।
২১৯. সুরা তহা, ২০ : ১২৩-১২৪।

‘তখন যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হবে জান্নাত।’[২২০]

৬. পরিবর্তন আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে সৎ লোকদের আলাদা করার বিশেষ পরীক্ষা।

আল্লাহ বলেন :

الم - أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

‘আলিফ-লাম-মীম। মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস করি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না?’[২২১]

অন্য আয়াতে বলেন :

وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ

‘আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে আল্লাহ জানতে চান কারা ইমানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহিদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান।’[২২২]

---

২২০. সুরা আন-নাজিআত, ৭৯ : ৩৭-৪১।
২২১. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ১-২।
২২২. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪০।

তিন. পরিবর্তনের অর্থ

ড. মুহাম্মাদ সাইদ রমাদান আল-বুতি পরিবর্তনের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন :

পরিবর্তন দুই ধরনের। তৃতীয় কোনো পরিবর্তন নেই।

প্রথম পরিবর্তন : এটি আমাদের চারপাশের বস্তুজগতের সাথে সম্পৃক্ত। এই পরিবর্তনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তাঁর মহান সত্তাই এককভাবে তা নিয়ন্ত্রণ করেন।

দ্বিতীয় পরিবর্তন : এটি মানবজাতির মনের সাথে সম্পর্কিত, আল্লাহর সাথে সেই মনের সম্পর্কের ভিত্তিতে। আল্লাহ তাআলা এই পরিবর্তনের দায়িত্ব মানবজাতির কাঁধেই অর্পণ করেছেন। যেন তিনি বলছেন, হে আদম-সন্তান, তুমি তোমার নিজের মাঝে ফিরে আসো। সুতরাং আমার সাথে সেই সম্পর্ক স্থাপন করো, যা তোমার ফিতরাত (সৃষ্টিগত স্বভাব) চায়। সেই পথে পরিচালিত হও, যে পথে চলাকে আমি চাই। যদি তুমি তা করো, তাহলে আমি তোমার চতুষ্পার্শ্বের দুনিয়াকে তোমার জন্য পরিবর্তন করে দেবো। তোমার হুকুমের তাবেদার করে দেবো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ কী বলছেন, ভালো করে দেখো :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ - وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ

'কাফিররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল, "আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেবো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।" তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহি প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেবো। তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব।'[২২৩]

---

২২৩. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ১৩-১৪।

বস্তুজগৎকে বিশেষ গুণসম্পন্ন মুমিনদের অধীনে করে দেওয়ার জন্য এটাই আল্লাহর নীতি। সে বিশেষ গুণ কী, তা স্পষ্ট করে দিয়ে আয়াতের শেষে ইরশাদ করেন :

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

'এটা ওই ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আজাবের ওয়াদাকে ভয় করে।'[২২৪]

কুরআনের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, এই মূলনীতি কোনো বিশেষ সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং যখনই মুমিনদের মাঝে উক্ত মূলনীতি পাওয়া যাবে, প্রকৃতির সকল নিয়মকানুন তাদের চাহিদা অনুযায়ী চলবে।[২২৫]

যুবকদের কেউ কেউ খুব দ্রুত কাজের ফলাফলের আশা করে। অস্থির হয়ে বলে, 'আমরা তো শুধু কাজই করে যাচ্ছি, ফলাফলের দেখা তো পাচ্ছি না!' এরা আজকে কাজ করে আগামীকাল ফলাফলের আশা করে; কিন্তু প্রকৃতিতে আল্লাহর সুন্নাত বা পরিচালনা-পদ্ধতি এমন নয়। তিনি প্রকৃতির সকল কিছুকে ধাপে ধাপে উন্নতি করার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং সূর্য একবারেই হুট করে মধ্যাকাশে চলে আসে না, ধীরে ধীরে আসে। একটি উদ্ভিদ তৎক্ষণাৎ মহীরুহে পরিণত হয় না; সময় নিয়ে ধাপে ধাপে বড় হয়। অনুরূপভাবে দ্বীনি বিষয়েও আল্লাহর সুন্নাত এমনই। কয়েকজন সাহাবি দ্রুত ফলাফলের আশা করলে রাসুল ﷺ তাঁদের কী বলেছিলেন দেখো :

وَاللهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ، وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ

'আল্লাহর কসম, আল্লাহ নিশ্চয় এই বিষয়কে (দ্বীন ইসলামকে) এমন সুসম্পন্ন করবেন যে, একজন আরোহী সানা থেকে হাজারামাওত একাই সফর করবে; কিন্তু সে রাস্তায় আল্লাহ এবং নিজ ছাগলের ওপর

---

২২৪. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ১৪।
২২৫. আত-তাগয়ির মাফহুমুহু ও তারায়িকুহু, ড. সাইদ রমাদান আল-বুতি : পৃ. ২৭-৩১।

> নেকড়ের আক্রমণ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না; কিন্তু তোমরা বড্ড তাড়াহুড়া করছ!'[২২৬]

জীবন এমনই। কখনো উত্থান, কখনো পতন। পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয়ে, কখনো পাহাড়ি দুর্গম পথে, কখনো ঢালু পথে চলতে চলতে চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়।

২২৬. সহিহুল বুখারি : ৬৯৪৩।

সপ্তদশ অধ্যায়

দুনিয়াবিমুখতা

কিছু মুসলিম যুবক মনে করে, দ্বীনদার হওয়া মানে দুনিয়া থেকে একদম বিমুখ হয়ে যাওয়া। ফলে তাদের কেউ কেউ দ্বীনদার হতে গিয়ে নিজের শরীর, পোশাক-আশাক ও বেশভূষার এমন দৈন্য হাল করে বসে, যা দেখে অনেক লোক দ্বীনদারিকে ভয়ের চোখে দেখতে শুরু করে। অথচ মুসলিমকে পুরো মানবজাতির সৌন্দর্যতিলক হতে হবে। সবদিক দিয়ে তাকে মানবসমাজের আদর্শ হতে হবে। তার কাপড় হবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দেহ থেকে ছড়াবে সুন্দর সুঘ্রাণ, চেহারা হবে সদা হাস্যোজ্জ্বল।

দুনিয়াকে যদি আমরা আবাদ না করি, তাহলে নিশ্চয় অন্য কেউ আবাদ করে সব ফায়দা লুটে নেবে। তো আমরা কি দুনিয়াকে কাফিরদের জন্য ছেড়ে দেবো; যাতে তারা আমাদের ওপর ক্ষমতা চালাতে পারে? আমরা কি তাদের প্রকৃতির আইনগুলোর সুবিধা নিতে দেবো; যাতে তারা আমাদের ওপর লেজার, আওক্স ও নেপালম দ্বারা আকাশ এবং জমিন থেকে আক্রমণ করতে পারে?

যদি তুমি একজন ছাত্র হও, তাহলে আমাদের একজন কীর্তিমান মুসলিম ছাত্রের প্রয়োজন। যদি তুমি একজন ডাক্তার হও, তাহলে আমরা একজন সুদক্ষ মুসলিম ডাক্তারের অপেক্ষায় আছি। অনুরূপভাবে আমরা চাই আমাদেরই মুসলিমদের থেকে গুণী অধ্যাপক, নামকরা ব্যবসায়ী, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, প্রকৌশলী প্রভৃতি সৃষ্টি হোক।

এক. দুনিয়াবিমুখতার স্বরূপ

অনেকে মনে করে, দুনিয়াবিমুখতা মানে বঞ্চনা ও দরিদ্রতাকে বরণ করা এবং দুনিয়া থেকে একদম দূরে থাকা। এমন ধারণা চরম পর্যায়ের ভুল। দুনিয়াবিমুখতার প্রকৃত অর্থ হলো অন্তরকে দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে মুক্ত রাখা। যে 'মিসকিন' বান্দাকে আল্লাহ ভালোবাসেন, ইবনুল কাইয়িমের ভাষ্য অনুযায়ী তার অর্থ সহায়সম্বলহীন লোক নয়; বরং তার অর্থ হলো, যার হৃদয় আল্লাহর প্রতি বিনম্র ও নত। এ অর্থ অনুযায়ী একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিও আল্লাহর প্রিয় 'মিসকিন' হতে পারে। তার জন্য গরিব ও নিঃস্ব হওয়া শর্ত নয়।

আল্লাহ বলেন :

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

> 'যাতে তোমরা আফসোস না করো তার ওপর, যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার কারণে।'[২২৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ দুনিয়াবিমুখতার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন :

'দুনিয়াবিমুখতা হলো দুনিয়াকে পেয়ে খুশি না হওয়া এবং দুনিয়াকে হারিয়ে চিন্তাগ্রস্ত না হওয়া।'

ইমাম আহমাদ ﷺ-কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, 'কোনো মানুষের কাছে যদি হাজার দিনার সম্পদ থাকে, সে কি জাহিদ (দুনিয়াবিমুখ) হতে পারে? তিনি উত্তর দিলেন, 'অবশ্যই পারে। দুনিয়াবিমুখ হওয়ার জন্য শর্ত হলো দুনিয়াবি সম্পদ বৃদ্ধি পেলে খুশি না হওয়া এবং কমে গেলে পেরেশান না হওয়া।'

যার হাতে মালসম্পদ নেই, সেই দুনিয়াবিমুখ—বিষয়টি এমন নয়। দুনিয়াবিমুখ হলো, যার হৃদয় ধনসম্পদের প্রতি লালায়িত নয়; যদিও তার কাছে কারুনের মতো সম্পদ থাকুক।

---

২২৭. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ২৩।

২২৭. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ২৩।

সুতরাং দুনিয়ার সম্পদ অর্জনে কোনো বাধা নেই। তবে সতর্ক থাকতে হবে দুনিয়া যেন অন্তরে প্রবেশ না করে। না হলে তোমার আমলের উদ্দেশ্য আর দ্বীনের উন্নতি থাকবে না। সুনাম, পদ ও অর্থবৃদ্ধিই হয়ে যাবে তোমার উদ্দেশ্য। মনে রাখবে, সম্পদ মুসলিমের হাতে সুন্দর, তার হৃদয়ে নয়।

প্রিয় যুবক ভাই, নতি স্বীকার ও নীচতা থেকে বেঁচে থাকো। ইসলাম শক্তিশালী তবে অহংকারী নয়; নম্র তবে দুর্বল নয়। অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে নম্র ব্যবহার করো, তবে সেই নম্রতা যেন অপদস্থতা ও হীনতার সীমানায় প্রবেশ না করে।

উমর বিন খাত্তাব ﷺ এক ব্যক্তিকে মাথা নিচু করে থাকতে দেখে বললেন, 'মাথা সোজা করো। ইসলাম কোনো রোগ নয়।'

আরেক ব্যক্তিকে মৃতপ্রায় লোকের মতো নম্রতা প্রকাশ করতে দেখে বললেন, 'আমাদের ধর্মকে মেরে ফেলো না; আল্লাহ তোমার অকল্যাণ করুন!'

আয়িশা ﷺ একদল দুনিয়াবিমুখ আবিদ যুবককে দেখলেন, তারা খুব ধীরে ধীরে হাঁটছেন, যা থেকে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'এদের কী হলো?' উপস্থিত লোকজন বললেন, 'এরা হচ্ছেন অতি ইবাদতকারী দুনিয়াবিমুখ বুজুর্গ মানুষ!' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, উমর তাদের চেয়ে অধিক ইবাদতকারী ছিলেন, তাদের চেয়ে অধিক দুনিয়াবিমুখ এবং আল্লাহভীরু ছিলেন; কিন্তু তিনি যখন কাউকে প্রহার করতেন, প্রহৃতের শরীরে ব্যথা লাগত, কোনো কথা বললে শ্রোতারা তা ভালোভাবে শুনতে পেত, হাঁটার সময় দ্রুত হাঁটতেন।'

আর কিছু যুবক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা বলে, 'এই সমাজ আল্লাহর অবাধ্য হয়ে পড়েছে, লোকজন পাপাচারে নিমজ্জিত; তাই মানুষজন থেকে সম্পর্কহীন হয়ে নিজের দ্বীন নিয়ে আলাদা থাকাই শ্রেয়।' রাসুল ﷺ-এর একটি হাদিসকে তারা দলিল হিসেবে পেশ করে। তা হলো :

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ

'সত্বর এমন এক সময় আসবে যে, ছাগল-ভেড়াই হবে মুসলিমের সর্বোত্তম মাল, যা নিয়ে সে ফিতনা থেকে তার দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য পাহাড়-চূড়ায় এবং বৃষ্টিবহুল (তৃণবহুল) স্থানে পালিয়ে বেড়াবে।'[২২৮]

এমন যুবকদের তুমি দেখবে, তারা সমাজের লোকদের সাথে একদম মেশে না। নিজের ঘর এবং মসজিদ ছাড়া কোনোকিছু যেন তারা চেনেই না! অথচ

সুতরাং দুনিয়ার সম্পদ অর্জনে কোনো বাধা নেই। তবে সতর্ক থাকতে হবে দুনিয়া যেন অন্তরে প্রবেশ না করে। না হলে তোমার আমলের উদ্দেশ্য আর দ্বীনের উন্নতি থাকবে না। সুনাম, পদ ও অর্থবৃদ্ধিই হয়ে যাবে তোমার উদ্দেশ্য। মনে রাখবে, সম্পদ মুসলিমের হাতে সুন্দর, তার হৃদয়ে নয়।

প্রিয় যুবক ভাই, নতি স্বীকার ও নীচতা থেকে বেঁচে থাকো। ইসলাম শক্তিশালী তবে অহংকারী নয়; নম্র তবে দুর্বল নয়। অপর ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে নম্র ব্যবহার করো, তবে সেই নম্রতা যেন অপদস্থতা ও হীনতার সীমানায় প্রবেশ না করে।

উমর বিন খাত্তাব ﷺ এক ব্যক্তিকে মাথা নিচু করে থাকতে দেখে বললেন, 'মাথা সোজা করো। ইসলাম কোনো রোগ নয়।'

আরেক ব্যক্তিকে মৃতপ্রায় লোকের মতো নম্রতা প্রকাশ করতে দেখে বললেন, 'আমাদের ধর্মকে মেরে ফেলো না; আল্লাহ তোমার অকল্যাণ করুন!'

আয়িশা ﷺ একদল দুনিয়াবিমুখ আবিদ যুবককে দেখলেন, তারা খুব ধীরে ধীরে হাঁটছেন, যা থেকে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি বললেন, 'এদের কী হলো?' উপস্থিত লোকজন বললেন, 'এরা হচ্ছেন অতি ইবাদতকারী দুনিয়াবিমুখ বুজুর্গ মানুষ!' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, উমর তাদের চেয়ে অধিক ইবাদতকারী ছিলেন, তাদের চেয়ে অধিক দুনিয়াবিমুখ এবং আল্লাহভীরু ছিলেন; কিন্তু তিনি যখন কাউকে প্রহার করতেন, প্রহৃতের শরীরে ব্যথা লাগত, কোনো কথা বললে শ্রোতারা তা ভালোভাবে শুনতে পেত, হাঁটার সময় দ্রুত হাঁটতেন।'

আর কিছু যুবক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারা বলে, 'এই সমাজ আল্লাহর অবাধ্য হয়ে পড়েছে, লোকজন পাপাচারে নিমজ্জিত; তাই মানুষজন থেকে সম্পর্কহীন হয়ে নিজের দ্বীন নিয়ে আলাদা থাকাই শ্রেয়।' রাসুল ﷺ-এর একটি হাদিসকে তারা দলিল হিসেবে পেশ করে। তা হলো :

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ

'সত্বর এমন এক সময় আসবে যে, ছাগল-ভেড়াই হবে মুসলিমের সর্বোত্তম মাল, যা নিয়ে সে ফিতনা থেকে তার দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য পাহাড়-চূড়ায় এবং বৃষ্টিবহুল (তৃণবহুল) স্থানে পালিয়ে বেড়াবে।'[২২৮]

এমন যুবকদের তুমি দেখবে, তারা সমাজের লোকদের সাথে একদম মেশে না। নিজের ঘর এবং মসজিদ ছাড়া কোনোকিছু যেন তারা চেনেই না! অথচ অন্য একটি হাদিসে রাসুল ﷺ কী বলেছেন, তা তারা বেমালুম ভুলে গেছে!

রাসুল ﷺ বলেছেন :

الْمُسْلِمُ إِذَا كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

'যে মুসলিম মানুষের সাথে মেলামেশা করে এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত কষ্টে ধৈর্যধারণ করে, সে ওই মুসলিম অপেক্ষা উত্তম, যে মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং তাদের থেকে প্রাপ্ত কষ্টে ধৈর্যধারণ করে না (অর্থাৎ মানুষের সাথে মেলামেশা না করার কারণে কারও পক্ষ থেকে কষ্ট পায় না; ফলে ধৈর্যও ধরতে হয় না)।'[২২৯]

২২৮. সহিহুল বুখারি : ১৯।
২২৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৫০৭, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০৩২।

অষ্টাদশ অধ্যায়

চরমপন্থীদের উদ্দেশে নসিহত

কিছু যুবক যেদিন থেকে কঠোরভাবে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে শুরু করে, সেদিন মাতাপিতার সাথে মন্দ ব্যবহার করে, পরিবারের সাথে রূঢ় আচরণ করে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। এতে মানুষজন বলতে সুযোগ পায় যে, ছেলেটি ধার্মিক হওয়ার আগে ভদ্র ছিল!

প্রিয় ভাই, মানুষজন যে এমন কথা বলে, তার জন্য তুমিই সবচেয়ে বেশি দায়ী। কেননা, তুমি এমন অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশনা অনুসরণ করনি। আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

'আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করাতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।'[২৩০]

সুতরাং হে ভাই, তোমার ইসলাম মেনে চলার ব্যাপারে তোমার মাতাপিতা ও পরিবারের অবস্থান যেমনই হোক, তাদের সাথে তোমাকে উত্তম আচরণ করতে হবে। পরিবারের অনেকে তোমার সমালোচনা করবে, তোমার চিন্তা-চেতনার বিরোধিতা করবে। আবার অনেকে তোমার অবস্থানের প্রতি মুগ্ধ হবে। তোমার মতো হতে চাইবে। কিন্তু তোমার মতো হওয়ার পথ তাদের সামনে ঝাপসা

২৩০. সুরা লুকমান, ৩১ : ১৫।

থাকবে। এ ক্ষেত্রে তোমাকে আদর্শ হয়ে তাদের পথ দেখাতে হবে। এ জন্য তোমাকে যা যা করতে হবে, তা আমি বলে দিচ্ছি :

এক. পরিবর্তিত মানুষ হও

আচার-আচরণের মাধ্যমে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, আল্লাহর দ্বীন মেনে চলার কারণে তোমার মাঝে প্রশান্তি ও শৃঙ্খলা এসেছে। দ্বীন তোমাকে নৈতিক ও ভদ্র করে তুলেছে। ইতিপূর্বে রূঢ়তা ও অবাধ্যতা যদি তোমার স্বভাব হয়ে থাকে, ইসলাম অনুশীলন করার পর থেকে তুমি হয়ে যাবে শান্তশিষ্ট ও অনুগত সন্তান। যখন পিতা অনির্দিষ্টভাবে কাউকে ডাকবেন, তুমিই প্রথম তার ডাকে সাড়া দেবে। মা যদি কোনো কিছু চায়, তুমিই প্রথমে তার চাওয়া পূরণ করতে ছুটে আসবে। পরিবারের কেউ যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়, সর্বপ্রথম তুমিই তার পাশে দাঁড়াবে।

এভাবে কর্মের মাধ্যমে তাদেরকে ইমানের মিষ্টতার প্রতি দাওয়াত দেবে এবং নিজেকে ও পরিবারের সবাইকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ বলেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

'হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।'[২৩১]

পরিবারের যে সদস্যটি তোমার সাথে মন্দ আচরণ করে, তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করো। তার সাথে ঝগড়া কোরো না। তার সামনে বড় আওয়াজে কথা বোলো না। ঝগড়া-বিবাদ ছাড়া হিকমাহ ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তাকে আল্লাহর দ্বীনের পথে দাওয়াত দাও।

আর যে সদস্যটি তোমাকে পছন্দ করে এবং তোমার মতো হতে চায়, সে যদি বয়সে তোমার বড় হয়, দ্বীনের পরিসীমার মধ্যে থেকে তার সকল আদেশ

---

২৩১. সুরা আত-তাহরিম, ৬৬ : ৬।

অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। বয়সে ছোট হলে তাকে স্নেহ-ভালোবাসায় আগলে রাখবে। যথাসম্ভব তার যত্ন নেবে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর রাখবে। অকৃপণচিত্তে তার জন্য টাকা-পয়সা খরচ করবে। তার বন্ধুদের সাথে পরিচিত হবে, তাদের সাথে কঠোর কথা বলবে না। তার সাথে যখন বন্ধুরা দেখা করতে তোমার বাড়িতে আসবে, তুমি নিজেই তাদের আদর-আপ্যায়ন করবে। এ ব্যাপারে নবিজি ﷺ-এর এই হাদিসটি সব সময় স্মরণ রাখবে :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا

'যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[২৩২]

এমনই ছিল রাসুল ﷺ-এর দাওয়াতি পদ্ধতি। তাঁর ওপর যখন সর্বপ্রথম ওহি নাজিল হলো, তিনি সবার আগে খাদিজা রা.-এর কাছে গেলেন। তাঁকে তাঁর অবস্থার কথা বোঝালেন। এতে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং ইমান আনয়ন করলেন। অতঃপর এই দাওয়াত নিয়ে গেলেন তাঁর সাথে একই ঘরে থাকা চাচাতো ভাই আলি বিন আবু তালিবের নিকট। অতঃপর ইসলামের পরিধিকে আরও সম্প্রসারণ করার জন্য প্রিয় বন্ধু আবু বকরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন।

পরিবারের মেয়েদের সাথে ভালো আচরণ করবে। সবদিক দিয়ে তাদের উপকার করার চেষ্টা করবে। তারা যদি ইসলামি অনুশাসনের ব্যাপারে যত্নশীল না হয়, তাহলে তাদের নামাজ ও পর্দার গুরুত্ব বুঝিয়ে দাওয়াত দেবে। তাদের সাথে বসে কথাবার্তা বলবে। রাসুল ﷺ-এর সহধর্মিণীগণ, মহিলা সাহাবিগণসহ অন্যান্য পুণ্যবতী রমণীদের জীবনী আলোচনা করবে। এদের মধ্য থেকে মাত্র একজনকেই যদি সঠিক পথে আনতে পারো, তাহলে পুরো একটি পরিবারকেই যেন সঠিক পথে নিয়ে আসতে সক্ষম হলে। কারণ তোমার এই বোন ভবিষ্যৎ মা। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গড়ে উঠবে একটি আদর্শ প্রজন্ম।

---

২৩২. সুনানুত তিরমিজি : ১৯১৯।

দুই. তাকফিরের (কাফির আখ্যা দেওয়া) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না

কিছু যুবক—তাদের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই—এমন আছে যে, তারা ইসলামের সামান্যতম জ্ঞান অর্জন করতে না করতে এক হাতে তাকফিরের সিলমোহর, অপর হাতে জান্নাতের চাবি নিয়ে বসে যায়। অতঃপর দাওয়াতের নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, স্থান-কাল-পাত্রের পার্থক্য না বুঝে লোকদের দাওয়াত দিতে শুরু করে। যেই তার দাওয়াত গ্রহণ না করে, তাকে দ্বীন থেকে খারিজ করে দিয়ে তাকফিরের সিলমোহর মেরে দেয়।

অতঃপর জান্নাতের চাবির মালিকের মতো কসম করে ঘোষণা দেয়, তারা কক্ষনো জান্নাতে যাবে না। তারপর তাদের ছেড়ে দিয়ে অন্যদের দাওয়াত দেওয়ার প্রতি মনোনিবেশ করে। এভাবে প্রায় সকল মানুষকে সে কাফির আখ্যা দিয়ে শান্তির ঘুম ঘুমায় আর মনে করে, তার প্রতি আল্লাহ ও দ্বীনের পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব ছিল, তা আদায় হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে একাকী জীবনযাপন করে।

যেহেতু প্রত্যেক কাজের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া থাকে, তাই মানুষজন তার কর্মকাণ্ডে বিরক্ত হয়ে তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে। তাকে চরমপন্থী, বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যা দেয় এবং জাহান্নামি মনে করে। কঠোরভাবে তার বিরোধিতা করে। তার কোনো কথাই তারা শুনতে চায় না। তার বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা টেলিভিশন দেখে, নাচগানে মেতে থাকে। আর মনে করে, জান্নাত তাদের জন্য সুনিশ্চিত। আল্লাহর রহমত এতটাই প্রশস্ত যে, তা তাদের সকল পাপাচার হজম করে নেবে!

আর কিছু যুবক একটিমাত্র হাদিস বা কুরআনের একটি আয়াতের তাফসির পড়ার পর মনে করে, ইসলামি জ্ঞানের বিশাল সম্ভার তার হাতে ধরা দিয়েছে; ফলে সে দৃষ্টিভঙ্গিকে সবখানে সবার মাঝে প্রচার করতে থাকে। এমনকি ধার্মিক লোকদেরও ভুল ধরতে শুরু করে সে। নিজের স্বল্প জ্ঞানকে পরিপূর্ণ মনে করে নিজের মতের ওপর অটল থাকে। ফলে তার কারণে যুবকদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। উম্মাহ বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের যুবকদের রাসুল ﷺ-এর

নিচের হাদিসদুটি মনে করিয়ে দিতে চাই :

بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

'সুসংবাদ শোনাও, ভয় দেখিয়ো না। সহজ করো, কঠিন কোরো না।'[২৩৩]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

'হে লোকসকল, তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করেছে।'[২৩৪]

তিন. অন্যায় প্রতিহতকরণ

যুবকদের একটি দল এমন আছে, যারা নিজের মতের বিরোধী যেকোনো মতকে গর্হিত ও অন্যায় মনে করে। ফলে সেই 'অন্যায়'কে রাসুল ﷺ-এর হাদিস অনুযায়ী প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি ব্যয় করে। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

'তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় দেখলে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মুখ দ্বারা (প্রতিবাদ করে, উপদেশ দিয়ে) প্রতিহত করবে। তাও যদি না করতে পারে, তাহলে অন্তর দিয়ে তা প্রতিহত করবে (ঘৃণা করবে)। আর এ হচ্ছে (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) দুর্বলতম ইমান।'[২৩৫]

---

২৩৩. সহিহু মুসলিম : ১৭৩২।
২৩৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩০২৯।
২৩৫. সহিহু মুসলিম : ৪৯।

এই যুবকেরা হাদিসটির অর্থ করে : অন্যায় প্রতিহত করার তিনটি ধাপ আছে। প্রথম ধাপ হাত দিয়ে তথা বল প্রয়োগ করে প্রতিহত করা। যুবকদের যেহেতু সেই শক্তি আছে, তাই অন্যায় প্রতিহত করার জন্য তাদের প্রথম ধাপ বেছে নিতে হবে।

তাও কোন অন্যায়? নিজের মতের বিরোধী হওয়া মানে অন্যায়। একবার ভেবে দেখো তো, যদি প্রত্যেক মতের লোক এই অর্থে হাদিসের ওপর আমল করতে যায়, তাহলে সমাজের কী অবস্থা হবে? একদল অপর দলের ওপর নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

অথবা সাধারণ অন্যায় কাজ হাত দিয়ে প্রতিহত করার দায়িত্ব যদি যে কেউ নিয়ে নেয়, তখনও সমাজে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। যেমন : দুধে পানি মেশানো নিঃসন্দেহে একটি গর্হিত কাজ। কিন্তু কোনো লোক যদি দুধে পানি মেশানো লোককে দিনদুপুরে রাস্তার মাঝে মারতে শুরু করে, বিষয়টি কেমন দেখাবে? অনুরূপভাবে মেয়েদের পর্দাবিহীন বাইরে যাওয়া নিঃসন্দেহে অন্যায় কাজ। তার জন্য আমরা কি ছাত্রদের রাস্তার মাঝে বেপর্দা নারীদের ওপর আক্রমণ করার অবকাশ দেবো? তা কি ঠিক হবে? কক্ষনো না। কর্মচারীগণ কর্তৃক গ্রাহকের কাজকর্মে বিলম্ব করা অন্যায়; কিন্তু তাই বলে যে কেউ কর্মচারীদের ওপর আক্রমণ করতে পারবে না। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

কারণ, অন্যায় প্রতিহত করার প্রথম ধাপটি সবার জন্য নয়। এ জন্যই তো রাসুল ﷺ বলেছেন, (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) 'যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা (প্রতিবাদ করে, উপদেশ দিয়ে) প্রতিহত করবে। তাও যদি না করতে পারে, তাহলে অন্তর দিয়ে তা প্রতিহত করবে (ঘৃণা করবে)। আর এ হচ্ছে (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) দুর্বলতম ইমান।'[২৩৬]

চাইলে রাসুল ﷺ শুধু এতটুকু বলতে পারতেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় দেখলে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করবে।' কিন্তু তিনি মানুষের সামাজিক

---

২৩৬. সহিহ মুসলিম : ৪৯।

অবস্থান ও শক্তিমত্তার ভিত্তিতে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। সবাইকে সমান দায়িত্ব দেননি। সবার দায়িত্ব সমান হলে তো নিরাপত্তাবাহিনী ও বিচার-আদালতের কোনো প্রয়োজনই থাকে না। কিন্তু রাসুল ﷺ তাঁর সময়ে নির্দিষ্ট কিছু লোককে বিচারক হিসেবে নির্ধারিত করেছিলেন; যেন মানুষজন তাদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করার জন্য তাদের কাছে যেতে পারে। যদি হাত দ্বারা প্রতিহত করা সকল মানুষের দায়িত্ব বা অধিকার হতো, তাহলে বিচারক, প্রশাসক, নিরাপত্তাবাহিনী প্রভৃতির কী প্রয়োজন ছিল?

সুতরাং হাদিসের প্রকৃত অর্থ হলো, প্রশাসন শক্তি দিয়ে অন্যায় প্রতিহত করবে। সাধারণ জনগণের শক্তি দিয়ে অন্যায় প্রতিহত করার অধিকার নেই। তারা জবান দিয়ে প্রতিহত করবে। উপদেশের মাধ্যমে অন্যায়কারীদের অন্যায় থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে, কিংবা তাদের অন্যায় বেড়ে গেলে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করবে। এতটুকু করার সামর্থ্য না থাকলে হৃদয় দিয়ে অন্যায়কে ঘৃণা করবে। বলবে, 'ইয়া আল্লাহ, এই যে গর্হিত কাজ, তার প্রতি আমি সন্তুষ্ট নই।'

মুসলিম এ তিন স্তরের যে স্তরেই হোক, তার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, নিজে কোনো অন্যায় কাজ সে করবে না। না ধোঁকাবাজি করবে, না মিথ্যা বলবে, না কর্মে খিয়ানত করবে, না কারও মাল-সম্পদের ক্ষতি করবে। যুবসমাজ যদি অন্যদের অন্যায় প্রতিহত করার পূর্বে নিজেদেরকে অন্যায় ও গর্হিত কাজকর্ম থেকে বিরত রাখে, তা আরও অধিক ফলপ্রসূ হবে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

তুমি কি মাতাপিতার সাথে সদাচারী?

আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের সাথে মিলিয়ে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে মাতাপিতার প্রতি উত্তম আচরণ। অনুরূপভাবে তিনি তাঁর শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশের সাথে মাতাপিতার শুকরিয়া আদায়েরও নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেন :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

'তোমরা ইবাদত করো আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক কোরো না। আর সদ্ব্যবহার করো মাতাপিতার সাথে।'[২৩৭]

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

'...সুতরাং আমার ও তোমার মাতাপিতার শুকরিয়া আদায় করো।'[২৩৮]

মাতাপিতার সাথে ভালো আচরণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। বিস্তারিত আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। থাকবেই বা কেমন করে? এটা যে আল্লাহ ও নবি ﷺ-এর অসিয়ত (বিশেষ নির্দেশ)!

আল্লাহর অসিয়ত : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا) 'আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতাপিতার সাথে সদাচরণ করতে।'[২৩৯]

২৩৭. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৬।
২৩৮. সুরা লুকমান, ৩১ : ১৪।
২৩৯. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৮।

নবিজি ﷺ-এর অসিয়ত :

«أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ -» وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا، فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ

"'আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না?" রাসুল ﷺ কথাটি তিনবার বললেন। (অতঃপর বললেন, সেগুলো হলো) "আল্লাহর সাথে শরিক করা; মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া; মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কিংবা মিথ্যা বলা।" রাসুল ﷺ তখন হেলান দিয়ে বসে ছিলেন; এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং (শেষোক্ত) কথাটি বারবার বলতে লাগলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, "যদি তিনি থামতেন!"'[২৪০]

এক. মাকে ভুলে থেকো না

মাকে ভুলে থেকো না! আজ মায়ের হাতে চুম্বন করেছ? তার বুকে মাথা রেখেছ? তাকে ভালোবাসাপূর্ণ কথা বলেছ?

নিয়মিত এই কাজগুলো করে দেখো। প্রকৃত সুখানুভূতি হবে তোমার হৃদয়ে। হৃদয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির মিষ্টতা অনুভব করবে। মাতাপিতার সন্তুষ্টির মাঝেই যে রবের সন্তুষ্টি!

যখনই মায়ের কাছে যাবে, কিছু টাকা তার হাতে তুলে দেবে। মাঝেমধ্যে তার জন্য বিভিন্ন উপহার নিয়ে যাবে। এসব না পারলে অন্তত তার কপালে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসামাখা চুম্বন এঁকে দেবে।

তোমার মাতাপিতা যদি এখনো বেঁচে থাকেন, তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। কারণ, তিনি তোমাকে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

---

২৪০. সহিহুল বুখারি : ২৬৫৪, সহিহু মুসলিম : ৮৭।

বর্ণিত আছে, জনৈক বেদুইন মাকে কোলে নিয়ে কাবার তাওয়াফ করছিলেন আর বলছিলেন :

'আমি মায়ের ক্রটিমুক্ত বাহন। সাধারণত বাহনজন্তু আরোহীকে বহন করতে করতে একসময় বিরক্ত হয়; কিন্তু আমি বিরক্ত হই না। তবে তিনি আমাকে যে পেটে বহন করেছিলেন এবং দুধ পান করিয়েছিলেন, তা এর চেয়ে অনেক বেশি। আমার মহান প্রভু আল্লাহই তার সাক্ষী।'

অতঃপর লোকটি ইবনে আব্বাস -এর দিকে চেয়ে বললেন, 'কী মনে করেন, আমি কি মায়ের হক আদায় করতে পেরেছি?' তিনি বললেন, 'না, তার একবিন্দুও আদায় করতে পারনি। তবে তুমি তার সাথে ভালো আচরণ করেছ। তার জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাকে অনেক বেশি সাওয়াব দান করবেন।'

যদি তোমার মা তাকে কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেন, কাজের অজুহাত দেখিয়ে না করে দিয়ো না। পারব না বলে ঝাড়ি দিয়ো না। খুব বেশি প্রয়োজনীয় কাজ থাকলে তাকে ভালোভাবে গাড়িতে তুলে দেবে। তবে ড্রাইভারের সাথে একা পাঠানোর চেয়ে তোমার সাথে নিয়ে যাওয়া উত্তম।

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার এই বাণী স্মরণ রাখবে :

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

'তাদেরকে (মাতাপিতাকে) "উফ" বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না।'[২৪১]

দুই. পিতাকে ভুলে থেকো না

কখনো রাগী চেহারা নিয়ে পিতার দিকে তাকিয়ো না। গরিব ও দুর্বল পিতার পাশাপাশি চলতে লজ্জা অনুভব কোরো না। মাতাপিতার যদি তোমার সম্পদের প্রয়োজন হয়, তাদের জন্য প্রাণ খুলে খরচ করবে। তাদেরকে মানুষের কাছে হাত পাততে ছেড়ে দিয়ো না। সব সময় মনে রাখবে, মাতাপিতার অবাধ্যতা

২৪১. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৩।

এবং তাদের প্রতি অসদাচরণ মৃত্যুর মুহূর্তে কালিমা পড়া থেকে বাধা দেয়। এমনই একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন আবুল লাইস সমরকন্দি رحمه الله আনাস বিন মালিক رضي الله عنه-এর সূত্রে। আনাস رضي الله عنه বলেন :

'রাসুল ﷺ-এর জীবদ্দশায় আলকামা নামে এক যুবক ছিল। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুস্থতা বেড়ে গিয়ে মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিলে তাকে বলা হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়ো। কিন্তু সে মুখে কালিমা উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হলো। এই খবর রাসুল ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি বললেন, "তার মাতাপিতাদের কেউ কি বেঁছে আছেন?" বলা হলো, "তার পিতা মারা গেছেন; কিন্তু বৃদ্ধা মা জীবিত আছেন।" রাসুল ﷺ মাকে ডেকে আনলেন এবং ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। মা জানালেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, সে অনেক নামাজ পড়ে এবং রোজা রাখে। এত এত পরিমাণে দান করে যে, তার পরিমাণ আমার জানা নেই।" রাসুল ﷺ বললেন, "আপনার এবং তার মাঝের সম্পর্ক কেমন?" তিনি বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি তার প্রতি বেজায় অসন্তুষ্ট।"

– তা কেন?

– কারণ, সে আমার চেয়ে স্ত্রীকে প্রাধান্য দেয় এবং সকল বিষয়ে স্ত্রীর আনুগত্য করে।

তখন রাসুল ﷺ বললেন, "মায়ের অসন্তুষ্টিই তার জবানকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"'র সাক্ষ্য দিতে বাধা দিচ্ছে।" অতঃপর (মাকে শুনিয়ে) বিলাল رضي الله عنه-কে বললেন, "যাও তো বিলাল, আমার জন্য কিছু কাঠ জমা করো, আমি তাকে (আলকামাকে) পুড়িয়ে ফেলব।"

এ কথা শুনে মা বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার কলিজার টুকরো ছেলেকে আমারই সামনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারবেন!? আমার হৃদয় তা বরদাশত করতে পারবে না।"

রাসুল ﷺ বললেন, "আপনি যদি চান, আপনার সন্তানকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিন, তাহলে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ আপনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট আছেন, তার নামাজ, সদাকা কিছুই কোনো উপকারে আসবে না।"

তখন মা হাত উত্তোলন করে বললেন, "আসমানে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে এবং আপনাকে-সহ উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম।"

এরপর রাসুল ﷺ বললেন, "বিলাল, গিয়ে দেখো তো, আলকামা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়তে পেরেছে কি না?"

কারণ এমনও হতে পারে যে, তার মাতা রাসুল ﷺ-এর সামনে লজ্জায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও মন থেকে সন্তুষ্ট নন!

বিলাল رضي الله عنه তার কাছে ছুটে গেলেন। দরজার নিকট গিয়ে শুনতে পেলেন, আলকামা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করছে। সেইদিনই আলকামা মৃত্যুবরণ করল। গোসল ও কাফনের পর রাসুল ﷺ তার জানাজা পড়ালেন।

এক যুবক রাসুল ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করল, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার পিতা আমার অনুমতি না নিয়েই আমার সম্পদ খরচ করেন।'

রাসুল ﷺ তার পিতাকে তলব করলেন। তিনি উপস্থিত হলেন। তবে রাসুল ﷺ-এর নিকট আসার পথে তিনি কবিতার কয়েকটি চরণ পড়ে পড়ে কান্নায় গাল ভিজিয়ে ফেললেন। সেই কবিতা শুনে রাসুল ﷺ-ও কান্না থামিয়ে রাখতে পারেননি।

'তোমার জন্মের পর থেকে যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত আমি তোমাকে খাইয়েছি, পান করিয়েছি। সবদিক দিয়ে তোমার যত্ন নিয়েছি। তুমি অসুস্থ হলে আমার রজনী কেটে যেত বিনিদ্রায়, যেন তুমি নয়; আমিই অসুস্থ হয়েছি। মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আছে জেনেও, তোমার মৃত্যর ভয়ে আতঙ্কে দিন কাটাতাম। কিন্তু সেই তুমি যখন বড় হলে এবং আমার আশার পরিপূর্ণতায় পৌছালে, সেই তুমিই আমার সাথে খারাপ আচরণ করতে শুরু করলে!? আমাকে পিতার মর্যাদা নাইবা দিলে; কিন্তু একজন প্রতিবেশী হিসেবে কি তোমার ভালো আচরণ পাওয়ার যোগ্য আমি নই!'

আলুসি رحمه الله এই কবিতার ব্যাখ্যা দেওয়ার পর হাদিস বর্ণনাকারীর সর্বশেষ উক্তি তুলে ধরলেন : অতঃপর নবিজি ﷺ তার ছেলের কাপড়ের ল্যাপেল ধরলেন

এবং বললেন, (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) 'তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার (মালিকানাধীন)।'[২৪২]

তিন. কয়েকটি সংক্ষিপ্ত উপদেশ

১. পিতাকে ডাকার সময় শিষ্টাচারপূর্ণ সম্বোধন ব্যবহার করবে।

২. মাতাপিতা যখন তোমার কাছে আসে, তাদের সম্মানে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তাদের হাতে চুম্বন করবে।

৩. তাদের উপস্থিতিতে অত্যধিক বড় আওয়াজে কথা বলবে না।

৪. তারা কথা বলার মাঝখানে কথা কেড়ে নিয়ো না। তাদের সাথে তর্ক করবে না। ঠাট্টা-মশকরা করবে না।

৫. তারা তোমার পাশে বসলে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করবে। তাদের দিকে পা প্রসারিত করবে না; হেলান দিয়ে কিংবা শুয়ে থাকবে না। অবশ্য তারা অনুমতি দিলে অসুবিধা নেই।

৬. তাদের ধনসম্পদ ও মানসম্মান রক্ষা করবে। এমন কোনো কাজ করবে না, যার কারণে তাদের ধনসম্পদ কিংবা মানসম্মানের ক্ষতি হয়।

৭. তাদের ওপর স্ত্রীকে প্রাধান্য দেবে না।

৮. তাদের জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরে তাদের বন্ধুবান্ধবদের সম্মান করবে।

৯. এমন কোনো ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করবে না, যে তার মাতাপিতার প্রতি অসদাচরণ করে।

১০. তারা কোনো প্রয়োজনে তোমাকে ডাকলে কিংবা প্রয়োজনীয় কোনোকিছু কিনে দিতে বললে কক্ষনো তাদের কথা ফিরিয়ে দেবে না।

১১. তুমি ছোট থাকতে তারা কত কষ্ট করে তোমার যত্ন নিয়েছিলেন, লালনপালন করেছিলেন, তোমার চাহিদা পূরণে কেমন সচেষ্ট ছিলেন, সর্বদা তা স্মরণ রাখবে।

---

২৪২. আল-মুজামুল আওসাত : ৬৫৭০।

১২. তাদের প্রতি ভালো আচরণ করে, মাঝেমধ্যে উপহার-উপঢৌকন দিয়ে অথবা তাদের পছন্দনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের মনে খুশির সঞ্চার করবে। কোনোভাবেই তাদের মনে কষ্ট দেবে না। না কাজের মাধ্যমে, না কথার মাধ্যমে। তাদের কথায় বা কাজে উফ বলবে না, বিরক্তি প্রকাশ করবে না।

১৩. আলি ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক বিষয়ে মাতাপিতার সাথে পরামর্শ করবে এবং তাদের রায় দ্বারা উপকৃত হবে।'

১৪. তাদের মৃত্যুর পর তাদের অসিয়ত পালন করবে। তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে। তাদের বন্ধুদের সেবাযত্ন করবে। মালিক বিন রাবিআহ সায়িদি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসুল ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, তখন বনি সালামার এক লোক রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার মাতাপিতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোনো অবকাশ আছে কি?" তিনি বললেন :

نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا

"হ্যাঁ, তাদের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের ওয়াদাসমূহ পূর্ণ করা, তাদের মাধ্যমে যেসব লোকের সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে—তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের বন্ধুবান্ধবদের সম্মান করা।"'[২৪৩]

১৫. তাদের জীবদ্দশায় এবং বিশেষ করে মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দুআ করবে। এর জন্য আল্লাহর শিখিয়ে দেওয়া এই দুআটি অধিক হারে পড়া যেতে পারে :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালনপালন করেছেন।'[২৪৪]

---

২৪৩. সুনানু আবি দাউদ : ৫১৪২।

২৪৪. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৪।

বিংশ অধ্যায়

সমাজের লোকদের সাথে যেভাবে আচরণ করবে

এক. জিহ্বা সংযত রাখো

জিহ্বা আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। তার মাধ্যমে ভালো ও কল্যাণমূলক কথা বলে আমরা চিরস্থায়ী জান্নাত অর্জন করতে পারি। কিন্তু তার মাধ্যমে যদি খারাপ কথা বলি, তাহলে তা আমাদের জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ হবে। সুতরাং জিহ্বাকে আমরা উত্তম ও কল্যাণমূলক কথাবার্তায় ব্যবহার করব। তার মাধ্যমে আল্লাহ, রাসুল ও সাহাবিগণের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করব। ভালো ও উপদেশমূলক কথা বলব। এমন কথা বলব, যা শ্রোতাদের মনে আনন্দের সঞ্চার করবে এবং কোনো না কোনোভাবে তাদের জন্য উপকার বয়ে আনবে।

জিহ্বা দ্বারা অসত্য কথা বলব না। মিথ্যা, গিবত, পরনিন্দা, পরচর্চা করব না। কাউকে কটু কথা বলব না। অশ্লীল কথাবার্তা বলব না। কারও দোষ চর্চা করব না। পরিবার, দেশ ও জাতির গোপনীয়তা ফাঁস করব না।

রাসুল ﷺ-এর এই হাদিসটি সর্বদা স্মরণ রাখবে :

وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ

'মানুষকে তাদের নিজেদের জিভঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?'[২৪৫]

২৪৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৬১৬। হাদিসটি হাসান সহিহ।

বর্ণিত আছে, একদা সুফইয়ান সাওরি ﵀ বললেন, 'তোমাদের মাঝে যদি এমন ব্যক্তি থাকে, যে তোমাদের কথাসমূহ সুলতানের কান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়, তোমরা কি কোনো কথা বলবে?'

আমরা বললাম, 'না।'

তিনি বললেন, 'তাহলে জেনে রাখো, তোমাদের সাথে এমন দুইজন ফেরেশতা সর্বদা আছেন, যারা তোমাদের সকল কথা আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেন!'

এমন কিছু মানুষ আছে, যারা আলিম-উলামা ও লেখকদের ভুল ধরতে খুব পটু। কারও কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে সমালোচনার তিরে তাকে বিদ্ধ করতে থাকে এবং কথার তলোয়ার দিয়ে তার মানসম্মান কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। কিন্তু ইমাম বুখারি ﵀-এর শিষ্টাচার কেমন ছিল দেখো। তিনি রাসুল ﷺ-এর হাদিস সংকলন করার সময় যখন বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন, তখন অত্যন্ত মার্জিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'মাতরুক (পরিত্যাজ্য)', 'মুদাল্লিস (মাঝখান থেকে দুর্বল বর্ণনাকারীর নাম এড়িয়ে যাওয়া ব্যক্তি)' শব্দ ব্যবহার করেছেন। সরাসরি 'কাজিব' (মিথ্যুক) বলেননি।

তিনি উম্মাহর উপকারের জন্য মানুষের পরিচয় দিতে গিয়েও এমন শব্দ ব্যবহার করেছেন; কিন্তু তোমরা তো গিবত করার জন্যও কত জঘন্য জঘন্য ভাষা ব্যবহার করো!

দুই. আচার-ব্যবহারে নম্রতা অবলম্বন করো

নিচের ঘটনাটি পড়ো। এর মাধ্যমে রাসুল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন, কেউ ভুল করলে এবং আদব-শিষ্টাচার সম্পর্কে অজ্ঞ হলে তার সাথে কীভাবে আচরণ করতে হয়।

জনৈক বেদুইন রাসুল ﷺ-এর কাছে আসলো। তখন তিনি মসজিদে বসা ছিলেন। বেদুইন লোকটি প্রস্রাবের বেগ আসলে রাসুল ﷺ-এর মসজিদের ভেতরেই প্রস্রাব করা শুরু করে দিল। প্রস্রাব শেষ হওয়ার আগেই সাহাবিগণ তাকে ধমক দিতে উদ্যত হলে রাসুল ﷺ বললেন, 'তাকে ছেড়ে দাও।' তাঁরা

বসে পড়লেন। তার প্রস্রাব করা শেষ হওয়া পর্যন্ত রাসুল ﷺ কিছুই বললেন না। শেষ হওয়ার পর বললেন, 'আমার কাছে এক বালতি পানি নিয়ে আসো।' সাহাবিগণ পানি আনলে সেই পানি প্রস্রাবের ওপর ঢেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। সাহাবিগণ আদেশ পালন করলেন। সমস্যা চুকে গেল।[২৪৬]

অতঃপর লোকটি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ল। শেষ বৈঠকে তাশাহুদের সাথে বলল, (اللّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا) "হে আল্লাহ, আমাকে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি রহম করুন। আমাদের ছাড়া আর কারও প্রতি রহম করবেন না।"

রাসুল ﷺ জানতেন, এমন দুআ কে করেছে। কিন্তু তিনি হিকমাত অবলম্বন করলেন। সরাসরি তাকে প্রশ্ন না করে সবার উদ্দেশে বললেন, "এই বাক্যটি কে বলেছে?"

বেদুইন বলল, "আমি, ইয়া রাসুলাল্লাহ।"

রাসুল ﷺ বললেন, (لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا) "তুমি তো দেখছি, প্রশস্ত বস্তুকে সংকুচিত করে ফেলছ! অর্থাৎ আল্লাহর রহমতকে সংকীর্ণ করে ফেলতে চাইছ!'"[২৪৭] অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ) 'আমার রহমত সকল কিছুকে ঘিরে নেয়।'[২৪৮]

এভাবেই রাসুল ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, কীভাবে আদব-শিষ্টাচার ও সামাজিক নিয়মনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের সাথে আচরণ করতে হবে। কীভাবে পাপকর্মে লিপ্ত লোকদের ঘৃণা না করে নম্রভাবে তাদের দাওয়াত দিতে হবে।

রাসুল ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় একজন বেদুইন এসে খুতবার মাঝখানে তাঁর সাথে কথা বলতে শুরু করল। এতে রাসুল ﷺ তাকে ধমক দেননি, তিরস্কার করেননি। তিনি যথারীতি তাঁর খুতবা চালু রাখলেন। খুতবার শেষে

---

২৪৬. সহিহুল বুখারি : ২২০, ৪১২৮।
২৪৭. সহিহুল বুখারি : ৬০১০। (এ বর্ণনায় হাদিসটি আরও সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। - অনুবাদক)
২৪৮. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৫৬।

বললেন, 'কিয়ামত সম্পর্কে কে যেন প্রশ্ন করেছিল, সে কোথায়?' অতঃপর তার প্রশ্নের উত্তর দিলেন।[২৪৯]

খুতবার মাঝখানে কথা বলা এতটাই বিরক্তিকর বিষয় যে, রাসুল ﷺ-এর জায়গায় অন্য কেউ হলে নির্ঘাত তাকে বলে বসতেন, 'আমার কথা কেটেছ তুমি, আল্লাহ তোমার ধ্বংস করুন!' অথবা অন্য কোনো কঠোর কথা বলে তাকে ধমক দিতেন। কিন্তু রাসুল ﷺ-এর আখলাক তো এমন নয়। আমাদের উচিত, রাসুল ﷺ-এর আচরণ থেকে মানুষের সাথে কীভাবে নম্রতা, ভদ্রতা ও সম্মানের সাথে ব্যবহার করতে হয় তা শিখে নেওয়া।

জনৈক খলিফার কাছে একজন বেদুইন এসে বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমি আপনাকে কঠোর ভাষায় কিছু উপদেশ দেবো। আপনাকে ধৈর্য সহকারে তা শুনতে হবে।' তখন খলিফা তাকে বললেন, 'থামো, হে মুসলিম ভাই (কঠোর ভাষায় উপদেশ দেবেন না)। আল্লাহ তাআলা আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি মুসা ও হারুন ﷺ-কে আমার চেয়ে খারাপ ব্যক্তি ফিরআওনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তখন তাঁদের বলেছিলেন :

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى - فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

"তোমরা উভয়ে ফিরআওনের কাছে যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। অতঃপর তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে; হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভীত হবে।"'[২৫০]

তিন. নিচু স্বরে কথা বলো

এটি মূলত ছেলের উদ্দেশে লুকমান হাকিমের অন্যতম কালজয়ী উপদেশ। কত সুন্দর এই উপদেশ! রাস্তায়, অলিগলিতে, স্কুল-কলেজে, খেলার মাঠে... বড় আওয়াজে কথা বলবে না, যেমনটি অনেক যুবক করে থাকে। অনুরূপভাবে অনেক লোক গাড়িতে, বাড়িতে বড় আওয়াজে ক্যাসেট বাজায়। এতে কারও

২৪৯. সহিহুল বুখারি : ৫৯।
২৫০. সুরা তহা, ২০ : ৪৩-৪৪।

কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না, অসুস্থ, চিন্তিত ও ঘুমন্ত ব্যক্তির কষ্ট হচ্ছে কি না, তার দিকে একদমই খেয়াল করে না। এ থেকে বিরত থাকবে। অধিক কথা বলা, অতিরিক্ত হাসাহাসি করা, কাউকে নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা থেকে বেঁচে থাকবে। এর মাধ্যমে তোমার হৃদয়ের সৌন্দর্য বিলুপ্ত হবে এবং পরস্পরের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। অহংকারমুক্ত, শান্তশিষ্ট, ভদ্র ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে সমাজে বসবাস করবে।

চার. পরিবারের লোকদের সাথে তোমার সম্পর্ক কেমন হবে?

- যারা বয়সে তোমার চেয়ে বড়, তাদের সম্মান করবে। ছোটদের স্নেহ করবে, আদর-মমতায় আগলে রাখবে। রাসুল ﷺ বলেছেন :

  لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا

  'যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের মর্যাদা দিতে জানে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।'[২৫১]

  উমর ফারুক رضي الله عنه বলেন, 'আমি পরিবারের মধ্যে ছোট শিশুর মতো থাকতে ভালোবাসি। যখন প্রয়োজন হয়, তখনই পুরুষ হয়ে উঠি।'

- পরিবারের লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। যথাসাধ্য তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করো। সর্বদা নিজের ওপর তাদের অগ্রাধিকার দাও। কেননা, রাসুল ﷺ বলেছেন :

  خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

  'তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম, সে নিজের পরিবারের লোকদের নিকট উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।'[২৫২]

---

২৫১. সুনানুত তিরমিজি : ১৯২০।

২৫২. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৭।

- তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি সহানুভূতিশীল হও। চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির সামনে আনন্দ প্রকাশ কোরো না। ঘুমন্ত ব্যক্তির পাশে হই-হুল্লোড় কোরো না। রোজাদার ব্যক্তির সামনে পানাহার কোরো না।

- অন্যের ভালো ও কল্যাণ চাও। রাসুল ﷺ বলেছেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপর ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করবে।'[২৫৩]

- কেউ যেকোনোভাবে তোমার উপকার করলে সাথে সাথে তার শুকরিয়া আদায় করার অভ্যাস গড়ে তোলো। রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللهَ

'যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।'[২৫৪]

- পরিবারের লোকদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখবে। কারও শিক্ষা, টাকা-পয়সা কিংবা অন্য কোনো দিক দিয়ে সাহায্যের প্রয়োজন হলে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবে।

- তাদের হিতোপদেশ দেবে। হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে কল্যাণের পথে দাওয়াত দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

'পরিবারের লোকদের নামাজের আদেশ করো এবং নিজেও নামাজের ওপর অবিচল থাকো।'[২৫৫]

---

২৫৩. সহিহুল বুখারি : ১৩, সহিহ মুসলিম : ৪৫।
২৫৪. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৫৪। হাসান সহিহ।
২৫৫. সুরা তহা, ২০ : ১৩২।

- তাদের ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দেবে। অপরাধ খুব বেশি বড় না হলে না দেখার ভান করে থাকবে। অপরাধ করার পর অজুহাত পেশ করলে তা গ্রহণ করবে। সব সময় ভর্ৎসনা করতে থেকো না।

- হাত, নিন্দা-ভর্ৎসনা, কটু কথা অথবা অভদ্রতাসুলভ মশকরার মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

- অহেতুক ঝগড়াঝাঁটি ও তর্ক-বিতর্ক থেকে দূরে থাকবে।

পাঁচ. বিনম্র হও

- কোনো মজলিশে বলবে না, 'আমি ইসলামের জন্য এই এই সেবা করেছি। ইসলামের জন্য কাজ করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

  হয়তো প্রকৃতই তুমি ইসলামের জন্য অনেক কাজ করেছ; কিন্তু তা গর্বভরে বলে বেড়িয়ো না। বরং বলবে, 'আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি রহম করুন। আমরা তাঁর দ্বীনের জন্য তেমন কিছুই করতে পারলাম না; অথচ এই দ্বীনের খিদমত করা আমাদের কর্তব্য।'

- মজলিশের মধ্যে তোমার রায়কেই বিজয়ী করার চেষ্টা করবে না। তোমার রায়ই সঠিক, অন্যদের রায় ভুল—এমন ধারণা করে অন্যদের ওপর তোমার রায়কে প্রাধান্য দিয়ো না। কথা বলার শিষ্টাচার, অন্যের মতামত ও অনুভূতিকে সম্মান জানানোর কায়দা শিখে রাখো।

- তুমিই একমাত্র হক, যারা তোমার মতের বিরোধী, তাদের সবাই গোমরাহ—এমন ধারণা করে প্রবঞ্চিত হোয়ো না। মানসিকতাকে উদার করো। পরমত সহিষ্ণু হও। তুমি যেটাকে হক মনে করো, তাতে ভুলের সম্ভাবনা আছে এবং যেটাকে ভ্রান্ত মনে করো, তা হক হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন ধারণা পোষণ করো।

খুব কমসংখ্যক মানুষ হককে পুরোপুরি চিনতে পারে। তুমি যেটাকে হক মনে করো, তাতে বাতিলের সংমিশ্রণ থাকতে পারে। যেটাকে বাতিল মনে করো, তাতে হকের মিশ্রণ থাকতে পারে। সুতরাং অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঢালাওভাবে

বাতিল আখ্যা না দিয়ে তাদের কথা ভালোভাবে শোনো। গভীরভাবে যাচাই-বাছাই করো। যা শুনছ এবং দেখছ, তার ব্যাপারে বুদ্ধিকে কাজে লাগাও। অতঃপর সেখান থেকে কল্যাণকর বিষয়টিকে বের করে আনো। এতে যদি তোমার মত ও অবস্থানটিই ভুল প্রমাণিত হয়, আর কিছু না ভেবে কঠিন মতটিই বেছে নাও। এ কাজ করতে ইতস্ততবোধ কোরো না। হক তোমার বিরুদ্ধে গেলেও তার অনুসরণ করতে হবে। কারণ হক সর্বদায় বিজয়ী, হকের ওপর বিজয়ী হওয়া যায় না।

আল্লাহ তাআলা হক। ভালোবাসেন হককে সাহায্য করতে। যদি তুমি নিজের প্রবৃত্তি ও স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে হকের অনুসরণ করতে পারো, তাহলে আল্লাহর কাছে তোমার মর্যাদা বেড়ে যাবে। মানুষের চোখেও তোমার সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

ছয়. অন্যের মানহানি করা থেকে বিরত থাকো

- কক্ষনো কোনো মুসলিমের সম্মানে আঘাত হেনো না। তোমার প্রতিবেশী, বন্ধু...যেই হোক, কোনো মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্ত্রী-সন্তান, ধনসম্পদ, মানসম্মান কোনো কিছুর ওপর আঘাত কোরো না। আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, আমি নবি ﷺ-কে দেখেছি, তিনি কাবার তাওয়াফ করছিলেন আর বলছিলেন :

مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ حُرْمَةً مِنْكِ، مَالِهِ، وَدَمِهِ،

'কত সুন্দর তুমি, কত সুন্দর তোমার ঘ্রাণ! কত মহান তুমি, কত মহান তোমার মর্যাদা! সেই সত্তার কসম—যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, মুমিনের মর্যাদা, সম্পদ ও রক্ত আল্লাহর কাছে তোমার মর্যাদার চেয়ে বেশি।'[২৫৬]

নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় অপরাধ কী?'

---

২৫৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৩২।

– আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা। কারণ, তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

– নিঃসন্দেহে এটা অনেক বড় অপরাধ। তারপর কী?

– খাবার দিতে হবে এ ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা।

– তারপর কী?

– প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।[২৫৭]

- তোমাকে নিরাপদ মনে করে যে ব্যক্তি তার গোপনীয়তা তোমাকে বলে, কক্ষনো তার গোপনীয়তা ফাঁস করে দিয়ো না। অনুরূপভাবে কারও দোষ কিংবা অপরাধ সম্পর্কে জানতে পারলে, যা থেকে সে তাওবা করে ফেলেছে অথবা কারও কাছে তা প্রকাশ করতে চাইছে না, এমন লোকের দোষত্রুটিও গোপন রাখবে। কেননা, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।'[২৫৮]

- তুমি যদি ছাত্র হয়ে থাকো, তাহলে কক্ষনো কোনো শিক্ষকের ভুলত্রুটি ও স্খলন খুঁজে বেড়াবে না। ভুল করে না এমন কে আছে আমাদের মাঝে? রাসুল ﷺ বলেছেন :

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

'সকল আদম-সন্তান পাপী। আর পাপীদের মধ্যে তাওবাকারীরাই উত্তম।'[২৫৯]

- যদি তুমি বিবাহিত হও, তাহলে ঘুণাক্ষরেও স্ত্রীর গুণাবলি, চরিত্র, অভ্যাস, আচার-আচরণ ইত্যাদি নিয়ে কারও সামনে আলাপ করবে না।

---

২৫৭. সহিহুল বুখারি : ৪৪৭৭, সহিহ মুসলিম : ৮৬।

২৫৮. সহিহুল বুখারি : ২৪৪২, সহিহ মুসলিম : ২৫৮০।

২৫৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৯৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৫১।

সাত. দৃষ্টির হিফাজত করো

তুমি যদি একজন আদর্শ তরুণ হতে চাও, তাহলে আল্লাহর ভয়ে কক্ষনো মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। মাতাপিতা বা ভাইবোনের ভয়ে নয়।

তোমাদের মতো তরুণরাই পারবে মুসলিম তারুণ্যের সুন্দর চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে—যারা মানুষের মানসম্মানে আঘাত করে না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে না, পাপাচার ও অশ্লীলতায় জড়ায় না।

ইবনে মুনকাদির সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর সময় তিনি কাঁদছিলেন। তাকে বলা হলো, 'আপনি কাঁদছেন কেন?' তিনি বললেন, 'ওয়াল্লাহি, এমন কোনো পাপের জন্য আমি কাঁদছি না, যা স্বেচ্ছায় আমি করেছি। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, আমি তুচ্ছ মনে করে হয়তো এমন কোনো কাজ করে ফেলেছি, যা আল্লাহর কাছে বড় অপরাধ!'

যেদিকে তাকাতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, সেদিকে তাকাবে না। যেদিকে যেতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, সেদিকে পা বাড়াবে না। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যৌনাঙ্গের হিফাজত করবে। পেটের ভেতর হালাল ও পবিত্র বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু প্রবেশ করাবে না। জিহ্বা সংযত রাখবে। তা দ্বারা কখনো পরনিন্দা-পরচর্চা করবে না এবং কাউকে কষ্ট দেবে না।

আলি ﵁ স্বীয় পুত্র হাসান ﵁-কে অসিয়ত করলেন :

প্রিয় পুত্র, তিনটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে; তিনটি বিষয়কে আঁকড়ে ধরবে; তিনটা বিষয়কে লজ্জা করবে; তিনটি বিষয়ের প্রতি দ্রুত ধাবিত হবে; তিনটি বিষয় থেকে পালিয়ে বেড়াবে; তিনটি বিষয়কে ভয় করবে এবং তিনটি বিষয়ের আশা করবে।'

হাসান ﵁ বললেন, 'সেগুলোকে বিস্তারিতভাবে বলুন, আব্বা।'

আলি ﵁ বললেন :

'অহংকার, রাগ ও নিন্দনীয় লোভ থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহর কিতাব, রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ ও সৎকর্মশীল বান্দাদের আদর্শ আঁকড়ে ধরবে। আল্লাহ,

ফেরেশতা ও নেককার লোকদের লজ্জা করবে। গুনাহের ভয়, তাওবা, জ্ঞান অর্জন—এই তিনটি বিষয়ের প্রতি দ্রুত ধাবিত হবে। মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা ও জুলুম থেকে দূরে থাকবে। মন্দ ও মন্দ লোক, নিফাক ও মুনাফিক, বোকা ও বোকামি—এই তিন বিষয় থেকে পালিয়ে বেড়াবে। আল্লাহ, আল্লাহকে ভয় না পাওয়া লোক এবং জবানের দংশনকে ভয় করবে। আল্লাহর ব্যাপারে পাপরাশি ক্ষমা করা, আমল কবুল করা এবং তোমার ব্যাপারে নবিজি ﷺ-এর সুপারিশ কবুল করার আশা করবে।'

আট. মিথ্যা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা থেকে বেঁচে থাকো

নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, 'কোনো মুমিন কি চুরি করতে পারে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'তার সম্ভাবনা আছে, তবে কম। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, 'মুমিন কি মিথ্যা বলতে পারে?' তিনি বললেন, 'না।'[২৬০]

রাসুল ﷺ মিথ্যাকে নিফাকের এক-তৃতীয়াংশ সাব্যস্ত করেছেন। দ্বিতীয় তৃতীয়াংশ হলো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনের মুসলিমরা অনায়াসে মিথ্যা বলে বেড়াচ্ছে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে, এর চেয়ে আশ্চর্যের আর কী আছে!?

আরও আশ্চর্য ও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, পশ্চিমা গোষ্ঠী আমাদের অনেক নৈতিক চরিত্র ধারণ করে নিয়েছে এবং সেগুলোকে তারা নিজেদের স্বভাবে পরিণত করে ফেলেছে; কিন্তু মুসলিমরা সেই নৈতিক চরিত্র হারিয়ে ফতুর হয়ে বসেছে!

আল্লাহ বলেছেন :

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

'কিন্তু মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রাসুলের এবং মুমিনদের।'[২৬১]

---

২৬০. মাসাবিয়ুল আখলাক ওয়া মাজমুমুহা : ১২৭।
২৬১. সুরা আল-মুনাফিকুন, ৬৩ : ৮।

কিন্তু অত্যন্ত অদ্ভুত ও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, যে মুমিনদের আল্লাহ মর্যাদাবান বলে ঘোষণা করেছেন, সেই মুমিনদেরই অনেকে নিজেদের লাঞ্ছিত বানিয়ে রেখেছে!

আজেবাজে বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অহেতুক তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দেওয়াই কি আমাদের মর্যাদা নয়?

সকল শয়তানি প্ররোচনা থেকে আমাদের হৃদয়সমূহকে মুক্ত রাখাই কি আমাদের পবিত্রতা নয়?

সব ধরনের নোংরা ও অশ্লীল চিন্তাভাবনা থেকে আমাদের মনকে সুরক্ষিত রাখাই কি আমাদের স্বচ্ছতা নয়?

আমাদের ইমানকে প্রবৃত্তির চাহিদা এবং মনুষ্য ও জিন শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচিয়ে রাখাই কি আমাদের নিষ্কলুষতা নয়?

যদি প্রশ্নগুলোর উত্তর 'হ্যাঁ' হয়ে থাকে, তাহলে এখনই আমাদের প্রয়োজন জীবনের সকল ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা। অন্তরসমূহ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা ও লালসার মরিচা ধুয়ে ফেলার খুব প্রয়োজন আমাদের। আমাদের হৃদয়সমূহকে এমন পবিত্র করে তুলতে হবে যে, তাতে থাকবে না কারও প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ। কল্যাণপ্রত্যাশী হবে সকল পথের ও মতের মুসলিমদের।

একবিংশ অধ্যায়

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্ম

অমুসলিমদের সাথে—চাই তারা মুসলিম দেশে বসবাস করুক কিংবা অন্য কোথাও—মুসলিমদের সম্পর্ক তিনটা মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত :

প্রথম মূলনীতি : ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি নেই

দ্বিতীয় মূলনীতি : পরস্পর আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

তৃতীয় মূলনীতি : ওয়াদা ও চুক্তিসমূহ যথাযথভাবে পালন করা

১. ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি নেই

ইসলাম অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার পূর্ণ অধিকার দেয়। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্মের রীতিনীতি অনুশীলন করার সুযোগ দেয়।

খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগ থেকে ইসলামি সাম্রাজ্যে ইহুদি-খ্রিষ্টানরা পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সাথে তাদের ধর্মীয় উপাসনা ও রীতিনীতি পালন করে এসেছে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম এতটাই সংবেদনশীল-যে, নিজের ধর্মীয় কোনো বিধান অমুসলিমদের চাপিয়ে দেয়নি। এমনকি ইসলামি ইবাদতের অংশ হওয়ার কারণে জাকাত এবং জিহাদও তাদের ওপর বাধ্যতামূলক করেনি। অথচ জাকাত রাষ্ট্রের একটি রাজস্ব খাত এবং জিহাদ রাষ্ট্রের সামরিক সেক্টরের একটি সেবা—যা রাষ্ট্রের মুসলিম-অমুসলিম সকলের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য কাজ করে।

জাকাতের পরিবর্তে অমুসলিমদের জন্য মাথাপিছু হিসেবে অন্য একটি কর নির্ধারণ করেছে, যাকে 'জিজিয়া' বলা হয়। এ ক্ষেত্রেও ইসলাম নারী, শিশু, দরিদ্র ও দুর্বলদের থেকে জিজিয়া ক্ষমা করে দিয়ে অমুসলিমদের প্রতি যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়েছে।

ড. ইউসুফ কারজাবি বলেন :

'ইসলাম অমুসলিমদের ওপর এমন কোনো বিষয় ত্যাগ করতে বাধ্য করেনি, যা তাদের ধর্মে আবশ্যক। এমন কোনো কাজ করতে বাধ্য করেনি, যা তাদের ধর্মে নিষিদ্ধ। তাদের দৃষ্টিতে ঐচ্ছিক এমন কোনো ধর্মীয় বিধানও তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়নি।'[২৬২]

২. পরস্পর আলোচনা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

তবে ইসলাম তার প্রত্যেক বিরোধীর সাথে কথা বলতে এবং আলোচনা-পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেয়। অমুসলিমের থেকে একদম হাত গুটিয়ে নিয়ে শুধু আমরা আমরা থাকব, ইসলাম তা বলে না। বরং কুরআন কাফিরদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনার দাওয়াত দেয়। আল্লাহ বলেন :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

> 'আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তম উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সর্বাধিক উত্তম পন্থায়।'[২৬৩]

এখানে কুরআন শর্ত দিয়েছে, অমুসলিমদের সাথে বিতর্ক তথা আলোচনা-পর্যালোচনা হবে উত্তম পন্থায়; যাতে তাদের বোধোদয় হয় এবং হৃদয় জাগ্রত হয়।

---

২৬২. আওলাবিয়াতুল হারাকাতিল ইসলামিয়্যাহ, ইউসুফ কারজাবি।
২৬৩. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১২৫।

কুরআনের ভাষার অলংকারিক সৌন্দর্য দেখো : কুরআন উপদেশের জন্য কেবল উত্তম হওয়া যথেষ্ট মনে করেছে; কিন্তু বিতর্ক বা আলোচনা-পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক উত্তম হওয়ার কথা বলেছে। এর কারণ হলো, উপদেশ দেওয়া হয় পক্ষের লোককে, আর বিতর্ক হয় বিরোধী লোকের সাথে। সুতরাং বিতর্কের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন করাই যুক্তিসংগত।

অমুসলিমদের সাথে বিতর্ক বা আলোচনা-পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই অতি উত্তম পন্থাটাই তোমাকে অবলম্বন করতে হবে। বিরোধীদের সাথে আলোচনা করার সময় 'আমিই একমাত্র হক, তুমি বাতিল'—টাইপের কথা বলা যাবে না। নাহলে তাদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। বরং উভয় পক্ষের ঐকমত্য ও সম্মত বিষয় থেকে আলোচনা শুরু করতে হবে। কুরআনের এই আয়াতে দেখো :

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

'তোমরা কিতাবধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। এবং বলো, "আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাজিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ।"'[২৬৪]

অন্যের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি শোনার শিল্পকে ভালোভাবে রপ্ত করে নিতে হবে। ইসলাম কোনোকিছু না শুনেই কাউকে বাতিল সাব্যস্ত করে না। বরং তার কথা ভালোভাবে শোনার পর নম্রতা ও হিকমতের মাধ্যমে তাকে সত্যের দিকে পথনির্দেশ করে।

অনুরূপভাবে ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাস্যকে গালমন্দ না করার নির্দেশ দেয় কঠোরভাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

২৬৪. সুরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৪৬।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

'আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালমন্দ করো না; কেননা, তাহলে তারা শত্রুতা পোষণ করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালমন্দ করবে।'[২৬৫]

এ জন্যই ইসলাম অন্যের সাথে সংলাপকে প্রত্যাখ্যান করে না, তাদের সাথে নীতিগত ও বিশ্বাসগতভাবে বৈপরীত্য থাকলেও। সভ্যতার সংঘর্ষের ধারণাকেও ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে, যা আধুনিক পাশ্চাত্যে খুব বেশি প্রচলিত।

৩. ওয়াদা ও চুক্তিসমূহ যথাযথভাবে পালন করা

এই মূলনীতি যারা অমুসলিম দেশে বসবাস করে, তাদের সাথে বেশি সম্পর্কিত। ইসলাম অমুসলিমদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নির্দেশ দেয়, এমনকি তাদের এবং মুসলিমদের মাঝে কোনো চুক্তি না থাকলেও।

ইসলামে ওয়াদা ও চুক্তির মর্যাদা এতই বেশি যে, যারা চুক্তি লঙ্ঘন করে, তাদেরকে ইসলাম জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও অধম মনে করে।[২৬৬]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ - الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

'সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহর নিকট তারাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে অতঃপর আর ইমান আনেনি। যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছ, তাদের মধ্য থেকে অতঃপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃতচুক্তি লঙ্ঘন করে এবং ভয় করে না।'[২৬৭]

---

২৬৫. সুরা আল-আনআম, ৬ : ১০৮।

২৬৬. মানারুশ শাবাব।

২৬৭. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ৫৫-৫৬।

এক. যখন তুমি পশ্চিমা দেশে বসবাস করো

যখন তুমি পশ্চিমা কোনো দেশে সফর করবে, তখন মনের ভেতর এ কথা গেঁথে নেবে যে, প্রতিটি জাতির ভালো-খারাপ দিক থাকে। তাদের মাঝে ভালো গুণাবলি যেমন আছে, তেমনই আছে অসংখ্য মন্দ গুণাবলিও।

চতুর্দিকে চক্ষু মেলে তাকাবে, গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখবে। তাদের মাঝে যদি এমন কিছু দেখতে পাও, যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, সেগুলো গ্রহণ করে নেবে। আর যেসব বিষয়ে আল্লাহ অসন্তুষ্ট, সেসব থেকে দূরে থাকবে।

তাদের থেকে তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন উত্তম গুণাবলি—সততা, ওয়াদা পালন, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি অর্জন করবে। কারণ এসবের প্রতিটিই কুরআনের আখলাক। তাদের কাছে যে অশ্লীলতা, মুক্ত যৌনতা ও অবাধ শৌখিনতা প্রভৃতি মন্দ স্বভাব আছে, সেগুলো ত্যাগ করবে। এসব ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

প্রবাস জীবন যেন তোমার জন্য উপকারী শিক্ষামূলক হয় এবং আগের চেয়ে ভালো হয়ে যেন নিজ দেশে ফিরে আসতে পারো সে চেষ্টা করবে। প্রবাস জীবনের অর্জিত শিক্ষা দ্বারা সমাজ ও জাতির উন্নয়ন করার চেষ্টা করবে।

প্রবাসে গিয়ে যে উন্নত স্বভাব তুমি আয়ত্ত করেছ, সেগুলো কখনো পরিবর্তন হতে দেবে না। তোমার জাতি যেসব নৈতিকতা ও চরিত্র খুইয়ে বসেছে, উত্তম পন্থায় তা পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করবে।[২৬৮]

সে দেশ ছেড়ে আসার আগে সেখানে উন্নত চরিত্র ও সুন্দর স্মৃতি রেখে আসার চেষ্টা করবে। ইসলামের প্রদীপ হয়ে সেখানে বসবাস করবে। মনে রাখবে, এ বিষয়ে তোমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যদি তুমি অমুসলিমদের দেশে গিয়ে একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করো, তাহলে তোমার চরিত্র, আচার-আচরণ ও জীবনপদ্ধতি তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেবে। কোনো বাক্য উচ্চারণ না করেই তুমি হয়ে যাবে আল্লাহর দ্বীনের দায়ি!

---

২৬৮. আন-নাসায়িহুজ জাহাবিয়্যাহ লিশ শাবাব, মুসা আল-খতিব (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে তোমার অবস্থাও যদি পাশ্চাত্যে থিতু হওয়া অন্যান্য মুসলিমদের মতো হয়, সেখানে যদি ইসলামের বিকৃত রূপ উপস্থাপন করো, তাহলে তোমার কারণে সেখানকার মানুষ ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ও ঘৃণা লালন করবে। এর দায়ভার তোমার ওপরেও বর্তাবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কাজ সম্পর্কিত উপদেশ

এক. নবিগণের কাজ

বেকারত্ব ও কাজে অবহেলাকে 'না' বলো। কোনো পেশা বা কাজ শিখে নাও, যার সাহায্যে হালালভাবে জীবিকা উপার্জন করা যায়। ইসলাম কাজ এবং উৎপাদনের প্রতি উৎসাহিত করে। সকল নবি কোনো না কোনো স্বাধীন পেশার সাথে জড়িত ছিলেন। যেমন :

জাকারিয়া ﷺ কাঠমিস্ত্রির কাজ করতেন। দাউদ ﷺ কামার শিল্পের কাজ করেছেন। মুসা ﷺ শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। তা ছাড়া প্রত্যেক নবি-রাসুল ছাগল চরিয়েছেন, যেমনটি রাসুল ﷺ-এর একটি হাদিসে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী প্রত্যেক নবি-রাসুল ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বাজারে গমন করেছেন।

দুই. সাহাবিগণের কাজ

নবি-রাসুলগণের মতো সাহাবায়ে কিরামও কাজ করে জীবিকা উপার্জন করতেন। এমনকি খলিফা হওয়ার পরের দিন সকালেও আবু বকর ﷺ কাপড়ের পুঁটলি মাথায় নিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। উমর ﷺ ও আবু উবাইদা ﷺ বাধা না দিলে তিনি ব্যবসার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু মুসলিমদের দায়িত্ব পালনের কথা বলে তাঁরা তাঁকে কাপড় বিক্রির কাজ থেকে নিবৃত্ত করলেন। তাঁরা বললেন, 'আপনি তো গোটা মুসলিম উম্মাহর খলিফা হয়েছেন, আপনি কী করে এ কাজ করতে পারেন (আপনি এ কাজে

ব্যস্ত থাকলে খিলাফাতের দায়িত্বে ব্যাঘাত ঘটবে)?' আবু বকর ﷺ বললেন, 'তাহলে আমার পরিবারের রুজির ব্যবস্থা কীভাবে হবে?' তাঁরা বললেন, 'আমরা আপনার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেবো। অতঃপর তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য প্রতিদিন একটি ছাগলের অর্ধেক ভাতা হিসেবে নির্ধারণ করা হলো।'

এভাবেই অন্যান্য সাহাবিগণ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সহিহ বুখারিতে আয়িশা ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

'রাসুল ﷺ-এর সাহাবিগণ নিজেদের কাজকর্ম নিজেরা করতেন। এতে তাঁদের শরীর থেকে (ঘামের) দুর্গন্ধ বের হতো। সে জন্য তাঁদের বলা হলো : (لَوِ اغْتَسَلْتُمْ) 'যদি তোমরা গোসল করে নাও।'[২৬৯]

সুতরাং হে ভাই, কাজ করতে গিয়ে তোমার শরীর ও কাপড় থেকে যদি দুর্গন্ধ বের হয়, তাহলে মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। তবে মসজিদ বা অন্য কোনো জনসমাগম স্থলে যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই গোসল করে নেবে; যাতে তোমার দুর্গন্ধ দ্বারা অন্যরা কষ্ট না পায়।

আলি ﷺ কয়েকটি খেজুরের বিনিময়ে একজন ইহুদির বাড়িতে শ্রমিকের কাজ করতে লজ্জাবোধ করেননি। সুনানে ইবনে মাজাহয় ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবিজি ﷺ-এর ঘরে প্রচণ্ড খাদ্যকষ্ট দেখা দিল। আলি ﷺ এ খবর শুনতে পেয়ে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন, যার বিনিময়ে নবিজি ﷺ-এর জন্য কোনো খাবার পাওয়া যায়। যেতে যেতে জনৈক ইহুদির বাগানে এসে পৌছালেন তিনি। অতঃপর বাগানের মালিকের জন্য সতেরো বালতি পানি তুলে দিলেন, এক বালতির বিনিময়ে একটি করে খেজুর লাভের চুক্তিতে। কাজ শেষে ইহুদি লোকটি তাঁকে সতেরোটি আজওয়া খেজুর বেছে নিতে বললেন। সেগুলো তিনি নবি ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলেন।'[২৭০]

---

২৬৯. সহিহুল বুখারি : ২০৭১।
২৭০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৪৪৬।

পবিত্র কুরআনে যখন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ) 'তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের জন্য কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন।'[২৭১] তার উদ্দেশ্য এ নয় যে, সমুদ্র মানুষের জন্য কূলে মাছ নিক্ষেপ করবে আর মানুষেরা তা ধরে তাজা তাজা খাবে। বরং এর অর্থ হলো, সমুদ্রে রিজিকের উৎস লুকানো আছে এবং তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে ওই ব্যক্তির জন্য, যে মেহনত করে সেখান থেকে রিজিক বের করে আনবে। তাই আয়াতের পরবর্তী অংশে তিনি বলেছেন, (وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ) 'এবং তা থেকে বের করে আনতে পারো।' সুতরাং সমুদ্রকে আমাদের কাজে লাগানো মানে তার মাঝে রিজিকের গোপন সোর্স রাখা হয়েছে, কাজ করা ব্যতীত সে রিজিক হস্তগত হবে না।[২৭২]

তিন. তোমার চাকুরি তোমার কাছে আমানত

তুমি যদি চাকুরিজীবী হও, তাহলে মনে রেখো, সেই চাকুরি তোমার হাতে আমানত। সুতরাং তুমি সেবাপ্রত্যাশীদের প্রতি ভ্রূ কুঞ্চিত করবে না। যতটুকু সম্ভব তাদের কাজ দ্রুত সম্পাদন করবে। লক্ষ রাখবে, তোমার দ্বারা যেন কোনোভাবেই কর্তৃপক্ষের স্বার্থ ব্যাহত না হয়।

অনেক চাকুরিজীবী যুবক নির্ধারিত সময়ের চেয়ে দেরি করে অফিসে আসে এবং সময় শেষ হওয়ার আগেই চলে যায়। ওয়াল্লাহি, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে এই চাকুরি এবং তার বেতন সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। বেতনের পরিমাণ অনুযায়ী কাজ হয়েছে কি না, কোথায় কীভাবে কাজে ফাঁকি দিয়েছে, সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে আল্লাহর দরবারে।

কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান হও। ফলাফল দ্বিগুণ করো। যারা মনোযোগ দিয়ে গুরুত্ব সহকারে কাজ করে, তাদের আল্লাহ ভালোবাসেন। কতিপয় চাকুরিজীবী এমন আছে, যাদের অফিসে কাজ হলো, একজনের কথা আরেকজনের কাছে বলে বেড়ানো। চাকুরিজীবনে এ ধরনের চোগলখুরি যেন তোমার দ্বারা প্রকাশ না পায়।

---

২৭১. সুরা আন-নাহল, ১৬ : ১৪।
২৭২. শারিয়াতুল ইসলাম, জামালুদ্দিন ইবাদ।

চার. বেকার থেকো না

অনেক যুবক অর্থ ও প্রতিপত্তির মোহে মগ্ন হয়ে ওঠে। বিলাসবহুল গাড়ি ও জমকালো পোশাকের জন্য পাগল হয়ে যায়।

তাদের অনেকেরই কোনো কামকাজ থাকে না। পিতার টাকা উড়িয়ে শৌখিন জীবন কাটায়। অনেক যুবক কোনো চাকুরিতে যোগদান করে; কিন্তু যে পদে সে আছে, তা দিয়ে তার মন ভরে না। ঘুষ, পরনিন্দা, দুর্নীতি ইত্যাদি অসৎ উপায়ে ওপরের স্তরের কোনো কলিগের পদ ছিনিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে থাকে। এভাবে তারা গলার মধ্যে গোমরাহির মালা পরে ধ্বংস হয় এবং দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীনকে বিক্রি করে দেয়।

নিজের মনকে প্রশ্ন করো : এক ব্যক্তি নিজের বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়ে, হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে প্রমোশনের জন্য মরিয়া হয়ে থাকে; আরেক ব্যক্তি নিজের অবস্থান নিয়ে পরিতৃপ্তি ও নিশ্চিন্ততা অনুভব করে, আল্লাহ তাআলা যতটুকু দিয়েছেন ততটুকু নিয়েই শান্ত থাকে—দুজনের মধ্যে কে বেশি সুখী?

ইমামুদ দুনিয়া (পৃথিবীর নেতা) খ্যাত প্রসিদ্ধ তাবিয়ি সুফইয়ান সাওরি ﵀ আলি বিন হাসানকে উপদেশ দিয়ে বলেন :

'ভাই আমার, পবিত্র উপার্জন করো। পবিত্র উপার্জন হলো, যা তোমার হাত দ্বারা উপার্জন করো। মানুষের সম্পদের আবর্জনা খাওয়া ও পরিধান করা থেকে বেঁচে থাকো। যারা মানুষের সম্পদের আবর্জনা খায়, তারা প্রবৃত্তিপূজারি হয়, দয়া-দাক্ষিণ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে মানুষের সামনে সর্বদা নত হয়ে থাকে।'

দুনিয়ার এটাই নিয়ম—যার নুন খাই, তার গুণ গাইতে হয়। তাই তুমি যদি কাজকর্ম না করে মানুষের দান-খয়রাত খেয়ে দিন গুজরান করো, তাহলে তারা কোনো মন্দ কাজের প্রতি তোমাকে ডাকলে তুমি সাড়া না দিয়ে পারবে না।

ভাই আমার, মানুষের দান-খয়রাত খেয়ে পরিতৃপ্ত হওয়ার চেয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে থাকা অনেক শ্রেয়।

ভাই আমার, আল্লাহকে ভয় করো। কাজকর্ম না করে মানুষের সম্পদের ওপর ভরসা করে থেকো না। কেননা, যারাই মানুষের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হয়, তারা মানুষের সামনে হীন ও লাঞ্ছিত হয়। জীবিকা উপার্জনের জন্য হারাম পথ বেছে নিয়ো না। অনেক মানুষ হারাম উপায়ে পয়সা কামিয়ে আল্লাহর রাস্তায় মোটা অঙ্কে দান-খয়রাত করে। তুমি এমন হোয়ো না। বরং অল্পবেশি যা কামাবে, হালালভাবেই কামাবে। তা থেকে সাধ্য অনুযায়ী আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবে। এতেই আল্লাহ অধিক সন্তুষ্ট হবেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

যে জাতির শুরু ‘পড়ো’ দিয়ে, তারা পড়তে ভুলে গেছে

এ অধ্যায়ে আমি সেই জাতিকে পড়ার দাওয়াত দেবো, যাদের প্রায় অর্ধেক লোক নিরক্ষর ও অশিক্ষিত। না লিখতে জানে, না পড়তে জানে। বাকি অর্ধেকের অধিকাংশই শিক্ষিত এবং সার্টিফিকেটধারী; কিন্তু ডিগ্রি অর্জন করার পর পড়াশোনা থেকে হাত গুটিয়ে বসেছে।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, একজন ইংরেজ বছরে সতেরোটি বই পড়ে, একজন মার্কিন পড়ে বারোটি বই। পক্ষান্তরে একজন আরব প্রতিবছর গড়ে আধা পৃষ্ঠা করে পড়ে!

আমাদের অবস্থা এমন কেন হলো? কেন আমরা পড়ার চেয়ে বেশি শুনি এবং দেখি? কেন সেই জাতি পড়তে ভুলে গেছে, যাদের ওহির প্রথম শব্দই ছিল ‘পড়ো’!?

কেন আমাদের যুবকেরা গায়ক-গায়িকাদের শত শত অডিও-ভিডিও ক্যাসেট ও সিডি ক্রয় করে; কিন্তু একটি বই কেনারও সুযোগ তাদের হয় না!?[২৭৩]

মনে রেখো, পড়ালেখা ও অধ্যয়নের মাধ্যমেই একটি পিছিয়ে পড়া জাতি উন্নতির শীর্ষ শিখরে উঠতে পারে। পৃথিবীতে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে পড়ালেখার বিকল্প নেই।

তবুও কি আমাদের যুবকদের বোধোদয় হবে না? পূর্বসূরিদের ইতিহাস, নবি-সাহাবি-তাবিয়িগণের জীবনী অধ্যয়নের প্রতি কি তারা ধাবিত হবে না?

২৭৩. আজিল লিশ শাবাব (সামান্য পরিবর্তিত)।

মানবজাতির হিদায়াত ও আলোর সন্ধান দেওয়া আল্লাহর কুরআনের পরে ইতিহাস, দর্শন, সিরাত, ফিকহ, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বইপুস্তক পড়তে কি তারা আগ্রহী হবে না?

আমাদের কি শুধু নাটক-সিরিয়াল দেখার জন্য, অশ্লীল গানবাজনা শোনার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে? না ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইন্টারনেটে মত্ত হয়ে থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে?

এই বয়সে বিস্তৃত বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রতি আত্মনিয়োগ করো। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য উচ্চতর ডিগ্রিধারী অনেককেই তুমি দেখবে, তারা নিজ নিজ বিষয়ের ওপর খুব দক্ষ এবং পটু; কিন্তু অন্য বিষয়ে সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের মতোই কাঁচা। তাদের পঠিত বিষয়ের বাইরে অন্য বিষয় সম্পর্কে তাদের মন্তব্য শুনলে বুঝতে পারবে, এ বিষয়ে তারা কতটা অজ্ঞতা ও মূর্খতার মধ্যে আছে।

সাধারণ জ্ঞানে পারদর্শিতা সস্তা পত্রিকা ও ম্যাগাজিন পড়ে অর্জন করা যায় না। পত্রিকা বা সাময়িকীতে প্রকাশিত কয়েকটি আর্টিকেল পড়ে কোনো বিষয়ে পারদর্শী হওয়া যায় না। উপরন্তু, এসব পত্রিকায় ভালো লেখার চেয়ে খারাপ লেখাই বেশি প্রকাশিত হয়। এমন এমন রচনা-গল্প-ছবি সেখানে থাকে, যা যুবক-যুবতিদের মনে যৌনবাসনা জাগিয়ে দেয়।

কখনো ভেবো না যে, তুমি যে বিষয় নিয়ে পড়ছ, শুধু সে বিষয়সম্পর্কিত বইপুস্তক পড়ে একজন ভালো ডাক্তার, দক্ষ প্রকৌশলী, পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রফেসর কিংবা হৃদয়-আকর্ষক সুবক্তা হতে পারবে। তাই তোমার নির্ধারিত বিষয়ের পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞানের কোনো শাখা, যেমন : ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়েও দক্ষতা অর্জন করার চেষ্টা করবে।

দ্বীনি শিক্ষা থেকে মোটেও অজ্ঞ থেকো না। প্রয়োজন অনুপাতে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করে ইমান ও আমল সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করবে। দ্বীনি জ্ঞান ব্যতিরেকে ইমানের প্রবৃদ্ধি, আমলের ইখলাস, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় না। দ্বীনি জ্ঞান তোমাকে আল্লাহর প্রকৃত দাস বানাবে। দ্বীনি জ্ঞান তোমাকে হারাম ও সংশয়পূর্ণ বিষয় থেকে দূরে রাখবে। কোনো অধর্মীর সাথে বিতর্কে

তোমার দ্বীনকে বিজয়ী করার সম্বল জোগাবে। তা ছাড়া, যদি তোমার মাঝে দ্বীনি জ্ঞান থাকে, সে জ্ঞান তোমার স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির মাঝেও ছড়িয়ে পড়বে।

এখন আলহামদুলিল্লাহ, সাহিত্যের সকল শাখায় ইসলামি লেখকদের লেখা পাওয়া যায়। ইসলামি রচনাসম্ভার তোমার সাহিত্যক্ষুধা মেটানোর জন্য যথেষ্ট। যদি তুমি উপন্যাসপ্রেমী হও, তাহলে ইসলামি উপন্যাসের জগতে তোমাকে স্বাগতম। ড. নাজিব কিলানি, ড. ইমাদ জাকি, ড. মুহাম্মাদ সাইদ রমাদান আল-বুতিদের উপন্যাস পড়তে পারো। ছোটগল্প পড়তে চাইলে ড. আব্দুল হামিদের গল্পসমগ্র, ড. আলি আহমাদ বাকসিরের গল্প-উপন্যাস পড়তে পারো। এ ছাড়া, ইসলামি ইতিহাস, সিরাত, সালাফে সালিহিনের জীবনচরিত তো আছেই।

পড়ো, পড়ো এবং পড়ো। পড়া ব্যতীত কোনো জাতি উন্নতি করতে পারে না। তবে স্মরণ রাখবে, তোমার পড়া যেন একমাত্র আল্লাহর জন্যই হয়। কিয়ামতের দিন যেই সাহাবির হাতে জ্ঞানীদের পতাকা থাকবে, সেই মুআজ বিন জাবাল বলেন :

'তোমরা জ্ঞান অর্জন করো। যদি আল্লাহর জন্য জ্ঞান অর্জন করো, তাহলে জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা হবে ইবাদত, পরস্পর পর্যালোচনা হবে তাসবিহ, গবেষণা হবে জিহাদ এবং অন্যের কাছে সে জ্ঞানের প্রচার হবে সদাকা।'

পড়ার বিকল্প নেই। পড়াই তোমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে। যে জ্ঞান তোমাকে আল্লাহর ইবাদত ও তাওহিদ শেখাবে। আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা শেখাবে। সর্বোপরি, জ্ঞানের দ্বারাই তুমি হালাল ও হারামের পার্থক্য জানবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আরবি ভাষাকে সহযোগিতা করো

এক. জাপানে আমেরিকার ভুল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপানিজ সম্রাটকে মার্কিনদের কাছে আত্মসমর্পণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল।

তিনি জাপানে নিয়োজিত মার্কিন সেনাপতির কাছে গেলেন এবং তাকে জানালেন, আত্মসমর্পণ চুক্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্র যেসব শর্ত আরোপ করেছে, সবগুলোর প্রতি তিনি সম্মত। কিন্তু মার্কিন কমান্ডারের কাছে তিনি একটি অনুরোধ করলেন। সেটি হলো, জাপানে জাপানিজ ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত রাখা।

মার্কিন কমান্ডার ভাবলেন, আত্মসমর্পণের জন্য জাপানের সম্রাট কত বড় বড় ছাড় দিয়ে দিলেন, সেসবের মোকাবিলায় জাপানিজ ভাষার কী এমন মূল্য আছে? তা তো কিছু দুর্বোধ্য অক্ষরের সমষ্টিমাত্র! তাই তিনি সম্রাটের অনুরোধ মেনে নিলেন।

মার্কিন কমান্ডার ভাবতেই পারেননি, তিনি কত বড় ভুল করলেন। তিনি বুঝতেই পারেননি, জাপানিজ সম্রাট ভাষার আড়ালে জাপানিদের স্বকীয়তা সুরক্ষিত রেখে দিয়েছেন! এ জন্যই তো পরবর্তী সময়ে মার্কিন কংগ্রেসের একজন সদস্য প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে, চুক্তির সময় জাপানের সম্রাটের ভাষা প্রতিষ্ঠিত রাখার অনুরোধ মেনে নেওয়াটা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের মস্তবড় ভুল। ভাষা প্রতিষ্ঠিত রাখার মাধ্যমে তারা নিজের স্বকীয়তা ধরে রাখে আর পরাজয়ের অর্ধশতাব্দী পার হওয়ার আগেই তারা নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে নিল।

ওপরের গল্পটি এখানে তুলে ধরার কারণ হলো, বর্তমান সময়ে আমরা আরবির প্রতি যে উদাসীন হয়ে পড়েছি, তার সম্ভাব্য ক্ষতি উপলব্ধি করানো। ভাষার আড়ালে জাতির স্বকীয়তা ও সার্বভৌমত্ব লুকিয়ে থাকে। ভাষার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়লে স্বকীয়তা ও সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে যায়।

দুই. আরবি ভাষার ওপর আঘাত

আমাদের সমাজে একদিকে শাস্ত্রীয় আরবি ভাষার অনুপস্থিতি, অপরদিকে লেখ্যরূপে আঞ্চলিক ভাষা প্রচলনের দাবি, শিক্ষায়, দোকানের সাইনবোর্ড ইত্যাদিতে বিদেশি ভাষা ব্যবহারের ক্যানসারের প্রকোপ...এসব বিষয় বর্তমানে আমরা যে সভ্যতা সংকটের মধ্যে আছি তার গভীরতা বাড়িয়ে দেয়। নতুন প্রজন্মকে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং তাদের মাঝে মৌলিক উপায়ে কুরআন বোঝার অক্ষমতা সৃষ্টি করে।

কিন্তু আফসোস! শিক্ষা ও গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলগণ এই সমস্যা নিয়ে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করে না!

ফরাসি শাসক আলজেরিয়ার লোকদের ব্যাপারে কী বলেছিলেন, তা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। তিনি বলেছিলেন, 'আলজেরীয়দের ওপর বিজয়ী হতে হলে তাদের কাছ থেকে আরবি কুরআন এবং তাদের মুখ থেকে আরবি ভাষা কেড়ে নিতে হবে।'

'লর্ড' ক্রোমার কী বলেছিলেন, তাও আমাদের মনে রাখতে হবে। তিনি বলেছিলেন, 'যতক্ষণ আরবদের থেকে কুরআন অদৃশ্য না হচ্ছে, আমরা আরবদের ওপর আমাদের সভ্যতা চাপিয়ে দিতে পারব না। আর যতদিন আরবি ভাষা থাকবে, কুরআন অদৃশ্য হবে না।'

খ্রিষ্টান মিশনারি ড. জোয়েইমারের কথা থেকে ভাষার গুরুত্ব আরও প্রকট হয়। তিনি বলেছিলেন, 'আরবি ভাষা হলো এমন এক শক্ত বন্ধন, যা জাতি ও ভাষা নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে একতাবদ্ধ করে। তাওহিদ বা একত্ববাদের ওপর ভিত্তি করে কোনো ধর্ম এতটুকু এগোতে পারেনি, যতটুকু ইসলাম পেরেছে। ইসলাম তার বিশ্বাস বিস্তৃত এশিয়া ও আফ্রিকা জুড়ে ছড়িয়ে দিতে

সক্ষম হয়েছে। অতঃপর আরবি ভাষার মাধ্যমে সকল অঞ্চলের মুসলিমদের মাঝে একটি সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি করেছে।'

ড. আনোয়ার আল-জুন্দি তার বই 'মুকাদ্দামাতুল উলুমি ওয়াল মানাহিজ'-এ বলেন :

'আরবি ভাষা একটি ব্যুৎপত্তিগত ভাষা, যার শব্দসমূহ নির্গত হয় তিন অক্ষরবিশিষ্ট বাব বা শব্দমূল থেকে। এ ধরনের শব্দমূল অন্যান্য ব্যুৎপত্তিগত ভাষায় নেই, যেগুলো লাতিন অক্ষরের মাধ্যমে লিখা হয়।

এ জন্যই আমরা যখন আরবি ভাষার সাথে অন্যান্য ব্যুৎপত্তিগত ভাষাসমূহ যথা ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদি পরখ করে দেখি, আরবি ভাষাকে অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পাই। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে আরবি ভাষা অন্যান্য ভাষার চেয়ে অধিক প্রশস্ত। ফরাসি ভাষায় শব্দ আছে সর্বমোট ২৫ হাজার। ইংরেজি ভাষায় শব্দ আছে এক লাখের মতো। কিন্তু আরবি ভাষায় শব্দ আছে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন।

'লিসানুল আরব' নামক একটি আরবি অভিধানে শুধু শব্দমূল (শব্দ নয়) আছে ৮০ হাজার! আর আরবি ভাষার প্রতিটি শব্দমূল থেকে তো অসংখ্য শব্দের উৎপত্তি হয়। যদি আমরা মেনে নিই, অভিধানের ৮০ হাজার শব্দমূল থেকে অর্ধেক শব্দমূল এমন, যেগুলো থেকে শব্দ নির্গত হয়, তাহলে অনায়াসে শব্দের সংখ্যা অর্ধ মিলিয়ন অতিক্রম করবে। শব্দসংখ্যার দিক দিয়ে এতটা ধনী ও সমৃদ্ধ ভাষা পৃথিবীতে আর নেই।

শব্দের উৎপন্ন আর ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে আরবি ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। একটি শব্দমূল থেকে যেসব শব্দ উৎপন্ন হয়, প্রতিটি শব্দের মধ্যে শব্দমূল ও শব্দমূলের অর্থ দুটোই বিদ্যমান থাকে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও ভালোভাবে বুঝে আসবে : كتب আরবি ভাষার একটি শব্দমূল, যা লেখার অর্থ দেয়। এই শব্দমূল থেকে বের হয় كَاتِبٌ (লেখক), كِتَابٌ (বই), مَكْتَبَةٌ (গ্রন্থাগার), مَكْتُوبٌ (লিখিত, লিপি, চিঠি, নোট), مَكْتَبٌ (অফিস) প্রভৃতি শব্দ। এখানে লক্ষ করো, প্রতিটি শব্দে শব্দমূল كتب যেমন আছে, তেমনই আছে লেখার অর্থও।

পক্ষান্তরে ইউরোপিয়ান কোনো ভাষায় কাছাকাছি অর্থের শব্দসমূহের মধ্যে শব্দগত মিল থাকে না। যেমন ইংরেজিতে লেখার শব্দ হচ্ছে (Write), বইয়ের ইংরেজি (Book), গ্রন্থাগারের ইংরেজি (Library)। একটার সাথে আরেকটার শব্দগত কোনো মিল নেই।

আরবি ভাষায় উক্ত বৈশিষ্ট্য আছে বলে তা একদম শুরুর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় আছে। একদম শুরুর আরবদের আরবি যেমন ছিল, এখনো ঠিক তেমনই আছে। কিন্তু ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষার অবস্থা হলো, তা এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্মে যেতে না যেতে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আগের ইংরেজরা যে ইংরেজিতে কথা বলত, তা এখনের ইংরেজদের বোধগম্যই নয়। অতীত রূপ ও বর্তমান রূপের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।'[২৭৪]

তিন. ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের আরব রাষ্ট্রসমূহে ইদানীং বেশ কিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি আশঙ্কা করি, এসব প্রতিষ্ঠান আমাদের অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ছাড়বে এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতা সৃষ্টি করবে।

যে সকল মাতাপিতা স্বীয় সন্তানদের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করায়, তাদের অধিকাংশের উদ্দেশ্য থাকে, এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করলে ইউরোপের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা তাদের জন্য সহজ হবে। কিন্তু বাস্তবতা তার উল্টো। আরব রাষ্ট্রসমূহ থেকে ইউরোপের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যারা সুযোগ পায়, অতঃপর উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে এসে দেশের বিভিন্ন একাডেমিক কেন্দ্রে চাকুরি করে, তাদের অধিকাংশই আরবি মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করা ছাত্র। তাদের মধ্যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া ছাত্র একদম নেই বললেই চলে।

---

২৭৪. মুকাদ্দামাতুল উলুমি ওয়াল মানাহিজ, ড. আনোয়ার আল-জুন্দি (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আমাদের সন্তানদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে হলে ইসলামি ভাষা শেখানোর বিকল্প নেই। পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, ইসলাম (قُرْآنًا عَرَبِيًّا) 'আরবি কুরআন হিসেবে'[২৭৫] এবং (بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) 'স্পষ্ট আরবি ভাষায়'[২৭৬] অবতীর্ণ হয়েছে।

আয়াতাংশদ্বয় স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা এই মর্যাদামণ্ডিত ভাষার লোকদের ওপর ইসলামের বার্তা সারা বিশ্বজুড়ে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন এবং আরবি ভাষাকে তিনি অন্যান্য ভাষার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কারণ, তিনি মানবজাতির কাছে নিজের কথা পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য আরবি ভাষাকেই মাধ্যম হিসেবে নিয়েছেন। তাই প্রত্যেক মুসলিমের আরবি ভাষাকে ভালোবাসা এবং মর্যাদা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আবু মানসুর সাআলাবি বলেন :

'যে আল্লাহকে ভালোবাসে, তাকে অবশ্যই রাসুলকে ভালোবাসতে হবে। আর যে আরব রাসুলকে ভালোবাসে, তাকে অবশ্যই আরব জাতিকে ভালোবাসতে হবে। আর যে আরব জাতিকে ভালোবাসে, তাকে অবশ্যই আরবি ভাষাকে ভালোবাসতে হবে, যে ভাষায় আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব নাজিল করেছেন।'

এ জন্যই উম্মাহর আলিমগণ আরবি ভাষা জানে এমন লোকদের জন্য অনারবি ভাষায় অথবা আরবির সাথে অনারবি ভাষা মিশিয়ে কথা বলাকে মাকরুহ বা শরিয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় বলেছেন।

---

২৭৫. সুরা ইউসুফ, ১২ : ২।
২৭৬. সুরা আশ-শুআরা, ২৬ : ১৯৫।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সংশয় মোকাবিলা সম্পর্কিত উপদেশ

প্রত্যেক যুবককে অবশ্যই জানতে হবে যে, বর্তমানে ইসলাম অনেক চ্যালেঞ্জ ও প্রলোভনের উপচে পড়া ঢেউয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, যা আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। তন্মধ্যে রয়েছে এমন প্রোগ্রাম, নাটক-সিনেমা ও সংলাপ, যা ইসলামি সমাজের মূল্যবোধ ভেঙে দিতে, মুসলিমদের বিকৃতভাবে উপস্থাপন করতে এবং তাদের দৃশ্যপট থেকে বাদ দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

এক. ইসলামি মূল্যবোধের ওপর আঘাত

ইসলামবিদ্বেষীরা যুবক-যুবতিদের মধ্য থেকে রক্ষণশীলতা ও লজ্জাশীলতার মূল্যবোধ হটিয়ে তদস্থলে তথাকথিত স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বৈবাহিক ও পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে অবাধ মেলামেশা ও বিবাহবহির্ভূত নোংরা প্রেম-ভালোবাসার প্রসার ঘটাতে চাইছে। বিপদাপদ ও খারাপ সময়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার পরিবর্তে পানশালা, নাট্যশালা, নাচগান ও বেলেল্লাপনার আশ্রয় নিতে শেখাচ্ছে।

এর জন্য তারা প্রথমে ইসলামি সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসা মূল্যবোধগুলির ওপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন ও সংশয় ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। অতঃপর তদস্থলে সেক্যুলার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এর জন্য তারা আশ্রয় নেয় গ্ল্যামারাস লোগো ও সুন্দর সুন্দর পরিভাষার। যেমন : এনলাইটেনমেন্ট (আলোকিতকরণ), ইমানসিপেইশন (স্বাধীনতা), প্রগতি, র‍্যাশোনালিজম (যুক্তিবাদ) ইত্যাদি। ইসলামি সমাজে সেক্যুলার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকরণে তারা

কয়েকটি মাধ্যম ব্যবহার করে। প্রধানতম দুটি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. বিকৃতি

এটা তারা করে পূর্বসূরিদের অনুসরণ এবং পুরোনো রীতিনীতি থেকে উদ্ভূত সামাজিক ত্রুটিগুলোকে সমাজ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ত্রুটি হিসেবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে; অথচ সেগুলোর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই।

বন্ধুত্ব, প্রেম ও ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে অবৈধ সম্পর্ক ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চলচ্চিত্র পরিচালকরা রক্ষণশীল পরিবার নিয়ে সিরিয়াল বানায়। সেখানে দেখায় : স্বৈরশাসক পিতা যুবক সন্তানের ইচ্ছা ও বাসনার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং অশিক্ষিত মা এমন সব ঐতিহ্য ও রীতিনীতি আঁকড়ে ধরে থাকেন, যার সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু পরিচালক সেগুলোকে ধর্মীয় মূল্যবোধ হিসেবেই উপস্থাপন করে।

পরিচালক প্রেমিক-প্রেমিকার করুণ কাহিনি তুলে ধরে যুবসমাজের মুক্তির প্রতি আমাদের সহানুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করে। ফলে সেখানে তরুণীর অমতে বিয়ে দেওয়ার ক্ষতিকর দিকসমূহ তুলে ধরে। এখানে এসে খুবই চতুরতার মাধ্যমে ইসলামের বিকৃতি সাধন করে বসে। তা এভাবে যে, পরিচালক খুব ভালোভাবেই জানে, ইসলাম মেয়ের অমতে বিয়ে দেওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মেয়ের ওপর অন্যায়মূলক স্বৈরতন্ত্রকে সমর্থন করে না। কিন্তু তা জানা সত্ত্বেও সে সিরিয়ালের মধ্যে দেখায় যে, সামাজিক স্বৈরতন্ত্রের সমাধান ইসলামের রীতিনীতি আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে আসবে না; বরং তার সমাধান রয়েছে মুক্ত-স্বাধীন ও লাগামহীন সামাজিক মূল্যবোধের মাঝে!

এভাবে আরও বিভিন্ন উপায়ে নাটক-সিনেমা-সিরিয়ালে ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টা চালায় পরিচালকরা। তা এভাবে যে, সিরিয়ালে মুক্তমনাদের খুবই স্বচ্ছ, পরিপাটি, মিষ্টিভাষী ও ভদ্র হিসেবে দেখানো হয়; কিন্তু ধার্মিক লোককে নোংরা, জীর্ণশীর্ণ পোশাক পরিহিত অভদ্র মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করে।

আরবি ভাষা ও দ্বীনের শিক্ষককে ভিনদেশি ভাষা ও নাচগানের শিক্ষকের সামনে নত ও তুচ্ছ হিসেবে উপস্থাপন করে। অনুরূপভাবে পর্দাবৃতা মহিলাদের অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া নারী হিসেবে প্রদর্শন করে, যখন বেপর্দা নর্তকীকে সংগ্রাম ও মানবতার গৌরবময় আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

২. ইসলামের উন্নতি ও সৌন্দর্যকে এড়িয়ে যাওয়া

ইসলামি সমাজব্যবস্থার মূল্যবোধ ধ্বংস করার জন্য এটা দ্বিতীয় পদ্ধতি। বিভিন্ন গণমাধ্যমে দিনরাত পৃথিবীর যত সুন্দর ও ভালো দিকসমূহ উপস্থাপন করা হয়, সবগুলোকে সেক্যুলারিজমের আদর্শ হিসেবে দেখানো হয়, তা যদি ইসলামের সৌন্দর্যও হয়, অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে ইসলামের কথাকে এড়িয়ে যায়।

সুতরাং কোনো টিভি অনুষ্ঠানে যদি আলিমদের উপস্থাপন করতে হয়, সেখানে সেক্যুলার আদর্শের ভিত্তিতে তাদের উপস্থাপন করা হয়। অনুরূপভাবে চিন্তা ও শিষ্টাচারমূলক অনুষ্ঠানসমূহেও ইসলামের উন্নত চিন্তা ও শিষ্টাচারগুলো এড়িয়ে সেক্যুলার চিন্তা ও শিষ্টাচারসমূহ তুলে ধরা হয়।

অথচ এ কথা হাজার বার প্রমাণিত যে, বর্তমান পৃথিবীতে মানবিক মূল্যবোধ ও উন্নত শিষ্টাচারের ওপর তারাই অটল-অবিচল আছে, যারা ইসলামের নিয়মনীতি মেনে চলে। বাকিদের অবস্থা নড়বড়ে। বিশ্বস্ততা ও আমানতদারি প্রকৃত মুসলিমদের কাছেই আছে।

টকশোতে সেক্যুলারিজমের প্রবক্তাদের দাওয়াত দিয়ে তার সুন্দর দিকগুলি ভালোভাবে উপস্থান করানো হয়; কিন্তু সেক্যুলারিজমের অনৈতিক দিকসমূহকে ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়। পারতপক্ষে ইসলামের প্রবক্তাদের টকশোতে তেমন একটা সুযোগ দেওয়া হয় না। অবশ্য কোনো কোনো সময় এমন আলিমদের টকশোতে দাওয়াত দেওয়া হয়, যাদের ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান খুবই সীমিত। ফলে তারা হয় সেক্যুলারদের সামনে পরাজিত হয়ে ইসলামকে দুর্বল প্রমাণ করেন, অথবা ইসলামের ভুলভাল ব্যাখ্যা করে কার্যত সেক্যুলারিজমকেই বিজয়ী করে ফিরে আসেন।[২৭৭]

---

২৭৭. মানারুশ শাবাব।

দুই. রাসুল ﷺ-এর ব্যাপারে সংশয়

প্রিয় যুবক ভাই, কাফিররা ইসলামের যেসব নাম দিয়েছে, সে ব্যাপারে সতর্ক থেকো। যেমন মুসলিমের ব্যাপারে তারা বলে, 'সে মুহাম্মাদি।' অনুরূপভাবে ইংরেজি অভিধানগুলোতে ইসলামের এ ধরনের আরও নতুন নতুন নাম দেখতে পাবে। এই নামগুলো প্রচার করার পেছনে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য আছে। এর মাধ্যমে তারা প্রমাণ করতে চায় যে, ইসলাম মুহাম্মাদ ﷺ-এর বানানো ধর্ম!

আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের জন্য যে নাম চয়ন করেছেন, সে নাম ব্যতীত অন্য নাম কখনো মেনে নেব না আমরা। আমরা মুসলিম। এই নামই আমাদের পরিচয়।

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

> 'তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও; যাতে রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবজাতির জন্য।'[২৭৮]

'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী' বইয়ের লেখক বলেন :

'পৃথিবীতে প্রত্যেক নেতা ও দলপ্রধানের কিছু না কিছু সিক্রেট থাকে, যে ব্যাপারে সাধারণ অনুসারীরা তো অবগত নয়ই, একদম কাছের লোকেরাও জানে না। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ তার ব্যতিক্রম। তাঁর জীবনের এমন কোনো বিষয় নেই, যে ব্যাপারে তাঁর সঙ্গীরা অবগত ছিলেন না। অনুসারীরা তাঁর জীবনের প্রতিটি সেকেন্ড সম্পর্কে জানে। এমনকি স্ত্রীদের সাথে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল, তাও শিখে নিয়েছে মুসলিমরা। এভাবে তাঁর পুরো জীবনটাই মুসলিমদের কাছে 'সুন্নাহ' হিসেবে স্বীকৃতি পেল, যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর দাসত্বের প্রকাশ ঘটায়। আল্লাহর রাসুলের মতো মহান চরিত্রের অধিকারী পৃথিবীতে আর কেউ নেই।'

---

২৭৮. সুরা আল-হাজ, ২২ : ৭৮।

রাসুল ﷺ-এর একাধিক বিয়ে নিয়ে ইসলামের শত্রুরা যে অপপ্রচার চালায় এবং তাঁকে 'নারীলোভী' বলে অপবাদ দেয়, এসব অপপ্রচার-অপবাদ যেন আমাদের কোনোভাবেই প্ররোচিত করতে না পারে। কেননা, আমরা জানি যে, রাসুল ﷺ বিভিন্ন মানবিক কারণে এবং ইসলাম প্রচারের স্বার্থেই একাধিক বিয়ে করেছেন। তিনি হয়তো যুদ্ধে স্বামী হারিয়ে ফেলা অসহায় বিধবাদের সহায় হওয়ার জন্য বিয়ে করেছেন, অথবা ইসলামের স্বার্থে বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বিয়ে করেছেন।

রাসুল ﷺ যে তথাকথিত নারীলোভের জন্য একাধিক বিয়ে করেননি, তার প্রমাণস্বরূপ এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাঁর স্ত্রীগণের মধ্যে কেবল আয়িশা رضي الله عنها-ই কুমারী ছিলেন। বাকিগণের সবাই ছিলেন বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা।[২৭৯]

মার্কিন বিজ্ঞানী আলেক্সি লাওয়াজিন বলেন :

'মুহাম্মাদ পৃথিবীবাসীর জন্য এমন এক বই রেখে গেছেন, যা বাকবাণী ও নীতিশাস্ত্রের অনুপম নথি। তাঁর প্রচারিত ইসলাম এবং প্রাকৃতিক নিয়মনীতির মাঝে পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। বিজ্ঞান ও কুরআনের থিউরির মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। এই ব্যাপারটি আমাদেরকে আমাদের ধর্মের ব্যাপারে অনেক হতাশ করে তোলে। কেননা, আমাদের ধর্ম প্রাকৃতিক বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। অবশ্য এর কারণ হলো, আমাদের ধর্মে যথেষ্ট বিকৃতি হয়েছে।'

মার্কিন ধর্মযাজক বডলি বলেন :

'সেন্ট পিটার যদি রোমে ফিরে আসেন, তাহলে আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং গুহার অলংকৃত পোশাক দেখে বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়বেন। ধূপ, ছবি, বাদ্যযন্ত্র, মূর্তি-ভাস্কর্য ইত্যাদি দেখে তার মন থেকে যীশুখ্রিষ্টের শিক্ষাগুলো মুছে যাবে। কিন্তু মুহাম্মাদ যদি লন্ডন থেকে জাঞ্জিবার পর্যন্ত বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোনো একটি মসজিদেও ফিরে আসেন, তিনি তাঁর ধর্মের সেই রূপ দেখতে পাবেন, যা তিনি ইট ও গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি মদিনার মসজিদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।'[২৮০]

---

২৭৯. এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে 'শুবুহাত ওয়া আওহাম হাওলাল ইসলাম' নামক বইটি পড়ে নিতে পারেন।

২৮০. হাজা ওয়াল ইসলাম, শাইখ মুতাওয়াল্লি আশ-শারাবি : পৃ. ২৬-২৮ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

তিন. আপডেট এবং ওয়েস্টার্নাইজেশন

এ দুটি পরিভাষা ইদানীং মানুষের মুখে মুখে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। চলো আমরা এ দুটি সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করি।

আপডেট : আপডেট বা আধুনিকায়ন মানে হলো, পশ্চিমা বিশ্ব ও অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রসমূহ যে জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা উন্নত হয়েছে, তা অর্জন করা এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমসমূহ আয়ত্তে আনা, যা জাতির জ্ঞানিক ও শৈল্পিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এই আধুনিকায়ন উম্মাহর জন্য জরুরি।

ওয়েস্টার্নাইজেশন : ওয়েস্টার্নাইজেশন বা পশ্চিমায়ন হলো প্রাচ্যের মুসলিমদের বোঝানো যে, তারা উপাদান ও ইতিহাসের দিক থেকে পশ্চিমাদের চেয়ে ভিন্ন। সুতরাং পশ্চিমাদের মতো উন্নতি করতে হলে অতীতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কিছু থেকে মুক্ত হতে হবে। অতঃপর পুরো সমাজব্যবস্থাকে পশ্চিমা ধাঁচে সাজাতে হবে। তাদের সকল রীতিনীতি ও অভ্যাস-আচরণ আয়ত্ত করে নিতে হবে। জাতির উন্নতির জন্য এই ওয়েস্টার্নাইজেশন বা পশ্চিমায়নের কোনো প্রয়োজন নেই। বরং তা জাতির স্বকীয়তা ও সার্বভৌমত্বকে ধ্বংস করে দেয়।

এখানে আমরা আধুনিকায়ন ও পশ্চিমায়নের দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি। একটি উদাহরণ সেই রাষ্ট্রের, যা উন্নতির সঠিক পদ্ধতি তথা পশ্চিমায়ন ব্যতীত আধুনিকায়ন বেছে নিয়ে উন্নতির শিখরে উঠেছে। অপর উদাহরণটি পশ্চিমায়নের দরজা দিয়ে আধুনিকায়ন বেছে নিয়ে দুকূল হারানোর।

প্রথম উদাহরণ : জাপান। আধুনিক বিশ্বে উন্নতির শিখরে ওঠার জন্য জাপান নিজস্ব ধর্ম ও রীতিনীতি বিসর্জন দেয়নি। ধর্মকে তারা উন্নতির পথে বাধা মনে করেনি। ধর্মীয় উপাসনালয় তাদের প্রতিটি শিল্প-কারখানার অপরিহার্য অংশ। জাপানিরা তাদের পারিবারিক, সামাজিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য ধরে রেখেছে। স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি মর্যাদাবোধের সংস্কৃতি বিলীন করে দেয়নি। তা সত্ত্বেও তারা শিল্প, প্রযুক্তি ইত্যাদিতে অনেক উন্নতি সাধন করেছে।

প্রথম উদাহরণে একটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রেরও উল্লেখ করা যায়। মালয়েশিয়া। মুসলিমপ্রধান এই দেশটি শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যে অনেক উন্নতি

করে বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রসমূহের তালিকায় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু তার জন্য তাকে ইসলাম ও তার মৌলিক রীতিনীতি বিসর্জন দিতে হয়নি। ইসলামি রীতিনীতি আঁকড়ে ধরেও রাষ্ট্রটি উন্নতির শিখরে ওঠার মাধ্যমে ধর্মকে উন্নতির প্রতিবন্ধক মনে করা লোকদের গালে জোরে একটা চপেটাঘাত করেছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ : এই উদাহরণ আগের উদাহরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে এমন একটি রাষ্ট্রের কথা তুলে ধরব, যা উন্নতির জন্য নিজস্ব ধর্মীয় রীতিনীতি ও স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়েছে; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। হ্যাঁ, আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী তুরস্কের কথাই বলছি। এই রাষ্ট্র উন্নতি অর্জনের জন্য তার জনগণকে পাশ্চাত্যের রাজনীতি থেকে শুরু করে সকল রীতিনীতি অনুসরণে বাধ্য করেছিল। ফলে এত দিন ধরে ডান দিক দিয়ে লিখে আসা তুর্কি ভাষাকে পশ্চিমাদের মতো বাম দিক দিয়ে এবং লাতিন অক্ষরে লিখা শুরু করল। সমাজ থেকে ইসলামকে নির্মূল করে দিল। কুরআন ও সাহিত্য লাতিন অক্ষরে পড়ার সংস্কৃতি চালু হলো। শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবারকে ছুটির দিন করা হলো। অনেক মসজিদ জাদুঘরে রূপান্তরিত হলো। নারীদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হলো। বিয়ে, তালাক, এমনকি উত্তরাধিকার নীতিও পশ্চিমা নিয়ম অনুসারে চলতে লাগল। এভাবে ছোট বড় প্রতিটি বিষয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করল।

কিন্তু ফলাফল শূন্য! এতসব সত্ত্বেও তুরস্ক একটি অনুন্নত রাষ্ট্রই রয়ে গেল। উন্নত ও শৈল্পিক রাষ্ট্রসমূহের তালিকায় জায়গা করে নিতে সক্ষম হলো না।

কিন্তু বিগত কয়েক বছরে সেখানে ইসলামি জাগরণ শুরু হয়েছে। তুর্কি জনগণ বুঝতে শুরু করেছে যে, ইসলামই একমাত্র সমাধান।

আধুনিক পশ্চিমা বিশ্ব তাদের নতুন জীবনধারার দুই শতাব্দী অতিক্রম করল। এ দুই শতাব্দীতে মানুষ বিশ্বাস করেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানই সবকিছু। দ্বীন ও ইমানের কোনোই প্রয়োজন নেই। তারা বিশ্বাস করেছিল, বর্তমান প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়মনীতিই বিশ্ববাসীর সুখের ঠিকানা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান দিনদিন উন্নত হলো। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নিয়মকানুন উন্নত হলো। কিন্তু মানুষ আজও সুখের সেই সোনার হরিণের সন্ধান পেল না।

বরং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কল্যাণে বিভীষিকাময় জীবন উপহার পেয়েছে। এখানে এসে জ্ঞানীদের বড় একটি দল অনুভব করল কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞান জাতির সুখ আনয়নে যথেষ্ট নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা সুখের খোঁজ পেতে হলে ধর্মকে সাথে নিতে হবে। আর আকল বা বুদ্ধি হৃদয়ের কথা না শুনে এককভাবে সফলতার সন্ধান করতে পারে না।

মনে রাখো, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে সুবিন্যস্ত ও সুখময় করতে পারে। ইসলামেই আছে আদর্শ নাগরিক ও ফৌজদারি আইন। ইসলামেই আছে আন্তর্জাতিক আইন, নীতি, দর্শন... সবকিছু। ইসলামই বিজ্ঞানের জন্য গবেষণার সঠিক পন্থা খুলে দেয় এবং আকল বা বিবেকের জন্য চিন্তা-ফিকিরের উপকারী নিয়মনীতি নির্ধারণ করে।

যে ধর্মের বাস্তবতা এই, সে ধর্মকে অন্যান্য ধর্মের সাথে তুলনা করা বেমানান, যে ধর্মগুলোর নিয়মনীতি উপাসনালয়সমূহের চৌহদ্দির বাইরে চলে না। অন্যান্য ধর্মের মতো ইসলাম সামান্য কিছু নিয়মনীতির নাম নয়। ইসলাম একটি সভ্যতা, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামকে আঁকড়ে ধরে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরে ওঠা সম্ভব; বরং ইসলামই মানবজাতির উন্নতি ও সুখ-সমৃদ্ধির সোপান। সুতরাং উন্নতির জন্য পশ্চিমায়ন অবলম্বনের ধারণা কখনো সুস্থ বিবেকপ্রসূত হতে পারে না।

চার. সেক্যুলারিজম কী?

সেক্যুলারিজম, ধর্মহীনতা, জাগতিকতা একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন নাম। ধর্মহীন জীবনযাপনের ধারণাকে সেক্যুলারিজম বা ধর্মহীনতা বলে। পাশ্চাত্যে ধর্মহীন এই মতবাদ সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো : ধর্মযাজকদের অত্যাচার, ধর্মযাজকদের ছত্রছায়ায় পেশাদার রাজনীতিবিদদের জুলুম, লর্ডের নৈশভোজের নামে মানুষের সম্পদ লুট করার কৌশল, পাপ মার্জনা করার নামে জুলুম, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে গির্জার অবস্থান, মানুষের চিন্তার ওপর গির্জার আধিপত্য বিস্তার, গির্জাকর্তৃক তদন্ত কমিটি করে মানুষকে অহেতুক হয়রানি, বিজ্ঞানীদের ধর্মবিদ্বেষী আখ্যা দেওয়া ইত্যাদি।

ধর্মের নাম দিয়ে এসব অত্যাচারমূলক কর্মকাণ্ড পাশ্চাত্যের জনগণকে ধর্মের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। এখান থেকেই সেক্যুলারিজম বা ধর্মহীনতার মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পাশ্চাত্যে সেক্যুলারিজম গ্রহণ করার কারণ বিদ্যমান থাকলেও প্রাচ্যে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, প্রাচ্যের ধর্ম (ইসলাম) ধর্মের নাম দিয়ে মানুষকে জুলুম করে না; বরং এ ধর্ম পুরোটাই ইনসাফ ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও এখানকার কতক জ্ঞানপাপী এই অপ্রয়োজনীয় কাজটাই করে বসল। তারা এখানে সেক্যুলারিজমের প্রয়োজন অনুভব করে তা প্রতিষ্ঠিত করার হীন প্রচেষ্টা চালাল।

আরব ও মুসলিম বিশ্বে যেসব সেক্যুলার দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারিত হয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. ইসলাম ও কুরআনের সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ।

২. ইসলাম শুধু কয়েকটি আধ্যাত্মিক রীতিনীতি পালনের নাম। এর বাইরে ইসলামের আর কোনো কাজ নেই।

৩. বর্তমান যুগের সাথে ইসলাম বেমানান। এই যুগে ইসলাম আঁকড়ে ধরা সেকেলে ও পশ্চাৎমুখিতা।

৪. পশ্চিমাদের মতো নারীর অবাধ স্বাধীনতার আহ্বান।

৫. ইসলামি সভ্যতার বিকৃতি। ইসলামের ইতিহাসের বিজয় অভিযানগুলোকে অনৈসলামিক আখ্যা দিয়ে ইসলামকে কেবল একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন মনে করা।

৬. পশ্চিমা রীতিনীতি এবং ধর্মহীন পাঠ্যক্রম আমদানি।

৭. নতুন প্রজন্মকে ধর্মহীন প্রতিপালন করার মাধ্যমে সেক্যুলার প্রজন্ম গড়ে তোলার প্রচেষ্টা।

'আল-মাউসুআতুল মুয়াসসারাহ ফিল আদইয়ানি ওয়াল মাজাহিবিল মুআসিরাহ' গ্রন্থে আরব ও মুসলিম বিশ্বের কয়েকজন প্রথম সারির সেক্যুলারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তারা হলো, আহমাদ লুতফি আস-সাইয়িদ, তহা হোসাইন,

কাসিম আমিন, ইসমাইল মাজহার, মোসতফা কামাল আতাতুর্ক, আহমাদ সুকর্ন, সুহার্তো প্রমুখ।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, সেক্যুলারিজম ইসলামকে জীবন ও রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইসলামি বিধানাবলি বাদ দিয়ে পশ্চিমা বিধিবিধান গ্রহণ, মানবরচিত আইন প্রণয়ন এবং পশ্চিমা সামাজিক দর্শন অনুকরণের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু সেক্যুলাররা 'ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার' বলে আপাতশ্রবণে ভালো শোনায় এমন একটা বাক্য বলে মানুষকে সেক্যুলারিজমের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু মুখে তারা ধর্মনিরেপক্ষতার কথা বললেও তাদের আসল উদ্দেশ্য হলো, মানুষের জীবন থেকে ইসলামকে উচ্ছেদ করা।[২৮১]

পাঁচ. ইসলাম কি জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে বিঘ্নিত করে?

জনৈক ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিমা মনোবিজ্ঞানী বলেন :

'ধর্মের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে ব্যাহত করে এবং পাপ অনুভূতি তার জীবনকে বিস্বাদ করে রাখে। এই অনুভূতি বিশেষত ধার্মিক লোকদের বন্দী করে রাখে। তাদের কাছে মনে হয় যে, তারা যে পাপ করেছে, তা জীবনের আনন্দ থেকে বিরত থাকা ছাড়া ক্ষমা করা হবে না।'

আর কিছু লোক নিম্নলিখিত কথা বলে :

'ইউরোপ যতদিন ধর্মকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল, অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অতঃপর যখন ধর্মের সেকেলে শৃঙ্খলাগুলি খুলে ফেলল, তখন ধর্মের বন্দিদশা থেকে তাদের অনুভূতিগুলো মুক্ত হলো এবং কাজ ও উৎপাদনের জগতে যাত্রা শুরু করল।'

তারা প্রশ্ন করে :

'(ধর্মের দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে) তোমরা কি আমাদের আবার সেই সেকেলে অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চাও? আমাদের অনুভূতিগুলো আবার দমন করতে চাও?

---

২৮১. মানারুশ শাবাব।

উপচে পড়া যৌবনের আনন্দকে ব্যাহত করতে চাও? হালাল-হারামের বন্দিদশা থেকে স্বাধীন হওয়ার পর আবার কি সেদিকে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাও?'

অনুরূপভাবে তারা বলে :

'যুবক-যুবতিদের পারস্পরিক মেলামেশা যদি অবাধ হয়, তাদের প্রত্যেকের মেজাজ ও স্বভাব মার্জিত থাকে। উভয় দলের মাঝে নিষ্পাপ বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে যদি তাদের মধ্যে পর্দার প্রাচীর আড়াল করে দেওয়া হয়, তখন যৌন আকাঙ্ক্ষা তাদের প্রত্যেকের মধ্যে জেগে ওঠে এবং তাদের প্ররোচিত করে। এই শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা তাদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নেয়।'

ধর্মের ব্যাপারে ইউরোপীয়দের যে অভিযোগ, তার জবাব দেওয়ার জন্য আমাদেরকে আমাদের ধর্ম এবং তারা যে ধর্ম থেকে মুক্তি পেয়েছিল সে ধর্মের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে দিতে হবে। ইউরোপীয়রা ধর্ম বলতে যা বোঝে তা হচ্ছে, সকল ক্ষেত্রে ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব, বিজ্ঞানের বিরোধিতা, চিন্তার বিরোধিতা করার অপরাধে বিজ্ঞানীদের হত্যা। মোটকথা, ধর্মের ঠিকাদারি নেওয়া ধর্মযাজকদের মনগড়া নিয়মনীতি এবং তার জুলুম-অত্যাচারকেই ইউরোপীয়রা ধর্ম মনে করে। এ জন্যই ধর্মকে তারা উন্নতির পথে বাধা এবং সেকেলে মনে করে।

তাদের কাছে ধর্মের চিত্র এটাই। সুতরাং তারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। অবশ্য এই যদি হয় ধর্মের চিত্র, তাহলে ধর্মের বিরোধিতায় আমরাও তাদের সাথে আছি।

কিন্তু আমাদের ধর্ম তো এমন নয়। ইতিহাস প্রমাণ করে, মুসলিমরা যত দিন ধর্মকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল, তত দিন তারা উন্নতি-অগ্রগতির শীর্ষে ছিল। ধর্ম থেকে সরে পড়ার কারণেই তাদের পতন শুরু হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, মুসলিমদের দ্বীন উন্নতির পথে বাধা তো নয়ই; বরং তা উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করে।

তাদের অভিযোগের মধ্যে আরেকটি বড় অভিযোগ ছিল, ইসলাম মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে অবদমিত করে। এই অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য আমাদের অবদমনের অর্থ বুঝতে হবে। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি যে কাজ থেকে বিরত থাকতে চায়, সে কাজ থেকে নিষেধ করাকে কোনোভাবেই অবদমন বলা যায় না। মন্দ থেকে বিরত থাকার সহজাত প্রবণতাকে অস্বীকার করলেই কেবল অবদমন অনুভূত হয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যখন এমন কোনো কাজ করতে যায়, যা তার অনুভবে মন্দ, তাহলে সে উক্ত কাজ থেকে সহজে বিরত থাকতে পারে। এই বিরত থাকা তার জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে দমন করে না; বরং কাজটি করে ফেললেই সে অস্বস্তি অনুভব করে।

তারা আরেকটি অসাড় দাবি করেছে যে, যুবক-যুবতিদের মাঝে মেলামেশা অবাধ হলে তাদের মেজাজ সভ্য ও মার্জিত হয় এবং তাদের মাঝে নিষ্পাপ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই দাবি যে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অসাড়, তা হাতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যুবক-যুবতিদের অবাধ মেলামেশা আছে এমন সমাজের দিকে তাকালেই তা দেখা যায়। তারা বলে, পর্দা করলে যুবক-যুবতির মনে যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। তো এতে খারাপের কী আছে? এটাই তো স্বাভাবিক। মনের মধ্যে যৌনবাসনা জাগ্রত হওয়াকে ইসলাম খারাপ চোখে দেখে না। ইসলাম শুধু এতটুকু বলে, যৌনবাসনা নিয়ন্ত্রিত রেখে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্রে প্রয়োগ করো। এর জন্য ইসলাম বিয়ের মতো সুন্দর ও সহজ ব্যবস্থাও করে রেখেছে।

তাদের আরেকটি অভিযোগ হলো, ইসলাম তার অনুসারীদের মনে পাপের অনুভূতি দিয়ে চেতনে-অবচেতনে তাদের অস্থির করে রাখে। এই অভিযোগ সত্য নয়। কারণ মানুষ যতই পাপ করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার আগে আগেই ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার দরজা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছে ইসলাম। ইসলামে পাপ এমন জঘন্য কিছু নয় যে, পাপীকে মানুষ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আদি পিতা আদম ﷺ যে ভুল করেছিলেন, তার জন্য কি গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে? বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন। কুরআনের ভাষায় :

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ

'অতঃপর আদম স্বীয় পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিল, অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি (করুণাভরে) লক্ষ করলেন (তাকে ক্ষমা করলেন)।'[২৮২]

আদম-সন্তান যখন পাপ করে, তখন আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যায় না। কেননা, তাদের পাপ করার প্রবণতা সম্পর্কে তিনি অবগত। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

'সকল আদম-সন্তান পাপী। আর পাপীদের মধ্যে তাওবাকারীরাই উত্তম।'[২৮৩]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

'তোমাদের আজাব দিয়ে আল্লাহ কী করবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ইমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো! আর আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী সর্বজ্ঞ।'[২৮৪]

আসলেই তো। মানুষকে আজাব দিয়ে আল্লাহ কী করবেন? তিনি তো ক্ষমা ও অনুগ্রহ করতেই ভালোবাসেন।[২৮৫]

তা ছাড়া, আল্লাহ তাআলা পাপ সংঘটিত না হওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। এ জন্যই তিনি বলেন :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

'তোমরা জিনা-ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না।'[২৮৬]

২৮২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ৩৭।
২৮৩. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৯৯, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২৫১।
২৮৪. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৪৭।
২৮৫. শুবুহাত হাওলার রাসুল মুহাম্মাদ কুতুব।
২৮৬. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৩২।

অর্থাৎ জিনার অনেক অনুঘটক আছে, সেগুলোর কাছাকাছি যেয়ো না। আল্লাহ তাআলা বলেননি যে, তোমরা জিনা কোরো না। কেননা, ইসলামের একটা মূলনীতি হলো, 'সতর্কতা চিকিৎসার চেয়ে উত্তম।' এতসব সত্ত্বেও যদি মানুষ গুনাহ করে ফেলে, তখনও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত। তিনি দিনের বেলা হাত প্রসারিত করে রাখেন রাতের পাপীদের ক্ষমা করার জন্য, আর রাতের বেলা হাত প্রসারিত করে রাখেন দিনের পাপীদের ক্ষমা করার জন্য।

মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্যই তিনি নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কারণ, দৃষ্টি যৌন আকাঙ্ক্ষাকে উসকে দেয়। দৃষ্টি সংযত করলে লজ্জাস্থানও সংযত থাকে। যে দৃষ্টিকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়, সে নিজেকে ধ্বংসে নিপতিত করে।

ছয়. তাকদির

রাসুল ﷺ সাহাবিদের বললেন যে, কোন ব্যক্তি জান্নাতি আর কে জাহান্নামি, তা আগে থেকে লিপিবদ্ধ করা আছে। তখন সাহাবিগণ বললেন, 'তাহলে কি আমরা আমল বাদ দিয়ে যা লিখা আছে তার ওপর ভরসা করব?' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমরা আমল করতে থাকো। কেননা, যাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য তার কাজ সহজ করে দেওয়া হবে। যে ভাগ্যবান (জান্নাতি), তার জন্য ভাগ্যবানদের (জান্নাতিদের) আমল সহজ করে দেওয়া হবে। আর যে দুর্ভাগা (জাহান্নামি), তার জন্য দুর্ভাগাদের (জাহান্নামিদের) কাজ সহজ করে দেওয়া হবে।

অতঃপর রাসুল ﷺ তিলাওয়াত করলেন :

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى - وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى - وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى - وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى - فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

'অতএব, যে দান করে, আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।

আর যে কৃপণতা করে, বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করব।'[২৮৭_২৮৮]

রাসুল ﷺ সাহাবিদের আমল করার নির্দেশ দিলেন। লিখিত তাকদিরের ওপর ভরসা করে বসে থাকার অনুমতি দেননি। কেননা, তাকদিরে যার নাম জান্নাতবাসী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা আছে, সে তখনই জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি সে জান্নাতবাসীদের আমল (উত্তম আমল) করে। অনুরূপভাবে যার নাম জাহান্নামি হিসেবে লেখা আছে, সে তখনই জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি সে জাহান্নামিদের আমল (মন্দ কাজ) করে।

তাকদির সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের ওপর কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন শাইখ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি আশ-শারাবি ﵀। তিনি বলেন :

'ইবাদত করার কথা বললে কিছু মানুষ তাকদিরের অজুহাত দিয়ে বেঁচে যেতে চায়। তাদের প্রতি আমার প্রশ্ন হলো : যখন মাস শুরু হয়, আর কোনো একজনকে বেতন দেওয়া থেকে বিরত রাখা হয়, তখন এমন কে আছে, যে বেতনের জন্য সংগ্রাম করে না? এখানে তো তাকদিরের কথা বলে নিশ্চুপ থাকে না!'

তিনি আরও বলেন :

'মনে করো, রাষ্ট্রপতি সভাসদদের বললেন, "আমি আগামীকাল ভোর চারটায় সফরে বের হব। সে সময় মন্ত্রীদের উপস্থিতি এবং আমার যাত্রা উপলক্ষে এই এই আয়োজন হতে হবে।" তখন কেউ কি দেরি করে? কেন দেরি করে না তারা? অপরদিকে যখন মুয়াজ্জিন আজান দেয় এবং তোমাকে বলা হয়, নামাজ পড়তে এসো। কিন্তু তুমি সে ডাকে সাড়া দাও না। বলো, তাকদিরে যা লিখা আছে তা-ই হবে। নামাজ পড়ার কী প্রয়োজন? রাষ্ট্রপতির আদেশ পালনের ক্ষেত্রে তো তাকদিরের অজুহাত দেখাওনি, এখানে কেন দেখাচ্ছ?

---

২৮৭. সুরা আল-লাইল, ৯২ : ৫-১০।
২৮৮. সহিহুল বুখারি : ৪৯৪৭, ৪৯৪৯।

এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এমন লক্ষ লক্ষ ছাত্রীদের মধ্যে আমাকে এমন একজনকে দেখাও তো, যে নির্ধারিত সময়ের ভেতর পরীক্ষার হলে আসেনি। কেন এরা তাদের বিষয়গুলোকে এমনভাবে সাজিয়ে রেখেছিল; যাতে তারা তাদের নির্ধারিত বিষয়গুলোর ওপর অটল থাকতে পারে? কিন্তু যখন বলা হয়, "নামাজ পড়ো, ভালো কাজ করো", তখন তোমাকে বলবে, "তাকদিরে তো সব আগে থেকে লিপিবদ্ধ করা আছে, এসবের কী প্রয়োজন?" শরিয়তের বিধানাবলি পালন করার সময় তারা তাকদিরকে নিয়ে আসে; কিন্তু জাগতিক বিষয়সমূহ তারা নিজেদের ইচ্ছেমতো করে, তাকদিরের অজুহাত এখানে দেখায় না! কেমন এই দ্বিমুখিতা?'[২৮৯]

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি গোটা বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

২৮৯. হাজা হুয়াল ইসলাম, মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি আশ-শারাবি।

প্রিয় ভাই, আপনি কি জানেন, আপনি আপনার জীবনের ফায়সালাকারী দিনগুলো পার করছেন? এই সময়গুলো আপনি কীভাবে কাটাচ্ছেন সেটিই ঠিক করে দেবে কেমন হবে আপনার অনাগত ভবিষ্যৎ। আমরা তো বলব, আপনি আসলে কৈশোর কিংবা যৌবনের দিনগুলো পাড়ি দিচ্ছেন না; বরং আপনি আপনার ভবিষ্যৎ গড়ছেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ গড়ার বিষয়টি কি আপনার মাথায় আছে?

আমরা জানি, আপনি জীবনের এপারে যেমন ওপারেও অনেক বড় হতে চান, অনেক সুন্দর হতে চান, অনেক শ্রেষ্ঠ হতে চান। আপনি উভয় জাহানে কল্যাণ ও সাফল্যের সোনা ফলাতে চান। তাই না? কিন্তু বিষয়টি খুব একটা সহজ নয়। কারণ, বর্তমান জাহিলি সমাজব্যবস্থার অভিশাপে আপনার কৈশোর ও যৌবনের পথগুলো ঝোপঝাড়, খানাখন্দ আর আলো-আঁধারিতে পরিপূর্ণ। তার ওপর কুপ্রবৃত্তি, শয়তান, জিন্নাত ও খান্নাস প্রতিটি মুহূর্ত লেগে থাকবে আপনার পেছনে। ইন্টারনেটের অন্ধকার জগৎ আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। ফেসবুক, ইউটিউব, অসৎসঙ্গ আপনার কৈশোর ও যৌবনের সোনাফলা উর্বর দিনগুলোকে দুমড়ে-মুচড়ে ছারখার করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা আর দুর্দমনীয় জৈবিক তাড়না আপনার দাম্পত্য জীবনের মধুর আয়োজনকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে চাইবে। আপনার পাশে যদি কোনো গাইড না থাকে কিংবা আপনার হাতে যদি কোনো গাইডবুক না থাকে, তাহলে আপনার গন্তব্যে পৌঁছা বেশ কঠিন।

প্রিয় ভাই, কৈশোর ও যৌবনের দুর্গম পথগুলো সফলভাবে পাড়ি দেওয়ার শুভকামনা নিয়ে আপনাদের প্রিয় পাবলিকেশন রুহামা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে অসাধারণ এই গাইডবুক : 'ডাক দিয়ে যাই তোমায় হে মুসলিম তরুণ'।...